এছলাম ও বিশ্বনবী

দ্বিতীয় খণ্ড

(মহানবীর জীবন কথা)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
ডাক্তার জহুরল হক প্রণীত

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

নিবেদন

সর্ব্বমঙ্গলময় মহাপ্রভু মহান্ আল্লাহ্‌র কৃপায় এছলাম ও বিশ্বনবী ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কি হিন্দু কি মুছলমান সকলেরই মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে যে, মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) বৈদিক যুগের ব্রহ্মভাবাপন্ন পরমর্ষি ছিলেন এবং সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুস্কৃতকারীর বিনাশের জন্য, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য পরম-কারুণিক বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহাকে মানবের কল্যাণার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব—বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির ভিতর হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পরমব্রহ্মের একত্ববাদ সপ্রমাণিত করা হইয়াছে। অতএব হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্বের সহিত যে এছলামের মূলতত্ত্বের অনেকাংশে সামঞ্জস্য আছে, তাহাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

সহৃদয় বন্ধু মোহাম্মদ মোবারক আলী অত্যন্ত তৎপরতার সহিত ইহার মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য শেষ করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পরম ভক্তিভাজন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এই গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র প্রুফ দেখা নহে, সর্ব্বরকমে যে প্রকার সাহায্য করিয়াছেন, সে জন্য আমরা আজীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

বসিরহাট
৩০শে শ্রাবণ ১৩৪১

বিনীত—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম, জহরুল হক

মঙ্গলাচরণ

এই গ্রন্থখানির দুই খণ্ডই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াদর্শ। ইহাতে সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে এক সখ্যতা-সূত্রে বন্ধন করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

(১)

হিন্দুর এতে সাম্য প্রপাত
মুস্‌লেম পাবে প্রিয়-রতন।
অদ্বৈতবাদী-প্রাকাম্য,
ইহাতে দ্বৈত-জ্ঞানাঞ্জন।

(২)

নাস্তিকের এতে ভ্রম হয়যোগ
ব্রাহ্ম লভিবে আশার ফল।
কর্ম্ম-তাড়িত তৃষিত-পান্থ
লভিবে শান্তি-সরসীজল।

(৩)

সাহিত্যিকের শব্দ-সিন্ধু
ভাবুকের শশী শোভনা রাত্রি
তত্ত্বদর্শী লভিবে ইহাতে
পুলক-আলোক প্রেমেরি যাত্রী

(৪)

"কৃতী নগেন্দ্র" ধন্য তোমায়
"নূহুরল হক্" কুল-পাবন।
তোমাদের এই ধারণায় ধারা
ধরিবেন ধরা চিরজীবন।

চির হিতাকাঙ্ক্ষী—
কবিরাজ শ্রীতারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।
বসির হাট।

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

এছলাম ও বিশ্বনবী

দ্বিতীয় খণ্ড

মহানবীর জীবন কথা

এছলামধর্ম্মাবলম্বী সত্যপথাশ্রয়ী মহাত্মগণের নিকট এবং হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অনুরক্ত ভক্ত মহোদয়গণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেন নিজগুণে আমাদের সহস্র ক্রটী মার্জ্জনা করেন; সেই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের রূপ এবং গুণ বর্ণনা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য কোথায় আমাদের; তবে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আর সর্ব্বমঙ্গলময় আল্লাহ্‌র নাম লইয়া আমরা এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) রূপ কল্পনাতীত, বর্ণনাতীত এবং ধারণাতীত। তাঁহার শারীরিক গঠন-মাধুর্য্যে তিনি সাধারণ মানবের সহিত উপমিত হইতে পারেন না কিম্বা তাঁহার সদৃশ মানব সাধারণের মধ্যে কখন পরিলক্ষিত হইবে না। বোখারী শরীফে তিনি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহার আভাষমাত্র প্রদত্ত হইল।

×

মহানবী নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ, মধ্যমাকৃতি পুরুষ ছিলেন। যখন তিনি একাকী রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেন, তখন লোক অনুমান করিত, তিনি খর্ব্বাকৃতি কিন্তু যখন তিনি সহচর পরিবৃত হইয়া গমন করিতেন, তখন তাহাদিগের বোধ হইত, অপর সকলেই তাঁহার অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি।

তিনি গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন কিন্তু তাঁহার অঙ্গ-লাবণ্য দুগ্ধ-ফেন-নিভ ছিল না, তাহা শারদীয় ফুল্ল চন্দ্রিকার মত অথবা হেমাম্বুদ কিরীটিনী ঊষার মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল আভা সমন্বিত কিম্বা বসন্তে নব-কিশলয়ে যে রক্তিম আভা প্রকটিত হইয়া থাকে, সেই আভায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত বোধ হইত। কিন্তু সে মুখমণ্ডল গোলাকৃতি কি লম্বিত ছিল না। তাঁহার অপার্থিব সৌন্দর্য্যে অপর সমস্ত লোকের সৌন্দর্য্য মলিন হইত। নীপ কুসুমের মত শুভ্র হাসিটুকু তাঁহার রক্তোৎপলনিভ অধর ওষ্ঠে সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সেই হাসির মাধুর্য্যে সকল লোকেরই মন মুগ্ধ হইত। তাঁহার কুঞ্চিত কেশদাম তাঁহার গলদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল, তাঁহার জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত সেই সমস্ত কেশরাশির মধ্যে মাত্র সপ্তদশটী কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার এক সুহৃদ্ সিদ্দিক-ই-আকবর (হজরত আবুবকর) তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

যেমন পৌর্ণমাসী রজনীতে অন্ধকার নাই
মোস্তাফা চরিত্র চিত্র উজ্জ্বল সদাই।

তাঁহার প্রশস্ত ললাট তাঁহার জ্ঞানবত্তার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ছিল। ঘন কৃষ্ণ তারকা সমন্বিত তাঁহার ইন্দিবরনেত্র আকর্ণ বিস্তৃত, তাহার উজ্জ্বল দীপ্তিতে মনে হইত যে জগতের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য তিনি অবনীতে অবতীর্ণ। নাসিকা সমুন্নত, দন্তাবলি

ঘন-সন্নিবিষ্ট, মুকুতার ন্যায় সিত শুভ্র যেন সৌদামিনী প্রভা-বিশিষ্ট। তাঁহার শ্মশ্রুরাজি দীর্ঘ, কিন্তু গুম্ফ কর্ত্তিত। গলদেশ অপরের অপেক্ষা সুন্দর কিন্তু সূর্য্যাতপে ঈষৎ রক্তাভা-বিশিষ্ট ছিল। বক্ষ উদার প্রশস্ত, সে বক্ষে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি কখনও স্থান পায় নাই। তাঁহার উভয় স্কন্ধদেশ বিশাল এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট রোমাবলি শোভিত। তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধোপরি একটা কৃষ্ণবর্ণের তিল ছিল, তাহা ঘন কৃষ্ণ রোমাবৃত, তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ আজানুলম্বিত এবং দৃঢ়, সুগোল ও মাংস বহুল ছিল। হস্তের তালুদেশ এত কোমল যেন মখমল মণ্ডিত বলিয়া মনে হইত, আর তাহা হইতে সর্ব্বদা সুবাস নিঃসৃত হইত। তাঁহার সৌন্দর্য্য অপার্থিব, শক্তি অসাধারণ, পদ-বিক্ষেপ ধীর কিন্তু গতি দ্রুত ছিল। গমনকালে তাঁহার দেহ ঈষৎ উন্নমিত হইত। তিনি নিজে প্রকাশ করিতেন অন্য লোকের তুলনায় তিনি আদমের তুল্য, কিন্তু দেহাকৃতিতে এবং নৈতিক জীবনে তিনি পিতা ইব্রাহিমের সমকক্ষ ছিলেন। করুণাময় আল্লাহ্, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সম্মান অনন্তকালের জন্য রক্ষিত হউক!

মহানবীর প্রভব ও তাহার গূঢ় অর্থ

"তিনিই (আল্লাহ্) তাঁহার সেবক হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) জগতের শোভা, সৌন্দর্য্য এবং ভূষণ স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাঁহার আল্লাহ্‌র) সৃষ্ট সকল প্রাণীর (মানবের) সতর্ককারী হইবেন।" ২৫ : ১

"তিনিই (আল্লাহ্) সেই সমস্ত নিরক্ষর মানবগণের ভিতর এক-জন সতর্ককারীকে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহাদিগের নিকট তাঁহারই মঙ্গলবার্ত্তা (প্রত্যাদেশ বাণী) আবৃত্তি করিবেন এবং তাহাদিগের সমস্ত গ্লানি দূর করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন এবং তাহা-দিগকে পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ শিক্ষা দিবেন এবং জ্ঞান বিতরণ করিবেন, যদিও তাহারা ইহার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ভ্রান্তির আবর্ত্তে পতিত ছিল।" ৬২ : ২

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সকল দেশে সকল সময়ে আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মহামানব সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদও (দঃ) মহামানব। মানবের মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

এছলামের অনুশাসনে সৃষ্টির আদি হইতে যেখানে যে ধর্ম্মপ্রচারক নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই সমানভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করা মুছলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। এছলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিশ্বাস তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, অনুপম, অতুলনীয়, অবিনশ্বর, অবিভাজ্য সর্ব্বশক্তিমান্ মহাপ্রভু, সকল সদ্‌গুণের আধার এবং একমাত্র উপাস্য,—এই মূলতত্ত্ব মানব-সমাজে প্রচারিত করিবার জন্যই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনশীল, সেই একত্ববাদের পরিবর্ত্তে দ্বৈতবাদ, ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি

সাধারণ মানবগণ সামান্যমাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়া লোক-সমাজে প্রচার করিতে লাগিল, আল্লাহ্‌র প্রকৃত মহিমা বিস্মৃত হইয়া মানব এই প্রকারে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যাদি ধাতু, জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ইত্যাদি প্রকৃতির উপাদান সমূহকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক যাহা তাঁহার ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ কর্ত্তৃক মানবের কল্যাণার্থে এই পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইল। যে কোন মানব পাণ্ডিত্যে লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, তিনিই তাহাদিগের মধ্যে তাঁহার মত প্রচার করিলেন, তখনই ধর্ম্মপুস্তক সকল প্রক্ষিপ্ত হইল। এই প্রকারে যখন পৃথিবীর সমস্ত মানব অধঃপতনের নিম্নস্তরে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল, সেই সময় পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র বাণী বজ্র নির্ঘোষের মত জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষিত হইল।

সেই মহান্ আল্লাহ্ এক, অভিন্ন, অবিভাজ্য এবং জগতে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এক, এজন্য পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "সমস্ত মানব একজাতি ভুক্ত, এমতে আল্লাহ্ মানবগণকে সতর্ক করিতে সুসংবাদ-বাহক নবীগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সত্য ধর্ম্ম পুস্তক প্রেরিত হইয়াছিল। কালক্রমে তাহাদের মধ্যে যে মত-ভেদ সৃষ্ট হইয়াছিল, এই ঐশী বাণী দ্বারা তাহা মীমাংসিত হইল। যে সমস্ত লোককে এই সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক প্রদত্ত হইল, তাহারাই আবার এই সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া পরস্পরে বিরোধ উপস্থিত করিল, যদিও তাহাদের নিকট ইহার প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রকারে সেই মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার

প্রেরিত সত্যবাণীতে যাহারা সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল, কিন্তু পরে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিল, তাঁহার ইচ্ছায় তাহাদিগকে চালিত করিলেন এবং আল্লাহ্ যাহার উপর সন্তুষ্ট হন, তাহাকেই সত্যপথে চালিত করেন।" ২ঃ২১৩

সেই মহান্ আল্লাহ্ একমেবাদ্বিতীয়ং অর্থাৎ তিনি এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। উপনিষদ "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। শ্রুতি—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ৭ঃ২৪ গীতা

"মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার অব্যক্ত (প্রপঞ্চাতীত) উৎকৃষ্ট অব্যয় স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি (অবতার রূপে) সামান্যভাবে অনুভব করিয়া থাকে।"

পবিত্র কোরআনে অবতারবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, পবিত্র গীতাতেও এই অবতারবাদ নিন্দিত হইয়াছে। এমন কি পুরাণে অনেকস্থলে ইহা আসুরিক পূজা বলিয়া কথিত হইয়াছে।)

এছলামে উপাসনা-প্রণালীতে আমরা গীতার দশম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, তিনি জন্মরহিত, অনাদি, অব্যয় এবং লোক-মহেশ্বর, এইভাবে যিনি তাঁহাকে উপাসনা করেন এবং এইভাব যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনিই অসংমূঢ় এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, সেই পরম কারুণিক মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্টজীবের নিত্য মঙ্গলকামী এবং জীবের মঙ্গল কামনায় তিনি সমস্ত জগতে মহাপুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা অর্থাৎ ঈশ্বরের

একত্ববাদ মানব সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সত্যবাণী তাহাদের নিকট সম্মানিত হইলেও তাহাদের মতভেদ দুর হইল না, কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ সন্দেহ করিল, কেহ বা একেবারেই অবিশ্বাস করিল। এইজন্য তিনি পুনরায় তাহাদিগের মধ্যে সত্যের ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিতে মহানবী মোহাম্মদকে (দঃ) প্রেরণ করিলেন। একতার পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানব সকল কলহ-বিবাদে সময় অতিবাহিত করিতেছিল, ধর্ম্মের প্রকৃত এবং গূঢ় রহস্য দ্বার তখন তাহাদিগের পক্ষে রুদ্ধ ছিল। বিভিন্ন মানব বিভিন্ন মতাবলম্বী হইল। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র এক-নিষ্ঠ উপস্থাতা মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) সমস্ত মানবকে এক ভ্রাতৃত্বের মহাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করিতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। পবিত্র কোরআনে লিখিত হইয়াছে, "আল্লাহ্‌র শপথ, (দোহাই) আমরা নিশ্চয়ই তোমার পূর্ব্বে সকল জাতির মধ্যে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু শয়তানের কার্য্যকলাপ তাহাদের চক্ষে আপাত সুন্দর বোধ হইল; এখন সেই যেন তাহাদের অভিভাবক, কিন্তু এজন্য তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

(পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "তুমি কেবলমাত্র তাহাদের যে মতভেদ আছে, তাহা দুর করিবে এবং সত্যবাণী, যাহা আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছি, তাহা ভালরূপে তাহাদের বোধগম্য করাইবে। এই সত্যবাণী যাহারা বিশ্বাস করিবে, ত্যাহাদিগকে সুপথে চালিত করিবে এবং ইহা তাহাদিগকে করুণার ধারায় অভি-ষিক্ত করিবে।" ১৬ঃ ৬৩, ৬৪)

জগতে এমন কে আছেন, যিনি এই সরল সুন্দর সত্যবাণীতে

মুগ্ধ না হইবেন। ইহাতে দ্বি-অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম অর্থ সেই সমস্ত লোক তাহাদের কার্য্যকে কুকার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারিত না, তাহাদের মনোবৃত্তির এত অধোগতি হইয়াছিল যে, তাহারা সেই সব অসৎ কার্য্যের ভিতর তাহাদের জ্ঞানবত্তার, বুদ্ধিমত্তার সৌন্দর্য্য পরিকল্পনা করিত; দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের ধর্ম্ম এরূপভাবে বিভক্ত হইয়াছিল যে, সাধারণ মানব তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না।

মানবত্বের মধ্য দিয়া যিনি তাঁহার চরিত্রের, তাঁহার স্বভাবের, তাঁহার নৈতিক জীবনের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে পারেন, যে সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আপামর সাধারণ লোক সকল তাঁহার কমলানন হইতে নিঃসৃত ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সাংসারিক জীবনে উৎকর্ষ সাধনোপযোগী সমস্ত বিষয় অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবে সেই সমস্ত নীতিকথা নিজেদের জীবনে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করে, তাঁহাকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন আদর্শ পুরুষ বলিয়া থাকে। বাঙ্গালার গৌরব আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আমরাও ইতিপূর্ব্বে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার অবতারবাদ খণ্ডন করিয়াছি কিন্তু সেই মহাপুরুষ মানবত্বের মধ্য দিয়া এরূপভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ প্রদান করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ গীতার বাক্য প্রতিপালন করিয়া "পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই কথা মনে করিয়া যদি জগদ্‌বরেণ্য মহামানব মোহাম্মদকে (দঃ) শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করেন, মনে করেন জগতের যখন বড় দুর্দ্দিন, যখন পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত

পর্য্যন্ত অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, যখন ধর্ম্মভাব মানবের মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, সংসারে সর্ব্বপ্রকার অনাচার-অত্যাচারের স্রোতে ভাসিয়া মানব হিংস্র পশু ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তখনই সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব, তাহা হইলে হিন্দু মুছলমানে আর কোন ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না। ভবিষ্যদ্বেত্তা মহামানব শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "সম্ভবামি যুগে" যুগে অর্থাৎ অধর্ম্ম নাশ করিতে যুগে যুগে আবির্ভূত হইবেন, পবিত্র বাইবেলে মহামানব যীশুও ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাই মহামানব মোহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাব। কিন্তু সেই মহামানব তাঁহাদিগের মতই ভবিষ্যদ্বেত্তা, তাই তিনিও বলিয়া গিয়াছেন, আমিই শেষ মহানবী, আমার প্রচারিত ধর্ম্ম কখনও বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইবে না। তাই আজ চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে কোন পণ্ডিত, কোন বৈজ্ঞানিক, কোন দার্শনিক, কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পবিত্র কোরআনের পবিত্রতা নষ্ট করিতে সাহস করে নাই, কারণ এই ধর্ম্মপুস্তকের সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত শ্লোক, সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত অক্ষর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, এইজন্য এই ধর্ম্মপুস্তকের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযুক্ত করিতে কাহারও সাহস হয় নাই। মুছলমানগণও ঐশীবাণী দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সকল মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য, তাহা না করিলে তাহাদিগকে নিরয়-গামী হইতে হইবে।

প্রতি বৎসর নিদাঘকালে ফল সকল পরিপক্ক হয়, মানবের পক্ষে তাহা অতি উপাদেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে যদি কোন ফল বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কোন মানব সেই প্রকার কোন একটি ফলকে তাহার বিকৃত অবস্থা হইতে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারে না। যে সমস্ত উপাদানে ফলটি

গঠিত হইয়াছে, সমস্তই ঈশ্বর-প্রেরিত। বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, তিনি নূতন সৃষ্টি করিতেছেন, আবার তাহারা ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে। প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাধীনে প্রত্যেক অণু পরমাণু গঠিত হইয়া পুনরায় ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে।

এক যায় আর আসে, বিধির লীলার পাশে
কর্ম্মনদে বীচিমত উঠে ধীরে ধীরে।

বস্তু বা ব্যক্তির প্রভব কিংবা প্রলয় ঐশ্বরিক কার্য্য এবং ইহাই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য, এ বিষয়ে মানবের জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ, সেই প্রকার ঐশীবাণী, ধ্বংসশীল জগতে কতবার ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছে এবং করুণাময়ের কৃপায় পুনরুদ্ভব হইয়াছে। মঙ্গলময় প্রভু যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রেরিত সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক বিকৃত এবং অবিশুদ্ধ ভাবাপন্ন, তখন তিনি পুনরায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান কোরআন প্রেরণ করিলেন। কোরআন প্রেরণের এবং জনসমাজে প্রচারিত করিবার আবশ্যকতাও তিনি প্রকাশ করিলেন।

এ সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম মূর বলিয়াছেন, "আরব জাতি বহুতর বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তাহারা ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইয়া বহুদূরে পড়িয়াছিল, পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র একতা কি সদ্ভাব ছিল না, তাহাদের আচারগত কি ভাষাগত কোন পার্থক্য ছিল না। তত্রাপি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বশ্যতা স্বীকার করিত না, সর্ব্বদাই অস্থির প্রকৃতি, কলহ, বিবাদ, দ্বেষ, হিংসা যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রকাশ্য কি গুপ্তহত্যা, কাটাকাটি মারামারি তাহাদের মধ্যে কোন সময়ে অপ্রতুল ছিল না। এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে নিকট আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও এরূপ কলহের সৃষ্টি হইত যে, একের রক্ত দর্শন করিবার জন্য অন্যে হিংসা বৃত্তিতে হিংস্র পশুরও অধম হইত।

এছলাম আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে পরস্পর বিভক্ত সম্প্রদায়কে মিলনের একসূত্রে আবদ্ধ করিবার সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করিবার পর তাঁহার অসাধারণ প্রভাবে এই পরস্পর বিভক্ত জাতিকে এক ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

আরবের তদানীন্তন অধিবাসিগণকে যেন অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পবিত্র কোরআনে ঐশীবাণী তাহাদিগকে যেভাবে উদ্রিক্ত করিয়াছে, পাঠকবর্গের বোধগম্য করিতে তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"সেই মহান্ আল্লাহ্‌র নিয়মাবর্ত্তী হইয়া তোমরা পরস্পরে সম্মিলিত হইবে এবং কদাচ বিভক্ত হইবে না। যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, তখন তিনিই তোমাদের অন্তরকে একতায় আবদ্ধ করিলেন। ইহা তোমাদিগের উপর তাঁহার অনুগ্রহ বলিয়া স্মরণ করিবে। তাঁহারই কৃপায় তোমরা সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়াছ। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে দণ্ডায়মান ছিলে, তিনিই তোমাদিগকে রক্ষা করিলেন। তোমরা ন্যায়ের পথ অনুসরণ করিবে, এইজন্য তিনি তোমাদিগকে তাঁহার সুসমাচার পরিস্কাররূপে অবগত করাইলেন।" ৩ঃ ১০২

বস্তুতঃ আরববাসিগণের মধ্যে একবার যদি শত্রুতার উদ্ভব হইত, তাহা হইলে সে আগুন সহজে প্রশমিত হইত না। কখন কখন অতি তুচ্ছ ব্যাপারে এমন কি সামান্য একটা কথাতে তাহারা একেবারে যেন প্রজ্জ্বলিত অনলের মত জ্বলিয়া উঠিত। ইহার ফলে সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এমন সময় মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করিলেন, দগ্ধ মরুবক্ষে যেন শান্তির ধারা বর্ষিত হইল। সেই পরস্পর বিবদমান জাতিকে ভ্রাতৃত্বের একসূত্রে আবদ্ধ

করিয়া সেই মহাপুরুষ তাহাদের অন্তরে জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত করিলেন। নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহারা তখন জগতের লোকের নিকট মানব বলিয়া পরিচয় দিতে পারিল। কুপ্রবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বদা আক্রান্ত, মোহগ্রস্ত আরববাসিগণ সত্যের আলোকে আকৃষ্ট হইয়া সকল প্রকার কুসংস্কার হইতে পরিত্রাণ পাইল, তাহাদের সমস্ত প্রাণ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে পূর্ণ হইল, তাহারা তখন সেই মহাপুরুষের প্রদর্শিত এছ্‌লামের শান্তিপূর্ণ ছায়াতলে উপবেশন করিয়া তাহাদের সমস্ত সন্তাপ দূর করিল।

(পবিত্র-আত্মা মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে ধরণীবক্ষে ঈশ্বর ভাবাবিষ্ট যে সমস্ত মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগের সমস্ত জীবনই সত্য ধর্ম্ম প্রচারার্থ অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জগতে প্রায় সমস্ত মানব বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে মহানবী বা বিশ্বনবী বলিয়া গ্রহণ করিবে। পূতচরিত্র মোহাম্মদ (দঃ) যে তাঁহাদের প্রচারিত সত্যধর্ম্ম সুসংস্কৃত করিয়া মানব-সমাজে পুনঃ প্রচার করিবেন, তাঁহাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনে সম্পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"যখন আল্লাহ্‌ তাঁহার সৃষ্ট মহাপুরুষগণ অর্থাৎ নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে,—নিশ্চয়ই যে ধর্ম্মপুস্তক ও জ্ঞান আমি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি, তাহার পর একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষ তোমাদিগের নিকট আসিবেন এবং তোমাদিগের নিকট যাহা আছে, তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত করিবেন। তোমরা অবশ্যই তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবে। তিনি

(পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা আমার এই চুক্তিপত্রে বিশ্বাস করিবে এবং গ্রহণ করিবে কি? তাহারা বলিল আমরা বিশ্বাস করিব। তিনি বলিলেন তাহা হইলে তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদিগের মত সাক্ষী রহিলাম।" ৩ঃ৮০

কোরআনের এই বর্ণিত বিষয় নিউ টেষ্টামেণ্টে এক্ট ৩ঃ২১, ২২ দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; সেখানে কথিত হইয়াছে, "তাঁহাকে স্বর্গ নিশ্চয় গ্রহণ করিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ঈশ্বর মহাপুরুষের মুখ দিয়া বলিয়াছেন। কারণ হজরত মুছা সত্যই পিতৃগণকে বলিয়াছেন যে তোমাদিগের ঈশ্বর প্রভু তোমাদিগের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন তাঁহারই মত (মুছার মত) ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষ সৃষ্টি করিয়া পাঠাইবেন, যাহা তিনি (ঈশ্বর) প্রকাশ করিবেন, সেই সমস্ত বিষয় তোমরা তাঁহার নিকট শুনিতে পাইবে।"

মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) আগমন সম্বন্ধে পবিত্র পুস্তক বাইবেলে যীশু খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি তোমাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মিনতি করিয়া বলিব যেন তিনি আর একজন শান্তি-প্রদাতা প্রেরণ করেন, আর তিনি যেন চিরকাল তোমাদের মধ্যে অবস্থিতি করেন। এই ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে জানাইয়াছি এবং এই ঘটনা যখন ঘটিবে অর্থাৎ যখন সেই শান্তি-প্রদাতা আগমন করিবেন, তখন তোমরা যেন তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিতে পার। অনন্তর আমি তোমাদিগকে আর অধিক কিছু বলিব না, কারণ জগতের যুবরাজ আসিতেছেন এবং আমার আর কিছুই নাই অর্থাৎ আমার নিকট ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবাণী আর কিছুই নাই।" সেণ্ট জন ১৪ঃ১৬, ২৯, ৩০

যীশু পুনরায় বলিতেছেন, "এখনও আমার বলিবার অনেক কিছু

আছে, কিন্তু তোমরা তাহা সহ্য করিতে পারিবে না; যাহা হউক, যখন সেই সত্য মঙ্গলময় পবিত্র-আত্মা আগমন করিবেন, তিনিই তোমাদিগকে নিঃসন্দেহ সত্যপথে চালিত করিবেন, তিনি তাঁহার নিজের কথা কিছুই বলিবেন না, কিন্তু যাহা তিনি শুনিতে পাইবেন অর্থাৎ মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রত্যাদেশ বাণীরূপে যাহা প্রেরিত হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহাও তিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিবেন।" সেণ্ট জন ১৬ঃ ১২, ১৩

"কল্কী পুরাণে লিখিত আছে, কল্ক শব্দের অর্থ পাপ, কল্কী অর্থ পাপ-বিনাশী। কলির শেষে যখন মনুষ্যগণ—বিষ্ণুর যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলের আধার, যাঁহার জন্ম নাই, বিলোপ নাই,—তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবে, তখন এই কল্কী পৃথিবী হইতে পাপ দূর করিয়া দিবেন, তখনই সৎধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে এবং সত্য যুগ আবির্ভূত হইবে।" (সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কল্কী পুরাণের অনুবাদ)

অথর্ব্ব বেদে কথিত হইয়াছে।—

হ্রাং অল্লোহ রসুর মহমদ রকং বরস্য অল্লো অল্লাং।
আদলা বুকমেককং অল্লাবুকং নিকাত্রকম্॥ ৬

আল্লাহ্‌র রছুল মহম্মদ সকলেরই মাননীয় এবং পথপ্রদর্শক ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সকলেরই গ্রহণীয়। (উপেন্দ্র বাবুর অথর্ব্ব বেদীয় অল্লোপ নিষদের ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

হিন্দু শাস্ত্র মতে পৃথিবী সপ্ত ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে দ্বীপ বলে। প্রথম ভাগে জম্বু দ্বীপ ভারতবর্ষ, দ্বিতীয় ভাগে শাক দ্বীপ—ইরাণ, খোরাসান ইত্যাদি দেশ ইহার অন্তর্গত, তৃতীয় শাল্মল বা শাম্বল দ্বীপ—আরব, কেনান প্রভৃতি দেশ ইহার অন্তর্গত। কল্কী পুরাণ মতে এই শম্মল বিভাগে কল্কীর জন্ম হইবে; আরও বর্ণিত আছে শাক দ্বীপের

রাজা যখন সূর্য্য বংশকে শাখা শূন্য করিবেন, তখন কল্কী আবির্ভূত হইবে। বল্লভীপুরের সূর্য্যবংশীয় রাজা শিলাদিত্য শাকদ্বীপের সুবিচারক নওশেরোয়া অর্থাৎ পারস্য পতির সৈন্যগণের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দয়ানন্দ সরস্বতীর উর্দ্দু ইতিহাসে এবং টডের রাজস্থানে নওশেরোয়ার পুত্র দ্বারা শস্ত্র বলে বল্লভীপুর অধিকার এবং শিলাদিত্যের বংশ ধ্বংসের বিষয় লিখিত আছে। আরও লিখিত আছে জৈনগণের রক্ষিত লিপি হইতে প্রকাশিত বল্লভীপুর ধ্বংসের ঘটনা ৫২৪ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। ভট্ট কবিগণের গাথা হইতে প্রকাশ পাইতেছে এই নগর রক্ষার চেষ্টায় বীরগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাঁহার বংশের কেহই রক্ষা পাইল না, কেবল তাঁহার নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই নওশেরোয়ার সময় পাপনাশন আরবের নবীর জন্ম হইয়াছিল।

কল্কী পুরাণে লিখিত আছে যে, শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে বৈশাখ মাসে হর্ষ নক্ষত্রে বল্লভী করণে সোমবারে কল্কী অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন। আরবের নবীও ঐ মাস, বার এবং ঐ নক্ষত্রাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত কল্কীর জন্ম পত্রে গ্রহ সকলের যে অবস্থান, আবুলমা আশর নবীর যে জন্ম পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও ঐ সকলের অবস্থান তদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কল্কীর জন্ম পত্র প্রদত্ত হইল—মেষে রবি, বৃষে বুধ বৃহস্পতি, মিথুনে রাহু, কর্কটে সোম, সিংহে ০, কন্যাতে ০, তুলাতে শনি, বৃশ্চিকে ০, ধনুতে কেতু, মকরে মঙ্গল, কুম্ভে ০, মীনে শুক্র। পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রচলিত কল্কী পুরাণের মূল ও অনুবাদ দেখিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে।

কল্কীর পিতার নাম বিষ্ণেশ, মাতার নাম সুমতী, উভয় শব্দ আবদুল্লাহ ও আমেনা যে অর্থ প্রকাশ করে, সেই অর্থই প্রকাশ করিতেছে। ঐ গ্রন্থে আরও বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে প্রথমে তিনি পর্ব্বত-গহ্বরে

তপস্যা করিবেন, উত্তর দিকস্থ পর্ব্বতে গমন করিয়া মাত্র একজন উপাস্য— এই ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। ইহার অর্থ সুস্পষ্ট,—হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ঠিক ঐরূপই করিয়াছিলেন। আরব এবং কেন-আ-আন দেশ শাম্বল বা শাল্মল দ্বীপের অন্তর্গত। এই প্রদেশকে শাল্মলী বৃক্ষের বাহুল্যতার জন্য শাল্মল দ্বীপ বলে।" (খাঁন বাহাদুর মৌলভী তছলীমুদ্দিন আহম্মদ সাহেব কৃত বঙ্গানুবাদ কোর-আনের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং॥
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গত স পন্থাঃ॥

কাশীরাম দাস কৃত অনূদিত মহাভারত ৪৩৫ পৃষ্ঠ

"ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির ভিন্ন ভিন্ন মত এক মুনির মতের সহিত অন্য মুনির মতের ঐক্য নাই। ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত, প্রকৃষ্ট মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই সত্য পথ।"

"ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত"—এই ঋষি বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল যে দিন পারাণ পর্ব্বতের হেরা গিরি-গহ্বর হইতে সত্য সনাতন এছলাম ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভা প্রভাকর সদৃশ উদিত হইয়া সমুদয় বিশ্বে প্লাবিত হইয়াছিল।

ইহার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ সত্য ভবিষ্যদ্বাণী আর কি হইতে পারে? এছলামের মাহাত্ম্যে সমস্ত জগত পূর্ণ করিতে, এছলামের সৌন্দর্য্যে সমস্ত পৃথিবী ভূষিত করিতে, এছলামের ভাবের ধারায় সমস্ত ধরণী প্লাবিত করিতে বিশ্ববরেণ্য মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাব। জ্ঞানের

আলোকে জগতের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইল, সত্যের প্রদীপ্ত শিখায় অন্তর্নিহিত কুসংস্কার, কদাচার ভস্মীভূত হইল।)

প্রভব—পবিত্র আত্মা মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) (করুণাময় আল্লাহ্, তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা অনন্তকালের জন্য রক্ষিত হউক) মহাপুরুষ এব্রাহিমের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত এব্রাহিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত ইসমাইল হইতে অধস্তন চল্লিশ পুরুষ পরে আদনান জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই আদনানের বংশসম্ভূত। কোরেশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা নজর-বেন-কানান এই আদনান হইতে নবম পুরুষ। তাঁহা হইতে নবম পুরুষ পরে কুছছা জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই আরব দেশে সর্ব্বোচ্চ সম্মানার্হ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দির কাবাগৃহের রক্ষা কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কুছছা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পিতামহ আবদুল মোতালেবের পিতামহ ছিলেন। আভিজাত্যে এবং বংশ মর্য্যাদায় হজরতের বংশ আরব দেশে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইত। হজরতের মাতামহ বংশের পূর্ব্ব পুরুষ বাণী নজ্জারের কন্যা আবদুল মোত্তালিবের মাতা ছিলেন। আবদুল মোত্তালিবের দশ পুত্র ছিল, তাঁহাদের মধ্যে আবুলাহাব ও আবুতালেবের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত খুল্লতাত হজরতের চিরশত্রু ছিলেন এবং শেষোক্ত জন তাঁহার অভিভাবকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরমিত্ররূপে সর্ব্বদা তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার আর তিন পুত্র হজরত হামজা যিনি প্রথমেই এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, হজরত আব্বাছ যিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত এছলাম গ্রহণ করেন নাই কিন্তু হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহশীল ছিলেন এবং হজরত আবদুল্লাহ যিনি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পিতা

ছিলেন, ইঁহারা তিন জনেও দেশের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ কুছ্ছার ভ্রাতৃ বংশীয় ওয়াহাবের কন্যা আমেনা নাম্নী এক মহিয়সী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দম্পতি যুগল দেশের সেই দুর্দ্দিনেও তাঁহাদের বংশ মর্য্যাদার অনুরূপ তাঁহাদের অন্তঃকরণের পবিত্রতার জন্য সাধারণের প্রশংসা ও প্রীতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধ হইবার কিছুদিন পরে পুণ্যকীর্ত্তি আবদুল্লাহ্ বাণিজ্য ব্যপদেশে সিরিয়া প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পতিত হইয়া মদিনা নগরীতে দেহান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জগতের আলোক তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইবার পূর্ব্বেই পিতৃহীন হইলেন। তাঁহার যখন ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় তিনি তাঁহার স্নেহময়ী জননীকেও হারাইলেন। এই প্রকারে তিনি অতি শৈশবে পিতৃমাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু সমস্ত জগতের সৌভাগ্য যে এই পিতৃমাতৃহীন শিশু একদিন সমস্ত মানবকে নীতি শিক্ষা দিয়া যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশস্ত অন্তরে মানবের শিক্ষার সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হয় নাই, কিন্তু স্বর্গের সৌন্দর্য্য সে অন্তরকে বিভূষিত করিয়াছিল। চন্দ্র পক্ষে চন্দ্রদিবসে ১২ই রবি-উল-আওয়াল মহান্ আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ উপস্থাতা মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) ধরণীবক্ষে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু অনুশীলনকারী কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন ঐ মাসের নবম দিবসে তাঁহার জন্ম হয়, খৃষ্টাব্দ ৫৭১ সালে ২০শে এপ্রিল তারিখে জগদ্বরেণ্য মহানবীর জন্মদিন। কথিত আছে, তাঁহার জননী তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ তাঁহার মোহাম্মদ (দঃ) নাম রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে আদর করিয়া আহমদ বলিয়া ডাকিতেন। পবিত্র কোর-

আনে তিনি উভয় নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। তিনি নিজে বলিতেন "আমি মোহাম্মদ এবং আহমদ।"

জননীর মৃত্যুর পর পিতামহ আবদুল মোতালিবের হস্তে তাঁহার ভার অর্পিত হইল। কিন্তু দুই বৎসর অতিবাহিত না হইতেই তিনিও মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইলেন। শিশু মোহাম্মদ (দঃ) সে সময় অষ্টম বর্ষীয় বালক, সেই সময় তাঁহার খুল্লতাত আবুতালেব তাঁহাকে প্রতিপালন. করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। মহানুভব খুল্লতাত শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের মধুর গুণে মুগ্ধ হইলেন। অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ক্ষণিকের জন্যও তাঁহার স্নেহের পুত্তলি মোহাম্মদকে (দঃ) চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। হজরতের যখন দ্বাদশ বৎসর বয়স, তখন খুল্লতাত আবুতালেব ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্নেহা-ধিক্য বশতঃ বালক ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, অগত্যা তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন। ভ্রমণ-কালে পথিমধ্যে বাহিরা নামে একজন খৃষ্টান সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সাধু বালক মোহাম্মদের (দঃ) অসাধারণ প্রতিভা-ব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং আবুতালেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই বালকের মহত্ত্ব ও খ্যাতি একদিন জগদ্ব্যাপী হইবে এবং এই বালকই একদিন ঐশী-বাণী প্রাপ্ত হইয়া জগতের হিতসাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে। হজরতের বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কোরেশ এবং কেয়াছ সম্প্রদায়ের ভিতর এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে ফেজারের যুদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং পবিত্র মাসে, যে মাসে যুদ্ধ-বিবাদ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, সেই মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে অধর্ম্ম যুদ্ধ বা অন্যায় যুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। হজরত এই যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন কিন্তু মহান্ আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁহার পবিত্র হস্ত নর-রক্তে রঞ্জিত হয় নাই। দুর্ব্বল

ও উৎপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) এই সময় হলফ-উল-ফজুল নামে একটি সমিতি গঠিত করিলেন। যাঁহারা এই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সমস্ত উৎপীড়িত লোক-দিগকে সাহায্য করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য ছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় এই জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিনি ও তাঁহার বংশের বনী হাসেম এই অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব করিয়া সমস্ত সভ্যগণকে উৎসাহিত করিতেন। এই অল্প বয়সেই তাঁহার কোমল হৃদয় দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানবগণের সাহায্যার্থ আকুল হইয়া উঠিত। সমুদ্রবৎ সে হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া করুণার উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইত। দরিদ্রের বেদনার ভার লাঘব করিতে তাঁহার মহৎপ্রাণের আকাঙ্ক্ষা চারিদিকে যেন ছুটিয়া যাইত।

শৈশবে পিতৃমাতৃস্নেহে বঞ্চিত মহানবী পিতামাতার প্রতি কি প্রকারে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হয়, কি প্রকারে সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে যে উপদেশাবলী তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রচা-রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পিতৃমাতৃ-স্নেহ ঋণ পরিশোধ করিবার কোন সুযোগ তিনি জীবনে কোন দিন পান নাই, কিন্তু তাঁহার ধাত্রীজননীকে তিনি শ্রদ্ধার সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়া তাঁহার মহত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিবার পর একদিন তাঁহার ধাত্রীজননী তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া তাঁহাকে বসিতে দিয়াছিলেন। ধাত্রী-পুত্র ও ধাত্রী-কন্যাদিগকে তাঁহার স্নেহ ভালবাসা দেখাইতে তিনি কখনও কৃপণতা করেন নাই।

শৈশব যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব সুন্দর কিশোর বয়স্ক মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার নৈতিক জীবনের উৎকৃষ্টতায় এবং অন্তরের পবিত্র-তায় সাধারণ মক্কাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে

"অল আমীন" অর্থাৎ বিশ্বস্ততার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিত। পবিত্র কাবাগৃহ সংস্কার করিবার সময় একখানি কৃষ্ণ প্রস্তর স্থাপিত করিবার সম্মান লাভের জন্য সমস্ত কোরেশগণ পরস্পর বিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। একজন স্থিরবুদ্ধি পরিণত বয়স্ক বৃদ্ধ প্রস্তাব করিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি প্রথমে কাবাগৃহে আগমন করিবেন তিনিই মধ্যস্থ হইয়া প্রকাশ করিবেন কে এই সম্মান লাভের উপযুক্ত পাত্র। যেন দৈবকর্ত্তৃক চালিত হইয়া প্রিয়দর্শন মহানবী প্রথমে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত সমস্ত লোকই আনন্দাতিশয্যে চীৎকার করিয়া বলিল "এই যে অল্ আমীন আসিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই সুবিচার করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবেন।" একখানি বস্ত্রমধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরখানি নিজ হস্তে স্থাপিত করিয়া অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মোহাম্মদ (দঃ) সমাগত নেতৃবৃন্দকে সেই বস্ত্রখানির চারি-দিকে আকৃষ্ট করিতে বলিলেন। এই প্রকারে তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে একটা গুরুতর বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সকলকেই সমাদৃত করা হইল, সমাগত সমস্ত লোকই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিল।

বিবি খোদেজা নাম্নী একজন পূতচরিত্রা বিধবা যিনি এছলাম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে 'তাহেরা' (সচ্চরিত্রা) নামে অভিহিতা হইতেন, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ন্যায়পরায়ণতার বিষয় অবগত হইয়া এই ধনৈশ্বর্য্যশালিনী মনস্বিনী তাঁহার ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত ভারই তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সদনুষ্ঠানে এবং সাধু প্রকৃতিতে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। তাঁহার সততায় এবং সত্যপ্রিয়তায় মুগ্ধা বিবি খোদেজা অবশেষে তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় পরম সুন্দর যুবক তাঁহার অপেক্ষা পঞ্চদশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা মধ্যমবয়স্কা বিবি

খোদেজার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন! পার্থিব শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী মহাবীর নেপোলিয়ন তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা জোসেফাইনকে বিবাহ করিয়া যেরূপ সুখে শান্তিতে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অপার্থিব শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী মহাবীর (ধর্ম্মরাজ্যে) মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার অপেক্ষা আরো অধিক বয়োজ্যেষ্ঠা বিবি খোদেজাকে লইয়া সেইরূপ সুখে শান্তিতে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনে বিবি খোদেজার মত প্রণয়পাত্রী তাঁহার আর কেহই ছিল না। দাম্পত্য-জীবনে তিনি পরম সুখী হইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই মনে করিতেন ইহা বিধাতার সংযোগ এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে যথোচিত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। বিবি খোদেজার প্রেমে সমাহিত চিত্ত প্রেমিক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কখনও কোন তরুণীর রূপাকৃষ্ট হন নাই, কিংবা কোন স্ত্রী-লোকের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। বিবি খোদেজার গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কাছেম দুই বৎসর বয়সের সময় তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার আহ্বানে এই মরধাম ত্যাগ করিল। (তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবি জয়নব আবুল আছেরের সহধর্ম্মিণী ছিলেন।) তাঁহার কনিষ্ঠা বিবি রোকেয়ার সহিত হজরত ওছমানের বিবাহ হইয়াছিল। বদর যুদ্ধে মুছলমানগণের জয়লাভ করিবার অব্যবহিত পরে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। তাঁহার মহাপ্রস্থানের অল্পদিন পরে হজরত ওছমান মহানবীর তৃতীয়া কন্যা বিবি উম্ম কুলছুমকে বিবাহ করিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠা বিবি ফাতেমার সহিত মহাবীর হজরত আলী পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।) এই বিবি ফাতেমার গর্ভে হজরত আলীর সন্তান-সন্ততিগণ এছলামের ইতিহাসে ছৈয়দ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুপুত্র অতি শৈশবে কালগর্ভে বিলীন

হইয়া গিয়াছিল। এই প্রকারে হজরত তাঁহার জীবদ্দশায় বিবি খোদেজার গর্ভজাত সকল সন্তানকেই হারাইয়াছিলেন কেবলমাত্র কনিষ্ঠা তনয়া বিবি ফাতেমাই জীবিতা ছিলেন। কিন্তু হজরতের মহাপ্রস্থানের ছয় মাস পরে এই বিশিষ্টা রমণীও পিতৃপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া মহান আল্লাহ্‌র সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিবি খোদেজার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার মৃত্যুর পরও কোন দিনের জন্য তাঁহার স্মৃতি বিস্মৃতির আবরণে ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই, সেই মহীয়সী মহিলার সমস্ত গুণাবলি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মানসপটে মুদ্রিত ছিল। একদিন তিনি যখন তাঁহার মৃত পত্নীর উচ্চ প্রশংসা করিতে-ছিলেন, সেই সময় তাঁহার অপর পত্নী বিবি আয়েশা সিদ্দিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এখন যিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্তা, তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা, তিনি কি তাঁহার অপেক্ষা অধিক গুণশালিনী নহেন?" "কখনই নয়।" হজরত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "যখন পৃথিবীর লোক আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখন খোদেজার প্রেম, তাঁহার সুমধুর সম্ভাষণ আমার একমাত্র তৃপ্তিপ্রদ ছিল, তখন তিনি আমাকে তাঁহার প্রশান্ত বক্ষে স্থান দিয়া আমার সকল অশান্তি দূর করিয়াছিলেন।" পবিত্র প্রণয়ের পবিত্র স্মৃতি তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে উদ্রিক্ত হইল, তাঁহার প্রেমপ্রবণ চিত্ত বিগলিত হইল, নেত্র অশ্রুসিক্ত হইল। প্রেমময়ীর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি তিনি মানস-নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন। সেই মহীয়সী মহিলার বিপুল ধনরত্ন হজরত আল্লাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট পথে অসঙ্কোচে ব্যয় করিতেন, অর্থাৎ অকাতরে দীন-দুঃখীকে দান করিতেন। কিন্তু সাধ্বী সতী কোন দিনের জন্য প্রতি-বাদ করেন নাই, তাঁহার কোন কাজে বাধা দেন নাই। বিবি খোদেজা তাঁহার নিজ অর্থে তাঁহার পরম প্রিয়তম স্বামীর জন্য একজন ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) তাহাকে দাসত্ব হইতে

মুক্তিদান করিয়াছিলেন, অনুগত সহধর্ম্মিণী এজন্য তাঁহাকে কিছুমাত্র অনুযোগ করেন নাই। তাঁহার এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, স্বামী যে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা সৎপথেই ব্যয় হইত। হজরতের বিশ্বস্ত অনুচর জয়েদও একজন ক্রীতদাস ছিলেন, বিবি খোদেজার মহত্বে তিনিও দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। বিবি খোদেজা তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে যে বিবিধ বিচিত্র কুসুমদাম-শোভিত পুষ্পোদ্যান রচিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিমলবাহী স্নিগ্ধ সমীরণ অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত, আত্মীয়-স্বজন উপেক্ষিত, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ দূর করিয়াছিল। বিবি খোদেজার স্নিগ্ধ পবিত্র প্রেম, স্বামীর উপর তাঁহার একান্ত নির্ভরতা, তাঁহার উৎসাহ, তেজ, তিতিক্ষা উৎপীড়িত মহানবীর অন্তরে যেন নব জীবনের প্রেরণা। আর তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসার অনুভূতি অশান্তির অনলে নিত্য দগ্ধ হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র অবিচলিত রাখিত। বিবি খোদেজা নিত্য যেন তাঁহার মানস মোহিনী। শুদ্ধ সত্বা সহধর্ম্মিণী তাঁহার দেহ মন প্রাণ স্বামীর উদ্দেশে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া আত্মতৃপ্তি উপভোগ করিতেন। পূতচরিত্রা সাধ্বী তাঁহার ধর্ম্মজীবনে ভক্তির আধারভূতা, কর্ম্মজীবনে পথ-প্রদর্শিকা।

মহান্ আল্লাহর আহ্বান

"নিশ্চয়ই আমরা তোমার নিকট প্রত্যাদেশ বাণী প্রেরণ করিতেছি ; যেমন আমরা নোয়া (নূহ) এবং অন্যান্য নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছি।" ৪ : ১৬৩।

চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থিতি করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন অর্থাৎ মহাযোগে সমাধিস্থ হইতেন ; যেন স্বর্গ হইতে একটি পবিত্র সূত্রদ্বারা বিশ্বপতি মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার অন্তরের সহিত তাঁহার একনিষ্ঠ সাধক ভক্তপ্রধান হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন। হীরার নির্জ্জন গুহায় অবস্থিতি করিয়া মহাযোগী মহানবী তাঁহার মনের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিতেন, সেই মহান্ আল্লাহর অপূর্ব্ব জ্যোতিতে (নূর) হৃদয় মন আলোকিত করিতে উদাসচিত্তে তিনি তাঁহারই ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সময়ের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

(প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ২ : ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২ : ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ২ : ৫৭ গীতা

হে পার্থ, মানুষ যখন মনে উত্থিত সকল কামনা (অসার পার্থিব ভোগ সুখের কামনা) ত্যাগ করে ও আত্মাদ্বারাই আত্মায় সন্তুষ্ট থাকে

(ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভের পরিকল্পনায় বিভোর) তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।

যে দুঃখে দুঃখিত হয় না, সুখের স্পৃহা যাহার নাই, যে অনুরাগ (সংসার ভোগে আসক্তি) ভয় ও ক্রোধরহিত, তাহাকেই স্থিরবুদ্ধি মুনি বলিয়া থাকে।

সর্ব্বত্র রাগ (আসক্তি অর্থাৎ পাপার্জ্জিত বিষয় ভোগে আসক্তি) রহিত হইয়া যে পুরুষ শুভ কিংবা অশুভ পাইয়া হর্ষ কিংবা শোক করে না, তাহারই বুদ্ধি স্থির।)

কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন মহাযোগী মোহাম্মদ (দঃ) প্রকৃতই এই সময়ে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাভোগ সুখের কামনা বর্জ্জিত হইয়া একমনে সেই স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতি পরমকারুণিক আল্লাহ্‌তে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার একমাত্র কামনা সেই মহান্ আল্লাহ্‌র করুণালাভ, আর সেই করুণার অভিব্যক্তি সমস্ত মানবের প্রাণে প্রতিফলিত করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে রক্ষা করা। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনায় সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণের সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল, তাই মহাপ্রভু তাঁহার ভাবের ধারায় সেই পরম যোগীকে অভিষিক্ত করিলেন হৃদয়ের দ্বার মুক্ত হইয়া বাসনার স্রোত চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইল, সেই স্রোতে ভাসিয়া মানব তাহার সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিল।

হীরার সেই পবিত্র গুহায় মহান্ আল্লাহ্‌র প্রথম বাণী তাঁহার কর্ণে গম্ভীরভাবে ধ্বনিত হইল,—

"পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি মানবকে সামান্য একটি জীবন কীট হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনিই লেখনী দিয়া লিখিতে শিক্ষা দিয়াছেন, পড় এবং তোমার প্রভু বহু সম্মানার্হ। মানুষ যাহা অবগত ছিল না, (তিনিই) মানুষকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।" ৯৬ : ১৬

সত্যমঙ্গলময়ের এই সত্যবাণী সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিদ্বেষ ও পক্ষপাত শূন্য! বিশ্বমানবের কল্যাণার্থ মহান্ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক মহামানবের নিকট প্রেরিত। কি উচ্চ, কি উদার ভাবাপন্ন এই সুসংবাদ—সমস্ত মানব জাতির মঙ্গলপ্রসূ। এই মহৎ বাক্যের ভিতর কোন ব্যক্তিগত কি জাতিগত স্বার্থ নিহিত নাই, আছে শুধু বিশ্বমানবের স্বার্থ জড়িত। তাঁহার বাসনার স্রোত চারিদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল, একটা জাতি, কি একটা দেশের জন্য নয়, সমস্ত জাতির, সমস্ত দেশের জন্য। পৃথিবীর মানবকেই অধঃপতনের নিম্নস্তর হইতে উদ্ধার সাধন করাই তাঁহার চরম লক্ষ্য।

এইরূপ ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর সম্মুখে রমজান মাসে একদিন নিশীথ রাত্রে স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই নিরক্ষর উষ্ট্র-পালককে তখন পড়িবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। যোগিবর উত্তর দিলেন "আমিত পড়িতে জানি না।" স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া পুনরায় বলিলেন "পড়"। আবার সেই উত্তর। এই প্রকারে তিন বার উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার পর স্বর্গীয় দূত উপরি উক্ত শ্লোকসকল উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তপ্রবর মহানবীও পড়িতে সক্ষম হইলেন। স্বর্গীয় দূত হজরতকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র নামে পড়িতে চেষ্টা করিলে তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। ইহাতে সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তিনি আল্লাহ্‌র নাম লইয়া যে কোন কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইবেন। এই নিরক্ষর মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে যে সমস্ত রত্নরাজি নির্গত হইয়াছিল, তাহার দীপ্তিতে একদিন সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সমস্ত পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত, বিস্মিত হইয়াছিল।

এই পবিত্র দিনে, পবিত্র স্থানে, পবিত্র আত্মা মহামানব মোহাম্মদের

(দঃ) উপর মানবের ধর্ম্মশিক্ষার ভার অর্পিত হইল। মানবের কল্যাণার্থ মহামানব সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। যোগ্য পুরুষের উপর যোগ্য ভার অর্পিত হইল। এক মানব, এক আত্মার মধ্য দিয়া বিশ্ব-মানবের মুক্তির বাণী হৃদয়পটে মুদ্রিত করিয়া দিকে দিকে প্রধাবিত হইল, দিকে দিকে, জগতের সর্ব্বত্র জলেস্থলে, অনলে অনিলে, আকাশে পর্ব্বতে, অরণ্যে প্রান্তরে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল, দুন্দুভিনাদে ঐশীবাণী নিনাদিত হইল, মহাসত্য প্রচারিত হইল, মহামানব মানবের কল্যাণ কামনায় ধরণীতে অবতীর্ণ। এইদিনে তাঁহার স্কন্ধে মানবকে সর্ব্বপ্রকার কদাচার কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার ভার অর্পিত হইল। এই দিনে তিনি অব্যক্ত, অপ্রমেয়, অনাদি, অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র মহত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তাঁহার গুণময়ী প্রকৃতি দ্বারা এই জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আর সেই মহতী প্রকৃতির অভিব্যক্তি তাঁহার বিশ্বপ্লাবী আলোক-শিখা, সেই আলোক-শিখায় মহামানব মোহাম্মদের (দঃ) সমস্ত অন্তর আলোকিত হইল, তখন সম্পূণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি-লেন কি গুরুতর কর্ম্মভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে। সমস্ত জগতের ভাবের ধারা (অধর্ম্ম ও অসত্য) প্রতিহত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত প্রেমের ধারায় সমস্ত জগত প্লাবিত করিতে মহান্ আল্লাহ্‌র অনুজ্ঞা। ঈশ্বরের চিৎ-শক্তির পূর্ণ বিকাশে তখন তাঁহার অহংজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত। বিশ্বের সমস্ত মানবের প্রাণের মধ্যে তিনি আপনাকে দেখিতে পাইলেন, সেই বিরাট হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত সমস্ত বিশ্বের প্রতিকৃতি, বিভিন্ন বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত।—সেই সময় যেন সমস্ত জগত কম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল, "সমস্ত মানব-হৃদয় একবর্ণে রঞ্জিত হউক। আমি এক—একমেবাদ্বিতীয়ং, জগত এক, মানব এক, আর তাহা-দের সৃষ্টিকর্ত্তা আমিও এক ; ইহাই আমার অনুজ্ঞা।" "আল্লাহ্—তিনি

এক, তিনি ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বর নাই, তিনি সর্ব্বদা জীবন্ত, জাগ্রত, স্বসত্বায় স্বত্ববান ও বিশ্বসত্বার একমাত্র কারণ তিনি, নিদ্রা বা তন্দ্রা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না এবং তিনি কখন নিদ্রিত হন না। এই স্বর্গে এবং এই পৃথিবীতে যাহা কিছু বিগুমান, সমস্ত বস্তুর অধীশ্বর তিনি।” ২ঃ২৫৫ আল্লাহ্‌র এই অনুজ্ঞা তিনি প্রাণে প্রাণে বোধ করিলেন ; তখন সেই মহাপ্রাণের সমস্ত তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া আবাহন গীতি উত্থিত হইল “হে প্রভু, সত্য সনাতন প্রভু হে বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপালক শক্তি দাও, আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত কর, আমি যেন তোমার অনুজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে পারি।” ইহাই মহাপ্রাণ মোহাম্মদের (দঃ) ঐশী জ্ঞানের অনুভূতি, আর ইহাতেই তাঁহার শান্তি এবং ইহাতেই তাঁহার আনন্দ।

ওয়ারেকা বেন নওফল হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণসমা পত্নী বিবি খোদেজার খুল্লতাত পুত্র। তিনি পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া অবশেষে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বিবি খোদেজা তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসু অন্তরের ভাব অবগত ছিলেন যে, যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিলে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি সাধন হয়, তিনি অনেকদিন হইতে তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ভবিষ্যতে একজন শান্তি-প্রদাতার আবির্ভাব হইবে এবং যাঁহার আগমন মহামানব যীশুখৃষ্ট বহুপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ; এই সুসমাচার বিবি খোদেজা অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। এইজন্য যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই মহৎ কার্য্য সাধন করিবার জন্য মহান্ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন, তখন সাধ্বী সতী খোদেজা বিবি সর্ব্বপ্রথমে হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) তাঁহার নিকট লইয়া যাইলেন। ভদ্র ওয়ারেকা তখন চলৎ-শক্তি ও দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ। কিন্তু সেই জ্ঞানী বৃদ্ধ যখন অবগত হইলেন

যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন, তখন তিনি স্বত: প্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ করিলেন, এই স্বর্গীয় দূতই হজরত মূছার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "মোহাম্মদ (দঃ) আমি যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমিও দেখিতে পাইব, তুমি তোমার দেশবাসীর দ্বারা তোমার জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইবে।" হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাকে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার আত্মীয়-স্বজনগণ আমার প্রতিও কি সেইরূপ ব্যবহার করিবে?" "নিশ্চয়ই" ওয়ারেকা বলিলেন, "প্রত্যেক নবীই তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার দেশবাসীর নিকট এইরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন।" তাঁহার পরলোক গমনের পর মহানবী তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সহচর বলিয়া স্মরণ করিতেন।

সেই মহান্ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাণী অবগত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইত। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত ঋতুতে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ যেন রক্ত শূন্য হইয়া স্বেদনীরে আর্দ্র হইত, অর্দ্ধ চৈতন্য অবস্থায় উপনীত হইয়া তাঁহার দৈহিক ওজন যেন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইত। যদি সে সময় তিনি তাঁহার কোন ভক্তের জানুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে সে ভক্তের বোধ হইত ভারাধিক্য-বশতঃ তাঁহার জানু যেন নিষ্পেষিত হইতেছে। উষ্ট্রের উপর অবস্থান কালে উষ্ট্র পর্য্যন্ত সে গুরুভার বহন করিতে সমর্থ হইত না। জনসাধারণ তাঁহার এই সমাধি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইত। অতঃপর আর কাহারও সন্দেহের কোন কারণ থাকিত না। এই প্রকার ঐশী-বাণী-লাভ করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কি স্থান ছিল না, ইহা কখন স্বল্প কখন বা দীর্ঘ সময় ব্যবধানে সংঘটিত হইত। এই সমস্ত প্রত্যাদেশ

বাণী অবগত হইয়া হজরত ইহা মনের মধ্যে বারম্বার আলোচনা করিতেন। যখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইতেন, তাঁহার নিকটস্থ লোকদিগকে ঐ সমস্ত বাণী লিপিবদ্ধ করিতে এবং স্মরণ রাখিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেন।

মহানবীর ধর্ম্ম-পত্নী বিবি আয়েশা সিদ্দিকার বর্ণিত বিষয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে একদিন হেশাম পুত্র হারেছ হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি প্রকারে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণী তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। উত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, সময় সময় ঘণ্টানিনাদের মত ঐশী বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়। কিন্তু সেই অতি ভয়ঙ্কর ঘণ্টানিনাদ স্তব্ধ হইলে সমস্ত শব্দ তাঁহার স্মৃতিপথে মুদ্রিত হইয়া যায়। তখন তিনি তাহার ভাবসম্পদ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। (বোখারী ও মোসলেম)।

(স্বীয় সাধনা ও বিভু-অনুকম্পা বলে যখন শুদ্ধসত্ব নবী বুদ্ধ ঈশ্বরের নির্ম্মাল্য লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, তখনি তিনি ঐশীবাণী লাভ করিয়াছিলেন। কোরআন মজীদ হইতে অবগত হওয়া যায়, যে মানবের সহিত সেই মহান্ আল্লাহ্‌র বাক্য বিনিময় ত্রিবিধ উপায়ে সংঘটিত হইয়া থাকে, প্রথমতঃ ওহি বা হৃদয়ে অনুপ্রেরণা দ্বারা (মহান্ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক নব জীবন সঞ্চারিত হইয়া), দ্বিতীয়তঃ যবনিকার অন্তরাল হইতে বাক্যালাপ দ্বারা, তৃতীয়তঃ ফেরেস্তা প্রেরণ দ্বারা—ফেরেস্তা আল্লাহ্‌র আদেশ ক্রমে তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ প্রত্যাদেশ করিয়া থাকেন। ৪২ ঃ ৫)

("ঐশী-বাণী শ্রবণ সকল বিশুদ্ধাত্মা মানবের পক্ষেই সম্ভবপর, তবে নবীগণ যাহা শ্রুত হন, তাহাই "ওহিয়ে মাতলু" অর্থাৎ সুস্পষ্ট, সুশ্রাব্য এবং অভ্রান্তবাণী, কিন্তু অন্য লোকে যাহা শ্রবণ করেন, উহা "এল্‌কায়ে -ফিররুহ্" অর্থাৎ হৃদয়ে অনুপ্রেরণা।)

(মানবের জ্ঞান অপূর্ণ, সুতরাং বিজ্ঞানও অপূর্ণ।) প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া মানব এ পর্য্যন্ত যতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা অতি সামান্য। প্রকৃতির অনেক তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অনেক তত্ত্বের মূলে সন্দেহ এখনও ঘনীভূত রহিয়াছে। স্থূল এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতির যতটুকু তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, উহাই বাহ্য জগতে প্রকৃত, তদতিরিক্ত সমস্তই অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক বলিয়া অনুমেয়। ওহি অর্থাৎ প্রত্যাদেশের নিগূঢ় তত্ত্ব-বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই, তাই বলিয়া কি উহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না? (আমরা মহাকবি সেক্সস্পীয়ারের (Shakespeare) সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারি—"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy." প্রকৃতই স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তর্নিহিত অনেক তত্ত্ব এখনও পদার্থ বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারে নাই। একজন সামান্য মানব সহস্র সহস্র মাইল ব্যবধান হইতে অন্য একজনকে তাহার বাক্য শ্রবণ করাইতেছে, ইহা পূর্ব্বে অসম্ভব বিবেচিত হইলেও অধুনা আমরা চাক্ষুষ দেখিয়া বিশ্বাস করিতেছি। রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের পুষ্পক রথ পূর্ব্বে আমাদের অবিশ্বাসের বিষয় ছিল; কিন্তু বিজ্ঞানের অত্যদ্ভুত আবিষ্কার আকাশগামী উড়িবার যন্ত্র "উড়োকল" (aeroplane) দেখিয়া ঐ বিষয় এখন বিশ্বাসযোগ্য হইয়াছে। জ্ঞানময় শক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের জ্ঞানাতীত কোন প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহার সৃষ্ট মানবকে তাঁহার বাণী শ্রবণ করাইতেছেন, ইহা কি অবিশ্বাসযোগ্য?

কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বোধগম্য করিবার জন্য যেরূপ কঠোর পরিশ্রম, অধ্যয়ন এবং গুরুর উপদেশ আবশ্যক, তদ্রূপ আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করিতে হইলে কঠোর সাধনা এবং তাঁহার অনুকম্পা আবশ্যক। জগতে কত শত নবী বা মহাপুরুষ ওহি বা প্রত্যাদেশ বজ্রগম্ভীর নিনাদে শ্রবণ এবং

তাহা ধ্রুবসত্যরূপে প্রচার করিয়াছেন। এখনও শত শত পুণ্যবান্ লোক এই সত্য সনাতন এছলাম ধর্ম্মের অনুকম্পায় এলহাম বা ঐশীবাণী শ্রবণ করিতেছেন।"

(মৌ লেভী মোবিনুদ্দিন আহম্মদ কৃত কোরআন তত্ত্ব ৩য় খণ্ড)

(অধ্যাপক মোক্ষমূলার (Professor Maxmuller) তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন সত্যের আকর মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার অনুগত ভক্তের কর্ণকুহরে বজ্রাপেক্ষাও ভৈরব আরাবে তাঁহার বাক্যাবলি ধ্বনিত করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহারই অন্তর্নিহিত জ্ঞান, যে জ্ঞান আমাদের অন্তরকে বিকসিত করিয়া আমাদের সহিত তাঁহার বাক্য বিনিময় করিয়া দেয়, সেই পবিত্র স্বরলহরী যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ-তর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন তাহা আমাদের ধারণাতীত হয়, তখনই তাহার স্বর্গীয় মাধুরী অপগত হইয়া থাকে এবং তাহা পার্থিব জ্ঞান-ভাণ্ডারে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের ভাষায় পরিণত হয়। কিন্তু সময়ের আবর্ত্তনে ইহা ঈশ্বর ভাবাবিষ্ট সাধুগণের নিকট ইহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাদিগের কর্ণে স্বর্গীয় বাণী বলিয়া ধ্বনিত হইয়া থাকে।

(Prof. Maxmuller quoted from Stanley's Lectures on the History of the Jewish Church, part I., page 394))

হীরার নির্জ্জন গুহায় প্রথম প্রত্যাদেশবাণী অবগত হইবার পর স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল কিছুদিনের জন্য আর ভক্ত মহানবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। এই প্রকার প্রত্যাদেশবাণী স্থগিত থাকিবার সময়কে ফাত-রাত উল-ওহি অর্থাৎ প্রত্যাদেশবাণী স্থগিত থাকিবার সময় বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধক-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই সময় নির্জ্জন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া আল্লাহ্র ধ্যানে সমাধিস্থ হইতেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ—আল্লাহ্র অনুকম্পা, তাঁহার ভাবসম্পদের অধিকার লাভের জন্য দৃঢ়চিত্ত সাধক-

প্রবর অনেক দিন হইতে সাধনাতে আত্মনিযোগ করিয়াছিলেন। সেই মহান্ আল্লাহ্-র প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি সর্ব্বস্ব-হারা উন্মাদের মতন পর্ব্বতের সানুদেশে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার চিন্তাশীল হৃদয় কবে, কোন মুহূর্ত্তে বিশ্বেশ্বরের উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইবে, কবে কোন্ মুহূর্ত্তে তাঁহার মধুর বাণী তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে? দুঃখ-দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত, অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত, আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, আর্ত্ত ও বিপন্ন মহাযোগীর বিশ্বাসের ভিত্তি কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হয় নাই। একনিষ্ঠ সেই সাধকের বিশ্বাসের ভিত্তি ভক্তি ও একাগ্রতার দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অবশেষে এই দীর্ঘ ব্যবধান বিদূরিত হইল, উদ্বেগ ও আশঙ্কার সমস্ত কারণ অন্তর্হিত হইল। আবার ঐশী-বাণী সমাগত হইল, পুলকে সমস্ত প্রাণ তখন পরিপূর্ণ হইল। তিনি যে তাঁহার প্রাণেশ্বরকে প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন, ভালবাসার সমস্ত অবদান, প্রেমের সমস্ত উপহার, ভক্তির সমস্ত বারি, শ্রদ্ধার সমস্ত অর্ঘ, প্রীতির সমস্ত নিদর্শন সেই বিশ্ব-প্রেমিকের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আবার হাসি রাশি ফুটিয়া উঠিল, শত চন্দ্রের শোভায় সে হৃদয় আলোকিত হইল, আনন্দের স্রোত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল।

নব দীক্ষিতগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনিই মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিতে গিয়া ন্যায়নিষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বুঝিতে পারিলেন তাঁহার শত্রুগণ তাহাদের প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যেন বিষের জ্বালা বিকীর্ণ করিতেছে, হিংসা যেন শতফণা ধরিয়া শত দিক হইতে তাঁহাকে দংশন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু তিনি স্থির ধীর স্থাণুর ন্যায় অবিচলিত, তাঁহার প্রাণের সমস্ত বেদনা তাঁহার প্রাণের প্রভু করুণাময় আল্লাহ্‌কে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

প্রথমং ঐশী-বাণী লাভ করিবার পর মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) কম্পিত দেহে, কম্পিত চরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার প্রাণসমা সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন, "ও খোদেজা, আমাকে তুমি ধর, কম্বল চাপা দিয়ে ধর।" তাহার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "খোদেজা, তিনি যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বিশ্বাস করিতে চাহে না, তিনি কি একজন দৈবজ্ঞ না একজন ভবিষ্যদ্বেত্তা?" পতিপরায়ণা সাধ্বী উত্তরে বলিলেন, "আল্লাহ্‌ই আমার রক্ষক, ও আবুল কাছেম, তোমার জীবনে তিনি কখনই এরূপ ঘটনা ঘটিতে দিবেন না। তুমি সর্ব্বদা সত্য কথা বলিয়া থাক, কাহারও প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ নহ, ধর্ম্মে তোমার অটুট বিশ্বাস, তোমার জীবন পবিত্র, আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতিও তুমি দয়াশীল। তোমার কি হইয়াছে, তুমি ভয়ঙ্কর কি কিছু দেখিয়াছ?" "হাঁ"। এই বলিয়া নরশ্রেষ্ঠ মহানবী তাঁহার নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলেন। "আনন্দ কর, হে আমার প্রিয় স্বামিন্, আনন্দ কর, মনে কোন গ্লানি রাখিও না," স্নেহার্দ্র কণ্ঠে

স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। তাহার পর আবার বলিলেন "তাঁহারই হস্তে খোদেজার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, সেই স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বর আল্লাহ্‌ই সাক্ষী, তুমিই একদিন সমস্ত মানবের ধর্ম্মোপদেষ্টা মহানবী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে।" হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যদি ছদ্মবেশী ভণ্ড কি প্রতারক হইতেন, তাহা হইলে তিনি কি ঐ প্রকার ভয়বিহ্বল চিত্তে কম্পিত কলেবরে তাঁহার প্রিয় পত্নীর নিকট ফিরিয়া আসিতেন? ধর্ম্মপত্নী বিবি খোদেজা তাঁহার অন্তরের ছবি দেখিতে পাইলেন, কি উপাদানে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন। সরলতার আধার তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই তাঁহার বাক্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া এই মহীয়সী মহিলা নব ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন। বিবি খোদেজা কেবলমাত্র তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ছিলেন না, তাঁহার উপর একান্ত ভক্তিমতী তাঁহার প্রধানা শিষ্যা। বিবি খোদেজার নিকট-আত্মীয় ওয়ারেকা যদিও জীবদ্দশায় নবধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিতে পান নাই, তাহা হইলেও তিনি এছলামে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন এবং বিশ্বাসি-গণের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

হজরত আবুবকর মক্কানগরীর একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায়বিচারে এবং সত্যপরায়ণতায় তিনি সমস্ত মক্কাবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। সর্ব্বজনপ্রিয় মহানুভব আবুবকর বহুদিন হইতে মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। তাঁহার সত্যানুরক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, তাঁহার ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব, সর্ব্বভূতে দয়া ও সরলতা প্রভৃতি অশেষ গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হজরত আবুবকর তাঁহাকে শ্রদ্ধার অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে, মহানবী

সত্বগুণে একান্ত নিষ্ঠ ও আল্লাহ্‌র ধ্যান তৎপর হইয়া যেন সমগ্র বিশ্বের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই সেই মহাপুরুষের সহিত তিনিও অত্যাচার, উৎপীড়ন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, উপহাস কটূক্তি প্রভৃতি অঙ্গের আভরণ করিয়া নবভাবে প্রবর্ত্তিত শান্তি পূর্ণ এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বিবি খোদেজার মত তাঁহার সমস্ত জীবনে তাঁহারও বিশ্বাসের ভিত্তি একটুও কম্পিত হয় নাই। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পার্ষদগণের মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শান্ত, সংযত আল্লাহ্‌র প্রতি সতত ভক্তিমান আবুবকর তাঁহার অনুভূতির দ্বার মুক্ত করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নির্ব্বেদ সমাধি প্রাপ্ত হইয়া শরণাগত বৎসল মহান্ আল্লাহ্‌র সহিত নিত্য সংযুক্ত, তাঁহার একনিষ্ঠ সাধক, প্রিয়ভক্ত ও মহানবী, মানবের কল্যাণার্থ অবনীতে অবতীর্ণ, জীবের দুর্গতি মোচন করিতে বদ্ধপরিকর।

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অভিভাবক এবং খুল্লতাত মহাপ্রাণ আবুতালেবের প্রিয় পুত্র হজরত আলীও নব দীক্ষিতগণের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ এছলাম ভক্ত। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর এবং সর্ব্ব কর্ম্মে সাহায্যপ্রদাতা ভক্ত আলী তাঁহার সহিত এক স্নেহশীল অভিভাবকের যত্নে ও ভালবাসায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। মহানুভব হজরত আলী তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন, তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। ভক্ত মহাবীর আলী তাঁহার সহিত সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন, এমন কি আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে কখনও বিচলিত হন নাই।

দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত জায়েদ-বেন-হারেছ এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহানবীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি এই মুক্ত ক্রীতদাসকে যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মুক্ত হইয়াও জায়েদ তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এমন কি তাঁহার পিতার নিকটও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। হজরতের সঙ্গলিপ্সা তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল।

যখন বিবি খোদেজা, হজরত আবুবকর, মহাবীর আলি ও ভক্ত জায়েদ নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট এই শান্তিপূর্ণ পবিত্র এছলাম ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং হজরত মোহাম্মদের (দঃ) একনিষ্ঠ সাধনা প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন সমাজে প্রতিষ্ঠাশালী অনেক মহানুভব ব্যক্তি হজরত ওছমান, জোবের, আবদর রহমান, ছাদ এবং তালহা নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব এই সমস্ত মহাপ্রাণ মুছলমানগণ পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহাদের প্রাণমন, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং এছলামের ইতিহাসে যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের অপেক্ষা আভিজাত্য-গৌরবের নিম্নস্তরে অবস্থিত, কিন্তু সহিষ্ণুতায় কোন অংশে হীন নহে ভক্ত বেলাল, ইয়াছের ও তাঁহার পত্নী ছমাইয়া এবং তাঁহাদের পুত্র আম্মার বিশ্বাসিগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া এছলাম প্রচারে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐশী-বাণী লাভ করিবার চতুর্থ বৎসরে মহানবী তাঁহার প্রিয়ভক্ত আকরমের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া সকল লোকের নিকট ধর্ম্ম-কথা ব্যাখ্যা করিতেন এবং এছলামের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের বিষয় সর্ব্ব-সাধারণে প্রচার করিতেন। তিন বৎসরের ভিতর চত্বারিংশৎ মক্কাবাসী নব প্রবর্ত্তিত এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; তাঁহাদের অন্তরের সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখায় দূরীভূত হইল।

কোরেশগণের ভিতর কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী লোক যখন নব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, নব দীক্ষিতগণের মধ্যে সকলেই যখন সৌভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠিত

করিলেন, তখন কোরেশগণের হিংসার আগুন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, আর সেই আগুনে সেই মুষ্টিমেয় মুছলমানকে ভস্মীভূত করিতে তাহারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করিল না। মুছলমানগণ সেই সময়, সেই কষ্টকর পরীক্ষার সময়, আত্মবিসর্জ্জনের উপর তাঁহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে. সহস্র নির্য্যাতনেও তাঁহারা কখন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইবেন না, তাঁহাদের অন্ধকারময় হৃদয় যে আলোকে প্রদীপ্ত হইয়াছিল, জীবনের বিনিময়েও তাহা নির্ব্বাপিত হইতে দিবেন না। কি তাঁহাদের উত্তেজনা, কি অটুট বিশ্বাস, সত্যের প্রতি কি প্রগাঢ় অনুরাগ, সংযমের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ তাঁহাদের মন তখন ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত, মানবত্বের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবার বাসনা দুর্নিবার; সে বাসনার স্রোত প্রতিহত করিবার মত এমন কে শক্তিমান আছে; তাঁহাদের চিরদিনের বুভুক্ষিত আত্মা আল্লাহ্‌র প্রেম-সুধা পানে যে নির্ম্মল শান্তি বোধ করিতে পারিয়াছে, সহস্র শয়তানের সম্মিলিত শক্তিও তাঁহাদের সে শান্তি নষ্ট করিতে পারে না। তাঁহাদের শিক্ষা-গুরু যিনি, তিনি তখন বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বপা মহান্ আল্লাহ্‌কে তাঁহার জন্ম কর্ম্ম আয়ু, তাঁহার বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা অনুক্ষণ আরাধনা করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত সত্ত্বা তাঁহারই নামে নিবেদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন, সেই আনন্দের স্বরূপ এই বিশ্ব তাঁহার কর্ম্মাধার, আর সেই মহান্ আল্লাহ্ এই বিশ্বের আধেয়, তাঁহারই উত্তমশ্লোকে আবেশিত চিত্ত মহামানব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, তিনিই পরমেশ, সর্ব্ব কারণের কারণ, তিনিই নিমিত্ত অর্থাৎ কাল, তিনিই উপাদান অর্থাৎ বীজ এবং এই বীজেই সমস্ত জগত উদ্ভূত আর তিনিই সমস্ত কর্ম্ম কারণের একমাত্র নিয়ন্তা।

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) খুল্লতাত মহাবীর হামজা যখন বুঝিতে পারিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের অলৌকিক শক্তি, অনন্যসাধারণ সাধনা,

যে শক্তি ও সাধনা দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ সহস্র উৎপীড়নেও অবিচলিত, যাঁহার মধুস্রাবী বচন-বিন্যাসে তাঁহারা মহান্ আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তখন তিনিও এছলামের শান্তির ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। অতি শৈশব হইতে হজরতের সত্যানুরক্তি, মানব সাধারণের প্রতি দয়া, জনহিতকর কার্য্যে অনুরাগ, সর্ব্বভূতের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ, শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান, পবিত্র হৃদয় গুণগ্রাহী হামজা তাঁহার এই সমস্ত গুণাবলি মনে মনে আন্দোলন করিয়া তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা স্নেহশীল ছিলেন। তাঁহার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ও তাঁহার অনুরক্ত পার্ষদ-গণের প্রতি এছলাম বিরোধিগণের কঠিন নির্য্যাতন তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, এই জন্য প্রকাশ্যে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তদানীন্তন অন্ধকারময় এছলামগগনে শত সূর্য্যের তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন হজরত ওমর ; শৌর্য্যে ও বীর্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় অতুলনীয়, ঔদার্য্যে ও মহত্ত্বে অনুকরণীয়, সততায় ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতায় মহামানবেব উপযুক্ত সহচর, তাঁহার বিরাট হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি মহাপ্রাণ ওমর এছলামের মুগ্ধকরী সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই ওমর একদিন হজরতকে হত্যা করিবেন বলিয়া নিষ্ঠুর জহ্লাদের মত শাণিত কৃপাণ হস্তে যাইতে-ছিলেন, পথিমধ্যে একজন নব দীক্ষিত মুছলমান তাঁহার ঈদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মোহাম্মদকে হত্যা করিব। মোহাম্মদ এই অনর্থের মূল, তাহাকে সংহার করিলে আর পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ থাকিবে না।" সেই মুছলমান তখন নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, "হজরতকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে তিনি যেন তাঁহার ভগিনী, তাঁহার খুল্লতাত পুত্রী এবং তাঁহার

ভগিনীপতিকে সংহার করেন, কারণ তাঁহারাও এছলাম গ্রহণ করিয়াছেন।” অগ্নিতে যেন ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হইল, ক্রোধান্ধ ওমর ক্ষিপ্রগতিতে ভগিনীরগৃহে গমন করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন তাঁহারা তখন উত্তমশ্লোক কোরআন মজীদ আবৃত্তি করিতেছেন। ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অতি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা তখন স্থাণুর ন্যায় স্থির অবিচলিত! অবশেষে উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে তাঁহার ভগিনীর সুমধুর বাক্য নির্গত হইল, “ওমর ভাই, তোমার যাহা অভিরুচি হয়, করিতে পার, আমরা কিছুতেই এই পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না।” স্তম্ভিতভাবে হজরত ওমর তাঁহাদের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইল; তখন যেন আত্মহারা হইয়া তিনি ভগিনীকে বলিলেন “পড়, যাহা তুমি পড়িতেছিলে, আমার সম্মুখে পড়, আমি তাহা শুনি।” তখন ভগিনী ফাতেমা ছুরা অল হদীদ্ হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—

“যাহা কিছু স্বর্গে ও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তেই তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি শক্তিময়, জ্ঞানময়। তিনি স্বর্গ ও ধরণীর অধীশ্বর। তিনিই প্রভব ও প্রলয়-কর্ত্তা। তিনি সর্ব্বোপরি তাঁহার শক্তি পরিচালিত করিয়া থাকেন, সৃষ্টির তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, স্থিতিশীল সমস্ত পদার্থের উপর তাঁহার স্থিতি এবং পৃথিবীর সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বের তিনিই পরিজ্ঞাতা, এই জগতে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনিই সেই, যিনি ষষ্ঠ দিবসের ব্যবচ্ছেদে এই স্বর্গ ও ধরণী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার শক্তিময় সিংহাসন পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। এই পৃথিবীর অন্তর্নিহিত সমস্ত পদার্থের, পৃথিবীর বক্ষ হইতে যাহা নির্গত হইতেছে, যাহা স্বর্গ হইতে আপতিত এবং যাহা স্বর্গে উত্থিত হইতেছে, তিনিই সেই সমস্ত তত্ত্বের সারজ্ঞ এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র তোমার অস্তিত্বের সহিত তিনি

স্থিতিমান এবং তোমার সমস্ত ক্রিয়াই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির গোচরীভূত।" (৫৭ : ১, ২, ৩, ৪) এই মর্ম্মস্পর্শী তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া আত্মহারা উন্মাদের মত ভাবগ্রাহী ওমর সেই নরোত্তম নবীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, কিন্তু নবী সেই সময় আকরমের বাটীতে পবিত্রশ্লোক কোরআন আবৃত্তি করিতেছিলেন। ভাবের স্রোতে ভাসিয়া মহানুভব ওমর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরম পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিলেন। মহানবীও সেই সময় পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিলেন।

"হে মানব, তুমি অকৃতকার্য্য হইবে বলিয়া, আমরা তোমার নিকট কোরআন প্রকাশ করি নাই। যাহারা সন্ত্রস্ত, তাহাদিগের স্মৃতি উদ্দীপক এই পবিত্র পুস্তক। ইহা তাঁহারই প্রত্যাদেশ বাণী, যিনি পৃথিবী এবং উচ্চ স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন।" ২০ : ১-৪

সত্যাশ্রয়ী ওমর দীক্ষা গ্রহণ করিলে সেই নব দীক্ষিত মুষ্টিমেয় মুছলমানগণের প্রাণের মধ্যে যেন একটা আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল, তাহাদের নির্জীব প্রাণের স্তরে স্তরে তাহারা যেন একটা প্রবল উত্তেজনার প্রবাহ ধারণ করিল, একটা নব জীবনের অনুপ্রেরণা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া তাহারা সমস্বরে মহান্ আল্লাহ্‌র জয় ঘোষণা করিল "আল্লাহো আকবর" আল্লাহ্ মহৎ, আল্লাহ্ প্রধান এবং আল্লাহ্ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) জন্মকাল হইতেই শান্ত-আত্মা, নিঃসঙ্গ এবং সমদর্শী ছিলেন; তিনি স্বীয় আত্মায় নিখিল লোক এবং নিখিল লোকাত্মায় আপনাকে দর্শন করিতেন। অবিচ্ছিন্ন যোগাগ্নি দ্বারা তিনি সংসারের সমস্ত কলুষ, অজ্ঞানতার সমস্ত তমঃ দগ্ধ করিয়াছিলেন। যিনি সত্ত্বরূপে শান্ত, জ্ঞানৈকরস এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, যিনি সর্ব্বভূতে সমবস্থিত, ভক্তপ্রবর মহানবী সেই আত্মস্বরূপ সদা

চৈতন্য মহাপ্রভু আল্লাহ্‌কে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী এবং ভবিষ্যদ্বেত্তা, কিন্তু সমৃদ্ধিশালী ও সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্ তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহাকে জড়, উন্মত্ত এবং যাদুকর বলিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কুলবৃদ্ধগণও তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু তিনি জ্বালাবিহীন অনলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। সদা শুদ্ধ স্বভাব, সত্ত্বগুণে গুণান্বিত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্ত্তব্যে অবহিত হইয়া কাহারও প্রতি দ্বেষ কিংবা হিংসা পোষণ করিতেন না। এক দিবস তিনি ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে সেই আল্লাহ্‌র সর্ব্ব-ব্যাপিকত্ব এবং একত্ববাদের সম্বন্ধে তাঁহার গুণাবলি প্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি অন্ধ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার অসন্তোষ কি ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ললাটের কুঞ্চিত রেখাগুলি তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে তিনি প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিলেন। এই প্রত্যাদেশ বাণীর ভাবার্থ তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিলেন; সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অন্তর্দৃষ্টির ভিতর উচ্চ নীচ ছোট বড় কেহই নাই। যে ব্যক্তি সদ্‌গুণ-সম্পন্ন, সৎকার্য্যে নিরত থাকিয়া আল্লাহ্‌তে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিই সংসারে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। যাহারা দুঃখী এবং দুর্ব্বল, কোরআনের অতি পবিত্র ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারাও মানবত্বের মধ্য দিয়া সহস্র দল বিকসিত সরসিজের মত প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীর লোকের নিকট সমাদৃত হইবে। অবজ্ঞা ও উপেক্ষার পাত্র সংসারে কেহই নাই, মানব মাত্রই তাঁহার সৃষ্টি সুতরাং শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র।

অত্যাচার কাহিনী

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত মহাপুরুষ মহত্ত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ-পুরুষ। যিনি সকল শ্রেণীর নর-নারীর জীবনের স্তরে স্তরে তাহাদের সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তাস্রোতে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন; ধরণী-গর্ভে তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শুদ্ধসত্ত্ব হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অলৌকিক প্রভাব, অকলঙ্ক চরিত্র, অমানুষিক প্রতিভা, অতুলনীয় সহিষ্ণুতা ও অদম্য উৎসাহ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল, কোন সম্মোহিনী বিদ্যা কি যাদুমন্ত্রের প্রভাবে তাহারা আকৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার পৌরুষেয় ভাব এবং অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি দ্বারা তিনি তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে চালিত করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন। যখনই ভগবৎ শক্তির চিদাভাষ সত্যপরায়ণ মানবের অন্তরে প্রতিফলিত হয় এবং তাহার অনুপ্রেরণা অধঃ-পতিত মানব-মণ্ডলীকে সত্যপথে আকৃষ্ট করে, তখনই দেখিতে পাওয়া যায় শয়তান হিংসার শতফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে। মক্কা নগরীতে এই প্রকার শয়তান চালিত মানবের অভাব ছিল না, তাহারা তাহাদের বিদ্বেষের আগুন চারিদিকে এরূপভাবে বিস্তৃত করিয়াছিল যে হজরত যে পথে পা ফেলিতেন, সেই দিকেই দেখিতে পাইতেন সেই বিষের আগুন প্রজ্বলিত রহিয়াছে। তাঁহার কমলাঙ্ঘ্রিতল ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, তীব্র বিষের জ্বালা তিনি সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া-ছিলেন, তথাপি সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যে অটল, হিমাদ্রির মত স্থির। তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা,

প্রবল উৎসাহ, অসাধারণ একাগ্রতা, অনন্যসুলভ কর্ম্মতৎপরতা প্রত্যেক মানবের উদাহরণ স্বরূপ, এমন কোন শক্তি ছিল না যে শক্তির পরিচালনায় তাঁহার কর্ম্মস্রোত প্রতিহত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে তিনি সম্পূর্ণ-রূপে সাফল্যলাভ করিয়া জগতে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অনুপমেয়। (১)

সর্ব্বপ্রথমে মক্কাবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভণ্ড তপস্বী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য বিদ্রূপ, উপহাস, অনাদর, উপেক্ষা, অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে কোঁন ত্রুটি করিল না। তিনি যে অনন্ত রত্নের অধিকারী হইয়াছেন, যে রত্ন রাজরাজেশ্বরের কনক কিরীটে শোভা পায় না, ইহা তাহারা একবারও মনে ভাবিতে পারিল না। পবিত্র জ্ঞানের উজ্জ্বল ভাতি যে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গে প্রতিফলিত হইয়াছে, বিশ্বনিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্‌র অনু-

---

(১) John Devenport said, "The greatest and the last of Gods' prophets" ঈশ্বরের সৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং শেষ মহানবী।

Encyclopaedia Britannica,—"Of all the religious personalities of the world, Mahamad was the most successful."

পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যত মহাপুরুষ আসিয়াছেন, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন।

Dr. Stoddard said, "The other great religions won their way slowly by painful struggles and finally triumphed with the aid of powerful monarchs converted to the new faith. Christianity had Constantine, Budhism had its Asoke and Zoraostreanism its Cyrus, each lending to his chosen cult the mighty force of secular authority. Not so Islam."

জগতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম কঠোর সাধনা বলে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া পরিশেষে নবধর্ম্মে দীক্ষিত পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের জন্য কনষ্টানটাইন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য অশোক, জরদস্তর ধর্ম্মের জন্য সাইরাস ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই স্বীয় ধর্ম্মমতের প্রসারণকল্পে রাজদণ্ডের মহাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু এছলামে এরূপ কিছু হয় নাই।

কম্পায় তাঁহার স্থিতি যে সাধারণ মানব অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে, শত চন্দ্রের প্রভা সমন্বিত ত্রৈলোক্যপতির স্নিগ্ধ নির্ম্মাল্য তিনি যে তাঁহার প্রশস্ত বক্ষে ধারণ করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাহারা একবার কল্পনাতেও ভাবিতে পারিল না। একজন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত বিকৃত মস্তিষ্কের অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য মনে করিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন একবারও মনে ভাবিতে পারিল না তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে উদ্গত জ্ঞানের অঙ্কুর একদিন ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে সমস্ত জগতকে মোহিত করিবে। বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র করুণা তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত বক্ষে একমাত্র বর্ম্ম, তাঁহার প্রত্যাদেশ বাণী তাঁহার উপেক্ষিত জীবনে অমৃত উৎস।

"এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবে, কারণ তোমার প্রভুর কৃপায় তুমি একজন ভবিষ্যদ্বেত্তা দৈবজ্ঞ কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক উন্মাদ নহ। কিংবা তাহারা কি বলিয়া থাকে? তুমি একজন কবি। আমরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিব সময়ের দুর্ঘটনার জন্য। (অর্থাৎ আমরা সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করিব যে সময় তাহারা তাহাদের এই প্রকার মন্দ বুদ্ধির জন্য বিষময় ফল প্রাপ্ত হইবে)। বল, অপেক্ষা কর, আমিও তোমার সহিত তাহাদের মত অপেক্ষা করিব। না, তাহাদের বুদ্ধি কি এইভাবেই চালিত করিল? তিনি ইহা জাল করিয়াছেন। না না তাহারা বিশ্বাস করে না। বেশত তাহারা এই প্রকার প্রচারিত সত্যবাণী আনয়ন করুক, যদি তাহারা সত্যবাদী হইয়া থাকে।" ৫২ : ২৯ ৩৪

"আমরা তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি, সে জন্য তাহারা অকৃতজ্ঞ হইতে পারে। কিন্তু তুমি কিছুদিনের জন্য সন্তুষ্ট থাক, কারণ তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে (সৎকার্য্যের অমৃতময় এবং অসৎকার্য্যের বিষময় ফল)।" ৩০ : ৩৪

এই প্রকার অনেক প্রত্যাদেশ বাণী দ্বারা হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) সেই মহান্ আল্লাহ্ই উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনবর্গের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া মহাপ্রাণ মোহাম্মদের (দঃ) প্রশস্ত বক্ষ তাহাদিগের শ্লেষ ও বিদ্রূপের বাণে নিত্য ক্ষত বিক্ষত হইত। কোন স্থিরবুদ্ধি মানব তাঁহার দেশবাসী ও আত্মীয়গণের নিকট এই প্রকার উপেক্ষিত হইলে, তিনিও বিকৃত-মস্তিষ্ক হইবেন। কিন্তু ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে সমাহিত চিত্ত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) একাগ্রমনে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। বিপরীত বুদ্ধি উন্মার্গগামী মক্কাবাসিগণ কল্যাণভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে উৎ-পীড়িত করিতে লাগিল।

এই সমস্ত মন্দবুদ্ধি উৎপীড়কের মধ্যে ক্রূরমতি আবুজেহেলের নাম বিশেষ প্রকারে উল্লেখযোগ্য। একদিন কাবাগৃহে উপাসনাকালে মহা-নবী যখন ভূমিতলে পতিত ছিলেন, সেই সময় পাপিষ্ঠ আবুজেহেল তাঁহার পবিত্র দেহোপরি একটা উষ্ট্রীর অপবিত্র অন্ত্র নিক্ষেপ করিল। দুর্ব্বৃত্তের এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া তাহার অনুচরবৃন্দ অনেক সময় তাঁহার মস্তক উপরি অনেক নিকৃষ্ট জীব-জন্তুর এই প্রকার অপবিত্র অন্ত্র, মল-মূত্র প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একদিন ছাকা পর্ব্বতের নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে যোগিপ্রবর যখন আল্লাহ্র ধ্যান মগ্ন ছিলেন, এই নরাধম আবু-জেহেল তাঁহার অনুসন্ধানে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি নানাবিধ কটূক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আরম্ভ করিল, কিন্তু তাঁহার সমাধিভঙ্গ করিতে না পারিয়া সেই মহাপাপিষ্ঠ তাঁহার প্রচারিত এছলাম ধর্ম্মের গ্লানি করিতে করিতে নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিল। কিন্তু তাহাতেও সেই মহাযোগীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না। নিষ্ঠুর আবুজেহেল তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। মস্তকে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দর-বিগলিত-ধারে শোণিত-স্রাব হইতে লাগিল, সহিষ্ণুতার আদর্শ

মহানবী এই বিষম অত্যাচারও নীরবে সহ্য করিলেন। উষাকালীন প্রার্থনার জন্য যখন তিনি গৃহ-প্রাচীরের বহির্দেশে গমন করিতেন, তখন তাঁহার গমন-পথ সেই সমস্ত ক্রূরপ্রকৃতি নীচাশয় শত্রুগণ কণ্টকাবৃত করিয়া রাখিত ; কখন কখন উন্মাদ বিবেচনা করিয়া মহাপাপিষ্ঠগণ তাঁহার পবিত্র অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিত, কখন বা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি কোরেশগণ কখন কখন দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার অসহায় অবস্থায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ভীরুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত। হিংস্র পশুর অপেক্ষাও নিষ্ঠুর ওক্‌বাবিন আবী মোয়াচ তাহার পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর আকারে পরিণত করিয়া তাঁহার গলদেশ এরূপভাবে আকর্ষণ করিল যে, তিনি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম করিলেন। ভাগ্যক্রমে হজরত আবুবকর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন এবং সেই মনুষ্যত্বহীন কাপুরুষদিগকে তীব্র ভৎ'সনা করিয়া বলিলেন, "একজন অসহায় নির্বিরোধী লোককে এই প্রকার উৎপীড়ন করা কেবলমাত্র ভীরুতার পরিচায়ক, বিশেষতঃ তাঁহার কোন অপরাধ নাই, তিনি কেবলমাত্র তাঁহার প্রভু আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করেন।" কত রকমে নির্য্যাতন করিয়া হিংস্র কোরেশগণ তৃপ্তি অনুভব করিত তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে হইলে আমাদের এই গ্রন্থের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইবে। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ সাধক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে কঠিন নির্য্যাতন, যে অমানুষিক অত্যাচার, যে অসহ্য উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, জগতে এমন কোন মানব নাই যে তাহা সহ্য করিতে পারে। যখন অত্যাচারের আগুন চারিদিকে দাবাগ্নির মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, তখন তিনি সেই স্বর্গ ও পৃথিবীর স্থষ্টিকর্ত্তা মহান্ আল্লাহ্‌র ধ্যানে আত্মহারা হইতেন, সেই করুণাময়ের করুণার ধারায় অভিষিক্ত হইয়া তিনি সঞ্জীবিত ছিলেন, নচেৎ সাধারণ

মানবের কি সাধ্য যে সে অত্যাচার সহ্য করিতে পারে। ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মানব সাধারণকে ধর্ম্মে অনুবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্ম মর্য্যাদার রক্ষক ও ধর্ম্ম বিরোধিগণের শাসনকর্ত্তা হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডলে যে অনপায়িনী যশঃশ্রী মণ্ডিত হইবেন, তামস ভাবাপন্ন তাঁহার শত্রুগণ তখন একবার মনের কোণেও তাহা চিন্তা করিতে পারিল না।

নব দীক্ষিতগণের মধ্যে যাহারা সমাজে প্রতিপত্তিশালী, তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা অত্যাচার করিতে শত্রুগণ সাহস করিত না, কিন্তু যাহারা আভিজাত্য গৌরবহীন, ক্রীতদাস শ্রেণীভুক্ত কিংবা যাহারা সামান্য মজুর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগের প্রতি কি অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল, পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা নিম্নে তাহার দুই একটি উপাখ্যান উদ্ধৃত করিলাম। বেলাল নামে আবিসীনিয়া দেশের ক্রীতদাস, তাঁহার প্রতি যে নিষ্ঠুর অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে আমাদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রভু (মনিব) তাঁহাকে সত্যপথ ভ্রষ্ট করিতে এবং নবধর্ম্ম ত্যাগ করিতে তাঁহার প্রতি যে শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে শাস্তিভোগ করিয়া তাঁহার সমস্ত মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এছলামের কি অলৌকিক শক্তি, যে শক্তির প্রভাবে মানব অবিচলিতচিত্তে এইরূপ কঠিন শাস্তিও সহ্য করিতে পারে। জীবন—সেত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মহান্ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, তাঁহার মহত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ, মানবের পরকালের পথ প্রশস্ত করিয়া তাহাকে বেহেস্তে চালিত করে। যাহার অন্তরে এছলামের মধুর সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে জীবন বিসর্জ্জন অতি তুচ্ছ। মহানবীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত বেলাল আরবের সেই দীপ্ত সূর্য্যের সহস্র করে দগ্ধ হইয়া উর্দ্ধমুখে আল্লাহ্‌র দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তিনি যে জীবগণের একমাত্র প্রভু এবং তিনিই দ্রষ্টা আর

সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট, ভেদজ্ঞানের কোন প্রকার অবকাশ একেবারে তাঁহার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। যাঁহার প্রভাবে অখিল জগতের বন্ধন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ভক্ত বেলাল সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতের বক্ষে প্রতিফলিত করিয়া, সেই বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র অনন্ত মহিমা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহার কষায় অর্থাৎ রাগাদি মল সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যখন তাঁহাকে সেই মরুভূমের তপ্তবালুর উপর পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষে গুরুভার প্রস্তর স্থাপিত করা হইল, তাঁহার তৃষিত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠিল "আহাদ", হে বিশ্বপতি, তোমারত দ্বিতীয় নাই। বিপুলকীর্ত্তি বেলাল সেই সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্থল, ভীতগণের পরিত্রাতা, বিশ্ব পতি আল্লাহ্‌কে অবিরত স্মরণ করিয়া, অখণ্ডিত ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার পরিশুদ্ধ হৃদয় মধ্যে তাঁহার (আল্লাহ্‌র) অভেদ নির্ম্মাল্য ধারণ করিল, তখন কে যেন তাঁহার কর্ণরন্ধ্র ভেদ করিয়া বলিল নির্য্যাতনেই এছলামে মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে, তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। "হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ধৈর্য্যশীল হইবে, সহিষ্ণুতার আদর্শে একে অপরের অপেক্ষা সম্মান লাভ করিতে সচেষ্ট থাকিবে, ধর্ম্ম বিশ্বাসে অচল থাকিবে, আল্লাহ্‌র প্রতি কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে, তাহা হইলেই তোমরা জীবনে সফলতা প্রাপ্ত হইবে।" ৩ঃ১৯৯ ভক্ত বেলাল, সহিষ্ণুতার যে উচ্চ আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়া গিয়াছে, আমরা যেন সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চক্ষের জলে ধরণী প্লাবিত করিতে পারি, আর সেই পবিত্র জলে আধুনিক জগতে এছলামের সমস্ত কলঙ্ক যেন ধৌত হইয়া যায়।

পরম ভক্ত আম্মরের পিতা ইয়াছের ও তাঁহার জননী ছুমাইয়া এই-রূপভাবেই নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতি অত্যাচারের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে রক্তস্রোত অচল হইয়া যায়, শিরায় শিরায় অগ্নি-

প্রবাহ প্রবাহিত হয়। তাহারা কি মানব, শয়তান কি তাহাদের সমস্ত সুকোমল বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল, সমস্ত মনোবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা কি শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল, নচেৎ ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে নির্ম্মিত মানব কখন মানবের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে পারে না। এছলামের একনিষ্ঠ সাধক ভক্ত ইয়াছেরের পদদ্বয় দুইটি উষ্ট্রের পদদ্বয়ের সহিত বিপরীত দিক হইতে আবদ্ধ করা হইল, মহাপ্রাণ এছলাম ভক্তের পবিত্র দেহ সেই উষ্ট্রদ্বয়কে যখন বিপরীত দিকে চালিত করা হইল, তখন সেই রাজপথের কঠিন প্রস্তরের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল, তাঁহার সেই পূত দেহের সমস্ত অংশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া রাজপথে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, বিধাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি কোমলতাময়ী নারী, তাঁহার প্রতি কি ভীষণ অত্যাচার, কি নিদারুণ পাশবিক অত্যাচার! কি রোমহর্ষণ অত্যাচারে নিপীড়িতা ভক্তিমতী সাধ্বী ছমাইয়ার জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। লেখনী কম্পিত হয়, হৃদয়-শোণিত অচল হইয়া যায়, জ্ঞানের পথ আবদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসার তীব্র অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। জগতের চক্ষু অন্ধ হক, মানবের কর্ণ বধির হক, সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হয়ে যাক্, নরকের আগুন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হক, সেই আগুনে সেই সব অত্যাচারী নরপশু দগ্ধ হইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দে গগন বিদীর্ণ করুক। মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ! তুমি কি মানুষ, মানুষের অনেক ঊর্দ্ধে তোমার স্থিতি। হে মহা-মানব, তোমার এই সব প্রিয়, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভক্তবৃন্দের প্রতি অমানু-ষিক অত্যাচার। ধর্ম্মের কঠিন নিগড়ে তোমার হস্তপদ আবদ্ধ, মহান্ আল্লাহ্‌র তুষার শীতল করুণা সলিলে তোমার প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত, তাঁহারই ভাব-সম্পদে তুমি গোত্র-প্রধানবৎ উন্নতশীর্ষ, তাহা না হইলে মানুষ কখন এত সহ্য করিতে পারে না। আমরা মনে-প্রাণে সর্ব্বরকমে

তোমাকে নমস্কার করি, অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে নমস্কার করি, একবার নহে শতবার, শতবার নহে সহস্রবার, সহস্রবার নহে লক্ষ বার তোমাকে নমস্কার করি, হে মহানবী, আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন আমরা তোমার প্রতি ভক্তিমান থাকিয়া তোমার জয়গান করিতে এবং এছলাম মন্ত্রে দীক্ষিত মানবগণকে ক্ষমার মহিমা প্রচার করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিরত রাখিতে পারি। মহান্ আল্লাহ্‌র কৃপায়, তাঁহার জীবন স্মৃতির মর্য্যাদা যেন চিরদিনের জন্য রক্ষিত হয়। (১)

(১) সাধারণ মুছলমান ভ্রাতাগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন মনে না করেন যে আমরা কোরআনের ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে এবং পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক মহাপুরুষকে অবনত মস্তকে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিবে। মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) একজন অসাধারণ দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত অধিকতর ছিল যে তদানীন্তন প্রত্যেক লোক অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত। লেখকদ্বয় তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি হেতু নমস্কার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে।

হজরত মোহাম্মদের মানবত্ব ও তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি

"বল, আমি তাঁহারই নিকট হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছ, আমরা তাহার উপাসনা করিতে পারি না, যখন প্রত্যক্ষ সত্য আমার প্রভুর নিকট হইতে আমার নিকট সমাগত হইয়াছে এবং আমি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, সেই জগতের প্রভুর নিকট সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করিব।" ৪০ : ৬৬

যিনি পরম মঙ্গল, জগদাধার, পরম কল্যাণকর, সর্ব্বশক্তিমান মহান্ আল্লাহ্, তিনিই সেই নরশ্রেষ্ঠ মহানবীর প্রাণের প্রভু। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনায় সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি যে অন্তর্যামী (অল্ বাতীন), তাই প্রভু বুঝিতে পারিলেন, সাধক প্রবরের সমস্ত জীবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহারই পরিচর্য্যা ; তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ আর তাহাতেই তাঁহার শান্তি। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া, কর্ম্মবীর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রভুর নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সহস্র শয়তানের সম্মিলিত শক্তিও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। সেই মহান্ আল্লাহর্ প্রত্যাদেশবাণী—"হে মোহাম্মদ (দঃ), আমরা তোমাকে বিশ্বাসের উচ্চ সৌধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহা না করিলে তুমি হয়ত অসত্য পথের নিকটবর্ত্তী হইতে।" সেই সকল জ্ঞানের আধার দুনিয়ার মালেক সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ যখন তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তখন জগতে এমন কে শক্তিশালী

আছে যে, তাঁহার এই প্রতিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে। যে মহা-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানব মণ্ডলী তাঁহার সম্মুখে অবনত মস্তকে তাহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করিত এবং যে শক্তি সমস্ত মানবকে সত্যপথে চালিত করিত, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, তাঁহার হৃদয়ের সেই শক্তি, সেই অদ্বিতীয় শক্তিশালী আল্লাহ দ্বারা সঞ্চারিত। তাই তিনি অহংজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছিলেন, তাই কর্ম্মজীবনে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া অখণ্ড মানবত্বের আদর্শ জগতের সম্মুখে স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাই এখনও পর্য্যন্ত এছলাম জগতে রাজায় প্রজায়, বাদশাহ ফকিরে ভেদাভেদ রহিত, এখনও পর্য্যন্ত আহারে বিহারে, উপাসনায় প্রার্থনায় তাঁহারা মহামিলনের তৃপ্তি অনুভব করেন, ভ্রাতৃপ্রেমের পূর্ণ আদর্শ স্থাপিত করিয়া মানবের নিকট প্রশংসার পাত্র হইয়া থাকেন।

শত্রুগণ কেবল মাত্র নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন করিয়াই স্থির থাকিতে পারিল না, তাহারা সর্ব্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিল, অত্যাচার উৎপীড়ন, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, প্রলোভন, বশীকরণ ইত্যাদি তাহাদের যত প্রকার অস্ত্র ছিল, এছলামের মূলোচ্ছেদ করিতে সেই সমস্ত অস্ত্রই প্রয়োগ করিল। কিন্তু সে যে সত্যের আলোক, যে আলোকে মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার দীনতম সেবক হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সমস্ত হৃদয় আলোকিত করিয়াছিলেন। মহানবীও তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সেই সর্ব্ব-মঙ্গলময় প্রভুর অনুকম্পায় এছলামের ক্ষীণ আলোক-শিখা ক্রমেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে এবং কালের আবর্ত্তনে তাহা এরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, যে উজ্জ্বলতায় সমস্ত পৃথিবীর অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিশ্রুতকীর্ত্তি মহামানব হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রকাশ্যে এছলামের সত্যবাণী সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি ছাফা পর্ব্বতের সানুদেশে আরোহণ করিয়া কোরেশ সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃপ্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিলেন এবং উদাত্তস্বরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি আমাকে কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছেন?" "না।" তাঁহারা সমস্বরে তাঁহার কথার উত্তর প্রদান করিলেন, "আমরা আপনাকে কখন সত্যপথ ভ্রষ্ট হইতে দেখি নাই।" তখন সত্যপ্রিয় মহানবী কহিলেন, "আমি যদি বলি এই পর্ব্বতের বিপরীত দিকে একটি বৃহৎ সেনাদল আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, আপনারা আমার এই কথায় কি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন?" "নিশ্চয়ই", তাঁহারা বলিলেন, "আমরা কখনও আপনাকে মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই।" তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া নরোত্তম নবী তাঁহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে বলিলেন, "আমি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র একজন দীনতম সেবক, তাঁহারই প্রত্যাদেশ-বাণী লাভ করিয়া আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সেই সর্ব্বেশ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মহান্ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সেই অনাদি, অদ্বিতীয়, অতি মহান্ আল্লাহ্‌র ভজনা করুন। জগতে ইহার অপেক্ষা সত্য আর নাই।"

পবিত্রআত্মা সত্যাশ্রয়ীর এই সত্যমঙ্গলময় উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতা কোরেশগণ তাঁহার প্রতি অধিকতর বিদ্বেষ—ভাবাপন্ন হইল। তাহারা মনে করিল ইহা একজন উন্মত্তের প্রলাপ-বাক্য। দুর্ব্বৃত্ত আবু লাহাব সমস্ত স্নেহ সূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোর হইল, তাহার শক্রতা সাধনের চেষ্টা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তীর্থযাত্রার সময় যখন আরবের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু লোক পবিত্র মক্কাতীর্থে সমাগত হইত, হজরত তাহাদিগের মধ্যে

মহান্ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণী প্রচার করিতেন এবং তাহাদিগকে সত্যপথে চালিত করিতে বিশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু অধর্ম্মাচারী আবু লাহাব সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুগমন করিত এবং প্রচার করিত, তাঁহার সমস্ত কথাই একজন উন্মত্তের প্রলাপ ভিন্ন কিছুই নহে।

দুর্ম্মদ কোরেশগণ যখন বুঝিতে পারিল, তাহাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, কৌশল, চাতুরী সমস্তই ব্যর্থ হইল, এছলামের দুর্দ্দমনীয় স্রোত প্রতিহত করিতে তাহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হইল, তখন তাহারা অন্য এক উপায় অবলম্বন করিল। তখনও তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, সেই মহাপুরুষ আল্লাহ্‌র নামে হৃত সর্ব্বস্ব, তাঁহারই গুণে অনুরঞ্জিত, আর তাঁহারই সত্বে সত্ববান, তাই তাহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রলোভনের জাল বিস্তার করিল। যখন তিনি পবিত্র কাবাগৃহে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় খুল্লতাত ওৎবা তাঁহাকে প্রিয় মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "হে আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি সৎকুলজাত, তোমার অপূর্ব্ব গুণরাশি দ্বারা তুমি অশেষ প্রকারে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছ, কিন্তু তুমি আমাদিগের মধ্যে ভেদ বুদ্ধির উদ্ভব করিতেছ, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া দিতেছ এবং বিদ্বেষ বীজ বপন করিতেছ। তুমি আমাদিগের ঈশ্বর ও ঈশ্বরীদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট বলিয়াছ। আজ আমরা তোমার নিকট একটি প্রস্তাব করিতেছি, তুমি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, এই প্রস্তাব মত কার্য্য করিলে আমরা সকলেই সুখী হইব।" খুল্লতাতের কথার উত্তরে মহানবী বলিলেন, "হে ওয়ালিদের পিতা, বলুন আপনার কি অভিপ্রায়?" ওৎবা পুনরায় বলিলেন, "হে আমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি যদি ধন সম্পদ কামনা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের সকলের অপেক্ষা তোমাকে ধনশালী করিব। যদি তুমি সম্মান ও পদ

মর্য্যাদার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে নেতৃপদে বরণ করিয়া আমরা সকলেই তোমার আজ্ঞাধীন থাকিব, এবং তোমার সম্মতি ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই করিব না, আর তুমি যদি রাজ্যাভিলাষ করিয়া থাক, তাহাও বল, আমরা তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। কিন্তু হে আমার পরম প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি যে ভূতাবিষ্ট হইয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতেছ, এজন্য আমরা চিকিৎসক ডাকিয়া তোমার চিকিৎসা করাইব।"

আত্মীয়বর্গের এই সমস্ত আপাত মধুর বাক্য শুনিয়া অনপেক্ষ, শুদ্ধসত্ত্ব হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কহিলেন, "হে ওয়ালিদের পিতা, আপনার বক্তব্য কি শেষ হইয়াছে?" যখন তিনি জানিতে পারিলেন আর তাহাদের বলিবার কিছুই নাই, তখন মহানবী সেই মহান্ আল্লাহ্‌র গুণাবলী স্মরণ করিয়া পবিত্র কোরআনের হা-মিম্ ছাজদা অধ্যায়ের পবিত্র শ্লোক সকল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"হে নিত্য প্রশংসনীয় এবং বহু সম্মানার্হ মহান আল্লাহ্! এই প্রত্যাদেশ বাণী সেই মহা উপকারী করুণাময়ের নিকট হইতে সমাগত। এই মহাধর্ম্ম গ্রন্থ পবিত্র আরবী ভাষায় সাধারণ মানবের জন্য, যাহারা ইহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহাদিগের বোধগম্যের জন্য বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (পুণ্যশীলগণের পুরস্কার প্রদানার্থ) ইহা সুসংবাদের অগ্রদূত স্বরূপ এবং (সত্যপথভ্রষ্টদিগের জন্য) সতর্ককারী. কিন্তু অধিকাংশ লোকই শ্রবণেচ্ছুক না হইয়া মুখ ফিরাইয়া থাকে এবং তাহারা বলিয়া থাকে আমাদের অন্তরের কঠিন আবরণ মুক্ত করিতে তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ, বৃথা আহ্বান করিতেছ, (তোমার সত্যবাণী প্রবেশ করিবার জন্য) আমাদিগের শ্রবণ বিবর রুদ্ধ; তুমি আর আমরা একটা যবনিকার অন্তঃরালে অবস্থিতি করিতেছি, তুমি তোমার গন্তব্য পথে গমন কর, আমরা আমাদের গন্তব্য পথে গমন করিব, (তখন তাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আল্লাহ্‌র রছুলের নিকট হইতে আল্লাহ্‌র

বাণীর মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে পারিল না) (প্রভু আল্লাহ্ বলিলেন) হে মোহাম্মদ তুমি তাহাদিগকে বল, আমিও তোমাদের মত একজন নশ্বর মানব, কিন্তু সেই স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বর মহান্ আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে তোমাদের উপাস্য আর আমার উপাস্য সেই এক আল্লাহ্, তোমরা ন্যায়ানুবর্ত্তী হও, এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। যাহারা দ্বৈতবাদী, তাহারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হউক। যাহারা দুঃখীগণকে ধন (জাকাত) বিতরণ করে না, এবং পারলৌকিক জীবন অস্বীকার করে, (তাহাদিগেরও ঐরূপ পরিণাম হইবে) কিন্তু যাহারা সত্যে বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম্মশীল, তাহারা শাশ্বত পুরস্কারলাভে বঞ্চিত হইবে না।" ৪১ : ১-৮ এই প্রকারে রছুলুল্লাহ পর পর পাঁচটি রুকু (পরিচ্ছেদ) আবৃত্তি করিলেন। ওৎবা তাঁহার স্বর্গীয় ভাবোদ্দীপ্ত প্রশান্ত মুখ মণ্ডলের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মহানবীর সুললিত অমৃতময় মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। তাহার পর মহানবী পুনরায় আবৃত্তি করিলেন, "এবং তাঁহার আর একটি নিদর্শন রজনী ও দিবস, চন্দ্র ও সূর্য্য। তোমরা সূর্য্যকে প্রণাম করিও না, চন্দ্রকেও নহে, কিন্তু সেই মহান্ আল্লাহ্‌কে প্রণাম করিবে, কারণ তিনিই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই শ্লোক পাঠ করিবার পর বিশ্বস্রষ্টার একনিষ্ঠ সাধক ভক্ত প্রবর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) (চন্দ্র ও সূর্য্যের) সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশে আভূমি প্রণতঃ হইয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রীতির অর্ঘ প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া পাঠকগণের বোধগম্য হইবে, ইহাতে ভীতি প্রদর্শনের চিহ্নমাত্র নাই, আছে মানবের কল্যাণের নিমিত্ত সত্য, শান্ত, স্নিগ্ধ, করুণ সুসমাচার, আছে মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সমস্ত উপাদান। কিন্তু দুর্ম্মতি কোরেশগণের অধিকাংশ লোকই হজরতের সেই পরম হিতকর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

মহানবী তাহাদিগের সেই সব ভ্রমাত্মক বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহাদের অসত্য বিষয়ে আকর্ষণ উপলব্ধি করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার খুল্লতাত ওৎবাকে বলিলেন, "এখন ত আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করিলেন ; এখন আপনার গন্তব্য পথ স্থির করুন, যাহা আপনার পক্ষে হিতকর হইবে।"

মহাপ্রাণ মহামানব যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ধৈর্য্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং এই তিতিক্ষার পরিণতি ভক্তগণের অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় মৃত্যু, তখন তিনি তাহাদিগের মধ্যে কতক লোককে আবিসিনীয়া দেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন কিন্তু সেখানেও হিংসা লোলুপ কোরেশগণ তাহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সেখানকার নরপতি নজ্জাশীর নিকট সেই সমস্ত অত্যাচার নিপীড়িত অসহায় মুছলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। নরপতি নজ্জাশীর ন্যায়—বিচারক ছিলেন, সেই জন্য সেই সব অনর্থকারীরা বিফল মনোরথ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল।

নির্লজ্জ কোরেশগণ আবার তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া প্রলোভনের জাল বিস্তার করিল। তখনও তাহারা মনে ভাবিতে পারিল না যে, সেই মহাযোগী যোগাভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত অনন্ত সুখের অনুভব পাইয়াছেন, যেখানে অবস্থিত থাকিয়া মানুষ মূলবস্তু (আল্লাহ্‌র প্রেম) হইতে কখনও বিচলিত হইতে পারে না এবং যাহা পাইয়া তদপেক্ষা কোন লাভও অধিক মনে করে না এবং যাহাতে স্থির থাকিয়া মানব মহাদুঃখেও কখন বিচলিত হয় না। নিরাকাঙ্ক্ষার জ্বলন্ত উদাহরণ মহাযোগী নির্ভীক ভাবে উত্তর দিলেন, "আমার রাজ্য ভোগ, ধন সম্পদ কি নেতৃত্ব পদ, কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই।" তিনি সেই অল্ ওয়াদুদের (প্রেমময়ের)

একজন দীনতম সেবক, মানবের উপকারার্থ সত্যধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহারই দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছেন। অসহিষ্ণু কোরেশগণ পুনরায় এই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইল এবং অধৈর্য্য ভাবে তাঁহার অভিভাবক খুল্লতাত আবুতালেবের নিকট গিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল, এবং ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিল, তিনি যদি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত না করেন, তাহা হইলে উভয়েরই অমঙ্গল হইবে। জ্ঞানবৃদ্ধ গোষ্ঠীপতি তাহাদের কথায় ভীত হইলেও স্নেহাধিক্য হেতু হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, কিন্তু বাৎসল্যভাব প্রণোদিত হইয়া মধুর সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। স্নেহপ্রবণ ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নিতান্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, "হে আমার খুল্লতাত, আমার পিতৃসম অভিভাবক, তাহারা যদি আমার এক হস্তে চন্দ্র অপর হস্তে সূর্য্য আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও আমাকে ধর্ম্মপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। জগতের সমস্ত ধনরত্নের বিনিময়ে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারি না, সেই মহান্ আল্লাহ্ আমার একমাত্র সহায়, আমি তাঁহারই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছি।" গোষ্ঠীপতি বৃদ্ধ আবু তালেব ভ্রাতুষ্পুত্রের জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার হৃদয়ের অপরিমিত তেজস্বিতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে স্নেহমধুর কণ্ঠে বলিলেন "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি আমার অতীব প্রিয়, তুমি ফিরিয়া আইস, তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। তুমি যাহা বলিতে ইচ্ছা কর, তাহাই বলিতে পার, তোমার প্রভুর নামে আমি শপথ করিতেছি, তুমি হতাশ্বাস হইও না, তোমাকে আমি কখনও পরিত্যাগ করিব না।"

ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশগণের সমস্ত অভিসন্ধি যখন ব্যর্থ হইল, তখন তাহারা একেবারে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মনুষ্যত্বের সমস্ত দাবী

অগ্রাহ্য করিয়া ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে হউক, মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ সংহার করিতে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা প্রথমে বাণী হাশেম বংশীয় সকলকেই সমাজ হইতে বিতাড়িত করিল, তাহাদের সহিত সামাজিক সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিল। বাণী হাশেমগণ তখন বাধ্য হইয়া মক্কানগরীর এক প্রান্তে একটি জনহীন গিরি সঙ্কটে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহারা এই সমস্ত কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিলেন। এই নির্জ্জন স্থানে হজরত যে দুই এক জন লোক দেখিতে পাইতেন, তাহাদেরই নিকট তিনি তাঁহার ধর্ম্ম মত প্রচার করিতেন এবং যখন তীর্থ যাত্রার সময় উপস্থিত হইল, যখন বিবাদ বিসম্বাদ কিম্বা রক্তপাত একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, সেই সময় তিনি বহু দূরাগত তীর্থ যাত্রীদিগের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণী প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সত্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। কিন্তু সেই দুর্জ্জয় শত্রু আবু লাহাব তাহাদিগকে বলিতেন, "মোহাম্মদ একজন বিকৃত মস্তিষ্ক উন্মাদ, তাহার প্রলাপ বাক্যে কেহ যেন বিশ্বাস স্থাপন না করে। সে কেন তাহার আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল, তাহার এই সমস্ত অর্থহীন প্রলাপ বাক্যে।"

বাণী হাশেমীগণ তিন বর্ষকাল এই প্রকার সমাজ পরিত্যক্ত অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর কোরেশগণের ভিতর কয়েকজন উচ্চ অন্তঃকরণ, মহানুভব ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতি অত্যাচারের গুরুত্ব বুঝিয়া প্রকাশ্যে সাধারণের সমক্ষে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং সমাজের এই প্রকার অন্যায় অনুশাসন উঠাইয়া লইবার জন্য তাঁহাদের নির্ব্বন্ধ জ্ঞাপন করিলেন। এই প্রকার নেতৃ স্থানীয় পাঁচজন লোক অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। যে তপশীল পত্রে ধারাবাহিকরূপে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনুশাসনাবলি

লিখিত হইয়া পবিত্র কাবাগৃহের ভিত্তি গাত্রে সংলগ্ন করা হইয়াছিল, দেখা গেল কীট দংশনে তাহার অক্ষর সমস্ত লুপ্ত প্রায় এবং তাহা দুর্বোধ্য। তখন তাঁহারা মনে করিলেন, তাঁহাদের কার্য্য নিশ্চয়ই ঈশ্বরানুমোদিত নহে এবং অধিকাংশ লোকেরই এই প্রতীতি জন্মিল, ঈশ্বরের প্রতিকুলতাচরণ করিলে নিশ্চয়ই পাপ সঞ্চারিত হইবে। তখন তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া সেই গিরি সঙ্কটে যেখানে বাণী হাশেমীগণ নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের পুরুষ পরম্পরায় অধ্যুসিত স্বভবনে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন।

স্বগৃহে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরে সেই ন্যায়নিষ্ঠ মহাপ্রাণ গোষ্টীপতি আবু তালেব মহাপ্রস্থান করিলেন। যদিও তিনি তাঁহার পুরুষ পরম্পরায় আচরিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এছলাম গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার প্রতি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) গভীর আনুরক্তি, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি এবং আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা সর্ব্বজন বিদিত ছিল। স্নেহশীল বৃদ্ধ তাঁহার প্রশস্ত বক্ষে স্থান দিয়া তাঁহার পুত্রোপম স্নেহের পাত্র হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন, কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হৃদয় হজরত তাঁহার সন্তান বাৎসল্যের অভিব্যক্তি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন, এবং তাঁহার জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত সেই একান্ত স্নেহশীল অভিভাবকের কথা তাঁহার মানস পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক উপরতি সংসার অনভিজ্ঞ হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) সংসার পথে সম্পূর্ণ অসহায় করিল। কিন্তু এই শোকের ঝড় সম্পূর্ণ প্রশমিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ভক্ত, তাঁহার জীবন যাত্রার পথে সুখ দুঃখের সমান অংশভাগিনী, তাঁহার প্রাণসমা সহধর্ম্মিণী বিবি খোদেজাও মহানিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার সাংসারিক জীবনের একমাত্র অভিভাবক মহামতি আবু তালেবকে হারাইয়া শোকের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় অল্ ওয়াকিন্ (অভিভাবক) সেই মহান্ আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হইলেন। আর তাঁহার ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনা প্রদায়িত্রী বিবি খোদেজার শোক সেই অল্ ওয়াতুদের (প্রেমময়ের) পবিত্র প্রেম-সুধা পান করিয়া নিবৃত্ত করিলেন। সর্ব্বপ্রকার মহা-বিপ্লবের মধ্য দিয়া যিনি জীবনযাত্রার পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই নিদারুণ শোকের ঝড়ও তাঁহাকে কিছুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ইতিহাসে এই সময়কে "আমোলহজন" অর্থাৎ শোকের বর্ষ বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। তাঁহার গৃহের শান্তি, প্রাণময়ী সহধর্ম্মিণী বিবি খোদেজা নাই, বিপদের মুখ হইতে রক্ষা করিতে স্নেহময় অভি-ভাবকের স্নেহের হস্ত আর প্রসারিত নাই, আল্লাহ্‌র রছুল এইবার মুক্ত প্রাণে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিতে সমাহিত চিত্ত হইলেন; তাঁহার লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্যও এক, আকাঙ্ক্ষাও এক, সেই মহান্ আল্লাহ্‌র কৃপা লাভ করিয়া মানবকে অধর্ম্ম পথ হইতে মুক্ত করা আর তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে চালিত করা, এই তাঁহার উদ্দেশ্য, এই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আর এই তাঁহার লক্ষ্য। দুর্ম্মদ কোরেশগণ এইবার তাঁহার অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিল, এইবার তাহারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়া এছলামের মূলোচ্ছেদ করিতে সংকল্প স্থির করিল।

রাজপথে ভ্রমণকালে কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক মহানবীকে উন্মাদ মনে করিয়া তাঁহার পবিত্র দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একদিন এই প্রকার ধূলি ধূসরিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পিতৃবৎসলা পুত্রী বিবি ফাতেমা তাঁহার গাত্র ধৌত করিতে নয়নাসারে অভিষিক্তা হইলেন। স্নেহময় পিতার স্নেহ প্রবণ চিত্তে বড়

আঘাত লাগিল, তিনি তাঁহার প্রাণসমা নন্দিনীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "কেঁদোনা মা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মালেক সেই মহান্ আল্লাহ্ তোমার পিতার একমাত্র ওয়াকিল (রক্ষক), মা মা, তিনি যে ছমীর (শ্রোতা), তিনি যে বছীর (দ্রষ্টা), আমার প্রাণের ব্যথা তিনি নিশ্চয়ই জান্‌তে পাচ্ছেন।" পিতা পুত্রী একসঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন, মাতৃহারা তনয়া পিতার প্রতি এই বিষম অত্যাচারে তাঁহার চক্ষের জলে বক্ষ স্থল প্লাবিত করিলেন। এই নেত্রাসার, পিতা পুত্রীর পবিত্র নেত্রাসার নিশ্চয়ই সেই মহামহিমান্বিত মালেক-উল মোলকের বিশ্বব্যাপী সিংহাসনের ভিত্তি প্রকম্পিত করিয়াছিল। মহানবীর এই বিশ্বাস অতি প্রবল ছিল যে, একদিন তিনি জয়মাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া তাঁহার পরম শত্রুগণকেও সত্যপথে আকৃষ্ট করিতে পারিবেন, আর এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া তিনি সহস্র নির্য্যাতন অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন। এই আরব দেশ যে একদিন এছলামের সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইবে, আর সত্যপথভ্রষ্ট আরববাসিগণের নির্জ্জীব প্রাণ সত্যের আলোকে উদ্দীপিত হইবে, অত্যাচারের প্রবল ঝটিকা তাঁহার এই বিশ্বাসের মূল কিছুমাত্র কম্পিত করিতে পারে নাই।

যখন মক্কাবাসিগণের অন্তরের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া সত্যের আলোক প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হইলেন, মহানবী তখন তাএফের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। মনে ভাবিলেন, তাএফের অধিবাসিগণ তাঁহার যুক্তিযুক্ত বাক্য অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিবে। তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর জয়েদ তাঁহার অনুগমন করিল। তাঁহারা প্রথমে তিনজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের নিকট অগ্রসর হইলেন, এই তিন জন সহোদর ভ্রাতা এবং সেই প্রদেশের অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। হজরত যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার যুক্তিযুক্ত বাক্যে ভদ্র লোকগণ কর্ণপাত করিলেন না, তখন তিনি

প্রাণে বড় ব্যথা বোধ করিলেন। তাএফের অধিবাসিগণও তাঁহাকে অবহেলা করিল, তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিল, তাহার পর তাঁহাকে স্পষ্ট বলিল যিনি তাহার আত্মীয়-স্বজনকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিতে পারেন নাই, তিনি কোন সাহসে বিদেশে আসিয়া তাঁহার মত প্রচার করিতে সাহস করেন। সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হইয়া যখন তিনি তাএফ নগরের শেষ সীমায় উপনীত হইলেন, তখন ছকিফ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং সেই গ্রামের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকসকল সমাজের উচ্ছিষ্ট ও আবর্জ্জনা স্বরূপ দুষ্ট প্রকৃতির লোক সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিল, তাহারা তখন তাঁহাকে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষিপ্ত সারমেয়গণ যেমন দুষ্ট প্রকৃতির বালকগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া কোন লোককে আক্রমণ করে, মহানবীও সেই সব শ্বপক্-বৃত্তি ধারী নরপশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। কি মর্ম্ম-ভেদী দৃশ্য, এক জন সম্পূর্ণ অসহায় মানবকে নির্য্যাতিত করিতে একটা দেশের সমস্ত লোক যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সব পশুভাবাপন্ন মনুষ্যনামের অযোগ্য নর-পিশাচগণ তাঁহার পবিত্র দেহোপরি ধূলি-কর্দ্দম ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হইল, সেই পবিত্র রক্তে পবিত্র দেহ অভিষিক্ত হইল, তাঁহার উপানৎ যুগলও রুধির-রঞ্জিত হইল। এই প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়া তিনি দশ দিন পর্য্যন্ত মহান্ আল্লাহ্‌র জয়গান করিয়া তাএফের রাজপথে ভ্রমণ করিলেন, তাহার পর যখন তাঁহার জীবন সংশয় অবস্থায় উপস্থিত হইল, তখন তিনি ভক্তকুল-তিলক হজরত জায়েদকে সঙ্গে লইয়া মক্কা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সংকল্প স্থির করিলেন। কিন্তু অবিরত অত্যাচার ও উৎপীড়নে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইল, তিনি পথিপার্শ্বে চৈতন্যহীন হইলেন। ভক্ত জায়েদ একা, সহস্র নরপশুর সমবেত শক্তির নিকট তিনি একা কি করিয়া তাঁহার

প্রাণময় প্রভুকে রক্ষা করিবেন। উপয়ান্তর রহিত হইয়া তিনি তখন সেই পবিত্র সংজ্ঞাহীন দেহ তাঁহার স্কন্ধোপরি উত্তোলন করিয়া পথিপার্শ্বস্থ এক দ্রাক্ষাকাননে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হজরত জায়েদের অক্লান্ত শুশ্রূষায় মহানবী চৈতন্য ফিরিয়া পাইলেন। এই দ্রাক্ষা কাননের অধিকারী ওকে-বেন-রাবিয়া যদিও এছলাম ধর্ম্ম বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু হজরতের শোণিতার্দ্র দেহ এবং তাহার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস ছুটিল। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য—এই দৃশ্যে এমন কে কঠিন হৃদয় আছে, যাহার অন্তর বিগলিত না হইবে। মহাপুরুষের প্রতি এই কঠিন নির্য্যাতন, অশ্রু-প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া অন্তরের আগুন দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠে। মহান্ আল্লাহ্, তোমার আকাশে কি বজ্রও নাই।

সহৃদয় ওৎবা তাঁহার খৃষ্টান ক্রীতদাস আদ্দাছ্কে দিয়া হজরতের জন্য কতকগুলি দ্রাক্ষাফল প্রেরণ করিলেন। হজরত হস্ত প্রসারিত করিয়া যেমন সেই ফলগুলি গ্রহণ করিবেন, অমনি তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে উচ্চারিত হইল আমি আল্লাহ্র নামে এই ফলগুলি গ্রহণ করিতেছি। ক্রীতদাস আদ্দাছ বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁহার কমলাননের দিকে চাহিয়া রহিল, সে জানিত না যে কোনদ্রব্য হস্ত স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক মুছলমানকে সেই বিশ্বপতির নাম উচ্চারণ করিতে হয়। আল্লাহ্র রছুল তাহার প্রশ্নের উত্তরে সেই মহান্ আল্লাহ্র মাহাত্ম্য এরূপ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

মানব সাধারণ কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত, অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত, অবমানিত এবং প্রহৃত মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি, সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত প্রীতি, সমস্ত প্রেম সেই অল্ আকরাম (পরম দয়ালু) ও অল্ ওয়াদুদ (প্রেমময়) আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। ভাবের ধারা সর্ব্ব অঙ্গে

প্রবাহিত হইল, চক্ষের জল বক্ষস্থল প্লাবিত করিল, তিনি তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময় মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া প্রাণের অসহ্য বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হে আমার প্রভু, আমার হৃদয়ের প্রভু, আমার মনের অবস্থা কিছুইত তোমার অজ্ঞাত নয়, আমি অতি ক্ষুদ্র শক্তি, আমার সহায় নাই, সম্পদ্ নাই, বিষয় নাই বৈভব নাই, আমি সাধারণ মানবের চক্ষে ঘৃণ্য, তারা আমাকে উন্মাদ বলে উপেক্ষা করে, ভ্রান্ত বলে অবহেলা করে, তাদের বিদ্রূপের বাণ নিত্য আমার উপর বর্ষিত হয়ে আমার সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত করেছে। কিন্তু হে প্রভু, তোমার ত করুণার সীমা নাই, শেষ নাই, তুমি শরণাগত-বৎসল, বিপন্নের একমাত্র বন্ধু, অসহায়ের একমাত্র সহায়। যাহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই, যাহাদের অন্তর পাষাণের মত কঠিন, আমি কি করিয়া তাহাদের বিশ্বাস করি প্রভু? আমার বিশ্বাস, আমার ভরসা, আমার আশা. আমার আকাঙ্ক্ষা সবই যে তুমি। হে বিশ্বপতি, তুমি যদি সন্তুষ্ট থাক, তাহলে আমি নিশ্চয় তোমার আশ্রয় পাব। তোমার বিশ্বব্যাপী আলোক-শিখায় বিশ্বের সমস্ত তম তিরোহিত হয়, মানবের সমস্ত অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়, হে রকীব (সজাগ) আমি তোমার সেই আলোকের অন্তরালে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। এ পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ তোমার ক্রোধ, সে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হতে আমি যেন কখন না দেখতে পাই। তোমার ঐ উজ্জ্বল ভাতির কণামাত্র লাভে আমার শক্তি অপরাজেয়, ক্ষমতা অপরিসীম।" (১)

---

(১) **এই প্রার্থনা সম্বন্ধে উইলিয়ম মুর** (Sir William Muir) **১১৭ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন** It sheds a strong light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling.

আল্লাহ্‌র ভাবে আত্মহারা মহানবীর কমল মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহার গাম্ভীর্য্য এবং দৃঢ়তা যেন উজ্জ্বল আলোক-শিখায় জগতের বক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

প্রত্যাগমন সময়ে কোন ব্যক্তি মহাপ্রাণ মোহাম্মদকে (দঃ) প্রতিশোধ লইতে তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিতে বলিলেন, তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন "না, না, আমি প্রতিশোধ লইতে উহাদিগকে অভিশাপ দিতে চাহি না। মহান্ আল্লাহ্ আমাকে পাঠাইয়াছেন মানুষকে ভালবাসিবার জন্য, মানুষকে অভিশাপ দিতে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই। কে বলিতে পারে উহাদের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে সৎস্বভাবাপন্ন মহৎ লোকও জন্ম-গ্রহণ করিতে পারে, তাহারা হয়ত একদিন এছলামের প্রকৃত সত্য উপ-লব্ধি করিতে পারিবে।" (বোখারী ও মোছলেম)

কি উদার মহৎ বাক্য, এই মহৎ বাক্য কেবল ঈশ্বর-ভাবাবিষ্ট মানবের মুখ হইতে নির্গত হইতে পারে। মন তখন তাঁহার প্রাণনাথের গুণাবলি অবিরত স্মরণ করিতে লাগিল, রসনা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল, আর দেহ তখন তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হইল। তিনি যে দুর্ব্বলের বল, আশ্রয়হীনের আশ্রয়, শরণাগতের রক্ষক। তাঁহার একমাত্র কাম্যবস্তু সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সন্তোষ, তাহার মঙ্গলাশীর্ব্বাদই তাহার একমাত্র সম্বল। তাহার পুণ্য জ্যোতির প্রভাবে মানবের অজ্ঞান-অন্ধকার তিরোহিত হইয়া থাকে, তাঁহার কল্যাণে ইহপরকালের সকল বিষয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিকসিত করিয়া সমস্ত মানবমণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ধারায় ধারায় বিশ্বনাথের অতি বিস্তৃত রাজ্যে দূর দূরান্তরে প্রবাহিত হইল, সেই অপ্রতি-হত স্রোতাবেগে বিশ্বের সমস্ত মলিনত্ব যেন ধৌত হইয়া গেল। মন্দার কুসুমোপম অতি শুভ্র, অতি স্নিগ্ধ, অতি কোমল সে অন্তরের আবেগময়ী ভাষা বিশ্বনাথের কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত করিল, তাঁহার এই অতি বিশাল রাজত্বের ভিতর কোথায় কে চক্ষের জলে ভাসিয়া আত্মনিবেদন করি-

তেছে, সে জন্য তিনি যেন উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন ; তাঁহার সৃষ্ট কোটী কোটী মানবের ভিতর কে কোথায় তাহার অব্যক্ত প্রাণের যাতনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতেছে, তিনি না শুনিলে কে শুনিবে, তিনি যে বিশ্বের প্রভু, এই জন্যই তিনি ছমীয় (শ্রোতা) নামে অভিহিত হইয়াছেন। মানবের সমস্ত জীবনে তিনিই একমাত্র প্রতিপালক, তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। মঙ্গলময় মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন ভক্তের হৃদয়ের বেদনা ; ভক্তবৎসল মহান্ আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে এরূপ আবেগময়ী ভাষায় তাহার প্রাণের যাতনা তিনি জগত সৃষ্টি করিবার পর হইতে কখন কোন মানব প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাই সত্য সনাতন বিশ্বাত্মা বিশ্বস্রষ্টা সদয় হইয়া তাঁহার চিৎ শক্তির আভাষে তাঁহার পরম-ভক্ত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পবিত্র হৃদয় আলোকিত করিলেন, তাই সে হৃদয়ের উজ্জ্বল দীপ্তি অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিতে শয়তানের সহস্র চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

ইহার কয়েক দিবস পরে যখন মোতায়েম-বেন-আদি তাঁহার জীবন রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিলেন, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তখন মক্কা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তিনি ঐ নগরী ত্যাগ করিবেন কি না, এ জন্য কেবল তাঁহার প্রভু আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরান্তে আবার মক্কাতীর্থে দূর দূরান্তর হইতে যাত্রী সমাগম হইতে লাগিল। হজরত তাহাদিগের নিকট নির্ভীক চিত্তে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। এবার পরম শত্রু আবুলাহাব প্রচার করিল "মোহাম্মদ একজন ধর্ম্মত্যাগী পাষণ্ড, তাঁহাদের উপাস্য দেবতা "লাত ও উজ্জার" আধ্যাত্মিক শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য সে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছে।" তাহাদিগের কর্ণ এরূপ বিষাক্ত করিয়াছিল যে মহানবীর যুক্তিযুক্ত বাক্য কেহই অবহিত চিত্তে শ্রবণ

করিল না। যদিও দুই একজন লোক তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারাও তাহাদিগের আত্মীয়-স্বজনগণের ভয়ে তাহাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে সাহস করিল না। অবশেষে তিনি মদিনা নগরীর "খাজরাজ" সম্প্রদায় ভুক্ত কয়েকজনের সাক্ষাৎলাভ করিলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাহারা ইহুদী সম্প্রদায় ভুক্ত। তাহাদের ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠে তাহারা অবগত ছিল যে একজন ত্রাণ কর্ত্তা আবির্ভূত হইয়া মানব-মণ্ডলীকে সত্য পথে চালিত করিবেন আর তাঁহার আবির্ভূত হইবার সময়ও আগত প্রায়। এছলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য হজরতের মুখে বর্ণিত হইয়া তাহাদের সমস্ত সন্দেহ অপনোদন করিল। তিনি যে ঈশ্বর-প্রেরিত মহানবী তাহাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইলে, তাহারা ছয়জন পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মদিনা নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়া এই ছয়জন নব-দীক্ষিত মুছলমান তাহাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এবং নবধর্ম্মে অনুরাগ অকুতোভয়ে লোক-সমাজে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন. যেন একটা ভাবের বন্যায় ভাসিয়া নগরীর প্রত্যেক লোকই মহানবীর নামোচ্চারণ করিতে লাগিল। ইহার পর বৎসর দ্বাদশ জন মদিনাবাসী এবং এছলামের বিশ্ব বিমোহিনী সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া যে সমস্ত লোক নব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও তীর্থ ব্যপদেশে পবিত্র মক্কাতীর্থে আগমন করিয়াছিল। এই সমস্ত সত্য বিশ্বাসী মুছলমান হজরতের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে তাহারা অভিন্ন আল্লাহ্‌র একত্ববাদে চির বিশ্বাসী থাকিবে। তাহারা জীবনে কখন ব্যভিচার মহা পাপে লিপ্ত হইবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, এবং কোন লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিবে না। সত্যের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহারা মহানবীর আজ্ঞা সম্যক্ প্রকারে পালন করিবে। ইহাই "আকাবার" (সত্যপাঠ) বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সমস্ত নবদীক্ষিতগণকে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য মোছয়ার-বেন ওমায়র হজরতের অনুজ্ঞা ক্রমে মদিনাতে গমন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে এছলামের মধুর সৌন্দর্য্য মদিনা নগরীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আওছ এবং খাজরাজ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ভদ্র লোকগণ পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বহু মদিনাবাসী পূত এছলামের স্নিগ্ধ ছায়াতলে সমবেত হইয়া তাহাদের সকল সন্তাপ দূর করিল। ইহার পর বৎসর তীর্থ যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে ত্রিসপ্ততিতম পুরুষ এবং দুই জন নারী পবিত্র মক্কানগরীতে উপস্থিত হইলেন। মহানবী তাঁহাদের সহিত সেই আকাবা নামক স্থানে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার এক স্নেহপ্রবণ খুল্লতাতও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বর্ত্তমান বিপদসঙ্কুল অবস্থার বিষয় তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা হজরতকে সর্ব্ব প্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। মক্কানগরীতে তিনি তাঁহার নিকট আত্মীয় বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সম্মানিত। তাহারা যদি হজরতকে তাঁহাদের অনুগমন করিবার জন্য অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে যে হজরতকে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। স্নেহপ্রবণ খুল্লতাত পুনরায় বলিলেন, তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় তাঁহারা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "আনছার" নামে অভিহিত এই সব মদিনাবাসিগণ এক বাক্যে তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আমরা সেই মহান্ আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, হজরত যদি আমাদের অনুগমন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রাণের বিনিময়ে সর্ব্বদা রক্ষা করিব; কখনও তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিব না। তাঁহাদিগের নেতা বারা-

বেন-মারুর মহানবীর হস্তে হস্ত রাখিয়া মহান্ আল্লাহ্র নামে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহারা জীবন বিনিময়ে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন।

মদিনাবাসী আনছারগণের এই প্রকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার সংবাদ তখনকার মত গোপনে রক্ষিত হইল; কিন্তু তীর্থ কার্য্য, পূজা আরাধনা প্রভৃতির সময় অতিবাহিত হইলে তাহাদের প্রত্যাগমন কালে এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মক্কাবাসী কোরেশগণ আনছার সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু দুইজন ব্যতীত অপর সকলেই নির্ব্বিঘ্নে দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিয়াছিলেন। এই দুই-জনের ভিতর একজন কোন গতিকে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, অপর একজন বন্দী অবস্থায় মক্কানগরীতে নীত হইলেও তাঁহার পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ তিনি অব্যাহতি লাভ করিলেন। ইহার পর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলভুক্ত হইয়া হজরতের ভক্ত অনুচরবৃন্দ মদিনায় অভিযান আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনজন মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন, হজরত আবুবকর, হজরত আলী, আর মহানবী স্বয়ং। ধর্ম্ম বিদ্বেষী কোরেশগণের এছলাম বিদ্বেষ এবং হজরতের প্রতি বৈর নির্য্যাতনের আকাঙ্ক্ষা চরম সীমায় উপনীত হইল। মদিনা নগরীতে মুছলমানগণ যে নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতেছে ইহা তাহাদিগের অসহ্য হইল, তাহাদের হিংসার আগুন কালাগ্নির মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে রক্ত পিপাসু শত্রুগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত সম্পূর্ণ অসহায় মহাপ্রাণ মহানবী নিজের জন্য কিছুমাত্র ভীত কি উদ্বিগ্ন হইলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস সেই বিশ্বনিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্ই তাঁহার প্রধান প্রহরী (আর রকীব); এক মাত্র তিনিই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন। শত্রুগণের শাণিত কৃপাণ তাঁহার এবং তাঁহার ভক্ত অনুচর-

গণের মস্তকোপরি সর্ব্বদা দোদুল্যমান ছিল। তাহাদের নির্য্যাতনের বহ্নি তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য নরশার্দ্দূল কোরেশগণ সর্ব্বদা প্রজ্বলিত রাখিত। তিনি ও তাঁহার অনুরক্ত মুছলমানগণ সকলেই জ্ঞাত ছিলেন, যে, শত্রুগণের উদ্যত কৃপাণ যদি তাঁহার মস্তকোপরি পতিত হয়, তাহা হইলে ধরণীর বক্ষে এছলামের সৌন্দর্য্য চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার নিজের প্রাণ অপেক্ষাও তাঁহার দরিদ্র ভক্তকে অধিক ভাল বাসিতেন। সেই জন্য তিনি অপর সকলকে মদিনা নগরীতে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অপর দুই জন একান্ত অনুরক্ত বন্ধু এবং প্রিয় ভক্ত হজরত আবুবকর ও হজরত আলীর সহিত মক্কা-নগরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।
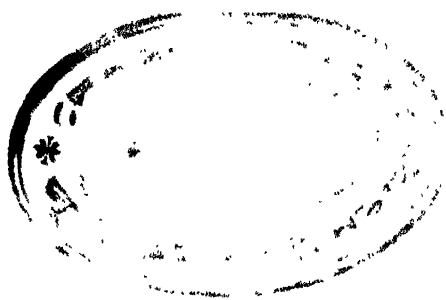
মদিনা গমন ও এছলাম প্রচার

"যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা যখন তাঁহাকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করিল, তখন আল্লাহ্ নিশ্চয় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন ; তুমি যদি তাঁহাকে সাহায্য না কর, (তাহাতে কোন ক্ষতি নাই) তিনি দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি, যখন উভয়েই গুহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার সহচরকে বলিয়াছিলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন("লা, তাহ্জান ইন্নাল্লাহা মা আনা।" বিষণ্ণ হইও না, আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।" ৯ : ৪০)

"আমিই আল্লাহ্ সর্ব্ব-জ্ঞানী। রোমকেরা নিকটবর্ত্তী স্থানে পরাজিত হইয়াছে। তাহারা পরাজিত হইলেও নবম বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে পুনরায় বিজয় গর্ব্বে উল্লসিত হইবে। ভূত ও ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইয়াছে এবং যাহা কিছু হইবে, সমস্তই আল্লাহ্র আজ্ঞায় এবং সেই সময় মুছলমানগণও আল্লাহ্র অনুকম্পায় আনন্দ ধ্বনি করিবে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন ; তিনি শক্তিশালী এবং দয়ালু।" ৩০:১ (১)

---

(১) উপরোক্ত দুইটি শ্লোকে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহার সময়ও নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে পারশিকদিগের দ্বারা যদিও রোমকেরা পরাজিত, ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হইয়াছে, তথাপিও আল্লাহ্র সাহায্যে নবম বৎসরের মধ্যে রোমক কর্ত্তৃক বিজয়ী পারশিকদিগের পরাজয় সম্পাদিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই সময় মুষ্টিমেয় নিপীড়িত মুছলমানগণ দ্বারা প্রবল পরাক্রমশালী মক্কাবাসীরা পরাজিত হইবে। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ৬১৫ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত হইয়াছিল।

পারস্যের দ্বিতীয় খছরু ৬০২ খৃষ্টাব্দে রোমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং ৬১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সীরিয়া, এসিয়া মাইনর, চ্যানছিডন, দামস্কাস, জেরুজালেম ও মিশর

"সেই মস্যাধার, লেখনী এবং যাহা তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে। তোমার প্রভুর অনুকম্পায় তুমি বিকৃত মস্তিষ্ক নহ। তুমি নিশ্চয়ই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে এবং তাহা আর কখনও প্রত্যাহৃত হইবে না তুমি বিশুদ্ধ অত্যুৎকৃষ্ট নৈতিকগুণে বিভূষিত হইবে। তুমি দেখিতে পাইবে তাহারাও দেখিতে পাইবে তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপস্মার রোগাক্রান্ত।" ৬৮ : ১-৬

প্রভৃতি রোম রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিয়া রোম সম্রাটকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বিজয়োল্লাসে পবিত্র ক্রশ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। (Encyclopaedia Britannica)

৬২৪ খৃষ্টাব্দে রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াস (Heraclius) উত্তর মিডিয়া আক্রমণ করিয়া গজদাকের অগ্নি উপাসনা মন্দির ধ্বংস করিয়া পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খছরুকে অতি শোচনীয়রূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। (Encyclopedia Britannica, Chosrus II)

ঐতিহাসিক গীবন (Gibbon) উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে সময় এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষিত করা হইয়াছিল, তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় নাই, কেননা রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াসের রাজত্বের প্রথম দ্বাদশ বৎসর তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য অতি দ্রুত ধ্বংস মুখে পতিত হইয়াছিল।

বদর যুদ্ধের নয় বৎসর পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উপরোক্ত প্রত্যাদেশবাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন হজরত আবুবকর পৌত্তলিক কোরেশগণের সভায় উহা ঘোষিত করিলে হজরত আবুবকরের প্রতি তাহারা অত্যন্ত বিদ্রূপ ও উপহাস করিয়াছিল। তাহাদিগের দলপতি ওবেয়া-বেন-খলফ হজরত আবুবকরের বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল "যদি তোমাদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়, তবে তোমাকে একশত উৎকৃষ্ট উষ্ট্র দিতে হইবে আর যদি উক্ত বাণী সফল হয়, তবে আমিও একশত উষ্ট্র প্রদান করিব। উভয়ে এই প্রকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া রহিলেন। বদর যুদ্ধে এই কোরেশ দলপতি নিহত হইলে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাদের পিতাকে সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত করিতে হজরত আবুবকরকে একশত উষ্ট্র প্রদান করিয়াছিলেন। Preface of the holy Quoran by Moulana Muhnmad Ali M.A, L.L.B. and Islamic Review, March 1918.

মস্তাধার প্রভৃতির বিষয় উল্লিখিত হওয়াতে এছলামের ভবিষ্যৎ গৌরবের বিষয় সূচিত হইতেছে এবং এক সময়ে যে সমস্ত বাক্য একজন উন্মাদের প্রলাপ বাক্য বলিয়া শত্রুগণ উপহাস করিয়াছিল, ভবিষ্যতে তাহা সত্যে পরিণত হইয়া এছলামের নিখিল সৌন্দর্য্য, ষড়ৈশ্বর্য্য শালিনী শোভা ও বিপুল সমৃদ্ধি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ একজন উন্মাদের মুখ হইতে যাহা নিঃসৃত হইয়াছিল এবং পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়াছিল, ভবিষ্যতে সেই পুস্তক জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

যখন সমস্ত মুছলমানগণ তাহাদের পিতৃ পিতামহের বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া কতক বা মদিনা নগরীতে কতক বা আবিসিনীয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) যে কি বিপদে পরিবেষ্টিত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন, তাহা যিনি এই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হাকিম (জ্ঞানী) তিনিই সম্যক প্রকারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্ষিপ্ত পশুর অপেক্ষাও হিংস্র দুর্দ্দান্ত কোরেশগণ যখন সর্ব্ব-প্রকারে বিফল মনোরথ হইল, তখন তাহারা তাহাদের দার-উল্ নাদোয়া নামক সভাগৃহে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল কি প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহারা এছলামের এই ক্রম বিকাশোন্মুখী সৌন্দর্য্যের ভাতি চির দিনের মত নির্ব্বাপিত করিতে পারে। সেই নীচাশয় পাপিষ্ঠগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তাব করিল যে মোহাম্মদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নির্জ্জন কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হউক, তাহা হইলে অনশনে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কিন্তু এই যুক্তি সকলের পক্ষে সমীচীন হইল না। দুর্ব্বৃত্ত আবুলাহাব প্রস্তাব করিল প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক এক জন করিয়া নির্ব্বাচিত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হউক, তাহারা সকলে একসঙ্গে আক্রমণ করিয়া তাহাকে বধ করুক।

তাঁহা হইলে বাণী হাশেমীগণ আর ব্যক্তিগত কোন লোকের উপর প্রতিশোধ লইতে পারিবে না। তাহারা তাহার প্রাণের বিনিময়ে কিছু অর্থ দাবী করিতে পারিবে। এই প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করিল। কিন্তু সেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিকৃষ্টচিত্ত এই সব মহাপাপীর মনের অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ও প্রিয় ভক্তকে প্রত্যাদেশ বাণী দ্বারা সতর্ক করিলেন। হজরত তখন তাহাদের এই দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ভক্তিমান হজরত আলীর নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে হজরত আলীকে তাঁহার শয্যায় রাত্রি যাপন করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে হজরত আলীকে কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা সবিস্তারে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) সেই রাত্রিতেই তাঁহার পরম বন্ধু জ্ঞানবৃদ্ধ আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পৈতৃক বাস ভবন পরিত্যাগ করিলেন। পূতচরিত্রা অর্দ্ধাঙ্গিনী বিবি খোদেজার সাহচর্য্যে সেই বাস ভবনে তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আজ নৃশংস শত্রুর নির্ম্মম অত্যাচারে সেই বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রিয়তমার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়-মধ্যে উদ্দীপিত হইল, আত্ম বিস্মৃত হইয়া তাঁহার নেত্র প্রান্ত হইতে অশ্রু-বিন্দু ঝরিয়া পড়িল। পরম স্নেহ ও ভক্তির পাত্র হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে নিরাপদে অবস্থিতি করিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া হর্ষাতিশয্যে মিত্রোত্তম আবুবকরের নেত্রদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। অন্ধকারের আবরণে আত্ম গোপন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃ পিতামহের জন্মভূমি মক্কানগরী পরিত্যাগ করিলেন এবং ছওর নামক গুহাভ্যন্তরে সঙ্গোপনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধসত্ব হজরত মোহাম্মদ (দঃ) গৃহত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরে কোরেশ-

দিগের মনোনীত দস্যুগণ তাঁহার বাস ভবনের চতুর্দ্দিকে প্রহরীর মত অবস্থিতি করিতে লাগিল। কোন একজন লোককে তাহার গৃহ প্রাচীরের মধ্যে হত্যা করা আরবদিগের চিরাচরিত নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু তাহারা প্রফুল্ল চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল হজরত কখন বাহিরে আগমন করিবেন। সেই সময় তাহারা তাহাদের শাণিত খড়্গ তাঁহার বক্ষোপরি আমূল বিদ্ধ করিবে। কিন্তু পরদিন উষাগমে ভক্তপ্রবর আলীকে হজরতের শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তখনই হজরতের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল, লোভনীয় পুরস্কার ঘোষিত হইল। অনুসন্ধিৎসু একজন দস্যু মহানবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গুহামুখে সমাগত হইল। হজরত আবুবকর তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় মহানবীর জীবন রক্ষার জন্য বড় ব্যাকুল হইলেন। কোন প্রকারে যদি একবার দস্যুগণের ক্রূর দৃষ্টি গুহাভ্যন্তরে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের শাণিত কৃপাণ তাঁহাদের মস্তকোপরি পতিত হইবে। উদ্বেগের চরম সময়। সন্ত্রস্ত আবুবকরের মলিন মুখ হইতে স্বতঃ নিঃসৃত হইল "আমরা মাত্র দুইজন, কি প্রকারে শত্রুগণকে বাধা দিব।" কিন্তু সেই মহান্ আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ সাধক বিশুদ্ধাত্মা বিশ্বনবী উদ্বেগ কি আশঙ্কায় একটুও কম্পিত হইলেন না; তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে বলিলেন কেন আমরা যে তিনজন। আল্লাহ্ যে আমাদের মধ্যে অবস্থান কচ্ছেন! "লা তাহ্‌জান, ইন্নাল্লাহা মা-আনা।" কত বড় বিশ্বাস, কি প্রগাঢ় ভক্তি, কি ঐকান্তিক নির্ভরতা! তাই এই বিশ্বাসের প্রতিদান তিনি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাকিমের (বিচারকের) নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) বিশ্বাস ও সাধনা তাঁহার অন্তরে অন্তরে, তাঁহার প্রাণে প্রাণে, তাঁহার হৃদয়ে হৃদয়ে যেন মিশ্রিত হইয়াছিল, সাধনার

বীজ তাঁহার শিরায় শিরায় তাঁহার রক্তস্রোতে অঙ্কুরিত হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল, মহান্ আল্লাহ্‌র সর্ব্বত্র ব্যাপকতা এবং তাঁহার স্থিতি এই বিশ্বাস যেন এক কঠিন রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে সমস্ত জীবন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই জন্যই তিনি প্রতি পদক্ষেপে শত্রুগণের হিংসার খড়্গ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ঘাতকের উন্মুক্ত তরবারির সম্মুখে তিনি একটুও বিচলিত হন নাই, তাঁহার কেশাগ্রও কম্পিত হয় নাই। একদা একজনহীন প্রান্তরে এক মহীরুহের ছায়াতলে তিনি পরম নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময় একজন রক্তলোলুপ আততায়ী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমাকে এখন রক্ষা করিবে মোহাম্মদ ?" সুপ্তোত্থিত মহানবী কিছুমাত্র কম্পিত না হইয়া উত্তর দিলেন, আল্লাহ্! তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন সেই সর্ব্বদ্রষ্টা রকীব লোক চক্ষের অগোচরে তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন! তাঁহার সেই গম্ভীর মুখে চিন্তার রেখাটি পর্য্যন্ত অঙ্কিত হয় নাই। দুর্দ্ধর্ষ শত্রু একবার মাত্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, চক্ষে তাঁহার সৌদামিনীর প্রখর দীপ্তি, সে দীপ্তিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝলসিত হইল, বিস্মিত ও স্তম্ভিত ভাবে সে দণ্ডায়মান রহিল, অলক্ষিতে তাহার কম্পিত হস্ত হইতে তরবারি ভূতলে পতিত হইল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সেই তরবারি গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলিলেন "তোমাকে এখন কে রক্ষা করিবে ?" "তুমি, মোহাম্মদ তুমি রক্ষা করিবে।" করুণার জলন্ত ছবি, ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বনবী তখন তাহাকে সেই তরবারি প্রত্যর্পন করিয়া স্নেহ মধুর কণ্ঠে বলিলেন "যিনি আজ আমাকে তোমার তরবারির আঘাত হইতে রক্ষা করিলেন, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিলেন। যাও, তাঁহার স্মরণ লও, মনে রাখিবে তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা।" সেই ব্যক্তির প্রাণের মধ্যে তৎক্ষণাৎ এছলামের আলোক

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বলিতে কি সেই পবিত্র স্থানে সে নবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

পূর্ণ তিন দিবস মিত্রোত্তম আবুবকরের সহিত মহানবী সেই গুহা-ভ্যন্তরে অবস্থিতি করিলেন। হজরত আবুবকরের পুত্র সন্দেশবাহীরূপে গুহার ভিতর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহার কন্যা বিবি আছমা খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেন, ভৃত্য আমর অজাগণকে গুহামুখে চালিত করিয়া তাহাদের আপীন হইতে দুগ্ধ দোহন করিয়া তাঁহাদিগকে পান করাইত। চতুর্থ দিনে যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন অনুসন্ধিৎসু শত্রু-গণের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তখন মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার মিত্রোত্তম হজরত আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া গুহার ভিতর হইতে নির্গত হইলেন এবং অবিভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সেই মহান্ আল্লাহ্ যিনি সৎ ও অসতের অনুভব দ্বারা স্বীয় মহিমায় সমস্ত জগতে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার নিকট প্রাণের অব্যক্ত যাতনা নিবেদন করিয়া এবং তাঁহার গুণাবলী মনে মনে স্মরণ করিয়া মদিনা অভিমুখে প্রয়ান করিলেন।

পথ পর্য্যটন কালে দুই বন্ধু প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের সহস্র করে দগ্ধ হইয়া এক সহকার সুশোভিত পার্ব্বত্য উপত্যকায় ছায়া বহুল রম্য স্থানে বিশ্রাম গ্রহণার্থ উপবেশন করিলেন। হজরত আবুবকর তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সুহৃদের বিশ্রামার্থ স্বীয় পরিচ্ছদ বিস্তৃত করিয়া দিলেন, তাহার পর তিনি খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। দৈবানুগ্রহে তিনি দেখিতে পাইলেন একজন বেদুইন অজাবর্গকে এক প্রান্তরে চালিত করিতেছে। পরিচ্ছন্নতার পক্ষ পাতী মহানবীর জন্য তিনি একটি অজার আপীন পরিষ্কার করিয়া দুগ্ধ দোহন করিলেন এবং প্রিয় সুহৃদের জন্য আনয়ন করিলেন। গমন কালে মহানবী এই একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন, "হে হাদী (পথ প্রদর্শক) তুমি আমাকে পথ প্রদর্শন কর।"

যে ব্যক্তি পলায়মানপর মোহাম্মদকে ধৃত করিতে পারিবে, তাহাকে এক শত উষ্ট্র পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই কথা বহুদূর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য বহু লোক তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ বাহির হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে ছোরাকা-বেন-মালেক নামক এক ব্যক্তি কোন লোকের নিকট সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুগমন করিল। পথিমধ্যে তাহার অশ্ব উৎক্ষিপ্ত হইলে সে অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইল। পুনরায় অশ্বোপরি গমন করিতে করিতে আবার তাহার সেইরূপ পতন হইল। আবার সে ব্যক্তি অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। হজরতের নিকটবর্ত্তী হইয়া সে যেমন তাঁহাকে হত্যা করিবার মানসে তাহার ধনুকে নিশিত শর যোজনা করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে (মহান্ আল্লাহ্ তোমাকে ধন্যবাদ) সেই মহা-পাপিষ্ঠের অশ্ব আবার উৎক্ষিপ্ত হইল এবং অশ্বের পদদ্বয় বালুকাতে প্রোথিত হইয়া গেল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা কম্পন অনুভূত হইল, জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকচ্ছটায় তাহার সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইল। তখন সেই ধর্ম্ম সংমূঢ় চেতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল সেই একনিষ্ঠ মহাযোগী তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন আরবের অদৃষ্টাকাশে এছলামের বিজয়-পতাকা স-গৌরবে উড্ডীয়মান হইবে। অনুতপ্ত চিত্তে সে তখন মহান্ আল্লাহ্র রছুলের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া আত্মনিবেদন করিল; অনুতাপে তাহার সমস্ত কলুষ ধৌত হইয়া গেল, মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেন, তিনি যে ক্ষমার আদর্শ। ভাবের উন্মাদনায় বিভোর হইয়া সে তখন পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ছোরাকা তখন তাঁহার নিকট হইতে লিখিত অঙ্গীকার-পত্র প্রার্থনা করিল, মহানবীও তাঁহার

প্রার্থনা মত তাহাকে তাহা দান করিলেন। তাহার উদ্দেশ্য—যখন তাঁহার প্রভাব দীপ্ত সূর্য্যের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, তখন কেহ যেন তাঁহাকে কোন প্রকারে নির্য্যাতিত করিতে না পারে। বিশ্বস্রষ্টা মহান্ আল্লাহ্র একনিষ্ঠ সাধক, তাঁহার মহত্ত্বের ভাব-সম্পদের অধিকারী মহানবী তাহাকে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দেখাইলেন এবং প্রিয় মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন যে সে একদিন পারস্যের শাসনকর্ত্তারূপে তাহার প্রকোষ্ঠে গৌরবময় স্বর্ণবলয় ধারণ করিতে পারিবে। চতুর্বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইলে খলিফা হজরত ওমরের শাসনকালে মহানবীর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। বীর ছোরাকা খছরুগণের গৌরবময় স্বর্ণবলয়ে বিভূষিত হইয়া পারস্যদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

সহস্র বিপদে পরিবেষ্টিত হইয়া মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সকল তৃপ্তির উপাদান তাঁহার প্রাণময় প্রভু মহান্ আল্লাহ্কে বিস্মৃত হন নাই, তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া আকাঙ্ক্ষা ছুটিয়া যাইত প্রেমময়ের পবিত্র প্রেম লাভ করিবার জন্য, তাই সেই বিশ্বপ্রেমিক মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পথিমধ্যে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ বাণী দ্বারায় আশ্বাসিত করিয়াছিলেন "হে মোহাম্মদ, নিশ্চয়ই যিনি তোমাকে পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ কোরআন দান করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে মক্কা নগরীতে ফিরাইয়া আনিবেন। ২৮ : ২৫ এই সময়ে তিনি পূর্ব্ব-প্রেরিত নবীগণের জীবন-বৃত্তান্ত, তাঁহাদের জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, উৎপীড়ন নির্য্যাতন মনে মনে আলোচনা করিয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিতেন। ঈশ্বরাদিষ্ট মহাপুরুষ তখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে তিনি সেই মহাশক্তি দ্বারা রক্ষিত, যে শক্তির তুলনায় মানবের সম্মিলিত শক্তিও অতি তুচ্ছ ; নিতান্ত অসার। মহানবীর জ্ঞানের দ্বারে আঘাত করিয়া

কে যেন তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিত, তাঁহার সম্মুখে প্রহরী, পশ্চাতে প্রহরী, তাঁহার বামে প্রহরী, দক্ষিণে প্রহরী আর সেই প্রহরী স্বয়ং বিশ্বাত্মা, বিশ্বেশ্বর মহাপ্রভু মহান্ আল্লাহ্; তাই কর্ত্তব্যে সমাহিত মহাপুরুষ তাঁহার কর্ম্মমার্গের সমস্ত কণ্টক দূর করিয়া মহান্ আল্লাহ্র মহৎ তেজের প্রতিবিম্ব স্বরূপ জগতের বক্ষে চিরদিনের মত প্রতিভাত হইয়াছেন ; তাই তিনি অকুতোভয়ে তাঁহার পরম বন্ধু হজরত আবুবকরকে বলিয়াছিলেন আমরা দুইজন কেন, আমরা যে তিনজন, মহান্ আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছেন "লা তাহজান্ ইন্নাল্লাহা মা আনা"। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে "যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না কর. আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করিবেন।" ইহা অতি সত্য। আল্লাহ্ সাহায্য না করিলে সেই হিংস্রপ্রকৃতি কোরেশগণের অমানুষিক নির্য্যাতনের ভিতর তিনি কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবনধারণ করিতে পারিতেন ?

এছলাম সৌন্দর্য্যের পরিব্যাপ্তি নরোত্তম নবীর মক্কা ত্যাগ। অন্ধকারের আবরণ কে যেন ধরা-বক্ষ হইতে উত্তোলিত করিল, জগতের মানব তখন অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল কি প্রাণারাম মধুর সৌন্দর্য্য-যেন সহস্রদল বিকসিত মহাপদ্ম ধরাবক্ষ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে, তাহার এক একটি দল মানব-জীবনের উৎকর্ষ সাধনোপযোগী এক একটি মহারত্ন—সত্য, ন্যায়, দম, শম, ক্ষান্তি, আৰ্জ্জব, করুণা, বাৎসল্য, স্থৈর্য্য, অনাসক্তি, অনভিসঙ্গ, অনহঙ্কার প্রভৃতি মানবত্বের পরিপূর্ণতা লাভ করিবার মত সমস্ত রত্ন, প্রতি দলে দলে সন্নিবিষ্ট, তখন আকাশ-পবন মুখরিত করিয়া সত্যের দুন্দুভি-নিনাদ ঘোষিত হইল। তখন মহামানব সন্তুষ্ট, সতত যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়—অনুরাগের বাৎসল্য-ধারা সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, অন্তরের অন্তস্তল হইতে মেঘমন্দ্রে ধ্বনি উত্থিত হইল "আল্লাহো

আকবর” আল্লাহ্ তুমিই ধন্য, তুমিই মহৎ, তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তবৃন্দের মুখে মুখে সে ধ্বনি জগতের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল। মানব তখন দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ সেই মরুপ্রান্তে সমাগত হইতে লাগিল, মহা-পুরুষের সেই শত চন্দ্রের শোভা-লাঞ্ছিত বদন-কমল হইতে উচ্চারিত ধ্বনি “আল্লাহো আকবর”, আল্লাহ তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাদের কর্ণকুহরে যেন সুধা ক্ষরণ করিল। এছলামের সৌন্দর্য্যে, এছলামের মাধুর্য্যে সমস্ত জগত মধুময়, আকাশে মধু, বাতাসে মধু, ফলে মধু, ফুলে মধু, জলে মধু, স্থলে মধু, পৃথিবী যেন মধু-সমুদ্রে নিমগ্ন, সমস্ত মানব সেই মধুপান করিয়া তাহাদের জ্বালা-যন্ত্রণা সমস্ত ভুলিল। হজরতের হেজরত অর্থাৎ মক্কাত্যাগ এছলামের ইতিহাসে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন, এই দিন হইতেই হিজিরা মুছলমানের বর্ষারম্ভ হইল।

প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিবার পর হইতে হজরত একাদিক্রমে ত্রয়োদশ বর্ষকাল মক্কা নগরীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই ত্রয়োদশবর্ষ ধরিয়া তাঁহাকে কি কঠিন নির্য্যাতন, কি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া তিনি কোন দিনের জন্য প্রচার-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা চালিত প্রায় তিনশত ভক্ত অনুচর এই প্রকার কঠিন নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও কম্পিত হয় নাই। এই সব ধর্ম্মপরায়ণ ভক্তবৃন্দের কি অদ্ভুত আত্মত্যাগ, কি অলৌকিক সহিষ্ণুতা। এ সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম মুর (Sir William Muir) লিখিয়াছেন।

এই অদ্ভুত আন্দোলনের ভিতর দিয়া মক্কাবাসিগণ তাঁহাদের চিরা-চরিত আচার অনুষ্ঠান বিস্মৃত হইয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং একদল অপর দলের উচ্ছেদ-সাধনে সর্ব্বদাই কৃতসঙ্কল্প। সেই কঠিন

নির্য্যাতনের অগ্নি-পরীক্ষায় বিশ্বাসিগণের ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা প্রকৃতই অতুলনীয়। যদিও তাহারা সেই প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। একশত পুরুষ এবং নারী তাহাদের দুর্ল্লভ বিশ্বাসের মূলে কোন প্রকার আঘাত করিতে না দিয়া তাহাদিগের চিরদিনের আবাস ভবন ত্যাগ করিল এবং সুদূর প্রবাস আবিসিনীয়ায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক এবং স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাদের পিতৃপিতামহের অধ্যুসিত অতি প্রিয় বাসস্থান এবং পবিত্র মক্কা নগরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মদিনাতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানেও দুই তিন বৎসরের ভিতর সেই আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক লোক সৌভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহুদীদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস মদিনাবাসিগণের কর্ণে অনেক দিন হইতে ধ্বনিত হইতেছিল; কিন্তু সেই আরব নবীর চিত্ত-উন্মাদকারী নীতি-শিক্ষা তাহাদের অন্তরের সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া তাহাদের প্রাণে যেন নূতন করিয়া জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত করিল।"

তাহাদের অতুলনীয় শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং মধুর গুণরাজি মহান্ আল্লাহ্‌র বাণীর মত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মুখারবিন্দ হইতে তাঁহার নিজের কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে।

"তাহারাই করুণাময়ের সেবক; যাহারা ধীর পদে মৃত্তিকার উপর দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে এবং জ্ঞানহীন লোকদিগের কথার উত্তরে তাহাদিগকে বলিয়া থাকে "শান্তি"।

—যাহারা বলিয়া থাকে হে আমাদের প্রভু, নরকের যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর; প্রকৃতই সে যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই; নিশ্চয়ই ইহা ক্লেশজনক বাসস্থান এবং আশ্রয়স্থল।

—যাহারা অর্থব্যয় করিবে অথচ মুক্তহস্ত হইবে না কিম্বা কৃপণতা করিবে না কিন্তু মধ্য পথে চলিবে।

—যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অপর কোন বস্তুকে আল্লাহ্ বলিয়া অভিহিত করিবে না এবং আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত কি ন্যায়সঙ্গত কারণ ভিন্ন কোন প্রাণীকে হত্যা করিবে না কিম্বা ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইবে না।

—যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না কিম্বা মিথ্যা অভিযোগ করিবে না এবং ভ্রমণকালে যখন কোন বৃথা কৌতুক কি ক্রীড়ার নিকটবর্ত্তী হইবে সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া যাইবে।

—যাহারা প্রভু কর্ত্তৃক প্রত্যাদেশ বাণী দ্বারা ভৎ'সিত হইলে, বধির কিম্বা অন্ধের মত পতিত হইবে না।

—যাহারা বলিয়া থাকে হে আমাদের প্রভু আমাদের পত্নী এবং সন্তানদিগকে তাহাই বিতরণ কর, যাহা তাহাদিগের সান্ত্বনাপ্রদ হয় এবং আমাদিগকে ধার্ম্মিকগণের উদাহরণস্বরূপ কর।

এই প্রকার শত সহস্র মহোপদেশ তাঁহার অতি পবিত্র কমলানন হইতে নির্গত হইয়াছিল। মহাজ্ঞানী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সহচরবৃন্দের হৃদয় কাল্পনিক গুণাবলীর চিত্রে পরিশোভিত করেন নাই, তাঁহার স্বতঃ-উচ্ছসিত উপচিকীর্ষা বাস্তব রাজ্যে এই সমস্ত গুণাবলী তাহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত করিয়া তাহাদিগকে জগতের মানবের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিল। ইহা সেই মহামানবের অত্যদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি, যে শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া লক্ষ লক্ষ মানব তাহাদের জন্মগত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া মানবত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ কৃতিত্ব।

নিশ্চয়ই যে সমস্ত বিশ্বাসী তাহাদের বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া

অপরিচিত বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ এবং স্বীয় আত্মাকে সম্প্রদান করিয়াছিল এবং যাহারা আশ্রয়হীনদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল এবং সাহায্য করিয়াছিল তাহারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। ৮। ৭২।

অষ্টাহকাল অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিয়া জগতের প্রায় সমস্ত মানবের শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মদিনা নগরীর উপকণ্ঠে তিন মাইল দূরবর্ত্তী কোবা নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। এই পল্লীর ভিতর আমর-বেন আওফ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মহানবী তাঁহার আশ্রয়ে চৌদ্দদিন অতিবাহিত করিলেন। ভক্তপ্রবর হজরত আলী এই স্থলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই পল্লীতে কতকগুলি মোহাজেরিন অর্থাৎ দেশত্যাগী এবং কতকগুলি আনছার অর্থাৎ সাহায্য-কারী বাস করিতেন। সকলের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র মছজেদ নির্ম্মিত হইল। ইহা কোবার মছজেদ বলিয়া ইতিহাসে লিখিত এবং সততার উপর ভিত্তি স্থাপিত বলিয়া পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর নরোত্তম নবী যখন মদিনা নগরীতে উপস্থিত হইলেন, তখন নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা আনন্দের স্রোত যেন তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইল। মদিনাবাসিনী পুরমহিলাগণ ঐক্যতানে আবাহন সঙ্গীত গাহিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল, তিনি তখন উষ্ট্রীর মুখরজ্জু শিথিল করিয়া দিলেন এবং সেই হর্ষোন্মত্ত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, উষ্ট্রী স্বেচ্ছায় যে স্থানে তাহার গতি নিবৃত্ত করিবে, তিনি সেইস্থানে অবতরণ করিবেন। মহামতি আবু আইউবের বাটীর সম্মুখবর্ত্তী মুক্ত প্রাঙ্গণে উষ্ট্রী তাহার অতি পবিত্র ভার যিনি জগতের পাপের ভার লাঘব করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই নরশ্রেষ্ঠকে বহন করিয়া তাহার গতি নিবৃত্ত করিল। সেই মুক্ত

প্রাঙ্গণ দুইটী পিতৃমাতৃহীন বালকের সম্পত্তি। তাহারা স্বেচ্ছায় তাহা উপায়ন স্বরূপ তাঁহাকে দান করিতে চাহিল; কিন্তু মতিমান্ হজরত মোহাম্মদ দঃ তাহাদিগকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানে একটি মছজেদ নির্ম্মাণ করা তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল। হজরত এবং তাঁহার সহচরবৃন্দের মিলিত শক্তিদ্বারা যত শীঘ্র সম্ভব এই মছজেদটি নির্ম্মিত হইল। মহানবী এবং তাঁহার পরে তাঁহার শিষ্যগণ সমস্বরে সেই সৃষ্টি স্থিতির প্রভব ও প্রলয়-কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর মহান্ আল্লাহ্‌র স্তুতিগান করিলেন, হে মহাপ্রভু, জগদীশ জগদানন্দ, আর কি আনন্দ হইতে পারে, জীবনের পরপারে যে আনন্দলাভ, তাহাই জীবের একমাত্র উপভোগ্য। হে সর্ব্বমঙ্গলময় প্রভু, এই সব আনছার এবং মোহাজেরীন যেন তোমার সাহায্য, তোমার অনুকম্পা লাভ করিতে পারে। সেই মসজেদ সংলগ্ন দুইটি বাসগৃহ নির্ম্মিত হইল, মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) সেই স্থানে বাস করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

(সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ
সন্তোষ মূলং হি সুখং দুঃখ মূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥

মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ১২ শ্লোক

সুখার্থী সাতিশয় সন্তোষ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা সংযত থাকিবেন, কারণ সন্তোষই সুখের মূল, তদ্বিপরীত দুঃখের মূল।)

মহানবীর নীতিশিক্ষায় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সন্তোষ। সহস্র দুঃখ-বেদনার ভারে নিপীড়িত, সংসারে সর্ব্বপ্রকার অশান্তি অভাবের তীব্র যাতনায় ক্লিশ্যমান মোহাজেরীন ও আনছারগণ কিরূপ সন্তুষ্ট চিত্তে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে আমাদের তাহা শিক্ষার বিষয়। আর এই অভাবের সহিত নিত্য সংঘর্ষে রত থাকিয়াও তাঁহারা কি ভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন, অতিথি অভ্যাগতের সেবা-

শুশ্রূষা করিয়া কি প্রকার তৃপ্তি উপভোগ করিতেন, মহানবীর ইচ্ছা, তাঁহার আজ্ঞা মনে করিয়া কিরূপ অবহিত চিত্তে তাহা পালন করিতেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসা নিবেদন করিয়া তাঁহারা অন্তরে অন্তরে কিরূপ আনন্দ বোধ করিতেন, নিম্নলিখিত উপাখ্যান পাঠ করিয়া পাঠকগণের তাহা সম্পূর্ণ বোধগম্য হইবে।

"একদিন জনৈক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের অসহায় অবস্থার কথা নিবেদন করিলে তিনি প্রথমে নিজের আশ্রমে সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পানীয় জল ব্যতীত তাঁহার আশ্রমে আর কিছুই ছিল না। তখন তিনি গৃহের বাহিরে আসিয়া ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আজ কে এই ক্ষুধার্ত্তের সেবা করিবে?" ভক্তবৃন্দের ভিতর আবু তালহা ছাহাবী সন্তুষ্ট-চিত্তে অতিথি-পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আশ্রমে গিয়া অবগত হইলেন যে তাঁহার সন্তানগণের আবশ্যক মত সামান্য কিছু খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে। অতিথিপরায়ণ আবুতালহা ও তাঁহার উপযুক্ত সহধার্ম্মিণী শিশু-সন্তানদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়া নিদ্রার ক্রোড়ে রক্ষা করিলেন এবং গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া পরম সমাদরের পাত্র অতিথিকে লইয়া আহার করিতে এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যেন অতিথি না বুঝিতে পারেন তাঁহারা আহার করিতেছেন" না। এই প্রকারে স্ত্রী-পুরুষ ও তাঁহাদের স্নেহের পাত্র সন্তানগণ উপবাস থাকিয়া অতিথি সৎকার করিলেন এবং এই ত্যাগধর্ম্মে পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা পরম তৃপ্তিভোগ করিলেন যে তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য সেই মহান্ আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে এ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে "তাহারা নিজেরাও অভাবগ্রস্ত হইয়া অপরের অভাবকে নিজেদের অভাব অপেক্ষাও অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিত।"

এই সময় মদিনা নগরীতে মুছলমানগণ সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ ও আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া সকলে একত্রে সমবেত হইয়া করুণাময় আল্লাহ্‌র উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনার জন্য মুছলমানগণকে আহ্বান করিবার রীতি তখনও পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই; হজরত এজন্য চিন্তিত হইলেন। কিন্তু সেইদিন নিশাকালে হজরত ওমর স্বপ্নযোগে প্রত্যাদেশবাণী লাভ করিলেন,—জগতে আল্লাহ্‌ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। হজরত ওমরের এই প্রত্যাদেশবাণী মুছলমানগণের নমাজের আহ্বান-গীতি হইল, মহানবী স্বয়ং ইহা নিয়মবদ্ধ করিলেন।

নমাজের রীতি-নীতি নিয়মবদ্ধ করিবার পর মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) ভক্ত মুছলমানগণের সাংসারিক জীবনে সুখ ও শান্তিদান করিবার জন্য বিশেষরূপ উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি আনছার এবং মহাজ্জেরীনগণকে সৌভ্রাতৃ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, প্রত্যেক আনছারকে তাঁহার গৃহস্থালীর আছবাব পত্র সহ বাসগৃহের অর্দ্ধেক অংশ একজন মহাজ্জেরীনকে অস্থায়িভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আনছারগণ সাধারণতঃ কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষেত্রের অর্দ্ধেক ভাগ তাঁহাদের ভ্রাতৃতুল্য স্নেহের পাত্র মোহাজ্জেরীনকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন; কিন্তু মোহাজ্জেরীনগণ সাধারণতঃ পণ্যজীবী ছিলেন. তাঁহারা সত্যানৃত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং অনভিজ্ঞতা হেতু কৃষিকার্য্যে সক্ষম হইলেন না। এইবার আনছারগণের হৃদয়ে ত্যাগের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল এবং তাঁহাদের মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিবারও সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহারা তাঁহাদের কৃষিজাত শস্যের অর্দ্ধেক অংশ তাঁহাদের সহোদরাধিক স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র মোহাজ্জেরীনকে ভাগ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মোহাজ্জেরীনগণ তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অনুকম্পায়

তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অনতিকাল মধ্যে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন লোকের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এরূপ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল যে তাঁহারা কেহ কেহ সাত আটশত পণ্যবাহী উষ্ট্র লইয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

প্রাবৃটের বারিধারার মত করুণাময় আল্লাহ্‌র আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকোপরি নিত্য বর্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়বান্ মহানবী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন তাঁহার প্রাণসম সহচরবৃন্দ সাংসারিক জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অভাবের অনুভূতি আর তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত কি উৎকণ্ঠিত করিতে পারিবে না। মদিনাবাসী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে মানবত্বের এক অখণ্ড সূত্রে আবদ্ধ করিতে এইবার তিনি সর্ব্বপ্রকারে যত্নশীল হইলেন। সুখে দুঃখে বিপদে ও সম্পদে আনছার ও মোহাজ্বেরীনগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেন। মদিনাবাসী ইহুদীদিগের সহিত মুছলমানগণের ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি উভয় সম্প্রদায়কে এক সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন যেন কেহ কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে না পারে। মুছলমান ও ইহুদী এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। অপর কোন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইলে একের সাহায্য করিতে অপরে বাধ্য থাকিবে; কিন্তু উৎপীড়িত কিংবা আক্রান্ত না হইলে কোন লোকই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারিবে না। মদিনা আক্রান্ত হইলে উভয় সম্প্রদায় একযোগে দেশরক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। পরস্পরের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে না। মদিনা নগরীর পবিত্রতার সম্মান উভয় সম্প্রদায়কে সমানভাবে রক্ষা করিতে হইবে এবং এই পবিত্র নগরীতে কেহ কাহারও রক্তপাত করিতে পারিবে না। মহানবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সিদ্ধান্ত সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে

বদরের যুদ্ধে—যখন তোমরা দুর্ব্বল ছিলে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন। ৩ঃ ১২২

মদিনা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুছলমান যে কেবলমাত্র তাহাদের সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি-কল্পে আত্মনিয়োগ করিবে, তাহাদের পরম শত্রু কোরেশগণের তাহা অসহ্য হইল। আবদুল্লাহ্ বেন-উবাই একজন মদিনাবাসী সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহার অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা মদিনাবাসিগণ তাঁহাকে তাহাদের নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে আর তিনি তাহাদের উপর তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিবেন। মহামানব হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অভ্যুদয়ে তাঁহার এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবার পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। সেই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রায় সমস্ত মদিনাবাসী তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিল। আবদুল্লাহর সম্প্রদায়-ভুক্ত অধিকাংশ লোক হজরতের আগমনের অব্যবহিত পরেই পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। এই সময় শান্তির অগ্রদূত মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শান্তিপ্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে রণ-দুর্ম্মদ কোরেশগণের দলপতি প্রতিপত্তিশালী কপটাচারী আবদুল্লাহকে ও তাঁহার অধীন পৌত্তলিকগণকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য যে গুপ্তলিপি প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে মদিনাবাসী বন্ধুগণ, তোমরা আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও আমাদের সেই পরম শত্রু মোহাম্মদকে (দঃ) তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে না হয় তোমাদের দেশ হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। আমরা ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিয়াছি যে এই দুই সর্ত্তের একটিও যদি

তোমরা পালন না কর, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব, তোমাদের যুবকগণকে নিহত করিব, নারীগণকে ক্রীতদাসীরূপে পণ্যবীথিকাতে বিক্রয় করিব।"* যদিও কোরেশগণ তাঁহাকে এই পত্র প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তথাপি আবদুল্লাহ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে উদীয়মান হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শক্তি ও প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে হইলে, নিশ্চয়ই আত্মকলহের উদ্ভব হইবে, আর তাহা হইলে তিনি কখনই বিজয়শ্রীমণ্ডিত হইতে পারিবেন না। এই চিন্তা করিয়া তিনি তখনকার মত তাঁহার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করিলেন। পাপাশ্রয়ী কোরেশগণ যখন বুঝিতে পারিল আবদুল্লাহ্ মহামতি মোহাম্মদের (দঃ) সহিত প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে সাহস করিল না, তখন তাহারা মক্কা এবং মদিনা নগরীর মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীবাসীদিগকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। মুছলমানগণ তাঁহাদের শান্তি ও নিরাপত্তি অব্যাহত রাখিতে সর্ব্বপ্রকারে যত্নশীল হইয়াও বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত রহিলেন। তাঁহারা আরও বুঝিতে পারিলেন দেশের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের শাণিত ছুরিকা তাঁহাদের বক্ষ রক্তপান করিতে সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

মহান্ আল্লাহ্‌র পরীক্ষা—মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত মহানবী মদিনা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কোন প্রকারে শান্তিভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল এছলামের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ় নিশ্চয় দুর্দ্ধর্ষ কোরেশগণ কখন কোন মুহূর্ত্তে যে মদিনা আক্রমণ করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এইজন্য তিনি তাঁহার সহচরবর্গের সহিত সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মদিনা নগরীর অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সহিত পরস্পর পরস্পরকে

বিপদে রক্ষা করিবার জন্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর হজরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া মদিনা হইতে কতক দূরে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, পরম শত্রু কোরেশগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

বায়ুর প্রবাহে তৃণ যেমন চালিত হয়, তিনিও সেইরূপ বিশ্বপতি মহান্ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা চালিত হইতেন, সেইজন্য সমস্ত জীবনে কেহ তাঁহাকে ভ্রমের আবর্ত্তে পতিত হইতে দেখে নাই। এই সময় কুর্জ্জ-বেন-জাবের নামক মক্কা নগরীর এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বহু সৈন্য লইয়া মদিনা প্রান্তরস্থ কৃষিক্ষেত্রে ধুমকেতুর মত আপতিত হইয়া মুছলমানদিগের পশুপালদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। মুছলমানগণ এই কারণে আরো অধিক সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। মদিনা নগরীর সীমান্তরালবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীবাসিগণ যাহাতে শত্রুগণের ষড়যন্ত্রে উত্তেজিত না হয়, তীক্ষবুদ্ধি মহানবী সেজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া প্রতিনিধিস্বরূপ তাহাদিগের নিকট পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহাকে আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল।

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে মদগর্ব্বে গর্ব্বিত কোরেশগণ সাধারণ আরববাসিগণকে আপনাদের শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতে আল্লাহ্‌র পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য স্ব স্ব গৃহ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইয়াছিল। ৮ : ৪৭

ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা কাফেরগণ মুছলমানদিগকে মহান্ আল্লাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নিজেদের ধন-সম্পত্তি ব্যয় করিতে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু অতি সত্বরেই তাহারা উহা (তাহাদের প্রভুত্ব ও ধন-সম্পদ্) ব্যয় করিয়া ফেলিবে, তদনন্তর তাহারা যুদ্ধে পরাজিত

হইলে, তখন এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইবে। ৮: ৩৬

মুছলমানগণকে কেন যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, এই আখ্যায়িকায় তাহা পূর্ব্বে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে মুছলমান কখনও অস্ত্র ধারণ করে নাই। (বদরের রণক্ষেত্র নগরী প্রধানা মক্কা হইতে ১২০ মাইল এবং মদিনা হইতে মাত্র ৩০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত, ইহাতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে অগ্রগামী কোরেশগণকে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে বাধা দিবার জন্যই শান্তি-প্রিয় মুছলমানগণকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।) মহাবীর হজরত আলী বদর যুদ্ধের পূর্ব্ব ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "হেজরত অর্থাৎ দেশ ত্যাগ করিবার পর হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বদাই বদর সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করিতেন। যখন আমরা সংবাদ পাইলাম যে মোশরেকগণ (কাফেরগণ) যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতেছে, তখন আমরা প্রস্তুত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলাম। আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে মোশরেকগণ আমাদের পূর্ব্বেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।"

আরব দেশের চিরাচরিত প্রথানুসারে সাধারণ সৈন্যগণ যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে এক একজন ব্যক্তিগতভাবে এক একজনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিত। কোরেশগণের ভিতর হইতে এইরূপ তিনজন যোদ্ধা তিনজন মুছলমানকে আহ্বান করিল, কিন্তু সেই তিনজন কোরেশবীরই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুছলমানের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। তাহার পর সমস্ত সৈন্য একসঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইল। মাত্র তিনশত ত্রয়োদশ সংখ্যক সম্পূর্ণ অশিক্ষিত মুছলমান সৈন্য এক সহস্রের উপর শিক্ষিত সর্ব্বাস্ত্রে সুশোভিত কোরেশ-সৈন্যের সম্মুখে গোত্রবৎ উন্নত শীর্ষে অচল রহিল। কর্ত্তব্যের

আহ্বানে তাহারা জীবন বিসর্জ্জন দিতে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল। যখন স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-পরিজন সকলকে ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তখন তাহারা সেই সর্ব্বশক্তিমান মহান্ আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিটুকু নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল যদি সেই বদর যুদ্ধে তাহারা হৃতসর্ব্বস্ব হয়, তাহা হইলে এছলামের গৌরবরবি চিরদিনের জন্য অস্ত যাইবে, এছলামের নাম চিরদিনের মত ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে। এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে শুদ্ধসত্ত্ব মহাপ্রাণ মহানবী তাঁহার হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রাণময় প্রভু সেই সর্ব্বশক্তির আকর মহান্ আল্লাহ্‌কে ডাকিলেন "হে প্রভু, হে নাথ, হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, আজ যদি এই ক্ষুদ্র বাহিনী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তোমার উপাসনা করিতে এ পৃথিবীতে আর ত কেহ থাকিবে না, তোমার সত্যবাণী জগতের বক্ষে আর ত কখনও প্রচারিত হইবে না।

"মুছলমানের গৌরব রবি অস্ত যাইবে, প্রাণ থাকিতে কখন তাহা হইতে পারে না।" সেই ক্ষুদ্র বাহিনীর প্রাণের তান ঝঙ্কৃত করিয়া এই কথা যেন তাহাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত করিল। উদ্দীপনার অগ্নিময় স্রোত তখন তাহাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল, মুখে তাহাদের মহান্ আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম, তাহারা যেন এক স্বর্গীয় শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হইল। সেই করুণাময়ের প্রদীপ্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মুষ্টিমেয় মুছলমান সৈন্য তখন যেন একশক্তি সহস্রে পরিণত করিয়া সেই রণক্ষেত্রে অলৌকিক সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিল, আর তাহাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র মহাপ্রাণ মোহাম্মদের (দঃ) তেজোদীপ্ত উৎসাহ বাক্য যেন মন্ত্রশক্তির মত তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে চালিত করিল। করুণাময় আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপা তাই এই মুষ্টিমেয়

মুছলমান সৈন্য অতি প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিল। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে "সত্যই ইহা তোমাদের একটী নিদর্শন, দুইটি বিভিন্ন সৈন্যদল রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সমাগত, একদল আল্লাহ্র গৌরব রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতেছে, অপর দল তাঁহার নামে অবিশ্বাসী। আল্লাহ্ যাহার উপর সন্তুষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।" যাহাদের জ্ঞান-চক্ষু আছে, তাহাদের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় ইহাতে অনেক আছে।

বদর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর সেই মহান্ আল্লাহ্র একনিষ্ঠ সাধক মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার অনুগামী ভক্ত-বৃন্দে পরিবৃত হইয়া তাঁহার জয়কীর্ত্তন করিলেন, "হে প্রভু, তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তা, তুমি চিন্মাত্র, পরমানন্দ, আত্মারাম ও শান্ত, তোমা হইতে আমাদিগের দ্বৈতদৃষ্টি, ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়াছে, অতএব তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি অনন্ত গুণময়, ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা, রূপ বিবর্জ্জিত, কার্য্যাকার্য্যের কারণ; এই বিশ্ব তোমা হইতেই উদ্ভূত, তোমাতেই অবস্থিত এবং তোমাতেই লীন হইয়া থাকে। হে প্রভু, তুমি নিত্য চৈতন্য, সদা জাগ্রত, সুষুপ্তি তোমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, মোহ তোমাকে অবসন্ন করিতে পারে না। আমাদিগের প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যেন তোমার চৈতন্য সত্বে সদা আবিষ্ট থাকে, আমরা যেন সর্ব্বদা তোমারই মহিমা গান করিতে পারি। হে বিশ্বভাবন, বিশ্বনাথ আমরা যেন সমদর্শী হইয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া তোমাতেই লীন হইতে পারি। ভেদ দৃষ্টিবশতঃ যাহারা তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্যক অবগত নহে, যাহারা তোমার পৃথক পৃথক রূপ কল্পিত করিয়া তোমার অখণ্ডত্বের স্বরূপ (মহিমা) উপলব্ধি করিতে পারে না, সেই সব তামস ভাবাপন্ন অজ্ঞান ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতা মানবগণের পন্থানুসরণ করিয়া আমাদের মধ্যে কেহ যেন মোহগ্রস্ত না হয়।"

বদর যুদ্ধ শেষে আল্লাহ্‌র পরম ভক্ত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রাণের প্রভুর করুণা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, আর সাধু, অসাধু, অকপট কপট, সরল প্রতারক, তাহাদিগের কর্ম্মপদ্ধতি দেখিয়া তাহাদেরও স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলেন, তাই তিনি তাঁহার মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন তাঁহার অনুচরবৃন্দের মধ্যে যেন কেহ মোহগ্রস্ত না হয়। মুছলমান চরিত্রের সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে বিকসিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। যে সব পরম শত্রু তাহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া মুছলমানগণ তাহাদের হৃদয়-কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এছলামের মধুর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একজন বন্দী অনতিবিলম্বে এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। বিদ্যাশিক্ষার চির পক্ষপাতী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে সমস্ত বন্দী মুছলমান বালকগণের শিক্ষকতা করিতেছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার অর্থ না লইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বন্দীগণের মধ্যে একজন বাগ্মী এছলামের গ্লানি প্রচার করিতে তাঁহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, মুছলমানগণ তাঁহাকে করুণার উজ্জল মূর্ত্তি মহানবীর সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া প্রস্তাব করিল তাঁহার দুইটি দন্ত উৎপাটন করিলে, তিনি আর কখন প্রচারকার্য্য করিতে পারিবেন না। এই নিষ্ঠুরতার পরিকল্পনায় মহাপ্রাণ মোহাম্মদের (দঃ) কোমল অন্তর শিহরিয়া উঠিল, তাঁহার কমলানন হইতে নিঃসৃত হইল, "আল্লাহ্, আজ যদি আমি এই লোকটির অঙ্গ হানি করি, তিনি নিশ্চয়ই আমারও অঙ্গ হানি করিবেন।"

বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর এছলামের ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহার পর সহস্র আঘাতেও সে ভিত্তির মূল কখনও কম্পিত হয় নাই।

ওহোদ এবং আজহাবের যুদ্ধ

নৈতিক জীবনে মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) বৈশিষ্ট্য

"দুর্ব্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুঃখ করিও না, যদি সত্যে তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী মণ্ডিত হইবে।" ৩ : ১৩৮

একদল ঘৃণিত মুষ্টিমেয় মোছলেম সৈন্য তাহাদের বিপুল বাহিনী ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিহিংসার অনল দুর্ম্মদ হিংস্র কোরেশগণের অন্তরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ক্রূরমতি আবুছুফিয়ান সেই অনলে অবিরত ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ কোরেশবীর বদরের রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় শায়িত, তাহাদের আত্মীয়বর্গ আবুছুফিয়ানকে নেতৃপদে বরণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যেই কোরেশগণ তিন সহস্র সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল।

ওহোদের যুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে হইলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য এই যুদ্ধের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পরও মুছলমানগণ নিশ্চিন্তমনে তাহাদের সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারিল না। সর্ব্বগুণের আকর শুদ্ধসত্ব মহানবী তাঁহার পরম ভক্ত সহচরবৃন্দের কল্যাণ কামনায় সর্ব্বদাই সতর্ক রহিলেন। তিনি যখন শ্রুত হইলেন যে কোরেশগণ পুনরায় তিন সহস্র সৈন্য লইয়া

ওহোদ অভিমুখে অভিযান করিয়াছে, তখন তিনি পরামর্শ করিবার জন্ত তাঁহার বন্ধুগণকে আহ্বান করিলেন। সেই মন্ত্রণা-সভায় তিনি তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে কোরেশগণের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া মুষ্টিমেয় মুছলমানগণের পক্ষে সমীচান নহে। নগরের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া শত্রুগণের আক্রমণে বাধা দেওয়াই মুছলমানগণের কর্ত্তব্য। বয়োজ্যেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সূক্ষ্মদর্শী হজরতের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন, কিন্তু যৌবনের উষ্ণরক্তে দৃপ্ত যুবকমণ্ডলী তাঁহার এই যুক্তিযুক্ত বাক্যের সমর্থন করিল না। তাহারা অভিমত প্রকাশ করিল সেরূপ কার্য্য শত্রুগণের নিকট তাহাদের দুর্ব্বলতা এবং ভীরুতার পরিচায়ক। শত্রুগণের নিশ্চয়ই প্রতীতি জন্মিবে মুছলমানগণ বলবীর্য্যহীন হইয়াছে। অধিকাংশ লোক যুবকগণের সহিত একমত হইয়া শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। স্থিরবুদ্ধি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বাধ্য হইয়া এক সহস্র সৈন্যসহ শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।

অনৃতবাদী বিপক্ষ ঐতিহাসিকগণের বিবরণ পাঠ করিয়া বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত রাখিতে যাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত শান্তিপ্রিয় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার অনুরক্ত মুছলমানগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিয়া থাকেন, যে মুছলমানগণ হিংসার তাড়নে রক্ত লোলুপ হইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রণী হইয়াছিল, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এই ওহোদের যুদ্ধেও মুছলমানগণ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। (ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্র মক্কানগরী হইতে ১৩৮ মাইল এবং মদিনা হইতে মাত্র ১২ মাইল ব্যবধান। ইহাতেই সপ্রমাণিত হইতেছে যে, কোরেশগণ মুছলমানগণের উচ্ছেদ কামনায় তাহাদের রণসম্ভারসহ এই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়াছিল।) গৃহপার্শ্বে শত্রুর

অবস্থিতি জানিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কীর্ত্তিমান মহাপুরুষের সংকীর্ত্তিতে পরিশুদ্ধ তাঁহাদের প্রিয় আবাস-ভূমি মদিনানগরী রক্ষা করিবার জন্যই মুছলমানদিগকে এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল।

ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দেখিতে পাইলেন অব্যবস্থিত চিত্ত আবদুল্লাহ-বেন-ওবাই তাঁহার অধীন তিনশত সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকারে বলহীন হইলেও হজরত কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, রণদক্ষ অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষের মত সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধক্ষেত্র বিশদভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে মুছলমান সৈন্যের পশ্চাৎস্থিত দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা মুখে একদল তীরন্দাজকে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাদের প্রতি অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা যেন স্থানভ্রষ্ট না হয়।

আরবের প্রথামত প্রথমে দুই চারিজন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল; মহাবীর হজরত আলী কোরেশ সৈন্যের যে পতাকাবাহী তাহাকে নিহত করিলেন। তাহার পর কোরেশগণ প্রথমে মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিল, মুছলমানগণও প্রচণ্ডবেগে তাহাদের উপর পতিত হইল। তাহাদের অপরিসীম তেজের তীব্রতা কোরেশ সৈন্যগণ সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। মুছলমান সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। তীরন্দাজগণও শত্রু-গণের পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য তাহাদিগের সেনাপতির অনুমতি চাহিল, কিন্তু তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া তাহারা যুদ্ধের নিয়মভঙ্গ করিয়া পলাতক অরাতিবর্গের অনুসরণ করিল, এই প্রকারে তাহারা মহানবীরও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল। শত্রুগণের অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবীর খালেদ এই সুযোগে অতর্কিত মুছলমান সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন, পলায়মান কোরেশ সৈন্যগণও ঠিক এই মুহূর্ত্তে মুছলমানগণের

সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পুনরায় আক্রমণ করিল। মুষ্টিমেয় মুছলমান সৈন্যগণ এই প্রকারে উভয়দিক হইতে আক্রান্ত হইল। দুরদর্শী হজরত দুর হইতে তাহাদের শঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া যুদ্ধ কর।" তাহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম রছুলের কণ্ঠস্বর তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। বিপুল বিক্রমে তাহারা শত্রু সৈন্য ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু হজরতের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইয়া শত্রুগণ তাঁহার অবস্থিতি জানিতে পারিল, তখন চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার প্রতি নানা অস্ত্র বর্ষিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে শত্রু কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ও আক্রান্ত হইয়া তিনি এই সময় একটি গর্ত্তে নিপতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে চৈতন্য হারাইলেন। তাঁহার সমস্ত শরীরের আঘাত গণনা করিয়া জানা গিয়াছে তাঁহার পবিত্র অঙ্গে সর্ব্বসমেত ৮০টি আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার শিরস্ত্রাণের দুইটি চক্র তাঁহার কপোলদেশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার কমলানন সেইজন্য রক্তরঞ্জিত হইয়াছিল। শত্রুর আঘাতে তাঁহার একটি দন্ত সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। প্রাবৃটের বারিধারার মত শত্রুগণ তাঁহার পবিত্র অঙ্গে বাণ-বৃষ্টি করিতে লাগিল, কারণ তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে, এছলামের গৌরব রবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইবে। কিন্তু এই সময় যখন বিপদের ঝড় অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির, তাহাদের বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার, তাহাদের যত্ন ও ভালবাসার যে দৃষ্টান্ত জগতের বক্ষে প্রতিফলিত করিয়াছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার উজ্জ্বল চিত্র কখনও মলিন হইবে না। পরম বন্ধু আবুবকর বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও

সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন ভক্ত মহাবীর আলী, তালহা, জোবের, আবু ওবেদাহ, আবু দোখানা এবং অন্যান্য লব্ধ প্রতিষ্ঠ সেনাপতি ও নেতৃগণ। আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত সেই সব বীরগণ যেন সহস্র শীর্ষ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে দুর্গাকারে বেষ্টন করিয়া অকুতোভয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; অঙ্গীকারের এক সূত্রে আবদ্ধ মহাবীরগণের পবিত্র কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইল, "ধমণীতে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে মহানবীর পবিত্র দেহ শত্রুগণ স্পর্শ করিতে পারিবে না।" কি উদ্দীপনা আর কি আকুল আগ্রহ, শৌর্য্যে বীর্য্যে সাহসে ও বিক্রমে তাঁহাদের তুলনা তাঁহারা। মহাবীর তালহা পঞ্চত্রিংশ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও একটুও কম্পিত হইলেন না। শক্তি যেন অপরাজেয়, তাই সেই বৃত্তাকার মানব দুর্গ শত্রুগণ সহস্র চেষ্টাতেও ভেদ করিতে পারিল না, একজন হত হইলে আর একজন অনুরক্ত ভক্ত তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় অল্পক্ষণের মধ্যেই মহানবী চৈতন্য লাভ করিলেন, ভক্তগণের ভক্তির ধারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বর্ষিত হইয়া যেন তাঁহার সমস্ত বেদনার উপশম করিল। আবার তিনি যেন নব শক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ আবুতালহা এই যুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। আবার তীরন্দাজগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শত্রুগণকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। শত্রুগণও এই সময় বুঝিতে পারিল মুছলমান সৈন্যগণ দুর্দ্ধর্ষ, রণক্ষেত্রে তাহাদের তেজ নির্ব্বাপিত হইবার নহে, আর তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ সুগঠিত ও সুরক্ষিত। তখন তাহারা উপায়ান্তর রহিত হইয়া সেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। জগতের ইতিহাসে কোন জনপ্রিয় নেতা, কি কোন দেশাধিপতি, কি কোন ঈশ্বর ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ তাঁহার অনুচর, সহচর

কি শিষ্যবর্গের নিকট হইতে এই প্রকার শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন নাই।

ওহোদের এই যুদ্ধে মোসলেম পুরমহিলাগণ যে অদ্ভুত কৃতিত্ব ও রণ-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। মোছলেম পুরমহিলা বিবি উম্মে আম্মরার কৃতিত্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। ইঁহার নাম নোচায়েবা কিন্তু সাধারণতঃ ইনি উম্মে আম্মারা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিবি আয়েশা ছিদ্দিকা প্রভৃতি মোছলেম পুরমহিলাগণের সহিত ইঁনিও শুশ্রূষা-কারিণী রূপে আহত সৈন্যগণের তৃষিত কণ্ঠে জলদান এবং তাঁহাদিগের অশেষ প্রকারে শুশ্রূষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন মুছলমানগণ যুদ্ধে পরাজিত এবং মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র বীরাঙ্গনা তাঁহার জলপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার তূণীর বাণ পূর্ণ করিয়া এবং কটীতটে খড়্গ ধারণ করিয়া সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। চকিত দৃষ্টিতে সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বীরাঙ্গনা সিংহীর ন্যায় বীর বিক্রমে সেই রণতরঙ্গে ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং অব্যর্থ শর সন্ধানে শত্রু-বক্ষ ভেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তাঁহার শরধি শর শূন্য হইল, তখন আত্মহারা এই বীরাঙ্গনা উলঙ্গ কৃপাণ-হস্তে শত্রু সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। শত্রুগণের বর্শা ও তরবারির আঘাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, তবুও সেই ইন্দিবর নয়নের দীপ্তি একটুও ম্লান হইল না, কমল মুখে অবসাদের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হইল না; রণোন্মাদিনী বীর রমণী যেন সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শত্রু সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন; কোরেশদিগের একজন অশ্বারোহী ক্ষিপ্রগতিতে মহানবীকে বিনাশ

করিতে উদ্যত হইলে, এই বীরাঙ্গনা ক্ষিপ্রগতিতে তাহার উপর পতিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিলেন। ওহোদের যুদ্ধের বর্ণনাকালে মহানবী শতমুখে এই বীর রমণীর প্রশংসা করিয়াছিলেন, "সেই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় আমি যখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, তখন এই বীর রমণী যেন সহস্র মূর্ত্তিতে আমাকে রক্ষা করিলেন ; সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছি; আমি উম্মে আম্মারার সংহারিণী মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছি।" "হজরত নিহত হইয়াছেন" এই নিদারুণ সংবাদ যখন মদিনা নগরীতে প্রচারিত হইল, তখন পুরমহিলাগণ সর্ব্বস্বহারা উন্মাদিনীর মত রণক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিতা হইলেন। উম্মে আয়মন নাম্নী একজন অন্তঃপুরচারিণী একজন মুছলমান সৈন্যকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া ঘৃণা সহকারে বলিয়াছিলেন, "কাপুরুষ, জীবন তোমার এত প্রিয়, পুরমহিলাগণ যখন এছলামের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছে, আর তুমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছ ; এস আমরা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করি, তুমি রমণীবেশে অন্তঃপুরে অবস্থিতি কর, আমরাই রণক্ষেত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিব।" বলিদানার বংশীয়া আর একজন অন্তঃপুরচারিণী উন্মাদিনী বেশে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, সম্মুখে একজন মুছলমানকে দেখিতে পাইয়া তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রণক্ষেত্রের সংবাদ কি ?" "তোমার সহোদর নিহত হইয়াছেন।" অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, সেই তেজস্বিনী অপর একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে, তাঁহার প্রিয়তম স্বামীও যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। তখন তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল, অকম্পিত-কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল, "মঙ্গলময় আল্লাহ্, তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন"। এমন সময় অপর একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পিতাও নিহত হইয়াছেন। চক্ষের জল

কঠিনতার আবরণে রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পবিত্র কণ্ঠ হইতে পুনরায় নিঃসৃত হইল, "করুণাময় আল্লাহ, তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন"। কিন্তু মহানবী জীবিত আছেন, এই সুসংবাদ অবগত হইয়া সেই মহিয়সী মহিলা তাঁহার সমস্ত শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন, তাঁহার হৃদয়দ্বার মুক্ত হইয়া আকাঙ্ক্ষা ছুটিয়া গেল সেই চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্য। তিনি যে তাঁহাদের সর্বস্ব, তাঁহাদের ধন ঐশ্বর্য্য, তাঁহাদের স্বামী পুত্র, তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম "তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ"। তিনি তাহাদের কিরূপ প্রিয়বস্তু ভাষায় কি তাহা প্রকাশ করা যায়। এমনি আকর্ষণী শক্তি, এমনি মধুর প্রেম, এমনি পবিত্র প্রীতি - সেই মহাপুরুষের জন্য মুছলমান রমণীগণ অকাতরে তাঁহাদের জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া অতি গৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এই বীর রমণীকে যখন সৈন্যগণ মহানবীর সম্মুখে উপস্থিত করিল, তিনি তখন সেই চাঁদ-মুখখানি দেখিয়া একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বীর রমণীর বীরত্ব-গাথায় এছলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ, তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থের অবতারণা করিতে হয়।

এই পৃথিবীতে বিবেকী-ব্যক্তির প্রবৃত্তিমার্গে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা তিনি ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া পরম শান্তিলাভ করেন। উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির দুই প্রকার গতি, ইহাদিগের সংঘর্ষে মহানবীর জীবনে নিত্য চৈতন্য উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই চৈতন্যের স্বরূপ মহান্ আল্লাহ্‌র গুণাবলিদ্বারা তিনি নিত্য অনুরঞ্জিত ছিলেন। যাঁহাদিগের বুদ্ধি যোগনিপুণা, তাঁহারা মহান্ আল্লাহ্‌র একত্ব ও মানবত্বের ঐক্য দর্শনকেই সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞাত আছেন। সেইজন্য আহত অবস্থায় যখন তাঁহার সমস্ত দেহ রক্ত-রঞ্জিত হইয়াছিল, তখন তিনি সেই সর্ব্বমঙ্গলময় মহা-প্রভুকে বড় কাতরভাবে ডাকিয়াছিলেন, "হে আমার প্রভু, আমার

দেহের প্রভু, আমার অন্তরের প্রভু, আমার মনের প্রভু, আমার বাক্যের প্রভু, আমার সর্ব্বস্বের প্রভু, তুমিই আমার একমাত্র প্রভু আর আমি তোমার দীনতম সেবক ; আমার অন্তরের নিবেদন হে আমার প্রভু, এই সব আমার জ্ঞাতিবর্গ, আমার দেশবাসী, ইহাদিগকে তুমি ক্ষমা কর. ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই তোমার মহিমা বুঝিতে পারে নাই, তাই ইহারা আমার প্রতি এই প্রকার অত্যাচার করিয়াছে, হে মঙ্গলময় মহাপ্রভু, ইহাদের অজ্ঞতাজনিত যে অপরাধ, তুমি তাহা ক্ষমা কর, যেন পূর্ব্ববর্ত্তী উন্মত্তদিগের ন্যায় ইহারা তোমার অভিশাপের পাত্র না হয়।"

মানব-হৃদয়ের অত্যুৎকৃষ্ট গুণাবলি তাঁহার এই প্রার্থনায় নিহিত আছে, বিনয়, নম্রতা, সহিষ্ণুতা, সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, শৌর্য্য, সততা, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি সমস্ত গুণাবলির একত্র সমাবেশে সে মহৎচরিত্র যেরূপভাবে বিকসিত হইয়াছিল, জগতের সমস্ত ইতিহাসে কোন মানবের চরিত্র এরূপভাবে বিকসিত হয় নাই। এই প্রকার বৈর-নির্য্যাতন করিয়া মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) অন্তরে বিপুল তৃপ্তি অনুভব করিতেন। আততায়ীর শাণিত কৃপাণ যখন তাঁহার মস্তক উপরি উত্থিত, তখন তিনি তাঁহার প্রভুকে তাঁহার প্রাণের ব্যথা নিবেদন করিয়া তাহারই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন ; প্রাণঘাতী শত্রু যখন তাঁহার বক্ষরক্ত পান করিতে লোলুপ, তখনই তিনি স্থিরভাবে তাহারই জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, "ইহারা অজ্ঞতা প্রযুক্ত এই মহাপাপে লিপ্ত।"

এছলামের মূলোচ্ছেদ করিতে কোরেশগণ ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রেও ব্যর্থ মনোরথ হইল। নিহত মুছলমান সৈন্যের মৃতদেহের উপর শত্রুতা সাধন করিতে তাহারা যে বীভৎস ব্যবহার করিয়াছিল, ইতিহাস তাহাদের এই দুরপনেয় কলঙ্কের বিষয় চিরদিন সাক্ষ্য প্রদান

করিবে। রমনীর রমনীয় প্রকৃতিতে কালি ঢালিয়া নারীরূপা রাক্ষসী আবুছুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা রণক্ষেত্রে নিহত মহাবীর, মহানবীর পরম শ্রদ্ধার পাত্র হজরত হামজার যকৃত দন্তাগ্রে নিষ্পেষিত করিয়া যে পৈশাচিক চিত্র প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা চিরদিন মসীলিপ্ত থাকিবে, আর তাহার অকীর্ত্তি মুছলমানগণের চির স্মরণীয়। সেই বীভৎস চিত্রের বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইলে ঘৃণায় সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই যুদ্ধে মুছলমানগণ তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সুহৃৎ হজরতের উপর তাঁহাদের স্নেহ ভালবাসার যোগ্য পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, ইতিহাসে চিরদিন তাহা স্বর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। বালক বৃদ্ধ যুবক, স্ত্রী পুরুষ ধনী দরিদ্র তিনি যেন সকলেরই হৃদয়ের কৌস্তভমণি, মস্তকের স্বর্ণ কিরীট, তাহাদের প্রাণের তৃপ্তি, অঙ্গের লাবণ্য, অন্তরের জ্যোতি এবং চক্ষের দীপ্তি। তাঁহার চন্দ্র বদন দেখিলে তাহাদের সকল দুঃখ দূর হইত, সকল অশান্তির অবসান হইত।

এছলামের শক্রগণ এই যুদ্ধে মুছলমানের পরাজয় বার্ত্তা বহন করিয়া কেবল মাত্র আত্ম প্রসাদ লাভ করিয়াছিল। তাহারা একটি মাত্র মুছলমান সৈন্যকে বন্দী করিতে পারে নাই, রণক্ষেত্র ত্যাগ করিবার পর তাহারা মুছলমানগণের পশ্চাৎধাবন করিতেও সাহস করে নাই। যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার সময়, কি যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাহারা অরক্ষিত মুছলমান পুরী আক্রমণ কি লুণ্ঠন করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই। হজরতের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মুছলমান সৈন্যগণ আট মাইল পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদনুগমন করিয়াছিল, শত্রুগণের তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিবার মতও সাহস হয় নাই।

ওহোদের যুদ্ধে মুছলমানগণ পরাজিত হইয়াছে এই অমুলক জনশ্রুতি শত্রুগণের দ্বারা আরবের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অতি ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র জনপদও এই সময় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল শত্রুই এই সময় এছলামের মূলোৎপাটন করিতে সংকল্প স্থির করিল। কোরেশগণের হিংসার আগুন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সকলেই মনে করিল মুছলমানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সেই আগুনে ভস্মীভূত হইবে।

বিপুলকীর্ত্তি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সংসারী হইয়াও সাংসারিক সমস্ত পদার্থে নশ্বর জ্ঞানে আসক্তিরহিত ছিলেন। যশ মান ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্ সমস্ত পার্থিব ভোগে অনাসক্ত মহামানব মনে করিতেন যে, একমাত্র সেই মহান আল্লাহ্, যিনি এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামীরূপে বিশ্বের সমস্ত পদার্থে বিরাজমান, তাঁহারই বিশ্বব্যাপী হৃদয়ের এক নিভৃত কোনে এতটুকু স্থান পাইয়া অর্থাৎ তাঁহার সেই চিৎশক্তির আভাষ মাত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া যদি তিনি মানবের কল্যাণার্থে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাই হইবে তাঁহার জীবনের সুখ তৃপ্তি ও শান্তি। অবরত সেই মঙ্গলময় মহাপ্রভুর সেবা করিতে করিতে তাঁহার অনুরাগ প্রবৃদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়কে দ্রবীভূত ও মনকে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল, আর সেই অনুরাগের প্রহর্ষবেগে তাঁহার পবিত্র দেহে পুলকাবলি উদ্ভিন্ন হইত, অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইত, দারুণ উৎকণ্ঠাজনিত কখন কখন প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইতেন। যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া তাঁহার একান্ত অনিচ্ছা, সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে নির্লিপ্ত থাকাই তাঁহার অন্তরের প্রবল বাসনা, কিন্তু শত্রুগণ যখন তাহাদের হিংসার শাণিত কৃপাণ তুলিয়া সেইসব সত্যানুরাগী আল্লাহ্র একনিষ্ঠ সেবকবৃন্দকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার অনুমতি পাইয়া এবং তাঁহারই তেজে প্রদীপ্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অগ্রসর

হইয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহার কতটুকু শক্তি যে তিনি সহস্র সহস্র শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহার মুষ্টিমেয় মুছলমান সৈন্যকে চালিত করিতে পারেন।

এই সময় মুছলমানগণের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ, কোন শত্রু কখন তাঁহাদিগকে আক্রমণ কবিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই সময় হজরতের উপদেশে তাঁহারা দিবারাত্রি সন্ত্রস্ত ও সশস্ত্র থাকিতেন। মোছলেম বিদ্বেষিগণ মুছলমানের হিংস্র প্রকৃতিতে সহস্র ধিক্কার দিয়াছে, জগতের বক্ষে তাহাদের এ-কলঙ্ক চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্ট প্রত্যেক প্রাণী, অতি ক্ষুদ্র জীবও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকে। মুছলমানগণও কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে তরবারি ধারণ করিয়াছিলেন। শত্রু আসিয়া তাহার বক্ষের রক্ত পান করিবে, সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। ইহাই কি সৃষ্টিকর্ত্তার বিধি?

এছলামের বি।ধ, এছলামের মাহাত্ম্য এবং এছলামের সৌন্দর্য্য মানব সাধারণের ভিতর প্রচার করিবার জন্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কতক-গুলি প্রতিভাশালী মুছলমানকে কেবল এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইঁহারা অনন্যকর্ম্ম হইয়া নিত্য কোরআন আবৃত্তি করিতেন, কোরআনের প্রত্যেক অক্ষর ইঁহাদের স্মৃতি ফলকে মুদ্রিত হইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতক হিংস্রপ্রকৃতি কতক লোক এই সমস্ত ধর্ম্ম-প্রচারকগণকে, শিক্ষালাভ করিবার ছলনায়, তাহাদের দেশে লইয়া গিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিত। বীরমায়ুনা নামক স্থানে এইরূপ একটি লোমহর্ষণ হত্যাকার্য্য সাধিত হইয়াছিল। বাণু আমীর ও বাণু ছোলাইম সম্প্রদায়ের নেতা আবুবররা একদিন হজরতের সমীপে উপস্থিত হইয়া ঐপ্রকার প্রস্তাব করিল যে, প্রচারকগণ তাহাদের দেশে গিয়া এছলামের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিলে তাহারা সকলেই পবিত্রধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিবে। সূক্ষ্মদর্শী মহানবী তাহার আচার ব্যবহার আকার আবরণে সন্দিগ্ধ

হইলেন, তাহার বাক্যে সরলতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহার আনীত উপায়ন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে তখন নিজের উপর দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া মহাত্মা হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) বিশেষরূপে অনুরোধ করিল। প্রত্যুত্তরে হজরত সেখানকার স্থানীয় লোকদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় উল্লেখ করিলেন কিন্তু আবুবররার নির্ব্বন্ধাতিশয় অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া সপ্ততি সংখ্যক বিশিষ্ট ধর্ম্ম প্রচারককে প্রেরণ করিলেন। প্রচারকগণ সরল বিশ্বাসে সেই শঠ আবুবররার অনুগমন করিলেন কিন্তু তাঁহারা বীরমায়ুনা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন তাঁহারা একদল রক্ত-লোলুপ সৈন্যের কর কবলিত। সেই সব সত্যপথাশ্রয়ী মুছলমান সম্পূর্ণ অসহায় এবং নিরস্ত্র সুতরাং আত্মরক্ষায় একেবারে অসমর্থ, সেই বান্ধবহীন স্থানে হিংস্র-প্রকৃতি নরপশুগণ সেই সব সরলচিত্ত আলেমগণকে (পণ্ডিতগণকে) পশুর মত হত্যা করিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র তাঁহার নাম 'আমর-উমাইয়া কোন রকমে পরিত্রাণ পাইয়া মহানবীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং চক্ষের জলে ভাসিয়া সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য, সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিষয় বর্ণনা করিলেন। এই রোমহর্ষণ নিদারুণ সংবাদে মহামতি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইল, তাঁহার প্রাণের অব্যক্ত যাতনা তিনি তাঁহার সৃষ্টি-কর্ত্তার নিকট নিবেদন করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তে কপট-ভণ্ডদিগের প্রতারণার পরিসমাপ্তি হয় নাই। রাজ্বা নামক স্থানে সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্যের পুনরভিনয় হইল। তত্রত্য স্থানীয় কয়েকজন লোক আসিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ সরলচিত্ত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সম্মুখে নিবেদন করিল যে এছলামের বিধিব্যবস্থা অবগত হইবার জন্য তাহারা কয়েকজন প্রচারককে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে,

কারণ ইতিপূর্ব্বে তাহারা সকলেই পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সরল বিশ্বাসী মহানবী আবার দশজন প্রচারককে তাহাদের অনুগমন করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিন্তু এই সব সত্য দর্শী এছলাম ভক্তগণ যখন দেখিতে পাইলেন যে আততায়ীর শাণিত কৃপাণ তাঁহাদের মস্তকে পতিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা পশুর মত প্রাণ বিসর্জ্জন না দিয়া যতদূর পারিলেন, আত্মরক্ষা করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আটজন ধর্ম্ম-বিশ্বাসী মুছলমান জল্লাদগণের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জণ দিলেন, অবশিষ্ট দুইজন তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পাইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন কিন্তু সেই মহাপাপিষ্ঠ নরঘাতী দস্যুগণ তাঁহাদের দুইজনকে স্বাধীনতা না দিয়া তাঁহাদিগকে এছলামের পরম শত্রু মক্কা বাসিগণের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিল। ধর্ম্ম-নিষ্ঠ খোবায়েব তাঁহার পূর্ব্বের মনিব কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন, কিন্তু এই মনুষ্য নামের অযোগ্য নরপশু তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে যে সমস্ত তত্ব কথা নির্গত হইয়াছিল, এছলামের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "মহান্ আল্লাহ্ তুমিই সাক্ষী, আমি মুছলমান, মুছলমানেরই মত আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। ইহারা আমাকে যেখানে ইচ্ছা হত্যা করিতে পারে, কিন্তু প্রভু, তুমি ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান। করুণাময়, আজ আমি তোমারই নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া মৃত্যুকে স্মরণ করিলাম। তোমার যদি কৃপা হয়, আমার খণ্ডিত বিকলাঙ্গ দেহের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ যেন বর্ষিত হয়।" মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই অমরকীর্ত্তি মহাবীরের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এছলামের দীপ্ত গৌরব ছটায় সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাষিত হইবে, তিনি পারমার্থিক জীবনে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিয়া তাহা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। বীর জায়েদ ছাকওয়ান-বেন

ওমাইয়ার নিকট বিক্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করিবার সময় আবু ছুফিয়ান প্রভৃতি কোরেশ নেতাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। হৃদয়হীন আবু ছুফিয়ান তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "ওহে ক্রীতদাস, তোমার মোহাম্মদের জীবনের পরিবর্ত্তে কি তুমি তোমার নিজের জীবন পাইতে ইচ্ছা কর?" সেই মৃত্যুপথ-যাত্রী বীর যেন সিংহবৎ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের সহিত মহানবীর জীবনের তুলনা! যাঁহার চরণকমলে কণ্টক বিদ্ধ হইলে আমি মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করি, তাঁহার সহিত আমার তুলনা। হায় দুরদৃষ্ট!" কি অপূর্ব্ব ভালবাসা, আর কি অপূর্ব্ব ত্যাগ। সেই নরোত্তম নবীর গুণাবলী স্মরণ করিয়া প্রত্যেক মুছলমানের হৃদয়, প্রত্যেক নিরপেক্ষ ঈশ্বরপরায়ণ মানবের হৃদয় ভক্তির রসে আপ্লুত হইত, এছলামের গৌরব রক্ষায় প্রত্যেক মুছলমানই তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া গৌরব মনে করিতেন। জগতের ইতিহাসে এইরূপ ভালবাসার আর এইরূপ ত্যাগের তুলনা কোথায়?

করুণ হৃদয় হজরত মোহাম্মদের (দঃ) হৃদয় ভেদ করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পতিত হইল। সেই সব ধর্ম্ম-বিশ্বাসী প্রচারকগণ কখনও হিংসার পথে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহাদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মর্ম্মগ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া গেল। তাঁহাদের নিষ্পাপ মুখ-মণ্ডলের উজ্জ্বল-চিত্র তাঁহার অন্তরে প্রতিফলিত হইল, মনের নয়নে তিনি দেখিতে পাইলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই সব ভক্তগণের দৃষ্টি তাঁহার দিকেই পতিত ছিল; তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরশীল তাঁহার ভক্তবৃন্দ হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে, কত প্রকার চিন্তা তাঁহার মহৎ অন্তরকে ব্যথিত করিল। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন "অত্যাচারের প্রতিদান অত্যাচার।" কিন্তু তিনি যে করুণার

অবতার, ক্ষমার আদর্শ, অহিংসার প্রশান্ত মূর্ত্তি। একবার তিনি তাঁহার হৃদয় সর্ব্বস্বধন আল্লাহ্‌কে ডাকিলেন, তাহাদের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি পুনরায় প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু, আমি যেন এই সব অত্যাচারী মহাপাপীকে, এই সব নরঘাতক দস্যুকে সত্যপথে চালিত করিতে পারি।" সত্যই তিনি মহান্ আল্লাহ্‌র আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মানবের পাপের ভার লাঘব করিতে তাঁহারই প্রেরিত। তাঁহার মানস-মন্দির সত্য, ক্ষমা, ন্যায় ও করুণা—মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদানে গঠিত। সহস্র নির্য্যাতনেও তিনি সত্যপথ ভ্রষ্ট হইতে পারেন না, শত উৎপীড়নেও তিনি ক্ষমা না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না; করুণা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে উছলিত হইয়া শত্রু মিত্র সকলকে অভিষিক্ত করিত, ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া রত্নসিংহাসন লাভও তাঁহার নিকট লোভনীয় হয় নাই। পুরুষ-রত্ন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মানবত্বের উচ্চশীর্ষে সেই মহান্ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহার মনে কখন উদয় হয় নাই।

এই সময় এছলাম ভক্ত মুছলমানগণকে সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাণু মোস্তালিক অথবা মোরায়ছীর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। ক্ষুজা সম্প্রদায়ের নেতা হারেছ বেন আবিজারার কোরেশগণের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ করিল। এই সংবাদ অবগত হইয়া হজরত তাঁহার সৈন্যসহ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন; কিন্তু ভীরু হারেছ তাহার সৈন্যসহ ইতিমধ্যেই পলায়ন করিল; তত্রত্য অধিবাসিগণ মুছলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল; অবশেষে তাহারা পরাস্ত হইলে মুছলমানগণ তাহাদের ছয়শত লোককে বন্দী করিয়া মদিনা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হারেছ তনয়া, জ্বাবেরিয়াও এই যুদ্ধে বন্দিনী হইয়াছিল। হারেছ কন্যাকে মুক্তিকর দিয়া উদ্ধার করিবার জন্য হজরতের নিকট আগমন করিলেন। পূত চরিত্রা জ্বাবেরিয়া মুছলমানদিগের বিশেষতঃ মহানবীর ব্যবহারে এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতার সহিত দেশে ফিরিয়া যাইতে কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। তাঁহার ইচ্ছানুসারে হজরত এই প্রতিভা-শালিনী রমণীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং নিজের অর্থ হইতে মুক্তিকর জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে প্রদান করিলেন। এই বিবাহের ফলে মুছলমানগণ হারেছ ও বাণু মোস্তানিক সম্প্রদায়ের সহিত সৌহার্দ্দ-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার পর সেই ছয়শত বন্দী মুক্তিলাভ করিল।

এই সময় মুছলমানদিগের প্রাণের ভিতর দিয়া বিপদের স্রোত তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এছলামের শত্রুগণ মনে করিল সেই দুর্নিবার স্রোতমুখে মুছলমানগণ নিশ্চয়ই ভাসিয়া যাইবে, ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে তাহাদের অস্তিত্ব চিরদিনের মত লুপ্ত হইবে। কিন্তু সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সহস্র শীর্ষ মহীরুহের ন্যায় উন্নত মস্তকে একবার চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া অনুভব করিতে পারিলেন বিপদ যেন তাঁহার সম্মুখে, তাঁহার পৃষ্ঠে, তাঁহার দক্ষিণে, তাঁহার বামে; বিপদের রুদ্র মূর্ত্তি যেন শত বাহু বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে, সংহারিণী পৈশাচিক মূর্ত্তি যেন তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ভৈরবনাদে তাঁহাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু তিনিও তাহাকে বাহু বিস্তারিত করিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য হিরণ্যগর্ভ হিমাদ্রির মত স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার কমলাঙ্ঘ্রিতল একবারও কম্পিত হইল না। (তিনিও জুলিয়াস সিজারের (Julius Cœsar) মত বলিতে পারিতেন, Danger knows full well that I am more dange-

rous than he—বিপদ সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে যে আমি বিপদের অপেক্ষা আরো ভয়ঙ্কর।)সেই বিশ্বস্রষ্টা রব্বেল আলামিন (পৃথিবীর পালন-কর্ত্তা) তাঁহার একমাত্র রক্ষক। সেই মহাশক্তিশালী মহান্ আল্লাহ্‌র উপর যাঁহার এতটা নির্ভর, তিনি কেন ভীত হইবেন?

বিশ্বস্ত দূত মুখে হজরত যখন শ্রুত হইলেন যে, কোরেশগণ বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়াছে, ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায় সকলেই তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছে, এমন কি মদিনাবাসী ইহুদীগণও প্রচ্ছন্নবেশে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তখনও তিনি কিছু-মাত্র বিচলিত হইলেন না। বাহ্যদৃষ্টে অনেকেরই এই ধারণা বদ্ধমূল হইল, এইবার এছলাম সমূলে বিনষ্ট হইবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি হজরত তাঁহার অভেদাত্মা বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিলেন; পারশিক ছোলমান প্রস্তাব করিলেন, শত্রুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মদিনার সীমান্তে অবিলম্বে পরিখা খনন করা অত্যাবশ্যক। এই যুক্তি হজরত এবং তাঁহার অনুগত সমস্ত লোকেরই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল। নগরীর এক পার্শ্ব প্রস্তর-মণ্ডিত দুর্ভেদ্য গিরি দ্বারা রক্ষিত, একপার্শ্ব পরস্পর সংলগ্ন বাস-ভবনের উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত দুরতিক্রমনীয় প্রাচীর-বেষ্টিত, নগরীর দুইপার্শ্ব সম্পূর্ণ অরক্ষিত। উক্ত সভায় এই দুই পার্শ্বে পরিখা খনন করা অত্যাবশ্যক বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অবিলম্বে মুছলমানগণ হজরতের নির্দ্দেশানুযায়ী খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) কি করিলেন, তিনিও তাঁহার ভক্ত সহচরবর্গের সহিত সাধারণ মজুরের ন্যায় মৃত্তিকা খনন ও বহন করিতে লাগিলেন। জগতের বক্ষে অপূর্ব্ব দৃশ্য, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনুপমেয়; এছলাম জগতের ধর্ম্ম-গুরু, মুছলমানদিগের আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক তাহাদের পার্থিব জীবনের অবিসম্বাদিত নেতা, যাঁহাকে তাহাদের হৃদয়-

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বদা প্রীতির অর্ঘ নিবেদন কারত, সেই অনন্যসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ তাহাদিগের সহিত সামান্য শ্রমিকের মত কার্য্য করিতেছেন, মানবাত্মার অপূর্ব্ব মিলন, বিশ্বাত্মার সহিত মানবাত্মা এক সূত্রে গ্রথিত, এক ভাবের ধারায় অনুপ্রাণিত, অহংজ্ঞান সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব মিলন! মিলনের এই যে অবদান, মহানবী ধরণীপৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র এছলাম জগতে নহে, পৃথিবীতে অতুলনীয় আর প্রত্যেক এছলাম সেবকের অবশ্য অনুকরণীয়। এই জন্যই তিনি মুছলমানের চির গর্ব্বের ধন, মুছলমান চিরদিন তাঁহাকে আদরের সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে। এই সময় তিনি সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে আত্মনিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ্, এই মরজগতে আর কি সুখ আছে; যাহা কিছু আছে সবইত জীবনের পরপারে। হে প্রভু, তোমারই সেবক এই আনছার ও মোহাজ্বেরীন, তুমিই ইহাদিগকে সাহায্য কর।" এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "যে কেহ এই পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য কামনা করিবে, আমরা তদতিরিক্ত দান করিব, কিন্তু পারলৌকিক জীবনে তাহার কিছুই লভ্য হইবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি পারমার্থিক তত্ত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবে, আমরা তাহাকে তদতিরিক্ত দান করিব।" ৪৩:২০

পরিখা খননকালে উহার তলদেশে এক অনতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হইল। সমস্ত মুছলমানের সমবেত শক্তিদ্বারা ঐ প্রস্তর ভঙ্গ কি উত্থিত হইল না। হজরত তখন একখানি পরশু (গাঁইতি) লইয়া তাহাতে আঘাত করিলেন। প্রথম আঘাতেই তাহা ভঙ্গ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সাধকপ্রবর তখন

উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আল্লাহো আকবর"—সেই মহান্ আল্লাহ্ সর্ব্বশক্তিমান। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইল, তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন সিরীয়ার রাজ-প্রাসাদের অর্গল মুক্ত হইয়া তাহা মুছলমানের করতলগত হইয়াছে। দ্বিতীয় আঘাতে প্রস্তর পুনরায় ভঙ্গ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, তিনি মুক্ত প্রাণে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "আল্লাহ্ সর্ব্বশক্তিমান". আবার ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার পবিত্র কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল "পারস্যের গৌরবময় রাজপ্রাসাদের দ্বার মুক্ত হইয়াছে।" তৃতীয়বার আঘাত করিবার পর ভগ্ন প্রস্তর হইতে সেই প্রকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, মহাজ্ঞানী মোহাম্মদ (দঃ) আবার উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ইয়মন রাজ্য মুছলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।" অবিশ্বাসিগণ একজন নিরক্ষর মানবের মুখ হইতে এই সমস্ত কথা শুনিয়া নিশ্চয় বলিবে, ইহা একজন বাতুলের প্রলাপ মাত্র। কিন্তু মহানবীর চক্ষের সম্মুখে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তাই এছলামের এই সব ভবিষ্যৎ চিত্র স্থাপন করিলেন, তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই বিশ্বেশ্বরের মহত্ত্বে বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র হইতে সমস্ত পদার্থই আপ্ত অর্থাৎ মিলিত। এই খানেই তিনি সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এছলামের দীপ্ত সূর্য্য যে একদিন জগতের সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে পারিবে, মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল? বিশ্ব-মানবের মহামিলনের পবিত্র সূত্র কাহার সুনিপুণ হস্তে রচিত হইয়াছিল? সেই মহান আল্লাহ্—সেই সর্ব্বনিয়ন্তা—তিনিই একমাত্র মুছলমানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) মূল্যবান্ সময়

সাংসারিক নানা কার্য্যে ব্যয়িত হইত, কিন্তু তাঁহার আত্মা সেই সর্ব্ব-ভূতের আশ্রয় মহান্ আল্লাহ্‌র গুণাবলি শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন ও স্মরণাভিনিবেশে ব্যয়িত হইত। জগতে এমন কে শক্তিমান যে সেই পরিশুদ্ধ সত্ত্ব মহাযোগীকে মহান্ আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রংশিত করিতে পারে?

তখনও পর্য্যন্ত এছলামের তত্ত্বজ্ঞান সাধারণ মানব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাই শত্রুর সহিত তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয় হইলেও জ্ঞানবত্তায় ও বুদ্ধিমত্তায় তাঁহারা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রতারক ও অবিশ্বাসিগণকে নির্দ্দেশ করিয়া পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে।—

"যখন তাহারা তোমাদিগের উপর ঊর্দ্ধ ও অধঃ হইতে পতিত হইল, চক্ষু যখন দীপ্তিহীন এবং প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হইল, তখন তোমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কত বিভিন্ন চিন্তার উদয় হইয়াছিল। সেই স্থানেই তাহাদের পরীক্ষা গৃহীত হইল এবং তাহারা অত্যন্ত কম্পান্বিত হইল।" ৩৩ : ১০, ১১

এই সময় জাতির বড় দুর্দ্দিনে মুছমানগণকে উৎসাহিত করিতে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "যদি তোমরা মৃত্যু এবং হত্যার নিকট হইতে পলায়ন কর, সে পলায়ন কোন সুফল প্রদান করিবে না। তাহা হইলে তোমরা অতি সামান্য মাত্র (সাংসারিক সুখ শান্তি) উপভোগ করিতে পারিবে, সেই মহান্ আল্লাহ্ যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, এমন কে (শক্তিশালী) আছেন যিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিকট হইতে রক্ষা করিতে পারেন, আর সেই মহান্ আল্লাহ্ যদি তোমাদিগকে দয়া প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে এমন কে আছেন, যিনি তোমাদিগের অমঙ্গল বিধান করিতে পারেন? এবং

তাহারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন অভিভাবক কি সাহায্যকারী দেখিতে পাইবে না।” ৩৩ : ১৬, ১৭

কিন্তু এছলামের পবিত্র জ্যোতি যাহাদের অন্তরে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া জীবনপণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া পবিত্র কোরআনে পুনরায় উক্ত হইয়াছে।—

“এবং যখন বিশ্বাসিগণ সম্মিলিত শত্রু সৈন্য দেখিতে পাইল, তাহারা বলিল ইহা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রছুল আমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ ইহা আমরা যে দেখিতে পাইব তাহা পূর্ব্বে দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং তাঁহার রছুল সত্য কথা বলিয়াছেন। ইহা কেবল তাহাদের অন্তরের বিশ্বাস এবং বশ্যতা দৃঢ়তর করিল।” ৩৩ ২২

বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং ভিতরের শত্রু ইহুদীগণের বিশ্বাসঘাতকতার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই ভয়াবহ সময়ে হজরতের প্রস্তাবানুযায়ী স্ত্রীলোক এবং বালকগণকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা হইল। মাসাধিককাল শত্রুগণ মদিনা অবরোধ করিয়া রহিল। এই সময়ে হজরত এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ খাদ্যাভাবে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিলেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ ও তেজ প্রশমিত হইল না।

কোরেশগণ যখন জানিতে পারিল যে মুছলমানদিগের দুর্দ্দমনীয় তেজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও মলিন হইল না, তখন নিরাশায় তাহাদের বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুছলমানগণও এই সময় তাঁহাদের অমানুষিক সহিষ্ণুতা ও অদম্য উৎসাহের পুরস্কারস্বরূপ করুণাময়ের করুণার ধারা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিলেন, বুঝিলেন সেই বিশ্বপতি তাঁহাদের অনুকূল।

এতদিন পরে সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের ফল স্বরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বিশাল বারিধির মত তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া তাহাদের শিবিকা ইত্যাদি কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল, আর সেই সঙ্গে তাহাদের খাদ্যদ্রব্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। সেই বিশ্বনিয়ন্তার অদৃশ্য হস্ত তাঁহাদিগকে সেই ঘোর বিপদে রক্ষা করিয়াছিল, নচেৎ শত্রুগণের শক্তির তুলনায় তাঁহাদের শক্তি অতি ক্ষুদ্র। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "তাহার পর আমরাই তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং একদল সৈন্য যাহারা তাহাদের লক্ষ্যের অগোচরে অবস্থিতি করিয়াছিল।" ৩৩, ৯

তদানীন্তন মুছলমানদিগের অবস্থা সম্যক্ প্রকারে পর্য্যালোচনা করিতে এছলামের অতি বড় শত্রু এই আয়েতের (শ্লোকের) সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে পারিবে না। যে প্রবল পার্থিব শক্তির অধিকারী হইয়া কোরেশগণ আহজাবের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ প্রয়োগে মুছলমানগণ একেবারে নিষ্পিষ্ট হইতেন, ধরার বক্ষে তাঁহাদের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু তাঁহারা আল্লাহ্‌র গুণাবলি দ্বারা অনুরঞ্জিত, তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত আর তাঁহারই শক্তিদ্বারা চালিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতদিন পরে যেন কোরেশদিগের জ্ঞানচক্ষু ঈষদুন্মীলিত হইল, তাহারা বুঝিতে পারিল ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র মুছলমান বাহিনীকে ধ্বংস করিবার মত কোন পার্থিব শক্তি নাই। এছলামের অদৃষ্ট আকাশ সহস্র মার্ত্তণ্ডের দীপ্ত কিরণে নিশ্চয়ই একদিন উদ্ভাসিত হইবে

যে অলৌকিক শক্তিবলে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহানবী ধরণীবক্ষে নিত্য জাগ্রত থাকিয়া বিশ্বমানবের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আছেন, এবং যিনি তাঁহার

একনিষ্ঠ ভক্তিযোগ দ্বারা মহান্ আল্লাহ্র অনুকম্পা লাভ করিয়া যে সব অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার পবিত্র জীবনী হইতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উদ্ধৃত করিলাম।

এই বৎসর মদিনা নগরীতে অনাবৃষ্টি হেতু ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। শত্রুগণের উৎপীড়নে সন্ত্রাসিত মুছলমানগণ জলাভাবে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা মহানবীর নিকট উপস্থিত হইয়া দারুণ জলকষ্টের বিষয় নিবেদন করিলেন। ভক্তিমান হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সেই রাব্বেল আ'লামিনের (বিশ্বের প্রতিপালক প্রভুর) শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রাণের ব্যথা নিবেদন করিলে, অনতিবিলম্বে প্রচুর বারিবর্ষণ হইল। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে, "যখন তাহারা হতাশ্বাস হইয়া পড়িল, তিনি (জগতের প্রভু) প্রচুর বারিবর্ষণ করিলেন এবং তিনি তাঁহার করুণার ধারা মুক্ত করিলেন, তিনিই একমাত্র (মানবের) অভিভাবক, তিনিই একমাত্র প্রশংসার পাত্র" ৪২, ২৮

এই প্রকার অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলিতে তাঁহার পবিত্র জীবনী পরিপূর্ণ, তাহার বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করিতে হইলে অতি বৃহৎ গ্রন্থের অবতারণা করিতে হয়।

হোদায়বিয়ার সন্ধি

ও
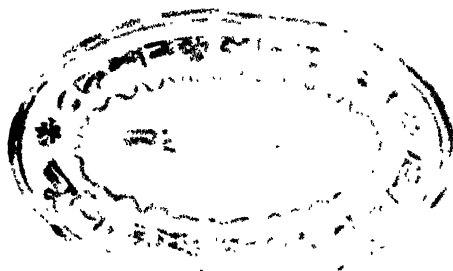
ইহুদীদিগের সহিত সম্বন্ধ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জয়শ্রী মণ্ডিত করিয়াছি এবং পূর্ব্বে যে সকল দোষ (শত্রুগণ কর্ত্তৃক) তোমার উপর আরোপিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে তিনিই তাহা সংশোধিত করিয়াছেন। তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ হইল, যেহেতু তিনি তোমাকে সৎপথে চালিত করিতেছেন এবং সেই আল্লাহ্ই তোমাকে শক্তিশালী করিয়া সাহায্য করিতেছেন।" ৪৮ ১, ২, ৩।

এখানে হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে মুছলমানগণ মক্কানগরী এবং অন্যান্য স্থানেও তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। এই সন্ধি দ্বারা মুছলমানগণ তাঁহাদের আত্ম-সম্মানের মূলদেশে কুঠারাঘাত হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ এবং ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সর্ব্বদর্শী মহান্ আল্লাহ্তায়ালার অনুকম্পায় এছলামের ভবিষ্যত উজ্জ্বল চিত্র তাঁহারা মনের নয়নে প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারিলেন। এই সন্ধির সুযোগে মুছলমানগণ এছলাম বিদ্বেষিগণের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে বিদ্বেষবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তাহা এছলামের শান্তির সলিলে অভিষিক্ত করিলেন।

বহুদিন ধরিয়া বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত থাকাতে, আরবের অধিবাসিগণ এছলামের প্রকৃত মাহাত্ম্য ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই এবং কৃষ্ণবর্ণের যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া

এছলামের উজ্জ্বল চিত্র কোন দিনের জন্য শত্রুগণ দেখিতে পায় নাই, এই জন্যই তাহারা মহানবীর অলৌকিক প্রভাবের উপর সন্দিহান হইয়া তাঁহার কার্য্য-বিফলতা সম্বন্ধে দোষারোপ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। এই মিথ্যা কলঙ্ক হইতে সেই মহান্ আল্লাহ্ ই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং এছলামের মধুর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

এছলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ একদিন যে জগতের বক্ষে এছলামের প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রায় সমস্ত মানবের অন্তর হইতে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে পারিবেন, মহান্ আল্লাহ্ র এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা তাহাও প্রকাশিত হইতেছে। মরুভূমির সীমান্তরালবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দস্যু সম্প্রদায় (এছলামের শত্রুগণ আদিমযুগের মহানবীর ভক্তগণকে এইরূপ বিশেষণে সুশোভিত করিয়াছিল) একদিন যে পৃথিবীর অর্দ্ধেকের উপর জয় করিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে সুদূর স্পেন দেশ পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, এবং তদ্দেশবাসিগণকে জ্ঞান বিজ্ঞানের, দর্শন সাহিত্যের, উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া পৃথিবীর মানবের নিকট তাঁহাদিগের ঔদার্য্য ও মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতে পারিবেন, মহা-নবীর হৃদয়ের প্রভু মহান্ আল্লাহ্ র অনুগ্রহে তাহাও তাঁহার ভক্তগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।—"মানব মণ্ডলীকে চালিত করিবার শক্তি এবং সত্যধর্ম্ম সহ মহান্ আল্লাহ্ ই তাঁহার ভক্ত রছুলকে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন এবং তিনিই সকল ধর্ম্মের উপর এছলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ র সাক্ষ্যই যথেষ্ট।" ৪৮।২৮

অর্থাৎ সেই মহান্ আল্লাহ্ র সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সান্নিধ্য সুখভোগ করিবার যে প্রকৃষ্ট পন্থা এছলাম নির্দ্দেশ করিয়াছে, এমন সুন্দর সরল পথ অন্য কোন ধর্ম্মে প্রদর্শিত হয় নাই। মুছলমান যদি কোর-

আনের বিধি নিষেধ সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া উন্নত মস্তকে পৃথিবীর বক্ষে দাঁড়াইতে পারে, এমন কে শক্তিশালী (ধর্ম্ম-কর্ম্মে) আছে, যাহার মস্তক শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অবনত না হইবে।

কুশীদজীবী ইহুদীগণ মদিনা নগরীতে এই সময় সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। মহানবীর আগমনের পরে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুছলমানদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। কিন্তু উদীয়মান এছলামের দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে তাহাদের বিদ্বেষের বহ্নি দিন দিন প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে ভ্রমণকালে তাহারা মহানবীকে ও মুছলমানদিগকে বিদ্রূপ এবং উপহাস করিয়া তাঁহাদের সম্মানের উপর আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। "আচ্ছালামো আলায়কুম" (শান্তি তোমাতে অব্যাহত হউক) প্রত্যেক মুছলমানকে এই আরবী বাক্য তাঁহার পরিচিত লোকের প্রতি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে হয়। কিন্তু মুছলমানদিগকে দেখিয়া তাহারা উপহাস করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল "আচ্ছামো আলায়কুম" অর্থাৎ মৃত্যু তোমাকে গ্রহণ করুক। তাহারা অনেক প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া এছলাম ধর্ম্মের অবমাননা এবং মুছলমানদিগের উচ্ছেদ কামনা করিতে লাগিল। মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) তাহাদের এই দুর্ব্যবহার অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিলেন না, কিন্তু তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধ্বী সতী বিবি আয়েশা সিদ্দিকা তাহাদিগের অসৎকার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া হজরতের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। একদিন একজন সম্ভ্রান্ত মুছলমান মহিলার প্রতি অশ্লীলতাপূর্ণ শ্লেষাত্মক বাক্য প্রয়োগ করাতে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং এই সংঘর্ষের ফলে একজন মুছলমান ও একজন ইহুদী হত হইল। তাহারা তখন মুছলমান-দিগকে ভীতিপ্রদর্শন করিতে করিতে তর্জ্জনী হেলন করিয়া গর্জ্জন করিল

যে তাহারা কোরেশগণের মত নহে, মুছলমানদিগকে শিক্ষা দিতে তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সুরক্ষিত দুর্গে তাহারা অবস্থান করিয়া মুছলমানদিগকে এক প্রকার যুদ্ধে আহ্বান করিল। যখন তাহাদের স্পর্দ্ধা ধৈর্য্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করিল, হজরত সেই সময় তাঁহার অনুগত মুছলমান সৈন্য লইয়া তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুই সপ্তাহ কাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর বাণীকায়নুকা সম্প্রদায় মুছলমানদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া হজরতের বিচারের উপর নির্ভর করিল। মহামতি মোহাম্মদ (দঃ) তাহাদিগকে অন্য কোন প্রকার শাস্তি না দিয়া কেবল মাত্র মদিনা ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলেন। ইহার পর হইতে তাহারা সিরিয়া প্রদেশে বাস করিতে লাগিল।

বনী নজীর সম্প্রদায়ভুক্ত ইহুদীগণ পাপবুদ্ধি কোরেশগণের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ভক্তবৎসল মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ বিনাশ করিতে সর্ব্বপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। উপায়ান্তর রহিত হইয়া হজরত তাহাদিগের সহিত পুনরায় অঙ্গীকার মূলে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহারা সেই কপটাচারী আবদুল্লাহ-বেন-ওবাইয়ের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাইয়া মুছলমানদিগের সহিত প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে বদ্ধপরিকর হইল। গৃহশত্রুর প্রচ্ছন্ন বিষাক্ত ছুরিকায় ভয়ে সরলপ্রাণ মুছলমানগণ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে হজরত বাধ্য হইয়া তাহাদের সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিলেন। তাহারা তখন মদিনা ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রতিশ্রুতি দান করিল, হজরতও তখন অবরোধ উঠাইয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। ইহার পর বনি নজীর সম্প্রদায় খায়বার প্রদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

সহস্র প্রকার অশান্তির অনলে দগ্ধ হইয়া মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ)

কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম লাভার্থ খায়বার প্রান্তরে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। চক্রান্তকারী পাপমতি ইহুদীগণের বিষের আগুন এখানে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদিগের প্ররোচনায় জয়নাব নাম্নী জনৈকা ইহুদী রমণী তাঁহার অমূল্য জীবন নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ছাগমাংসের সহিত অতি তীব্র হলাহল মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যত তুচ্ছ উপহার হউক না কেন, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া মহানবীর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি সহাস্য মুখে সূপকারিণী সেই রমণীর আনীত উপহার সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাহার পর যখন সহচরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া আহার করিতে বসিলে তিনি তাহার কিয়দংশ গলাধঃকরণ করিলেন, তখন কে যেন তাঁহার প্রাণের মধ্যে অনুভূতি জাগাইয়া দিল যে উহা তীব্র বিষ মিশ্রিত। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার ভক্তবৃন্দকে সাবধান করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিলেন, কিন্তু বেসর নামক জনৈক সহচর উহার কিয়দংশ ইতিমধ্যে গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। সেই রমণীকে তখন জিজ্ঞাসা করাতে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পাইল, পাপীয়সী স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, "আপনাকে হত্যা করিবার জন্যই এই অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" মহানবী ঈষৎ হাস্যে তখন বলিলেন "আমার অদৃষ্ট সেই মহান আল্লাহ্ কর্ত্তৃক পরিচালিত। (My fate is written on the high)।" তিনি তখন একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, সে দৃষ্টির কি অর্থ, কি ভাব! তাঁহার হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া তাঁহার অদৃষ্ট নিয়ন্তাকে দেখাইলেন, "হে প্রভু, এমন কি ভাষা আছে, যাহাদ্বারা আমি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি।" কিন্তু সেই মহান আল্লাহ্ তাঁহাকে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন, সারল্যের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, যাঁহার জীবনের কোন কার্য্যে

কপটতার চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহার সহচরবৃন্দ ক্রোধে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এখনও কি এই পিশাচিনী আপনার ক্ষমার পাত্রী?" শুদ্ধসত্ত্ব মহানবী অবিচলিতভাবে উত্তর প্রদান করিলেন "ক্ষমাই মানবের ভূষণ।" ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী নেতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিল, "আমরা মনে করিয়াছিলাম তুমি যদি ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী হও, তাহা হইলে এই বিষের কণিকামাত্র জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর যদি সত্যই তুমি আল্লাহ্র প্রেরিত রছুল হও, এমন কোন শক্তি নাই যে তোমাকে সংহার করিতে পারিবে।" করুণার স্নিগ্ধ মূর্ত্তি মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) সে সময় অসীম শক্তিশালী হইয়াও তাঁহার জীবন নষ্ট করিতে উদ্যতা সেই নারী রাক্ষসীকে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অন্যান্য ইহুদীদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। "ক্ষমা শক্তৌ" এই নীতি তাঁহার চরিত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত অত্যাচার কি উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ তিনি কখনও প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন নাই। সহচর বেসর বিষের ক্রিয়ায় দুইদিন ধরিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর স্বর্গধামে গমন করিলেন।

আহ্জাবের যুদ্ধের পর বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত হইল, ভক্ত মহানবী স্বপ্ন দেখিলেন তিনি এবং তাহার অনুচরবর্গ পবিত্র কাবাতীর্থে গমন করিতেছেন। জন্মভূমির মধুর স্মৃতি, শৈশবের ক্রীড়াস্থল পিতৃ-পিতামহের আবাসভবন দর্শনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা তাঁহার এই প্রবৃত্তিকে অধিকতর উত্তেজিত করিল, তাঁহার মনে স্বতঃই উত্থিত হইল কোরেশ-গণ এইবার শত্রুতা ভুলিয়া তাঁহার মক্কা প্রবেশে আর কোন বাধা দিবে না। মহা পবিত্র কাবা ধর্ম্ম-মন্দির দর্শন করিবার উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করা শত্রু মিত্র সকলেরই অবাধ অধিকার ছিল, মুছলমানগণ বিনা কারণে

কেনই বা এই অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে? এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া আরবের কৌস্তুভমণি, মুছলমানের হৃদয়-সিংহাসনের মহা-মহিমান্বিত সম্রাট্ তাঁহার চৌদ্দ শত সহচরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া পবিত্র তীর্থ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের অহিংসনীতিতে যদি কেহ সন্দিহান হয়, এই জন্য তিনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন সকল মুছলমানকেই নিরস্ত্র হইয়া গমন করিতে হইবে। কিন্তু জাতীয় অস্ত্র-কৃপাণ ব্যতিরেকে গমনাগমন করা আরবদেশের জাতীয় প্রথার বিরুদ্ধ। হজরতের অনুজ্ঞা পাইয়া প্রত্যেক মুছলমান তাঁহার কৃপাণ কোষবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মক্কানগরীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলে খোজায়া সম্প্রদায়ের নেতা বোদায়েন নামক এক ব্যক্তি রছুলুল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, কোরেশগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। আল্লাহ্‌র রছুল তাঁহার বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেন তিনি আল্লাহ্‌র কিঙ্কর, তাঁহারই আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে তিনি তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারই আজ্ঞায় তিনি দীনজনের সুহৃদ্, অনুগতজনের পালক এবং শরণাগত জনের রক্ষক; তাঁহার পরিশুদ্ধ দেহ সর্ব্ব পকার স্বার্থাভিমান শূন্য আর সেই জন্যই তিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি. এ পৃথিবীতে শত্রু বলিয়া তাঁহার কেহ নাই, কেবল কর্ত্তব্য চালিত হইয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। মহামতি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তখন সেই ব্যক্তি দ্বারা কোরেশদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন যে মুছলমানগণ সর্ব্বপ্রকার হিংসার ভাব বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র তীর্থদর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছে, কাহারও সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিবার জন্য কিম্বা কাহারও উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য আগমন করে নাই। উত্তর প্রতীক্ষায় মহানবী হোদায়বিয় নামক স্থানে তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্ত-মণ্ডলীর সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বোদায়েন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কোরেশদিগের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদিগের মধ্যে শান্তপ্রকৃতি এবং বহুদর্শী ভদ্রগণ হজরতের প্রস্তাবই অনুমোদন করিলেন। তাঁহাদিগের ভিতর এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, মুছলমানগণ নিশ্চয়ই সেই মহান আল্লাহ্‌র দ্বারা রক্ষিত, এমন কোন পার্থিব শক্তি নাই যাহা তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে। বিশেষতঃ প্রস্তাবিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইলে তাহাদিগের সিরিয়া প্রদেশে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিবার অবাধ অধিকার থাকিবে। প্রস্তাবিত সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিবার জন্য আরওয়া নামক এক ব্যক্তি কোরেশগণের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিল। কথাচ্ছলে তিনি মহানবীকে বলিলেন, তাঁহার অনুচরবর্গের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা সমীচীন নহে, কারণ বিপদকালে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। হজরত আবুবকর তাঁহার এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "মুছলমানের ভিতর এমন কেহ নাই যে আল্লাহ্‌র রছুলের আজ্ঞায় হাসিতে হাসিতে তাহার জীবন বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে।" অনতিকাল মধ্যে সান্ধ্য নমাজের সময় উপস্থিত হইল, সন্দেশ-বাহী আরোয়া বিস্মিত নেত্রে দেখিতে পাইলেন, সেই মহান্ আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ সেবক মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) হস্ত পদ ধৌত পবিত্রোদক ভক্ত মুছলমানগণ মৃত্তিকাতে পতিত হইতে দিলেন না। তাঁহার প্রতি মুছলমানগণের ঐকান্তিক ভক্তি, অকপট শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিম ভালবাসা দেখিয়া সেই কোরেশ প্রতিনিধি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি কোরেশদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, রোমের কায়সার (Caesar) কি প্রবল পরাক্রান্ত পারস্যের সম্রাট্ খছরুর প্রতি তাঁহাদের অনুচরবর্গের ভক্তি ভালবাসা তিনি জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু সেই মহামানব হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি তাঁহার অনুরক্ত মুছলমান-গণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জগতে অতুলনীয়।

মহানবীর পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি কোরেশগণের নিকট প্রেরিত হইল, কিন্তু তাঁহার প্রতি কোরেশগণ অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিল, তাঁহার উষ্ট্র পর্য্যন্তও তাহাদিগের দ্বারা হত হইল। এক দল সশস্ত্র কোরেশ সৈন্য মুছলমানদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু মুছলমানগণের প্রধান পরিচালক সেই মহান্ আল্লাহ্‌র কৃপায় তাহারা সকলেই তাহাদের হস্তে বন্দী হইল। বিচক্ষণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাহাদের সকলকেই মুক্তিদান করিয়া তাঁহাদের যুদ্ধে অনাসক্তি প্রমাণ করিলেন। অবশেষে কোরেশদিগের প্রকৃত অভিপ্রায় জানিবার জন্য মহানবী তাঁহার পরম ভক্ত এবং পরম আত্মীয় হজরত ওছমানকে প্রেরণ করিলেন। কোরেশগণ দূতের পবিত্রতা রক্ষা না করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এই সময় জনরব চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, কোরেশগণ নিষ্পাপ হজরত ওছমানকে হত্যা করিয়াছে। তাহাদের এই সমস্ত দুর্ব্ব্যবহারে মুছলমানগণের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে কোরেশগণ যুদ্ধ করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প। কার্য্যের দ্বারাই নেতৃ-প্রধানের উদ্ভব ও অস্তিত্ব প্রমাণ হইয়া থাকে, সূক্ষ্মদর্শী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যুদ্ধার্থে আহূত মুছলমানগণ যদি প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের এই ভীরুতার কলঙ্ক চিরদিনের মত দূরপনেয় হইয়া থাকিবে। তিনিও মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকার হিংসার ভাব হইতে বিরত রাখিয়াছেন, কিন্তু কোরেশগণ যখন তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে দৃঢ় নিশ্চয়, কোন সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা যখন সম্ভবপর নহে, তখন তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে তাঁহার সহচরবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভীরুতা মানবজীবনে দূরপনেয় কলঙ্ক, এছলামের গৌরব রক্ষার্থ

জীবন বিসর্জ্জন দিতে তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। তখন সেই সব ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কি উত্তেজনা, কি উদ্দীপনা, কি আগ্রহ আর পবিত্র ধর্ম্মের প্রতি কি অনুরাগ—যেন একটা অগ্নি স্রোত তাঁহাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল! একভাবে অনুপ্রাণিত মুছলমানগণ সংসারের সমস্ত স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন, সেই মহান্ আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, প্রাণ থাকিতে একজনও পশ্চাৎপদ হইবেন না। একটি মহীরুহের তলদেশে এই প্রতিজ্ঞা গৃহীত হইয়াছিল; এই জন্য ইতিহাসে এই অঙ্গীকার গ্রহণ "বায়েতুর রেজোওয়ান" নামে কথিত আছে। মহানবীর মহাপ্রস্থানের পরও এই বৃক্ষটিকে সকলেই ভক্তির চক্ষে দেখিত। খলিফা ওমরের শাসনকালে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের উপর যদি কোন রকমে কলঙ্ক স্পর্শ করে, সেই জন্য বৃক্ষটি কর্ত্তিত হইয়াছিল।

আল্লাহ্‌র রছুল মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) সুবুদ্ধি, সাধু ও নরোত্তম, তিনি ভক্তগণের প্রতি কখনও বিদ্রোহাচরণ করেন নাই, তিনি গৃহ সংসার অপত্য ও দ্রবিণ সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিরহিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মফল আল্লাহ্‌তে অর্পণ করিতেন। তিনি কামনা রহিত হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার একমাত্র উপাস্য সেই পরম কারুণিক আল্লাহ্‌কে ভজনা করিয়া নিত্য প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সদা প্রসন্নচিত্ত সেই স্বর্গ ও মর্ত্তের অধীশ্বর আল্লাহতে সংযুক্ত ছিল বলিয়া তিনি তত্ত্বজ্ঞান ও পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার পরম ভক্ত, পরম স্নেহের পাত্র সহচরবৃন্দ যে মরণকে বরণ করিতে সংকল্প স্থির করিয়াছেন, সে কারণ তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইলেন না। তিনি জীবনে কখনও সত্যপথ অতিক্রম করেন নাই, তাঁহার অন্তরে অগাধ বিশ্বাস, আর সেই

বিশ্বাসের ভিত্তি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি, এই একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও ভক্তির উপর তাঁহার একান্ত নির্ভরতাই তাঁহার পক্ষে শাণিত অস্ত্র, আর এই অস্ত্র বলেই তিনি সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং দাম্ভিক কোরেশগণের বিরুদ্ধ আচরণে তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না; তিনি জানিতেন, সেই মহান আল্লাহ্‌ই তাঁহার সহচরবৃন্দকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

মদান্ধ কোরেশগণ যখন বুঝিতে পারিল মুছলমানগণ তাহাদের শেষ রক্তবিন্দু পাত করিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প, তখন তাহাদের সুবুদ্ধির উদয় হইল। তাহাদের অভিজ্ঞতা যেন তাহাদিগকে জ্ঞানের পথে চালিত করিল, তখন তাহারা সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিল এই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ নিরস্ত্র মুছলমানদিগের তেজ অপ্রতিহত, তাহাদের শক্তি অদম্য এবং উৎসাহ অলৌকিক, সুতরাং এবার তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে তাহাদিগের ভাগ্যে কখনই সুফল ফলিবে না। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া কোরেশগণ ছোহেল-বেন-ওমরকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূতরূপে প্রেরণ করিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের একান্ত বিরোধী, তিনি সন্ধির প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনতি-বিলম্বে নিম্নলিখিত সর্ত্তানুযায়ী সন্ধি-পত্র লিখিত হইল। ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হোদায়বিয়ার সন্ধি।

(১) মুছলমানগণকে এই বৎসর তীর্থ দর্শন না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।

(২) আগামী বৎসরে তাঁহারা আগমন করিতে পারিবেন, কিন্তু তিন দিবসের অধিক কাল তাঁহারা মক্কা নগরীতে অবস্থিতি করিতে পারিবেন না।

(৩) মক্কা নগরীতে যে সমস্ত মুছলমান বাস করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কোন একজনকে নবাগত মুছলমান সঙ্গে লইয়া মদিনা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। কিন্তু নবাগতের মধ্যে যদি কোন মুছলমান মক্কা নগরীতে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

(৪) যদি কোন মক্কাবাসী মদিনা নগরীতে গমন করেন, মুছলমান-গণ তাঁহাকে মক্কাবাসীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন, কিন্তু যদি কোন মদিনাবাসী মক্কা নগরীতে আগমন করেন, মক্কাবাসিগণ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

(৫) আরব দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় যে কোন সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে, তাহাদের এই কার্য্যে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

ভক্ত মহাবীর হজরত আলী লিপিকরের কার্য্য করিতে নরোত্তম নবী কর্ত্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সন্ধিপত্রের উপরে লিখিলেন "বিছমিল্লাহের্ রহমানের রহিম" অর্থাৎ পরম প্রেম ও করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে। কোরেশগণের পক্ষ হইতে সন্দেশবাহী ছোহেল আপত্তি উত্থাপন করিলেন, প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন তাঁহারা যে কথা পূর্ব্বাপর লিখিয়া আসিতেছেন, এই সন্ধিপত্রে তাহাই লিখিতে হইবে অর্থাৎ "বেছমেকাআল্লা হুম্মা।"—তোমারই নামে হে ঈশ্বর! মহানবী তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর ছোহেল পুনরায় প্রতিবাদ করিলেন যখন লিখিত হইল অঙ্গীকার পত্র এক পক্ষে আল্লাহ্‌র রছুল হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অপর পক্ষে কোরেশ সম্প্রদায়। কোরেশগণ মত প্রকাশ করিল যদি তাহারা মোহাম্মদকে আল্লাহ্‌র রছুল বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ কি

রক্তপাত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু মহানবীর একান্ত অনুরক্ত হজরত আলী তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, তিনি প্রাণ থাকিতে কখনই এই গৌরবময় পদবী পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন না। তখন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ধির একান্ত পক্ষপাতী মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মুছলমানগণের পক্ষে অতি গৌরবময় কিন্তু তাঁহার নিজের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর সেই অক্ষর কয়টি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তিনি স্বহস্তে তাহা কর্ত্তন করিলেন এবং আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মোহাম্মদ এই অক্ষর কয়টি সংযুক্ত করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পর সকলেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, এই সন্ধিপত্র মুছলমানের আত্মসম্মানের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, ইহাতে মুছলমানের বিজয়-গৌরব অত্যন্ত ম্লান হইয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞ হজরত মোহাম্মদও (দঃ) নিজে তাহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের একান্ত অপক্ষপাতী শান্তিপ্রিয় মহানবী এই জাতীয় অবমাননা মুছলমানের হস্ত নররক্তে রঞ্জিত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়ঃ ও গৌরবজনক মনে করিলেন। সংসার রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনয়-নৈপুণ্যে যে চিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন, যতদিন সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকিবে, পৃথিবীর মানব মুগ্ধচিত্তে সেই সম্মোহিনী চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে, তাহার পরিকল্পনা মানবকে সত্যপথে চালিত করিবে। জগতে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মত অভিনয়-মাধুর্য্যে বিশ্ব মানবকে মুগ্ধ করিতে আজ পর্য্যন্ত কেহই সক্ষম হন নাই।

সেই মহামানবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং তাঁহার প্রতি মুছলমানগণের একনিষ্ঠ প্রেম, ঐকান্তিক ভালবাসা এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির আধিক্যবশতঃ তাঁহারা এই জাতীয় অপমান নীরবে সহ্য করিয়া-

ছিলেন মৃত্যুকে যাহারা সহাস্যমুখে বরণ করিতে পারে, ত্যাগের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা তাহাদের পক্ষে বিচিত্র নহে। বিবেকী লোকের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মসম্মান অধিকতর শ্রেয়ঃ, মুছলমানগণ এই আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নেতৃপ্রধান হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। ইতিমধ্যে কোরেশ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছোহেলের পুত্র আবু জন্দাল এছলাম গ্রহণ করার অপরাধে তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট অতি নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতিত হইয়া মহানবীর আশ্রয় প্রার্থনা করিল। সকল মুছলমানই তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া হজরতকে তাহার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিল, কিন্তু সত্যের একনিষ্ঠ সাধক সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। এমন কি মহামতি ওমর আবুজন্দালের পরিণাম চিন্তা করিয়া বিচলিত হইলেন এবং মহানবীর স্নেহপ্রবণ চিত্তে আঘাত করিয়া বলিলেন, "আপনি কি সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রকৃত রছুল নহেন? আজ কেন আপনি স্নেহশূন্য হইয়াছেন? আমাদের এই অনুষ্ঠান কি প্রকৃতই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে?" হজরত ওমরের হৃদয়ের প্রেম উছলিত হইয়া তাঁহার চক্ষের ভিতর দিয়া সহস্র ধারায় বিগলিত হইল। কিন্তু সেই সাধকশ্রেষ্ঠ গম্ভীরভাবে উত্তর প্রদান করিলেন, তিনি সেই আল্লাহ্‌র দ্বারা চালিত হইয়া প্রত্যেক কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার কোন স্বাধীন সত্তা নাই। তখন হজরত আবুবকর হজরত ওমরকে প্রবুদ্ধ করিতে বলিলেন, আল্লাহ্‌র শক্তিদ্বারা চালিত মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদের তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবার শক্তি নাই।

সত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় দৃঢ়নিশ্চয় মহানবী স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিতে আবুজন্দালকে কহিলেন, "আবুজন্দাল, ধৈর্য্য ধারণ কর,

সহিষ্ণুতাই মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। করুণাময় আল্লাহ্ তোমার ও তোমার প্রপীড়িত সঙ্গিগণের জন্য নিশ্চয় কোন সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, আমি তাহা ভঙ্গ করিয়া কি প্রকারে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিব ?"

মদিনা নগরীতে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে যোগারূঢ়চিত্ত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিলেন, মুছলমান যে সন্ধিসর্ত্ত অসম্মানসূচক মনে করিতেছে, তাহাতেই আল্লাহ্র চক্ষে তাহাদের জয়লাভের সমস্ত চিহ্ন পরিস্ফুট রহিয়াছে।—"হে নবী, যখন বিশ্বাসিগণ তরুতলে তোমার বায়েৎ (সত্যপাঠ) করিতেছিল, তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরের ভাব উপলব্ধি করিয়াই তাহাদিগকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত করিবেন। আল্লাহ্ শক্তিমান, জ্ঞানবান। হে মোছলেমগণ, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যথেষ্ট গণিমৎ (অর্থসম্পদ) প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন এবং তাহা তোমরা অতি সত্বরেই অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে। তোমরা বহুদেশ জয় করিয়া তোমাদের করায়ত্ত করিতে পারিবে এবং তাঁহার বাক্যের মর্য্যাদা একটা দেশ জয় করিয়া তোমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং (তিনিই) মানবগণের হস্ত তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন (শত্রুগণ যুদ্ধে শক্তিহীন হইয়া পরাজিত হইবে) এবং ইহাই বিশ্বাসিগণের বিশ্বাসের প্রকৃত নিদর্শন যে তিনিই তোমাদিগকে সত্য পথে চালিত করেন এবং যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা এখনও সাফল্য লাভ করিতে পার নাই, নিশ্চয়ই তাঁহার করুণার দ্বারা সমস্ত পরিবেষ্টিত (তাঁহার করুণায় অনুপ্রাণিত, হইয়া তোমরা সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুগণের দেশ তোমাদের

অধিকার ভুক্ত করিতে পারিবে) এবং আল্লাহ্‌র শক্তি সকল পদার্থের উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে।" ৪২ : ১৮-২১

"এবং সেই সব অসত্য পন্থাশ্রয়ী যাহারা তোমাদিগের পবিত্র কাবা তীর্থ দর্শনের অন্তরায় হইয়াছিল, এবং যাহারা তোমাদের আনীত দ্রব্যাদি আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করিতে বাধা প্রদান করিয়াছিল......কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী আমরা তাহাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দিয়া থাকি।" ৪৮ : ২৫

মহানবী হজরত ওমরকে আহ্বান করিলেন এবং এই প্রত্যাদেশ বাণী তাঁহার শ্রুতিগোচর করাইলেন। তখন অনুতপ্ত ওমর এই প্রত্যাদেশ বাণীর মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন মহাপুরুষের কথার প্রতিবাদ করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। হোদায়বিয়ার সন্ধি মুছলমানদিগের পক্ষে পরম মঙ্গলপ্রসূ, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার পর বৎসরে চতুর্দ্দশ শতের পরিবর্ত্তে দশ সহস্র মুছলমান মহানবীর অনুগমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া এছলাম প্রচারকগণ এছলামের প্রকৃত মাহাত্ম্য লোক সমাজে প্রচার করিতে পারেন নাই। মহানবী স্বয়ং প্রবল শত্রু সমূহের আক্রমণ হইতে ভক্ত অনুচরবৃন্দকে রক্ষা করিবার চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। প্রথম প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিবার পর হইতে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার বিমুক্ত হইয়া এইরূপ দীর্ঘকাল অব্যাহত শান্তি ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। সেই জন্য এই সময়ে এছলামের বিজয় গর্ব্বের চিহ্ন চারিদিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, হজরত মোহাম্মদও (দঃ) স্বচ্ছন্দ চিত্তে মুছলমানদিগের সাংসারিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি কল্পে অবহিত হইলেন। অব্যাকুল হৃদয়ে মহানবী তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া আপামর সমস্ত মানবকে সত্য পথে আকৃষ্ট করিতে সর্ব্বপ্রকারে যত্নশীল হইলেন, এছলামের বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট

হইয়া আরববাসী দলে দলে তাঁহার চরণপ্রান্তে সমাসীন হইল। এক সময়ে যাহারা এছলাম/ ধ্বংসের জন্য তাহাদের জীবন পণ করিয়াছিল, এখন তাহারাই উহার ভাবের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া উহার স্নিগ্ধ ছায়ায় তাহাদের শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। এতদিন পরে তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদিত হইল, সত্য ধর্ম্মের আলোক ছটায় তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইল। এইবার সকল মুছলমানই বুঝিতে পারিল হোদায়-বিয়ার সন্ধিপত্র তাহাদের বিজয়ের গর্ব্ব পতাকা।

অসাধারণ সাহস ও শক্তি সম্পন্ন ওৎবা নামক একজন নব দীক্ষিত মুছলমান কোরেশগণের দ্বারা অশেষ প্রকার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া মদিনা নগরীতে পলায়ন পূর্ব্বক মহানবীর আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া দুইজন মক্কাবাসী হজরতের নিকট আগমন পূর্ব্বক সন্ধি সর্ত্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিল। সত্যানুরাগী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাকে মক্কায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নির্ভীক হৃদয় ওৎবা তখন তাঁহাকে গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "পৌত্তলিকতার গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া যাইতে বলা মহানবীর কর্ত্তব্য নহে।" প্রিয় দর্শন মহানবী তাঁহাকে প্রিয়বাক্যে কহিলেন, "সত্যভঙ্গের মহাপাপে লিপ্ত হইয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাও মহানবীর কর্ত্তব্য নহে। তোমার চিত্ত যদি আল্লাহ্‌তে অনুরক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মহান্ আল্লাহ্‌ই তোমার পরিত্রাণের উপায় করিয়া দিবেন।" প্রহরীবেষ্টিত ওৎবা প্রত্যাগমন কালে তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া একজন প্রহরীকে বিনাশ করিলেন, অপর জন তখন ভয়ে পলায়ন করিল। মক্কা ও মদিনার প্রবেশ-দ্বার তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ, নিরাশ্রয় ওৎবা তখন উপায়ান্তর রহিত হইয়া সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী ঈছ নামক স্থানে বসতি স্থাপন করিলেন। ক্রমে

ক্রমে বহু পলাতক মুছলমান সেই স্থানে বসতি স্থাপন করাতে কালে তাহা মুছলমান অধ্যুষিত একটি ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইল। সন্ধি-পত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করার এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কোরেশগণ দেখিতে পাইল এই নূতন স্থানে পলাতক মুছলমানের সংখ্যা এবং তৎসহ তাহাদের আধিপত্যও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এক সময়ে তাহাদিগের দ্বারা তাহাদের সিরীয়া প্রদেশে বাণিজ্য করিবার পথ বিঘ্নসঙ্কুল হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া তাহারা সন্ধি-পত্রের শেষ ধারা, যাহাতে মদিনাবাসিগণ আশ্রয়প্রার্থী মুছলমানদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবে না এই সর্ত্ত ছিল, তাহা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইল।

বিভিন্ন দেশীয় নরপতিগণের সহিত মিলনের প্রচেষ্টা

"বল, হে পবিত্র পুস্তকের ভাবগ্রহীতাগণ, এস আমরা পরস্পর মিলনের পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ হই। আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করিব না, আমরা তাঁহার নামের সহিত আর কাহারও নাম সংযুক্ত করিব না, আমাদিগের মধ্যে কেহ কাহাকেও প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিব না।" ৩ঃ ৬৩

হোদায়বিয়ার সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পর বিপুলকীর্ত্তি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সমাজ সংস্কার ও মানব সাধারণের মঙ্গলের জন্য অবহিত চিত্তে সেই মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার করিতে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, তাঁহার ভক্ত সহচরবৃন্দ সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এইবার সময় আসিয়াছে,—জগতে সমস্ত মানবকে মিলনের এক মহাসূত্রে আবদ্ধ করিতে, তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে সেই অখণ্ড আল্লাহ্‌র একত্ব-বাদ প্রচার করিতে তাঁহার কামনা যেন শতমুখী হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বিশ্বের সমস্ত মানব তাঁহার বন্ধু, তাঁহার অপত্য, তাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার অভেদাত্মা প্রিয়জন। এছলামের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রথমে যেমন ফুটিয়াছিল, পৃথিবীর বক্ষে আবার সেইরূপ ফুটিয়া উঠুক, বিশ্বের সমস্ত মানব এক মহা মহীরুহের স্নিগ্ধ ছায়ায় সমবেত হইয়া এক অখণ্ড মানবত্বের মিলনের সূত্রে আবদ্ধ হউক।" মহামতি মোহাম্মদ তখন দূর এবং নিকটবর্ত্তী সমস্ত নরপতিগণকে সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ইহার মধ্যে মিশর দেশের

নরপতি মকাউকাসের নিকট যে সন্দেশ-লিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে রক্ষিত আছে এবং তাহার অনুলিপি অনেক সংবাদপত্রাদিতে প্রচারিত হইয়াছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

পরম প্রেমময় ও করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে—

মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদের নিকট হইতে কিবতী সম্প্রদায়ের শাসনকর্ত্তা মকাউকাসের সমীপে। যিনি সৎপথের (এছলামের) অনুগামী, তাঁহার উপর শান্তি বারি বর্ষিত হউক। অতঃপর আমি আপনাকে পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম-গ্রহণ করিবার জন্য বিনয় পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছি। এছলাম ধর্ম্ম-গ্রহণ করিলে আপনি মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু যদি আপনি তাহাতে অসম্মত হন, তাহা হইলে কাব্রী সম্প্রদায়ের উপর যে বিপৎপাত হইবে, তজ্জন্য আপনি দায়ী হইবেন। (পবিত্র কোর-আনে আল্লাহ্ বলিতেছেন) "তুমি বল হে গ্রন্থধারী লোক সকল, তোমরা আমাদিগের ও তোমাদিগের মধ্যে এক সরল উক্তির (সরল সত্য পথের দিকে) দিকে অগ্রসর হও, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিব না, তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশীরূপে স্থাপন করিব না এবং আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া আমাদের মধ্যে কেহ কাহাকেও প্রতিপালক বলিয়া গণ্য করিব না পরে যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে, তবে তোমরা বল যে, এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা মুছলমান অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগত।" (১) নরপতি মকাউকাস সেই পবিত্র লিপি একটি

(১) মিঃ লুসি জনষ্টন (Mr Lusy Johnston) তৎপ্রণীত মহম্মদ এবং তাঁহার শক্তি (Mohammad and his power) নামক গ্রন্থের ২৩৩ পৃষ্ঠায় এই পত্র খানির বিষয় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়া-

মূল্যবান সম্পুটকে বহুল প্রযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী নরনাথ সেই সন্দেশবাহী দূতকে বিশেষরূপে সমাদৃত করিলেন এবং যদিও তিনি এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন না, তথাপি হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপায়ন স্বরূপ অনেক বহুমূল্য দ্রব্য এবং দুল দুল নামক একটি শ্বেত অশ্বতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। রছুলুল্লাহ্ অশ্বতরীটি তাঁহার পরম স্নেহের পাত্র হজরত আলীকে এবং অন্যান্য দ্রব্যগুলি শিষ্য-দিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন।

আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাসা, তুরস্কের রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াছ, পারস্য সম্রাট খছরু পরবেজ, আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্ত্তা, বসোরার শাসনকর্ত্তা শারগবীল-বেন-আমরু এবং এমামার শাসনকর্ত্তা গওজা বেন অলি—এই সমস্ত নরপতিবৃন্দের নিকট মহানবী কর্ত্তৃক লিপিবাহক প্রেরিত হইয়াছিল।

পবিত্র কোরআনে নিম্নলিখিত প্রত্যাদেশবাণীর মর্য্যাদা রক্ষার্থ মহানবী দূতগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।—"যাহারা নিরক্ষর নবী হজরত মোহাম্মদের অনুসরণ করিবে, যাঁহার সম্বন্ধে (এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে) ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট ও নিউ টেষ্টামেণ্ট উভয় ধর্ম্ম-পুস্তকে কথিত হইয়াছে, সেই রছুল যাহাতে মানবের মঙ্গল নিহিত আছে, সেই কার্য্য করিতে আদেশ করিতেছেন, এবং যাহাতে মানবের অমঙ্গল নিহিত আছে, সেই সব কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছেন এবং যাহা পবিত্র ও

ছেন—"১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে কতিপয় ফরাসী ভ্রমণকারী মিশর দেশের কোন একটি খৃষ্টীয় ভজনালয়ে মূল পত্র খানি প্রাপ্ত হন এবং এক্ষণে উহা রাজ-ধানী কনষ্টান্টিনোপলের রাজকীয় পুস্তকালয়ে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিত প্রবর ডাক্তার পি, বেজার (Dr. P. Badger) সাহেবও এই খানিকে মূল পত্র বলিয়া অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। (মুন্সী সেখ আবদর রহিম সাহেব কৃত হজরতের জীবন চরিত ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

বিশুদ্ধ তাহাদের জন্য তাহাই বৈধ করিয়াছেন এবং যাহা অপবিত্র তাহা তাহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছেন এবং তাহাদের উপর হইতে তাহাদের ভার (পাপের ভার) লাঘব করিতেছেন এবং তাহারা যে শৃঙ্খলে (অবিদ্যার) আবদ্ধ আছে, তাহা হইতে মুক্ত করিতেছেন। যাহারা এই রছুলুল্লাহকে বিশ্বাস করিবে, এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিবে এবং তাঁহার সহিত যে আলোক (জ্ঞানের) অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিবে, তাহারাই কৃত কার্য্য হইবে এবং তাহাদেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

"হে মোহাম্মদ, তুমি তাহাদিগকে বল, আমি সত্যই তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র রছুল, সেই আল্লাহ্‌ যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বর, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই জীবন সংহার করেন, অতএব আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রছুলের উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, যে রছুল নিরক্ষর হইয়াও আল্লাহ্‌তে এবং আল্লাহ্‌র বাণী পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন; অতএব তোমরাও সেই রছুলের অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমরা সত্য পথ প্রাপ্ত হইবে।" ৭ : ১৫৮

দেহিয়াহ্‌ বেন-হোজায়কা কালবী নামক একজন সংবাদবাহক রোম সম্রাট্ হেরাক্লিয়াছের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। কৌতূহলের বশীভূত হইয়া সম্রাট হেরাক্লিয়াছ হজরতের পরম শত্রু আবুছুফিয়ানকে তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে, আবুছুফিয়ান স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন সমস্ত জীবনে হজরত মোহাম্মদ কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই, কাহারও কোন অপকার করেন নাই, তিনি আল্লাহ্‌র একত্ববাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, সেই জন্য অন্য কোন দেবতার পূজা অর্চ্চনা করেন না। তাঁহার চরিত্র কলঙ্কলেশহীন এবং তিনি কখনও সত্যভঙ্গ মহাপাপে

লিপ্ত হন নাই। এছলামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ গুণগ্রাহী হেরাক্লিয়াছ তাঁহার রাজ্যের পুরোহিতগণকে ও ধর্ম্মপ্রচারকগণকে আহ্বান করিয়া এছলাম গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু পুরোহিতগণ তাঁহাদের পূর্ব্বাচরিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। প্রাতে হেরাক্লিয়াছ তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদিগকে কহিলেন, তিনি তাঁহাদের ধর্ম্মানুরক্তি ও মনের একাগ্রতা পরীক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

পারস্যের অধিপতি দাম্ভিক খছরুর নিকট আবদুল্লাহ্-বেন-হোজায়কা দূত স্বরূপ প্রেরিত হইলেন। পত্রের শিরোনামায় লিখিত ছিল—"পরম-কারুণিক সর্ব্বমঙ্গলময় আল্লাহ্‌র নামে," আর তাহার নিম্নে "মোহাম্মদের নিকট হইতে।" ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত মদান্ধ খছরু ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল, "জগতে এমন কে শক্তিমান আছে, যাঁহার নাম তাহার গৌরবময় নামের উপর লিখিত হইতে পারে?" স্পর্দ্ধা তাহার চরম সীমায় উঠিল, পাপিষ্ঠ হজরতের সেই পবিত্র লিপি খণ্ড বিখণ্ড করিল এবং সর্ব্বত্র সম্মানিত দূতকে অপমান করিয়া বিতাড়িত করিল। দুর্ব্বৃত্ত খছরু তাহার অধীন ইয়ামন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বাজানকে আজ্ঞা দিল, "সেই দুর্ব্বিনীত মোহাম্মদকে বন্ধন করিয়া অবিলম্বে আমার দরবারে প্রেরণ কর।" ইয়ামনের শাসনকর্ত্তা পুরুষশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদকে বন্ধন করিবার জন্য বানুইয়া ও খারখারা নামক দুই জন দূত প্রেরণ করিলেন। তাহারা মদিনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া মহানবীকে তাহাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করাতে সর্ব্বদর্শী মহানবী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "খছরু আর ইহ সংসারে নাই।" তাহারা তাঁহার কথায় আশ্চর্য্য বোধ করিয়া ফিরিয়া আসিলে জানিতে পারিল সেই পার্থিব ধন-ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে উন্মত্ত খছরু তাহার আত্মজ দ্বারা হত হইয়াছে। শাসন-

কর্ত্তা ও দূতদ্বয় হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী এই প্রকারে সফল হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিহেতু পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে-দীক্ষিত হইলেন এবং পারস্য সম্রাটের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন।

আবিসিনিয়ার অধিপতি ভক্তিমান নজ্জাশী মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) সন্দেশের মিষ্টতা অনুভব করিয়া অবিলম্বে মহান্ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীকার করিলেন এবং এছলামের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব সন্তাপ দূর করিলেন।

লিপিবাহক হ্যারেছ্-বেন-ওমায়েব্ বসোরার অধিপতি শারহাবীন-বেন-আমরুর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। ক্রূরমতি শারহাবীন সর্ব্ব-প্রকার আতিথেয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া দূতের পবিত্র শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল, আর সেই আঘাতেই এছলাম ভক্ত দূত ইহজীবন ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্য, এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড প্রত্যেক মুছলমানের হৃদয় সন্তাপিত করিয়াছিল। এইরূপ মহাপাপিষ্ঠকে শাস্তি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অবধ্য দূতকে বধ করিয়া যে ব্যক্তি মানবত্বের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া পশুবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, তাহাকে ক্ষমা করিলে ক্ষমার অপব্যবহার করা হয়। কর্ত্তব্যপরায়ণ মহানবী তাঁহার বন্ধুবান্ধবের মতানুবর্ত্তী হইয়া তিন সহস্র সৈন্যসহ মুক্ত ক্রীতদাস জায়েদকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এইখানে এছলামের সর্ব্বজনীনত্ব পূর্ণরূপে প্রকটিত হইল, বিশ্বমানবত্বের স্বরূপ প্রকাশ পাইল। এই ক্রীতদাসের অধীনে আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ কোরেশগণ এবং ভদ্রবংশসম্ভূত আনছারগণ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হজরত স্বয়ং ছানিয়াতো উল বেদা উপত্যকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। দুর্ম্মতি শারহাবীন প্রায় লক্ষ্য সৈন্য মুছলমান-দিগের বিরুদ্ধে সমবেত করিল। রোমক-সম্রাট্ কায়ছারও এই সময় মুছলমান-

দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বীর জায়েদ এই যুদ্ধে হত হইলে সেনাপতি জাফর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন ; কিন্তু তিনিও সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হইলেন, তাঁহার পর আবদুল্লাহ-বেন-রাওয়াহা নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলে তিনিও বীরোচিত গতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অবশেষে এছলামের ভাগ্যাকাশে মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত তেজোদীপ্ত মহাবীর খালেদ সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। বীর খালেদের অত্যদ্ভুত রণদক্ষতা, তাঁহার নীতিকুশল সৈন্য পরিচালনা, আর সৈন্যগণের অন্তরে উৎসাহের অনুপ্রেরণা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত আছে। তিনি যে অসামান্য রণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া সেই ক্ষুদ্র বাহিনীকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ। হজরতের (স্বদেশ ত্যাগের) অষ্টমবর্ষ পরে জামাদিউল আউয়ল মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

আকাশ হইতে করুণাময়ের কৃপায় যখন পর্জ্জন্য বর্ষিত হয়, সামান্য ছত্রের আবরণে মানব কি তাহার গতিরোধ করিতে পারে? বিশ্বস্রষ্টার মহতী-ইচ্ছা এছলামের ধারা সমস্ত বিশ্বে বর্ষিত হউক, আর মানব সেই শান্তি সলিলে স্নাত হইয়া শান্তি উপভোগ করুক। এছলাম বিদ্বেষী শত্রুগণ সেইরূপ ছত্রের আবরণে সেই ধারা প্রতিহত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারই মহতী ইচ্ছায় চালিত হইয়া মহানবী রাজন্যবর্গকে আহ্বান করিয়া-ছিলেন। তিনি কি জানিতেন না যে একজন নরপতির পার্থিব শক্তির বিরুদ্ধে মুছলমানের সংহতি শক্তিও অতি তুচ্ছ, সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ? সেই মহান আল্লাহ্‌র ভাব প্রবণতা, তাঁহার বিশ্বব্যাপিকা শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক বিশ্বমানবকে একসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য কত না নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, অবশেষে কর্ষিত

কাঞ্চনবৎ দীপ্তিমান মহাপুরুষ জয়মাল্য ধারণ করিয়া জীবনের পরপারে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আল্লাহ্‌তে বিলীন হইয়াছিলেন। সমস্ত আরবদেশ তখনও তাঁহার করতলগত হয় নাই, এছলামের দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণ তখনও উন্নত শীর্ষে এছলামকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্নশীল ছিল, সাধারণ আরববাসিগণ তখনও পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, যে উৎপীড়িত অবজ্ঞাত মহানবীর সমস্ত প্রচেষ্টা, সমস্ত চিন্তা অধঃপতিত ঘৃণিত মানবমণ্ডলীকে সত্যের সীমার মধ্যে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করা, আভিজাত্যের সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ভেদনীতির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি রাজন্যবর্গকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অতি বড় শত্রুও বলিতে পারিবে না যে, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ধর্ম্মান্ধতা আসুরিক শক্তি প্রয়োগে মানব সাধারণকে এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল।

হোদায়বিয়ার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইল, বিদ্বেষ-বহ্নি শতমুখে উদ্গীরণ করিয়াও যখন এছলামের অভ্যুদয় নষ্ট করিতে পারিল না, তখন অধৈর্য্য কোরেশগণ মুছলমানের আশ্রিত খোজায়া সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাদিগের চিরশত্রু বানুবাকর সম্প্রদায়কে প্রকাশ্যে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে লাগিল। খোজায়াগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস আরববাসিগণের চিরা-চরিত প্রথানুসারে সেই পবিত্র স্থানে কেহই তাহাদিগের রক্তপাত করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু এই পবিত্র স্থানেও তাহাদের মধ্যে অনেকে শত্রুর শাণিত তরবারির মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল! অসহায় খোজায়াগণ এই প্রকারে গত্যন্তর রহিত হইয়া মহাপ্রাণ মোহাম্মদের (দঃ) নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তাহাদের অসহায়

অবস্থার কথা নিবেদন করিল। শরণাগত রক্ষণ সকল ধর্ম্মের মূল নীতি। মহানবী তখন কোরেশগণকে হোদায়বিয়ার সন্ধিসর্ত্ত স্মরণ করাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাহারা যেন বানুবাকর সম্প্রদায়কে কোন প্রকারে সাহায্য না করে, খোজায়া সম্প্রদায়ের যে সমস্ত লোক নিহত হইয়াছে, তাহাদের আত্মীয়গণকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থদণ্ড দিতে হইবে, অথবা হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করিতে হইবে। মদোদ্ধত কোরেশগণ হজরতকে বলিয়া পাঠাইল তাহারা শেষোক্ত প্রস্তাবই গ্রহণ করিল। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে কোরেশগণ মুছলমানের আশ্রিত খোজায়াগণকে ধ্বংস করিতে বানুবাকর সম্প্রদায়কে সাহায্য করিয়া অগ্রেই হোদায়বিয়ার সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছিল। এমন কি আবুছুফিয়ান কোরেশগণের এই অবিমৃশ্যকারিতায় সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং ভবিষ্যৎ বিপদ অনিবার্য্য মনে করিয়া মদিনায় উপস্থিত হইয়া মহানবীকে সন্ধিসর্ত্ত পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে অনুরোধ করিলেন। দূরদর্শী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার চাতুরী বুঝিতে পারিয়া এছলামের শান্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন; কিন্তু আবুছুফিয়ান মুছলমানগণের সে সব প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া মক্কা নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অঙ্গীকারপত্রের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হজরত রছুলুল্লাহর জন্মভূমি দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি তখন তাঁহার দেশবাসী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে পরিত্রাণ করিতে আর তাহাদিগের অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া সে অন্তরে পবিত্র এছলামের উজ্জ্বল আলোকছটা প্রতিফলিত করিতে সর্ব্বপ্রকারে যত্নশীল হইলেন। আর এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি

মক্কা জয় করিবার সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিলেন। মানবের উপর, বিশেষতঃ মক্কাবাসীর উপর, আধিপত্য বিস্তার করিবার কল্পনাও মহানবীর অন্তরে কোন দিন স্থান পায় নাই। সুধাংশু যেমন তাহার স্নিগ্ধ করলেখায় জগতের অন্ধকার দূর করতঃ মানবের প্রাণে তৃপ্তি দান করিয়াই তৃপ্তি পায়, হজরত মোহাম্মদও (দঃ) সেইরূপ তাঁহার দেশ-বাসীকে এছলামের স্নিগ্ধ কিরণলেখায় স্নাত করিয়া আর তাহাদের অন্তরের অজ্ঞানতা দূর করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিবার জন্যই মক্কাভিমুখে অভিযান করিলেন। যেমন জ্বররোগে কাতর ব্যক্তির পক্ষে ঔষধ তৃপ্তিকর, যেমন নিদাঘ সূর্য্যকিরণে দগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে শীতল সলিল তৃপ্তিকর, তেমনি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র প্রেমের ধারা সহস্র চিন্তায় জর্জ্জরিত তাঁহার পক্ষেও তৃপ্তিকর ছিল। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র মহতী শক্তি দ্বারাই তিনি এই বিশ্বে প্রকাশিত, তাঁহার সত্ব হইতে তিনি স্বত্ববান্ এবং তাঁহার তেজেই তিনি স্বপ্রকাশ। মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান, পার্থিব ধন-সম্পদের মিথ্যা প্রলোভন তাঁহাকে কোন দিনের জন্য প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। এরূপ কল্পনা করাও অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই মহাপুরুষের প্রতি এরূপ কল্পনাও করে, ধর্ম্মের চক্ষে সে ব্যক্তি হেয় এবং মনুষ্য নামের অযোগ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এছলামের শত্রুগণ সেই মহাত্যাগীর নৈতিক চরিত্রে এখনও পর্য্যন্ত এই স্বার্থপরতার কলঙ্ক আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহার অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?

হাতেব নামক একজন মুছলমান মহানবীর মনোভাব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে না পারিয়া তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য একখানি লিপিসহ একজন দূতকে মক্কা অভিমুখে পাঠাইলেন। হজরত এই সংবাদ অবগত হইয়া একজন দ্রুতগামী লোক

পাঠাইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তাঁহার মহতী ইচ্ছা দেশ-বাসীর একবিন্দু রক্তপাতে পবিত্র নগরীর রাজপথ এবং মুছলমানের হস্ত যেন কলঙ্কিত না হয়। অহিংসা যাঁহার জীবনের মহামন্ত্র, ক্ষমা যাঁহার চরিত্রের ভূষণ, করুণা যাঁহার হৃদয়ের স্নিগ্ধ প্রস্রবণ, ত্যাগে যাঁহার আত্মপ্রসাদ, তিনি কি কখনও কাহাকে নির্য্যাতন করিতে পারেন, না কাহারও অন্তরে আঘাত দিতে পারেন? মুছলমানগণ হাতেবের ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু হজরত তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেন।

জন্মভূমি হইতে বিদায় লইবার পর আট বৎসর অতিবাহিত হইল, এই আট বৎসরের ভিতর জন্মভূমির তৃপ্তিদায়িনী স্মৃতি তিনি তাঁহার মন হইতে কোনদিনের জন্যও মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। এই আট বৎসর পরে সেই বিশ্বনিয়ন্তার দ্বারা চালিত হইয়া মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার দশ সহস্র ভক্ত অনুচরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া মক্কা অভিমুখে অভিযান করিলেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হজরত মুছা যে দৈববাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন, সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় এতদিনে তাহা পূর্ণ হইল। দশ সহস্র পবিত্র হৃদয় সহচরবৃন্দসহ তিনি আগমন করিবেন। (ডিউটারোনোমি ৩৩ ২) (১) অবশেষে মক্কা নগরী হইতে

(1) He shined forth from mount Paran and came with ten thousand of saints (Deut 33 2)

My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousands (Solomon's Songs 5 13)

The prophet departed with ten thousands men on this momentous enterprise (Life of Mohammad Washington Irving. P 170)

এক দিবসের পথ মাররাজ জোহরাণ নামক স্থানে তাঁহারা শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। সকল মুছলমানই তাঁহাদের শিবিরাভ্যন্তরে অগ্নি জ্বালিতে আদিষ্ট হইলেন, উদ্দেশ্য শত্রুগণ তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, এছলামের তথা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পরম শত্রু আবুছুফিয়ান হজরতের সমীপে সর্ব্বপ্রথমে আগমন করিলেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ কায়ছারের সভাতলে তিনি মহানবীর সম্বন্ধে যে প্রশংসাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার জ্ঞানের ঈষদুন্মেষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনের অন্ধকার যেন একেবারে বিদূরিত হইল। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া এছলামের স্নিগ্ধ ছায়া-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্তরের সমস্ত সন্তাপ দূর করিলেন। আবুছুফিয়ান মক্কানগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুছলমানগণের অপরিমিত শক্তি এবং মহানবীর মহানুভবতা ও তাঁহার উচ্চ প্রবৃত্তির প্রশংসা যেন শতমুখে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুছলমানগণ নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এছলামের বিজয়-পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান করিল। ছাদ-বেন-ওবাদা নামক একজন মুছলমান সেনাপতি আবুছুফিয়ানের বাটীর সম্মুখে গিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিল, "অদ্য যুদ্ধ করিবার দিন, মক্কাবাসিগণ আজ কখনই নিরাপদে থাকিতে পারিবে না।" তাঁহার কথা মহামতি মোহাম্মদের (দঃ) কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। মহাবীর খালেদ যে অংশে প্রবেশ করিলেন, সেই স্থানে এছলামের পরম শত্রুগণ বাস করিত, তাহারা মুছলমান সৈন্যগণের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিল, এবং ঐ খণ্ড যুদ্ধে শত্রুগণের মধ্যে ত্রয়োদশ ও মুছলমানগণের মধ্যে

দুইজন হত হইল। শান্তিপ্রিয় মহানবী তখন একটা উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "অদ্যকার দিনে যে কেহ একবিন্দু রক্তপাত করিবে, সেই তাঁহার অপ্রিয় পাত্র হইবে। কি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব! এক মুহূর্ত্তে সমস্ত মুছলমানের অন্তর হইতে হিংসার ভাব তিরোহিত হইল, আকাশ হইতে যেন শান্তির সলিল বর্ষিত হইল। মহাবীর খালেদও তাঁহার কার্য্যের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়া তাঁহার অসন্তোষ দূর করিলেন।

ইহার পর সেই মহান্ আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ সেবক মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) পরম সন্তুষ্ট মনে সেই পবিত্র কাবা ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার যষ্টিদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "অদ্য সত্যের প্রাদুর্ভাবে অসত্য দূরীভূত হইল।" ঠিক এই সময় স্বর্গ হইতে সত্যবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল, "হে মোহাম্মদ, তুমি বল আজ সত্যের আবির্ভাবে মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, নিশ্চয়ই মিথ্যা কখন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।" ১৭ ৮১ এ সম্বন্ধে মহামতি যীশুখৃষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, "সেই সত্যস্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তিনি তোমাদের সকলকে প্রকৃত সত্যপথে চালিত করিবেন। কারণ তিনি আপনা হইতে কিছুই বলিবেন না, যাহা তিনি (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে) শ্রুত হইবেন, তাহাই তিনি বলিবেন।" (সেণ্ট জন ১৭ ১৩) যীশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণের পর হজরত মোহাম্মদ ব্যতীত পৃথিবীতে ঈশ্বর ভাবাবিষ্ট আর কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি এই বিশ্বে প্রকৃতই মিথ্যা কখন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরআনের এই সমস্ত পবিত্র শ্লোক যখন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত সমস্ত মূর্ত্তি যেন আপনা হইতে কম্পিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সেইদিন

হইতে পবিত্র কাবাগৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আর কখন মনুষ্য-নির্ম্মিত কোন মূর্ত্তি স্থান পায় নাই। সেই সময় নির্ম্মল শান্ত যোগিবর বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সমস্ত মানবমণ্ডলীকে মোহের ঘোর হইতে মুক্ত করিবার জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করিলেন, তখন যেন তাঁহার সমস্ত অহংজ্ঞান লুপ্ত হইয়া তিনি বিশ্বমানবের প্রাণের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। সমস্ত বিশ্ব সেই মহান্ আল্লাহ্‌র প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া যাক, তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া আকুল বাসনা চারিদিকে ছুটিয়া গেল। অতঃপর হজরত এব্রাহিমের প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদের কেন্দ্র কাবাগৃহে অবস্থিতি করিয়া বিশ্বনবী বিশ্বের একমাত্র প্রভু অবিভাজ্য আল্লাহ্‌র উপাসনা করিলেন। ওছমান-বেন-তালহা সেই পবিত্র উপাসনা গৃহের রক্ষক ছিলেন, তাঁহাকে ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া এবং সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ সেই পবিত্র ধর্ম্মগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহা সুফল প্রসব করে কিম্বা নানা-প্রকার বিঘ্নে উক্ত কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। বিঘ্নবিনাশন মহান্ আল্লাহ্ সেইদিন তাঁহার পরম ভক্ত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সকল বিঘ্ন বিনাশ করিয়াছিলেন। তিনি একটি উচ্চ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রভু, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও তৎসহ অখণ্ড মানবত্বের একত্ববাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তাহার পর সেই মহাপুরুষ মহাপুরুষেরই মত বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহার প্রশস্ত বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "এস, শত্রু মিত্র কে আছ, এস, আমার এই বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিবে এস। আমার শত্রু নাই, মিত্র নাই, আত্মীয় নাই, অনাত্মীয় নাই, বান্ধব নাই, অবান্ধব নাই,

আমরা সকলেই সেই বিশ্বনিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্ র সৃষ্টি, সকলেই আমার ভাই, একই উপাদানে তিনি আমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার ভেদ নাই, ভেদনীতি নাই, ভেদজ্ঞান নাই, ভেদবুদ্ধি নাই; আমি মানবের প্রাণে আঘাত দিতে আসি নাই, মানবকে ভালবাসিতে আসিয়াছি। আজ এই পবিত্র নগরীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যাঁহারা আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি ক্ষমা করিলাম। তোমরা সকলে মনে রাখিবে, 'ক্ষমাই মানব-জীবনে অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণ।' আজ আমি কাহাকেও ভৎর্সনা করিব না, কাহারও কৃতকর্ম্মের জন্য অনুযোগ করিব না. একটা অপ্রিয় বাক্য আজ আমার রসনা হইতে উচ্চারিত হইবে না। আজিকার দিনের মত পবিত্র দিন, এমন আনন্দের দিন, এমন উৎসবের দিন আমার ভাগ্যে আর কখন আসে নাই। আজ আমি আমার দেশবাসীর, আমার আত্মীয়-স্বজনবর্গের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে পারিলাম। আল্লাহ্ র অনুগৃহীত দীনতম সেবক আমি আজ সেই মহান্ আল্লাহ্ র বাণী, তাঁহার আদেশ, তাঁহার উপদেশ, আমার দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করিতে সক্ষম হইলাম। সেই স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা পরমমঙ্গলময় মহাপ্রভু, আমার প্রভু, তোমার প্রভু, সমস্ত বিশ্বের প্রভু, সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রভু, তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।")

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) সমস্ত সত্ত্বা, তাঁহার মন, প্রাণ, বল, শক্তি, ধৈর্য্য, উর্জ্জ, উৎসাহ, স্থিতি, জীবন, আত্মা, চৈতন্য তখন যেন সেই বিশ্বনিয়ন্তার সর্ব্বব্যাপকত্ব শক্তিতে বিলীন হইয়া গেল। তিনি যেন তখন তাঁহার অস্তিত্ব ভুলিয়া মনে প্রাণে মক্কাবাসিগণের হৃদয় মধ্যে সমাসীন হইলেন। কত উর্দ্ধে তাঁহার স্থিতি, সেই অনন্ত শূন্যে অনন্তের শান্ত স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া তিনি যেন আত্মানন্দ লাভ

করিয়াছেন। বিস্ফারিত নেত্রে তিনি তখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই করুণাময়ের করুণার সাগর যেন উথলিয়া উঠিয়াছে, আর সেই করুণার স্নিগ্ধ বারিপ্রবাহে তাহাদের মনের সমস্ত গ্লানি ধৌত করিয়া তাহারা পরম শান্তি লাভ করিয়াছে!

(মহাযোগী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তখন তাঁহার মহাপ্রভুর নিকট যোগবিধি উপদিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার হিংসার ভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ও সমাহিত চিত্ত হইয়াছিলেন। উত্তমশ্লোক মহাত্মা সেই মহান্ আল্লাহ্‌তে প্রেমভাব স্থাপন করিয়া সদা মনোজ্ঞ, সত্ত্বসমাবিষ্ট, সুসংযত, ও ক্ষমাশীল, সেইজন্য তিনি নির্ব্বিকল্পচিত্তে এছলামের পরম শত্রু আবুজেহেল ও তাহার পুত্র আক্রাম, স্নেহশীল খুল্লতাত হামজার হত্যাকারী ওয়াহসী, সাক্ষাৎ বীভৎসরসরূপধারিণী নারী রাক্ষসী হেন্দা, স্নেহের পুতুলী প্রাণসমা নন্দিনী বিবি জয়নাবের হত্যাকারী হোব্বার—কত নাম বলিব?—তিনি সকলকেই ক্ষমা করিলেন! জগতের ইতিহাসে এরূপ মহত্ত্ব, এরূপ ক্ষমা, এরূপ সহৃদয়তা, এরূপ করুণা, মনুষ্যত্বের এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল অথবা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শত্রুকে শাস্তি দিবার এমন শাণিত অস্ত্র আর নাই, যে শাস্তির নিদর্শন মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) এই জগতের বক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন, সে শাস্তি অতি ভয়ানক, সে শাস্তির তীব্রতা শত্রু তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছিল; আর তাঁহার সেই কারাগার,—কত বৃহৎ, কত প্রশস্ত. কত উচ্চ, এ পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই, উদাহরণ নাই,—মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) সেই কারাগারে, তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে আল্লাহর নির্ম্মিত কারাগারে, নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে প্রেমের নিগড়ে আবদ্ধ করিলেন। হিংসার পরিবর্ত্তে ভালবাসা, অত্যাচারের পরিবর্ত্তে ক্ষমা, নিষ্ঠুরতার পরিবর্ত্তে করুণা কে দেখাইতে পারিয়াছে, এমনভাবে জগতের মানবকে শিক্ষা

দিয়া কে ক্ষমার আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ, সহিষ্ণুতার আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছে? মহানবী তাঁহার প্রশস্ত অন্তরের প্রেমসুধা পান করাইয়া তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন, মক্কা বিজয়ের গৌরব তাঁহার দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন।

সেই আদর্শ মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নৈতিক চরিত্রের আদর্শ অনুকরণ করিয়া আর এছলামের অপার্থিব সৌন্দর্য্যে বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়া মুছলমানগণ এছলাম বিস্তার করিয়াছিলেন। জ্ঞান ও সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত তাঁহাদের অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার আপন হইতে বিদুরিত হইল। হিংসার তাড়নায় কি ক্রোধের অনুপ্রেরণায় এছলাম বিস্তার হয় নাই। সেই মহামানবের শিক্ষায় মুছলমান তখন "ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্ট, মেধাবী ছিন্নসংশয়, তাঁহারা বিশ্বেশ্বরের নির্ম্মাল্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিশ্ব জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তরবারির সাহায্যে কেহ কাহারও হৃদয় জয় করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম মুইর লিখিয়াছেন :—

"যদিও মক্কানগরী প্রফুল্ল অন্তরে তাঁহার অধিকার স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত সহরবাসী তখনও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মদিনা নগরীতে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে নব ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে সেই কথা জাগিয়া উঠিল, যে কালের আবর্ত্তনে এছলামের সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া তাহারা নিশ্চয়ই এছলাম গ্রহণ করিবে।"

হোনায়েনের যুদ্ধ ও আরবে এছলাম বিস্তৃতি

"নিশ্চয় সেই করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদিগকে অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন, এবং যে দিবস হোনায়েনের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্য হেতু মদগর্ব্বে স্ফীত ও গর্ব্বিত হইয়াছিলে, কিন্তু এইরূপ সংখ্যাধিক্য হেতু তোমরা কিছুমাত্র সাফল্য লাভ করিতে পার নাই, (তোমাদের মদান্ধতাই ইহার একমাত্র কারণ)। এই পৃথিবী অতি বিস্তৃত হইলেও তোমাদের পক্ষে তখন সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। তৎপরে তোমরা পশ্চাৎপদ হইয়াছিলে। তাহার পর আল্লাহ্ তাঁহার রছুল ও মোমেনগণের (বিশ্বাসিগণের) অন্তরে নিশ্চিন্ততা আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তোমাদের চক্ষের অগোচরে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অবিশ্বাসিগণকে শাস্তি দিয়াছিলেন আর সেই শাস্তিই অবিশ্বাসীদিগের পুরস্কার স্বরূপ। ইহার পর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যাহার উপর পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি তিনি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" ৯:২৫, ২৬, ২৭

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধেই মুছলমানগণ জয়লাভ করিতে পারিত না। তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুর সংখ্যা তিনগুণ, চারিগুণ, কখনও বা দশগুণ ছিল। তাহাদিগের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার একমাত্র কারণ, সেই সর্ব্বশক্তিমানের উপর একান্ত নির্ভরতা, অহং জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তাহারা সর্ব্ব-মঙ্গলময়ের নির্ম্মাল্যে তাহাদের অন্তঃকরণকে বিভূষিত করিয়া

যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল আর সেই জন্তই পরমকারুণিক মহান্ আল্লাহ্‌র কৃপা লাভ করিয়া তাহারা এছলামের বিজয় দুন্দুভি সর্ব্বত্র ঘোষিত করিতে পারিয়াছিল। মুছলমানগণের অন্তরে প্রবল বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই (আল্লাহ্) তাহাদের হাদী (পথপ্রদর্শক), কিন্তু যখন এই ভাবের ধারা ঈষৎ বক্রগামিনী হইল, দেহাত্মবাদী সাধারণ মানবের মত যখন তাহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ঈষৎ কম্পিত হইল, যখন তাহাদের হৃদয় মধ্যে অহংজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম হইল, তখনই উপরোক্ত প্রত্যাদেশ বাণী দ্বারা মঙ্গলময় প্রভু তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন। সমগ্র বিশ্ব তাহাদিগের কর্ম্মভূমি, বিশ্বমানব তাহাদিগের ভ্রাতা, তাহাদিগের পরমাত্মীয়। মহান্ আল্লাহ্‌র এই তত্ত্বজ্ঞানের ভিতর মুছলমানগণের সমস্ত শক্তি নিহিত, কর্ম্মের উপর জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা. আর জ্ঞানের উপর সেই মঙ্গলনিদান মহাপ্রভুর সিংহাসন। এই জ্ঞানের আলোকে বিশ্ব-মানবের অন্তরের অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা দিকে দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। এছলাম বিস্তারের ইহাই মূলীভূত কারণ এবং ইহাই সেই পরমপুরুষ মহানবী মোহাম্মদের শিক্ষা।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মদিনা ত্যাগ করিবার একমাসের মধ্যেই সংবাদ পাইলেন যে, মক্কানগরীর পূর্ব্ব উপত্যকা প্রদেশে হাওয়াজেন সম্প্রদায় মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার উদ্দেশে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। দূরদর্শী মহানবী প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য একজন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সত্য সংবাদ জ্ঞাত হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত দ্বাদশ সহস্র শক্তি-শালী মুছলমান সৈন্যসহ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বিজয়গর্ব্বে স্ফীত বক্ষে মুছলমানগণ তামসিক ভাব

প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। এই যুদ্ধে শত্রুগণের তীরন্দাজগণ এইরূপ অসাধারণ কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তীর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, রণদুর্ম্মদ মহাবীর খালেদ ও তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাদ্‌গমনে সমস্ত মুছলমান সৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখন সেই রণক্ষেত্রে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার পার্শ্বদ হজরত আব্বাছ কতিপয় বিশ্বস্ত সহচরের সহিত সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত আল্লাহ্‌র প্রিয় ভক্ত রছুলুল্লাহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহিত হইলেন না। তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি পলমাত্র সময়ের জন্যও কখন বিস্মৃত হন নাই যে, তিনি সেই সর্ব্বশক্তিমানের মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত। তখন সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আল্লাহ্‌র রছুল মনে প্রাণে তাঁহার প্রভুকে ডাকিলেন, তাহার পর বজ্রনির্ঘোষে সেই রণক্ষেত্র কম্পিত করিয়া বলিলেন, "আমি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র রছুল, ইহা পরম সত্য। আমি আবদুল্লার পুত্র।" পার্শ্বদ হজরত আব্বাছ ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভীমনাদে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হে আনছারগণ, হে মোহাজেরীনগণ, ওহে মহাবৃক্ষের সহচরগণ!" প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে সমুদ্রবৎ গর্জ্জন করিয়া সকল মুছলমান সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "লাব্বায়কা" (আমরা হাজির) আমরা তোমারই আজ্ঞাপালক। সেই মুহূর্ত্তে মহান্ আল্লাহ্‌র অনুপ্রেরণা সৌদামিনীর মত তীব্র গতিতে ভক্তগণের প্রাণে প্রাণে জাগিয়া উঠিল, অনুভূতির মুক্ত দ্বারপথে বিশ্বস্রষ্টার মহাশক্তি তাহাদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইল; তখন শাহাদৎ (ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তির মর্য্যাদা লাভ) লাভের জন্য উদ্দীপনার অগ্নিময় স্রোত সমস্ত মুছলমানের প্রাণে প্রাণে

প্রবাহিত হইল, সমস্ত মুছলমান সৈন্য এক সঙ্গে সেই রণতরঙ্গে ঝাঁপ দিল, সেই সম্মিলিত শক্তির অপ্রতিহত বেগ শত্রুগণ সহ্য করিতে পারিল না, আর এক মুহূর্ত্তকাল তাহারা রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারিল না। তখন তাহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র মেষ, বহুল রজতখণ্ড এবং ছয় সহস্র বন্দী মুছলমানগণের করতলগত হইল। একদল পরাজিত সৈন্য আওতাছ নামক একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য হজরত একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অধিক সংখ্যক শত্রুসৈন্য সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ তাএফ দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সে দুর্গ অবরোধ করিলেন; কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শত্রুগণ আর কোন প্রকারে মুছলমানদিগের ক্ষতি করিতে পারিবে না, তখন তিনি অবরোধ উঠাইয়া লইয়া মদিনা নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মানবের চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন "লাএলাহা ইল্লাল্লাহো, আল্লাহু আকবর—হে আল্লাহ্, তুমি ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় নাই। তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমিই মহান্, তুমিই সুন্দর, তুমিই উত্তম! হে প্রভু, আমার এই মোনাজাত, (প্রার্থনা) তুমি তাহাদিগকে আমার নিকট আনিয়া দাও। আমি যেন তাহাদিগকে তোমার প্রেমের পীযূষধারা পান করাইয়া তৃপ্ত করিতে পারি।"

ফুল যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে ফুটিয়াই সুখ পায়, তাহার সুগন্ধ যখন চারিদিকে বিস্তৃত হয়, তখন সেই সুগন্ধে মক্ষিকাকুল আপনিই আকৃষ্ট হয়, মানব সেই সুগন্ধ ভোগ করিয়া তৃপ্তি পায় আরবের অনুর্ব্বর মরুবক্ষে মহানবী ফুটিয়া উঠিয়া সুখ পাইয়াছিলেন,

তাহার পর যখন তাঁহার সুগন্ধ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, মানব সেই সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। তিনি তখন মনে ভাবিলেন, "আমার ফুটিয়া উঠা এতদিনে সার্থক হইল।" কিন্তু এই সার্থকতা সম্পাদন করিবার শক্তি তাঁহারই ইচ্ছা, সেই মহান্ আল্লাহ্‌র মহতী ইচ্ছা। তাঁহারই মহতী ইচ্ছায় এছলামের মহাবৃক্ষ মহানবী তাঁহার গুণের সৌরভে জগতের লোককে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন, আর এখনও পর্য্যন্ত সেই গুণের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা বৎসরে বৎসরে আরবের মরুপ্রান্তে সমবেত হইয়া সেই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছে।

সর্ব্বশক্তিমান মহান্ আল্লাহ্‌র আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনের মহাব্রত। তিনি হীনবীর্য্য হইয়া অবরুদ্ধ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া আসেন নাই, আল্লাহ্‌র আদেশ যতক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুগণের শক্তি প্রতিহত করিতে না পার, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র মহিমা-প্রচার অর্থাৎ তাঁহার তাওহীদ্ (একত্ববাদ) প্রচার করা। আর এই তাওহীদের (একত্ববাদের) মূলতত্ত্ব মানবের বিশ্বজনীনত্ব। মহানবীর জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক পলে বিপলে তাঁহার অন্তরে উদয় হইত তাঁহার প্রভুর বাণী "লাএলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহেদাল্ লা ছানীয়ালাকা" হে আল্লাহ, তুমি ভিন্ন উপাস্য নাই, তুমি অদ্বিতীয়, তুমি অতুলনীয়। তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে তিনি যেন ধূলার সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া তাঁহার প্রভুকে বলিতেন "হে প্রভু তুমিত আমাদের কোন অভাব রাখনি।" তিনি পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তকের বাণী সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন—"নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উত্তম সম্পদসমূহ দান করিয়াছি, সেইজন্য তুমি তোমার

প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর আর উৎসর্গ কর।" ১০৮ ১, ২ এই আদেশ তাঁহার জীবনে সর্ব্বতোভাবে পালিত হইয়াছিল; প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য কিম্বা নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি কি তাঁহার অনুচরবৃন্দ কখনও অস্ত্রধারণ করেন নাই। তাঁহার সহচর এবং অনুচরবর্গও পবিত্র কোরআনের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া তাহা সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিতেন—"বস্তুতঃ যে আল্লাহ্ ও পরকাল আকাঙ্ক্ষা করে এবং আল্লাহ্‌র নাম সর্ব্বদা জপ করে, তাহার জন্যই আল্লাহ্‌র রছুল অতি উত্তম আদর্শ।" ৩৩ ২১ উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। পবিত্র কোরআনে যে কোন স্থানে মহানবীর গুণাবলির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার গুণের আদর্শ অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই স্থানেই মহান্ আল্লাহ্ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; এই পথ অতিবাহিত করিলে তিনি মানবত্বের পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহার স্বাধীন সত্বা কিছুই ছিল না, তিনি যেন আল্লাহ্‌তে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার দ্বারা সর্ব্বত্র চালিত হইতেন।

লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিরপেক্ষভাবে বণ্টন করিবার পর এক-পঞ্চমাংশ জাতীয় ধনভাণ্ডারে অর্পিত হইল। বন্দীগণের মধ্যে তাঁহার সহোদরার মত স্নেহশীলা তাঁহার ধাত্রীকন্যা শায়মাও তাঁহার সম্মুখে আনীতা হইলেন। মহানবী যখন তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার বসিবার জন্য আপনার পরিচ্ছদ বিস্তৃত করিয়া দিলেন, আদর আপ্যায়নে তৃপ্ত করিয়া তাঁহাকে বহু সম্মানে বিভূষিতা করিলেন এবং মদিনা নগরীতে তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিবি শায়মা অস্বীকৃতা হইলে উপায়ন স্বরূপ তাঁহাকে বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

ছফিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ হজরতের নিকট আগমন করিয়া বন্দিগণকে মুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিলে, মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) তাহাদের প্রাণে আঘাত লাগে এই প্রকার একটি কথাও তাহাদিগকে বলিলেন না এবং তাঁহার করুণার দ্বার মুক্ত করিয়া তাঁহার এবং তাঁহার অতি নিকট আত্মীয়গণের অংশানুযায়ী বিভক্ত অর্থাৎ যে সকল বন্দী তাঁহাদের অংশে পড়িয়াছিল তাহাদিগকে বিনা পণে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সহচরবৃন্দের মধ্যে কোন লোকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি যে তাহাদের নেতৃ ও কর্তৃস্থানীয়, তাহাদের ঐহিক জীবনের পরিচালক, এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ধর্ম্মগুরু, বিনয় ও সৌজন্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহানুভব মোহাম্মদ (দঃ)—এই প্রকার ভাব কোন দিনের জন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই কিম্বা মনের কোণেও স্থান দেন নাই। সেই প্রতিনিধিবর্গকে তিনি বিনীত-ভাবে বলিলেন বন্দী সকলকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতে তিনি সর্ব্বদাই ব্যাকুল, কিন্তু কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করা এছলামের নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তাঁহার ভক্ত সহচরবৃন্দ তাঁহার মনের ব্যাকুলতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া সেই ছয় সহস্র বন্দীকে বিনা শুল্কে মুক্তিদান করিলেন। উপযুক্ত গুরুর অনুরূপ শিষ্য, সেই মহা মহীরুহের অমৃতময় ফল ভোজন করিয়া তাঁহাদের প্রাণ কত উদার, কত প্রশস্ত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহা সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেই প্রকাণ্ড মহীরুহের শত সহস্র শাখা প্রশাখা আজ সমস্ত জগতে বিস্তৃত, আর তাহারই সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া বিশ্বমানব নির্ম্মল শান্তি উপভোগ করিতেছে!

যখন সাধারণ ধনভাণ্ডারে অর্পিত অর্থ-সম্পদের একভাগ কোরেশ ও বেদুইনদিগের নেতাদিগকে প্রদত্ত হইল, তখন কতক আনছার

তাঁহার অপক্ষপাতিত্বে সন্দিহান হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। দীনবৎসল মহানবী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এছলামের শিক্ষার সৌন্দর্য্যে বিভূষিত আনছারগণ নির্ভীকচিত্তে হজরতের নিকট তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। হজরত অবিচলিতভাবে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা যখন অসৎ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অসত্য পথে চালিত হইয়াছিলে, তখন আল্লাহ্ তোমাদের প্রাণে সৎবৃত্তি সঞ্চারিত করিয়া তোমাদিগকে সত্যপথে চালিত করিলেন। তোমরা পরস্পরে সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলে, ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়া হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তোমাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলেন।" তাঁহারা তখন স্বীকার করিলেন, সকলই সত্য। তৎপরে হজরত পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে এইরূপ বলিতে পার, যখন আপনি স্বজন পরিত্যক্ত, এবং সম্পূর্ণ অসহায়, জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত এবং সহস্র প্রকারে নির্য্যাতিত, তখন আমরাই আপনাকে আশ্রয় দিয়াছি।" কিন্তু সেই মহামানবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা হেতু তাঁহাদের মধ্যে কেহই এই ভাবের একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। মহামতি মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব উপলব্ধি করিলেন, তাঁহার হৃদয়ের সহিত আনছারগণের হৃদয় সংযোজনা করিয়া তিনি তাঁহাদের নিত্য প্রীতিকামী। অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়া মহানবী তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিলেন যে তাঁহার আত্মা আর আনছারগণের আত্মা এক, অভিন্ন। তাঁহাদের প্রশস্ত চিত্তে তিনি সর্ব্বদাই স্থিতিশীল, মনের নয়নে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতেন। কোরেশ এবং বেদুইন সম্প্রদায়কে কেবল

মাত্র সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে কতক পরিমাণে ধন দান করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা কি তাঁহার অন্তর জয় করিতে পারিয়াছে ? কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি পুনরায় তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর নশ্বর পদার্থের জন্য কেন এত দুঃখিত হইতেছ ? মক্কাবাসিগণ উষ্ট্র ও মেষাদি লইয়া গৃহে গমন করিবে, আর তোমরা আমাকে সর্ব্বদা তোমাদিগের মধ্যেই দেখিতে পাইবে, ইহাতে কি তোমরা সুখী হইতে পারিবে না, আর ইহা কি তোমাদের অধিক বাঞ্ছনীয় নয় ?" মহানবী আবার তাঁহাদিগের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর সমস্ত মানব যদি একপথে গমন করে আর তোমরা যদি অন্যপথে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে আমি তোমাদিগেরই পন্থানুসরণ করিব। আমার মহাপ্রভু আল্লাহ্ যতদিন না আমাকে গ্রহণ করেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমি তোমাদিগের সহিত মিলিত থাকিব।" তাহার পর তিনি একবার ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া বড় করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "হে আল্লাহ, আমার বিনীত প্রার্থনা আনছারগণের প্রতি আর তাহাদিগের পুত্র কলত্রাদির প্রতি যেন তোমার করুণা বর্ষিত হয়।" জীবনের সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তিনি তাহাদিগের সহিত এক প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ, কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে তিনি মনে ভাবিলেন সে বন্ধন ছিন্ন করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তিনি পার্থিব ধনরত্নের ভিখারী নহেন, গৃহাবাসে থাকিয়াও তাঁহার চিত্ত কোন দিনের জন্য কাম মোহিত হয় নাই, কারণ সে চিত্ত আল্লাহর সেবায়, তাঁহারই গুণগানে সতত অনুরক্ত। সেই মহাপ্রভুতে প্রেমভাব স্থাপন করিয়া তিনি সদা মনোজ্ঞ, আল্লাহ্‌র প্রেমে তিনি হৃতসর্ব্বস্ব ; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহার প্রাণের প্রভুর করুণা, তাঁহার জীবনের অমূল্য সম্পদ্। তিনি খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থসম্পদ্,

পার্থিব কোন বস্তু, কিছুরই বাঞ্ছা করিতেন না। তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছনীয়, তাঁহার পরম প্রিয় আল্লাহ্‌র মোহাব্বৎ (ভালবাসা)। মহানবীর মধুর বাক্যে আনছারগণের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হইল, আনন্দের উষ্ণ প্রস্রবণ তাহাদের নেত্রপ্রান্তে প্রবাহিত হইল! তাহাদের অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের অপেক্ষা মূল্যবান্ সেই মহাপুরুষের ভালবাসা।

সেই মহান্ আল্লাহ্‌র রছুল মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) জগতে সকল ধর্ম্মের কুসংস্কার এবং কুনীতি দুর করিয়া এছলামের শান্তি জগতের বক্ষে ব্যাপ্ত করিতে এবং শান্তির অগ্রদূত স্বরূপ সমস্ত জগতে শান্তি বিতরণ করিতে আবির্ভূত হইবেন। ইহাই সেই স্বর্গ ও ধরণীর অধীশ্বর সর্ব্ব-নিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

সেই ভুবনমঙ্গল ভুবনাধিপতির ইচ্ছায় সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) এছলামের গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়া-ছিলেন, তাঁহারই মহতী ইচ্ছায় ধরণী তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছিল। নচেৎ ক্ষুদ্র শক্তি মানব, একজন নিরক্ষর উষ্ট্রপালক পিতৃমাতৃহীন, সহায়-সম্পত্তিহীন—তাঁহার কি সাধ্য যে সেই তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত মহাসমুদ্রের মত বিপদ-সমুদ্র পার হইয়া আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য-সুখ ভোগ করিতে পারেন।

নগরীগণ প্রসবিত্রী মক্কানগরী আধ্যাত্মিকতায় আরবের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত নগরীর মধ্যমণি। সমস্ত আরববাসী বৎসরের এক সময়ে তাহাদের অন্তরের সমস্ত মলিনত্ব ধৌত করিয়া রাগ দ্বেষ কলহ বিবাদ অহঙ্কার মাৎসর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি দূরে পরিহার করিয়া এই পরম পবিত্র তীর্থে আগমন করিত এবং বিনম্রচিত্তে বিশ্বের প্রভু বিশ্বেশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিত। সমস্ত আরববাসী সহস্র

বিপদের মধ্যে এছলামের এই নব অভ্যুদয় সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহারা যখন দেখিতে পাইল মদোদ্ধত গর্ব্বিত কোরেশ-গণও এছলামের স্নিগ্ধ ছায়াতলে সমাসীন হইল, তখন চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে সমস্ত আরববাসী সেই মহা মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় সমবেত হইল। এই যে অপূর্ব্ব জাগরণ, মোহের ঘোর মুক্ত করিয়া মানবের স্বরূপ দর্শন, অজ্ঞানতার অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞানালোক বিকিরণ,—ইহা কখন বিপক্ষের ঘোষিত হিংসার তরবারি দ্বারা সাধিত হয় নাই, ইহা এছলামের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য।

বাণুতামিম সম্প্রদায় হোনায়েনের যুদ্ধে মুছলমানগণকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিয়া সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিল। তাহারা সেই পুণ্য-কীর্ত্তি মহানবীর নিকট আত্মনিবেদন করিবার জন্য প্রতিনিধিবর্গ প্রেরণ করিল। উভয়পক্ষীয় কবি ও বক্তাগণের মধ্যে এছলামের সৌন্দর্য্য, মাহাত্ম্য ও অভ্যুদয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে বাণুতামিম প্রতিনিধিবর্গ মুছলমানগণের প্রস্ফুটিত মনোবৃত্তির মনোরম সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইল এবং নবধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের অজ্ঞানতা দূর করিল।

এই সময় বাণুতায়ী সম্প্রদায়ের লোক সকল এছলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের অনল চারিদিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল। শূরগণ-শ্রেষ্ঠ হজরত আলী দুই শত অশ্বারোহী সহ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহা-দিগকে দমন করিলেন। অন্যান্য বন্দিগণের সহিত মহানুভব হাতেম-তায়ের কন্যা ছফিনা বিবি বন্দিনীরূপে আনীতা হইয়াছিলেন। জ্ঞানিগণ-প্রধান হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার জ্ঞানবত্তার বিষয় অবগত ছিলেন, জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বিদুষী ছফিনা তাঁহার বন্দিনী সহচরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে

অস্বীকৃতা হইলেন। গুণভূয়িষ্ঠ মহানবী গুণের সম্মান প্রদর্শনার্থ তাহাদের সকলকেই মুক্তিদান করিলেন। গুণগ্রাহিনী ছফিনা মহাপ্রাণ হজরতের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং তাঁহার গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া এছলাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। প্রতিদান স্বরূপ মহানবী তাঁহার সহোদর ভ্রাতাকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আরবের তদানীন্তন কাব্যশাস্ত্রবিদ্ সুপণ্ডিত কাব্‌বেন জোহর এক সময় এছলামের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। অবশেষে এছলামের সেই বিশ্ববিমোহিনী মধুর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তিনিও এছলাম গ্রহণ করিলেন। এই প্রথিতনামা কবিবরের রচিত মহা-নবীর স্তুতিগাথা বারদা নামক গ্রন্থ এছলাম সাহিত্যে অপূর্ব্ব সম্পদ্, আবালবৃদ্ধবনিতার চির আদরের সামগ্রী। এই সম্মোহন কাব্য রচনা করিয়াই তিনি অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

এই সময় আরবের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ মদিনায় আগমন করিয়া মহানবী মোহাম্মদকে (দঃ) তাঁহার ভক্তি ও প্রীতির অর্ঘ প্রদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। মহানবীর প্রতি এই অযাচিত শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহার বিবিধ গুণগ্রামে বিমুগ্ধ আরব-বাসিগণের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের প্রীতি উপহার। এজন্য কেহ তাঁহা-দিগকে উৎপীড়িত কি নির্য্যাতিত করে নাই, কেহ তাঁহাদিগকে ভীতিপ্রদর্শন কি প্রলুব্ধ করে নাই, তাঁহারা কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ কি উপদিষ্ট হন নাই। ইহা সেই বিশ্বস্রষ্টার অনুপ্রেরণা, যাহা লাভ করিয়া তাঁহারা মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য মানবের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র রছুল মহামানবের অকলঙ্ক চরিত্রে যাঁহারা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত ধর্ম্ম-

প্রচারক নামে অভিহিত যাঁহারা সঙ্কীর্ণতার বশীভূত হইয়া সেই নরোত্তম নবীর কুৎসা প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহার সম্বন্ধে যাঁহারা মনে মনেও কুভাব পোষণ করেন, তাঁহাদের শেষ বিচারের দিনে বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণ মালেকে ইয়াওমেদ্দিনের বিচারে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই তাঁহাদের কর্ম্মানুরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তগণ তাঁহার গ্লানি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কর্ণবিবর রুদ্ধ করিবেন, তাঁহাদের সন্তাপিত হৃদয়ের বেদনা একবার উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া সেই দুনিয়ার মালেকের নিকট অভিযোগ করিবেন। ইহার অধিক কিছুই করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই, করিলে তাঁহাদের অতি প্রিয়, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বিশ্বমানবের পরম বন্ধু সেই আদর্শ-শিক্ষকের নীতিশিক্ষা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মুছলমান নামের অযোগ্য হইবেন। সমাজে, সংসারে, কি সমগ্র পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করা এছলামের নীতিবিরুদ্ধ, এছলামের অনুশাসনে প্রতিহিংসা কোথাও স্থান পায় নাই। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত হইয়াছে— "এবং অন্যায় উৎপীড়ন যাহাদিগকে ব্যথিত করে, তাহাদিগের কেবল মাত্র আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে, এবং অত্যাচারের অনুরূপ শাস্তিও নির্দ্ধারিত আছে কিন্তু যিনি ক্ষমা করিতে পারেন, এবং অত্যাচারীকে সংশোধিত করিতে পারেন, তিনিই আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার পুরস্কার লাভ করিতে পারিবেন, কিন্তু ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন-কারীকে আল্লাহ্ কখন ভালবাসেন না। যিনি উৎপীড়িত হইয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতি নিন্দা প্রচারের কোন পথই মুক্ত নাই, কেবলমাত্র তাহাদিগের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচারের পথ মুক্ত আছে, যাহারা মানবের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকে, এবং পৃথিবীতে অন্যায়পূর্ব্বক বিদ্রোহ উপস্থিত করে ;

এই সমস্ত লোকের প্রতি ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে কেহ ধৈর্য্যশীল, যে কেহ ক্ষমাশীল, প্রকৃতই তাহাদের এই সমস্ত কার্য্যের সুবিচার করিয়া তাহাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে।" ৪২ঃ৩৯-৪৩ মানবকে ক্ষমাগুণে বিভূষিত করিবার কি সুন্দর বিধি এই শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। এবিষয়ে আমরা পূর্ব্বে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ মুছলমানের মধ্যে দুই একজন প্রতিহিংসাপরায়ণের কার্য্য-কলাপ আলোচনা করিয়া যাঁহারা একটা বৃহৎ সম্প্রদায়ের উপর ঘৃণা কি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকেন, ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণমনা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না। এছলাম ভক্ত মুছলমানগণ যাঁহারা পবিত্র কোরআনের এবং সেই পরমপুরুষ মহা-নবী মোহাম্মদের (দঃ) শিক্ষার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এইরূপ দুষ্কর্ম্মান্বিতের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং চিরদিনই করিবেন এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত করিবেন তাহারা মুছলমানের চক্ষেও ঘৃণিত এবং সমাজ-পরিত্যক্ত।

তবুকের যুদ্ধ ও শেষ তীর্থ দর্শন।

"এবং যদি আল্লাহ্ মানবকে তাহার অসৎ বৃত্তির জন্য ধ্বংস করিতেন, তাহা হইলে ধরণীর পৃষ্ঠে তিনি এক প্রাণীকেও পরিত্যাগ করিতেন না। কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটা সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, এমতে যখন তাহাদের মহাপ্রস্থানের সময় আগত হইবে, তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্য বিলম্ব করিতে পারিবে না, কিম্বা সেই নির্দ্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহা সংঘটন করিতে পারিবে না।" ১৬:৬১

"এবং যখন সেই মহান্ আল্লাহ্‌র ধ্বনি উত্থিত হইবে, তখন স্বর্গে এবং পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাণী বিদ্যমান আছে, সকলেই সেই শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যাহাদের উপর নিপতিত, তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে।" ৩৯:৬৮

সত্যের স্নিগ্ধ আলোক-রেখায় যখন প্রায় সমস্ত আরবদেশ উদ্ভাসিত হইল, যখন সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার, কদাচার, দুর্নীতি, দুষ্কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া আরবের অধিবাসিগণ এছলামের মনোরম ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল, যখন সুনির্ম্মল শান্তি সমীরণ চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল, যখন মহান্ আল্লাহ্‌র অনুপ্রেরণায় তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সৌভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করিল, যখন হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি দূরে পরিহার করিল, যখন অখণ্ড মানবত্বের মনোমুগ্ধকর মধুর সৌন্দর্য্য তাহাদের অন্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, যখন তাহাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়

আল্লাহ্ রগুণম ধূপানে অন্তর্ম্মুখ হইয়া উঠিল, সেই সময় আরবের আভ্যন্তরীণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী খৃষ্টান সম্প্রদায়সমূহ এছলাম ধ্বংস করিবার সর্ব্ব-প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। তাহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রোমের সম্রাট্ এবং অন্যান্য খৃষ্টান নরপতিদিগকে উত্তেজিত করিল। এই সময় রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যে পরস্পরের মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা, ইতিহাস পাঠ করিলে সকলেই তাহা অবগত্ হইবেন। সূক্ষ্মদর্শী মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সে সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

খৃষ্টান নরপতিগণের উত্তেজনায় রোমের সম্রাট এছলামের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ত্রিংশতি সহস্র সৈন্যসহ আরবের সীমান্তে অবস্থিত তবুক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্য সহস্র কিরণে ধরণী দগ্ধ করিতেছিল এবং মদিনা নগরী হইতে তবুক বহুদূরে অবস্থিত, সেজন্য যাহারা শ্রমসহিষ্ণু এবং তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার আদেশ পালন ও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিলেন। মহানবী এই বিপুল বাহিনীসহ বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত সীমান্তে অবস্থিতি করিয়াও শত্রুগণের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং সেই ত্রিশ সহস্র সৈন্যসহ তিনি পুনরায় মদিনা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় এছলামের অপার্থিব তেজোরাশি আরবদেশে পরিব্যাপ্ত, শক্তি অপ্রতিহত, সৈন্যগণও সর্ব্ববিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত; মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইচ্ছা করিলে পার্শ্ববর্ত্তী খৃষ্টান রাজ্যসমূহ সহজেই এছলাম সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারিতেন, আর যদি অসির সাহায্যে এছলাম বিস্তার করিবার উদ্দেশ্য

থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার সেই উদ্দেশ্যসাধনে কেহই বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সাহস করিত না। সমস্ত জীবনে মহাপ্রাণ রছুলুল্লাহ তাঁহার হৃদয়ের প্রভু আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অতিবড় শত্রুও তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে পারিবে না যে, ভ্রান্তির মোহে তামস ভাবাপন্ন হইয়া তিনি কখন অসত্য পথাশ্রয়ী হইয়াছেন কিম্বা তাঁহার কার্য্যে মনে কি বাক্যে ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। পবিত্র কোর্‌আনে উক্ত হইয়াছে "এবং তুমি আল্লাহ্‌র নামে অর্থাৎ তাঁহার বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, যাহারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, কিন্তু কখন সীমা অতিক্রম করিবে না।" ২:১৯০

প্রবঞ্চনা ও শঠতায় চিরঅভ্যস্ত আবদুল্লাহ্-বেন-ওবাই হজরতের মদিনা আগমনের পর হইতে প্রচ্ছন্নবেশে তাঁহার বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। বিশ্ব মানবের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী হজরতের অনুপস্থিতির সুযোগে দুষ্টবুদ্ধি আবদুল্লাহ্ আনছার ও মোহাজেরীণগণের ভিতর মনোমালিন্য সংঘটনের জন্য অবিরত চেষ্টা করিতে লাগিল। ওহোদের যুদ্ধে এই কপট বন্ধু তিনশত সৈন্যসহ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছিল; সাধ্বী সতী বিবি আয়েশার নির্ম্মল চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতে সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। কপটতার আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়া এই কপট বন্ধু এছলাম ধ্বংস করিতে ও মুছলমানগণের উচ্ছেদ সাধন করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক ছিল। প্রকৃত ভক্ত ও অকপট বন্ধুগণ তাহার বিরুদ্ধে হজরতের নিকট অভিযোগ করিলেন, কিন্তু করুণাময় মহাপুরুষ মহাপুরুষের মতই বলিলেন, "যত বড় ভণ্ডই সে হউক না কেন, আমি তাহাকে দণ্ড প্রদান করিয়া জগতের লোকের নিন্দাভাজন হইতে পারিব না।"

একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে উপাসনার পরিবর্ত্তে তাহারা সকল প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত, এবং মুছলমানগণের বিশেষতঃ মহাপ্রাণ মোহাম্মদের (দঃ) উচ্ছেদ কামনায় সদা-সর্ব্বদা মন্ত্রণা করিত। তাঁহার হৃদয়ের মণি মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিয়া মহানবী সেই সকল অপবিত্রতার আগার মছজেদটি অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিলেন। ইহায় প্রায় দুই মাস পরে মন্দবুদ্ধি আবদুল্লাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার পুত্র এছলামের অকপট-ভক্ত মহা-নবীর নিকট আগমন করিয়া তাহার পারলৌকিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিতে এবং তাহার সৎকারের সময় উপস্থিত থাকিতে তাঁহার নিকট আবেদন করিল। মহাপ্রাণ মহানবী তাঁহার পবিত্র বস্ত্র উন্মোচন করিয়া শবদেহ আচ্ছাদিত করিলেন এবং বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে তাহার জন্য নির্ম্মল অন্তঃকরণে উপাসনা করিলেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে হাওয়াজেনের রণক্ষেত্র হইতে পলায়িত সৈন্যগণ তায়েফদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। হজরত তাএফ অবরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে অবরুদ্ধ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া মদিনাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সময় ছকিয়া সম্প্রদায়ের নেতা আরওয়া অনুপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে ইয়ামন প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। সে স্থান হইতে তাএফে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি মুছলমানগণের বিশেষতঃ হজরত মোহাম্মদের ঔদার্য্য-গুণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং মদিনা নগরীতে আগমন করিয়া পবিত্র এছলামধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন সত্যসংকল্প আরোয়া দূরদর্শী হজরতের নিষেধ সত্ত্বেও তাএফে পুনরাগমন করিয়া তাঁহার দেশবাসিগণকে পবিত্র ধর্ম্মের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রবুদ্ধ করিলেন। প্রভাতকালীন উপাসনার সময় তিনি যখন আজান

ধ্বনি (মুছলমানের উপাসনার পূর্ব্বে আহ্বান গীতি) করিতেছিলেন, সেই সময় কয়েকজন মন্দবুদ্ধি তাঁহার প্রতি নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ধর্ম্মপ্রাণ অসহায় আরোয়া সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে তায়েফ ও গওয়াজ্বেন সম্প্রদায়ের ভিতর একটি খণ্ডযুদ্ধের উদ্ভব হইল। কিন্তু যখন বিরুদ্ধবাদিগণ উপলব্ধি করিতে পারিল এছলামের গৌরব-রশ্মি সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এছলামের শান্তিপূর্ণ উৎসঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

যখন বাণু তামিম, ইয়ামন. মাহ্রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকে শতচন্দ্রের শোভা-সমন্বিত এছলামের স্নিগ্ধ কিরণ ছটায় তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিল, যখন আরবের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমান্তঃরালবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ এছলামের অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইল, যখন সেই নিরক্ষর মহানবীর জ্ঞানের ও ত্যাগের মহিমা সহস্র কণ্ঠে সর্ব্বত্র নিনাদিত হইতে লাগিল, সেই সময় ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক মোছায়লেমা নামক ইয়ামামা সম্প্রদাভুক্ত একজন নেতৃস্থানীয় লোক আপনাকে আল্লাহ্র নবা বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতে লাগিল। সে ব্যক্তি মনে করিল নিরক্ষর মোহাম্মদ (দঃ) কেবল বাক্চাতুর্য্যে লোকদিগকে বশীভূত করিয়া নবী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে, সেও সেইরূপ করিলে লোকের সম্মানার্হ হইবে। কিন্তু সকল ধাতু হইতে কখন কাঞ্চনদ্যুতি নির্গত হয় না। খলিফা আবুবকরের শাসনকালে এই ভণ্ডনবী একটা খণ্ডযুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অন্যান্য খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ভিতর নাজরাণের খৃষ্টান প্রতিনিধি-গণের কার্য্যাবলী বিশেষ প্রকারে উল্লেখযোগ্য। দশম হিজরীতে উক্ত প্রদেশের সপ্ততি সংখ্যক ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান মহা-নবীর সমীপে প্রতিনিধি স্বরূপ আগমন করিলেন। আবদুল মছিহ

আকেব, ও আবুল হারেছ ও আয়হাম ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। আড়ম্বরহীন সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত বিলাস বৰ্জ্জিত রছুলুল্লাহ্ বিলাসের সর্ব্ব উপকরণে সুসজ্জিত খৃষ্টানদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। হজরত আলী তাঁহাদিগের নিকট মহানবীর মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, কোন মানবই তাঁহার চক্ষে ঘৃণিত নহে; কিন্তু তিনি বিলাসী লোককে কখন প্রীতির চক্ষে সন্দর্শন করেন না। তাঁহারা সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিলে জ্ঞানীপ্রধান হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুক্তিতর্ক স্থায় ও সত্যের ভিতর দিয়া যখন তিনি এছলামের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য বিশদরূপে প্রস্ফুটিত করিলেন, তখনও খৃষ্টানগণ তাঁহাদের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর রহিত হইয়া হজরত তাঁহাদিগকে তাঁহার নামীয় মছজেদ গৃহে বিশ্রাম করিতে বলিলেন. অতিথির উপযুক্ত সমাদর করিতে কোন ত্রুটি করিলেন না। হজরত সেই সময়ে তাঁহাদিগের উপাসনার জন্য স্বীয় মছজেদকে গীর্জ্জারূপে ব্যবহার করিতে দিয়া যে উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা জগতের বক্ষে অনুপমেয়।

সেই রাত্রে মহানবী তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে তাঁহার জীবনের পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন,—"এত করিয়া বুঝাইবার পরও যদি তাহারা তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতে থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে বলিও,—এস আমি আমার সন্তানদিগকে, তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে, আমি আমার স্ত্রীলোকদিগকে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে, আমি আমার প্রাণকে, তোমরা তোমাদের প্রাণকে আহ্বান করি (সত্যস্বরূপ সাক্ষী রাখি) আর ঐকান্তিক ভাবে প্রার্থনা করি আর বলি মিথ্যাশ্রয়ীর প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ বর্ষিত হউক।" ৩:৬০

পরদিন প্রাতঃকালে সেই মহান্ আল্লাহ্র একনিষ্ঠ সাধক হজরত রছুলুল্লাহ্ তাঁহার পরম প্রিয় পরমেশের প্রত্যাদেশবাণী তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া মোবাহেলার জন্য প্রস্তুত হইলে, সেই সব খৃষ্টান ধর্ম্ম যাজকগণ যেন ভয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। (১) এছলামের প্রদীপ্ত বহ্নিমুখে হস্ত প্রসারিত করিতে আর তাঁহাদের সাহস হইল না; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিতেও ইচ্ছা করিলেন না। অবশেষে তাঁহাদিগের সহিত উভয়পক্ষের বিশেষতঃ খৃষ্টানদিগের সুবিধাজনক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই গ্রন্থের শেষ-ভাগে সেই বিশ্ববিশ্রুত সন্ধিপত্রের সর্ত্তসকল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

আমের ও আরবাদ নামীয় পাপবুদ্ধি দুইজন নরপশু মহানবীর অতর্কিত অবস্থায় তাঁহার পবিত্র অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবার সংকল্প

---

(১) মোবাহেলার প্রকৃত অর্থ সত্যের জন্য অগ্নি-পরীক্ষা। পূর্ব্ব-রাত্রের দৈববাণী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হজরত নবী করিম তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা বিবি ফাতেমা জোহরা, হজরত আলী, এমাম হাছান, ও এমাম হোসেনকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, আমি আল্লাহ্র সমীপে যখন প্রার্থনা করিব, তোমরা 'আমীন' (প্রার্থনা গ্রহণ করুন) বলিও।" এই পাঁচ মহাত্মাকে পঞ্চতন পাক অর্থাৎ পঞ্চ পবিত্র ব্যক্তি বলে। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বিগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সন্ত্রস্ত হইলেন এবং সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। হজরত তাহাতেই সম্মত হইলেন। এই মোবাহেলা দশম হিজরীতে ঘটিয়া-ছিল। ইহার কিয়দ্দিবস পরে উক্ত খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রধান তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিজ্ঞ হারেছ, আকেব ও আরহাম এছলামের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

করিয়াছিল। দুর্ব্বৃত্ত আমের তাঁহার সহিত কথোপকথন ছলে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল, আর মহাপাপিষ্ঠ আরবাদ তাঁহাকে অসির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিবার সুযোগ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল। কিন্তু তিনি যে সেই মহাশক্তিশালী মহান্ আল্লাহ্‌র প্রতিভূ, সেই মহামহিমান্বিত স্বর্গাধিপতির রক্ষিত, পালিত এবং আশ্রিত, মন্দবুদ্ধি পাষণ্ডগণ পূর্ব্বে তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিতে পারে নাই। নীচাশয় আরবাদ তাঁহার সোণার অঙ্গে আঘাত করিতে সাহস করিল না। অবশেষে পাপাত্মা আমের যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের পাপ অভিসন্ধি ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন তাঁহাকে বাক্‌চাতুর্য্যে বশীভূত করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল। কিন্তু ভবিষ্যৎদর্শী মহানবী তাহাদের পাপ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাদের অনুগমন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ব্যর্থমনোরথ হইয়া দুষ্টবুদ্ধি আমের প্রত্যাগমন-কালে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিল, সে অনতিবিলম্বে প্রভূত সৈন্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিবে। সত্যসন্ধ মহানুভব মহানবী একবার ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রভুকে তাঁহার হৃদয়ের কথা নিবেদন করিয়া বলিলেন, "প্রভু হে, আমি যে তোমার অতি দীনতম সেবক, তোমার কাছে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই, এই পাপ-বুদ্ধি আমেরবেনের কুকার্য্যের অনুরূপ শাস্তি প্রদাতা একমাত্র তুমি" আল্লাহ্‌র রছুল কিছুক্ষণ আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে মহাপাপিষ্ঠ আমেরবেন প্লেগ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার পাপ সঙ্কল্পের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ভক্তবৎসল মহান্ আল্লাহ্ করিয়া দিলেন। তিনিই একমাত্র অবগত আছেন জীবনের পরপারে কোথায় তাহার গতি হইয়াছে।

অবশেষে এছলামের সমুজ্জ্বল গৌরবভাতি যখন সমস্ত আরব উপত্যকায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন সেই উপত্যকার এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত মানব সেই মহামানবের প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিল। এছলামের মহামন্ত্র ত্যাগ, ত্যাগে এছলামের আত্মপ্রতিষ্ঠা, সেই ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত আরববাসী মহান্ আল্লাহ্‌র অনুপ্রেরণায় তাহাদের আলস্য ও জড়তা, কুসংস্কার ও কদাচার, দুর্নীতি ও দুষ্প্রবৃত্তি, পানাসক্তি ও ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিহারপূর্ব্বক দ্রুতগতিতে সেই ভুবন মঙ্গল মহান্ আল্লাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দৈবশক্তির দোহাই দিয়া যাহারা এতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের কর্ম্মশক্তিতে অনবহিত ও নষ্টদৃষ্টি ছিল, এবং দেহাত্মবোধে ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়া ইনি শত্রু, ইনি মিত্র, ইনি আত্মীয়, ইনি অনাত্মীয় এই প্রকার অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া মনুষ্য নামের অযোগ্য ছিল, এখন সেই মহামানবের অলৌকিক প্রভাবে তাহাদের অন্তরে বিশ্বপ্রেম ফুটিয়া উঠিল, এখন তাহারা একটা কর্ম্মপ্রবণ জাতি বলিয়া পৃথিবীর মধ্যে পরিগণিত হইল এবং অন্ধকারের পরপারে নীত হইয়া জগতের লোকের নিকট জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, শিল্পে, বিজ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ে সমাদৃত হইল।

"আজ আমি (আল্লাহ) তোমার ধর্ম্ম পূর্ণ করিলাম এবং তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ হইল।" ৫ ৩

"আমি তোমার জন্য এছলাম ধর্ম্মই মনোনীত করিলাম।" ৫ ৫

"এবং ইহা হন তিনি (সেই আল্লাহ্) যিনি তোমাকে পথ প্রদর্শক-রূপে সত্য ধর্ম্মসহ তাঁহার রছুল বলিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনিই এই ধর্ম্মকে অপর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা বলবৎ করিয়া দিবেন ও তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবেন, যদিও বহু ঈশ্বরবাদী লোকসকল তোমার বিরুদ্ধাচারী হইবে।" ৯ ৩৩

ইহা সেই মহান্ আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী। এছলাম যে একদিন সমস্ত মানবের গ্রহণযোগ্য হইবে এবং ইহার সুনীতি ও সংশিক্ষা সমস্ত মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, আর ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া জগতে বিস্তার লাভ করিবে, এই সমস্ত তত্ত্বই এই শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ অপর ধর্ম্মের সমস্ত গ্লানি যেমন বহু ঈশ্বরবাদিত্ব, ভূতপ্রেত, বৃক্ষপ্রস্তর, দৈত্যদানব ইত্যাদির পূজা, ধর্ম্মের নামে অত্যাচার, অনাচার, যেমন নরপূজা এবং নরবলি প্রভৃতি বিবিধ কুসংস্কার, এছলামের মাহাত্ম্যে দূরীভূত হইয়াছিল।

"এবং এই কোরআন এই প্রকার নহে যে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন লোক ইহা জাল করিতে পারিবে; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যাহা প্রেরিত হইয়াছে, তাহাই সুসংস্কৃত করিয়া এবং তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ইহা প্রেরিত হইল।" ১০ ৩৭

প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বে যে সমস্ত জটিল বিষয়, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে মীমাংসিত হয় নাই, এই পবিত্র পুস্তকে সেই সমস্ত বিষয় অতি বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"আমার অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ্, যিনি এই পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক তাঁহার মঙ্গলময়ী বাণীদ্বারা পূর্ণ করিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং সাধুলোকের তিনিই পরম বন্ধু। তিনি ব্যতীত অন্য যাহাকে তোমরা আহ্বান কর, কেহই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে না, এমন কি তাহারা নিজেকে নিজে সাহায্য করিতে পারে না। এবং যদি পথপ্রদর্শনার্থ তাহাদিগকে সম্বোধন কর, তাহা কি তাহাদের শ্রুতিগোচর হইবে, তুমি দেখিতে পাইবে, তাহারাই (সাহায্যের জন্য) তোমার দিকে চাহিয়া আছে। কেহ অপরাধ করিলে তিতিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, প্রত্যেক মানবকে সৎকর্ম্ম করিতে শিক্ষাদান করিবে,

যাহারা অবোধ, মূর্খ (যাহারা সত্যবাণী শ্রবণ করিয়াও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা না করে) তাহাদিগকে পরিহার করিবে। শয়তান যদি তোমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয় শ্রবণ করিতেছেন, সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন। যখন শয়তান কর্তৃক তুমি বিপদে পতিত হইবে, তখন ধীরচিত্তে নিজের উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিবে, কিন্তু তখন তাহারা তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবে এবং দেখিতেও পাইবে। কিন্তু তাহাদের ভাইবন্ধুগণ তাহাদিগকে ভ্রমে নিপতিত করিবে, (এই জন্য) তাহারা নিবৃত্ত হইতে পারিবে না।" ৭ ১৯৬ ২০২

"যখন পবিত্র কোরআন আবৃত্তি করা হইবে, মনোযোগপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবে, তাহা হইলেই তাঁহার দয়া তোমার প্রতি প্রকাশ পাইবে। এবং তোমার প্রভুকে মনে মনে স্মরণ করিবে, তাঁহাকে ভয় করিবে, সর্ব্বদা বিনীত থাকিবে, এবং প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে কোমল কণ্ঠে তাঁহার স্তোত্রগান (উপাসনা অর্থাৎ নামাজ) করিবে এবং অসতর্ককারীর মত অবস্থান করিবে না, অর্থাৎ (শত্রুগণের নিকট) সতর্ক থাকিবে। তোমার প্রভুর সহিত যাহারা সর্ব্বদা স্থিতিশীল (যাহারা আল্লাহ্‌র নাম সর্ব্বদা স্মরণ করে) তাহারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে কখন অহঙ্কার প্রকাশ করে না, তাঁহারই মহিমা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করে এবং তাঁহার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে।" ৭ ২০৪ ২০৬

আমাদের সাংসারিক জীবনে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে ইহার অপেক্ষা মধুর উপদেশ আর কি হইতে পারে। মহানবীর প্রফুল্ল মুখাম্বুজ হইতে এই সমস্ত স্বর্গীয়বাণী জগতের কল্যাণার্থ নিঃসৃত হইয়াছিল। এছলাম যে শান্তির ধর্ম্ম, ইহার প্রতিষ্ঠা যে অহিংস নীতির উপর, মুছলমানকে কি প্রকার ক্ষমাগুণে ভূষিত হইয়া জগতের উপকার সাধন করিতে

হইবে, উপরিউক্ত শ্লোকের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত। শত্রুগণ (শয়তান) যদি সেই মানবের চিরমঙ্গলকামী মানব শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদের (দঃ) বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে, এছলামের নীতি অনুসারে তাহাকেও ক্ষমা করিতে হইবে। পণ্ডিতপ্রবর মাওলানা মোহাম্মদ আলি তৎকৃত পবিত্র কোরআনের ইংরাজি অনুবাদে "ক্ষমাই এছলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের একমাত্র ভূষণ," ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাণের যাতনায় মুছলমান আল্লাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করিবে কিন্তু হিংসার তাড়নায় কখন অশান্তির সৃষ্টি করিবে না। পবিত্র কোরাণের সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ্ করুণাময়, ক্ষমাশীল।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ধর্ম্ম এছলাম। ইহাতে সমস্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং সারতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। ইহা জগতের বক্ষে শান্তির স্রোত অব্যাহত রাখিবে। শান্তির অগ্রদূত (হজরত রছুলুল্লাহ) অগ্রসর হইয়া এছলামের অতি বিস্তৃত পথ হইতে সমস্ত আবর্জ্জনা সমস্ত কলুষ দুরীভূত করিবেন।

অহিংসা ও আধ্যাত্মিকতার পথে মক্কা বিজয়

মদিনা নগরীতে আগমন করিবার পর নবম বর্ষ অতিবাহিত হইল, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সমস্ত আরবদেশ হইতে পৌত্তলিকতা একেবারে বিদূরিত হইল না। এতদিন পর্য্যন্ত হজরতের তীর্থ-দর্শন "ওমরাহ ব্রত" অসম্পূর্ণ তীর্থদর্শন বলিয়া অভিহিত হইত। এই বৎসর একজন ভক্ত মুছলমানকে হজরত আবুবকরের নেতৃত্বে পবিত্র মক্কা তীর্থে প্রেরণ করা হইল। ইহার কিছুদিন পরে পরম ভক্ত হজরত আলী তীর্থ উপলক্ষে কাবাগৃহে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তখন হইতে বহু ঈশ্বরবাদী কোন লোক পবিত্র মক্কা তীর্থে আগমন করিতে পারিবে না। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সমস্ত আরববাসীকে একেশ্বরবাদী করিতে যেন দুন্দুভিনাদে ঘোষিত হইয়াছিল। হিজরী দশম অব্দ এছলামের ইতিহাসে অতি গৌরবের বৎসর, এই বৎসর আরবের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিলে বহুঈশ্বরবাদী একজনও পরিদৃষ্ট হইত না। ন্যূনকল্পে এই বৎসর একলক্ষ চব্বিশ হাজার ভক্ত মুছলমান আরবের সর্ব্বস্থান হইতে পবিত্র মক্কা তীর্থে সমবেত হইয়াছিল।

বিপুলকীর্ত্তি হজরত রছুলুল্লাহ একদিন যে স্থান হইতে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছিলেন, আজ নবমবর্ষ পরে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, জন্মভূমির স্নেহ কোমল উৎসঙ্গে স্থান পাইয়া ভাবাবেশে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইল। নির্ব্বেদ প্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের আনন্দোজ্জল মুখকমল হইতে তাঁহার পরম প্রিয় মহান্

আল্লাহ্‌র গুণানুবাদ ঐক্যতানে উত্থিত হইল। এই লক্ষাধিক কণ্ঠে ধ্বনিত তাঁহার হৃদয়ের প্রভুর গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ইন্দিবর নয়ন ভেদ করিয়া আনন্দাশ্রু যেন সহস্রধারে নির্গত হইতে লাগিল। তখন নিষ্ঠাযুক্ত রতি, যাহা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়-মধ্যে নিত্য-প্রবাহিতা ছিল, তাহা তাঁহার ভক্তবৃন্দের হৃদয়-কন্দরে সঞ্চারিত হইয়া যেন এক পবিত্র প্রেমের সূত্রে সমস্ত হৃদয় সংযুক্ত করিল। সেই লক্ষাধিক মানব-হৃদয়ের চিত্রপট বিশ্বপ্রাণ মহামানব তখন নিজের প্রশস্ত হৃদয়পটে চিত্রিত দেখিতে পাইলেন। এক আল্লাহ্‌, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহামহিমান্বিত অধীশ্বর, আর এক মানব, তাঁহারই সৃষ্টি, একই উপাদানে গঠিত, দেহ, আত্মা, মন,—পবিত্র কোরআনে প্রভুর বাক্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন, তখন তাঁহার মন যেন অনন্ত আকাশে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইল। সেই লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দের মুখ-নিঃসৃত মহাপ্রভুর গুণ পীযূষ পান করিয়া তাঁহার আত্মার পরিতোষ সাধিত হইল। তখন সেই পুণ্যকীর্ত্তি পূত চরিত্র মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রকার ঐহিক কামনা বর্জ্জিত হইয়া (১) তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তিসূত্র দ্বারা তাঁহার আত্মার সহিত বিশ্বনিয়ন্তাকে আবদ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রাণীকে সেইরূপ প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। জ্ঞানবৃক্ষের উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিয়া তিনি মানস-নেত্রে দেখিতে পাইলেন, তিনি যেন মানবত্বের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া এক মানবে পরিণত হইয়াছেন। স্বধিতীর প্রচণ্ড প্রহারে ভেদ নীতির

---

(১) "এবং মনে রাখিও এই পার্থিব ধনসম্পত্তি এবং তোমার সন্তান-সন্ততি কেবলমাত্র প্রলোভনের জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, এবং আল্লাহ্‌ হন তিনি, যাঁহার নিকট সর্ব্বোত্তম পুরস্কার রহিয়াছে।"

মূলোচ্ছেদ হইল, মহামানব যেন সর্ব্বভূতে এক হইয়া তাহাদের অন্তরে অন্তরে বিলীন হইয়া রহিলেন। এক আল্লাহ্ জগতস্রষ্টা, জগতপাতা, জগৎ-সংহারকর্ত্তা, জ্ঞানসিন্ধুর পরপারে আনন্দময় পরমাত্মা, মহামানবের লক্ষ্য এক—সেই সচ্চিদানন্দ আনন্দঘন পরমাত্মা, তিনি তাঁহারই সাহায্যে সেই সহস্র সহস্র শত্রুপূর্ণ মহাসিন্ধু পার হইতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন এক আল্লাহ্, এক মানব। তাঁহার অনুরক্ত ভক্তবৃন্দও সেই দিন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন তাঁহার ভক্তির বিকাশ, তাঁহার জ্ঞানের বিকাশ, তাঁহার শক্তির বিকাশ, তিনি কেবলমাত্র আরবের নহেন,—তিনি আরবের, পারস্যের, তিনি মিশরের, তুরস্কের, তিনি ভারতের, তিনি ভূভারতের সমস্ত মানবের, চিরস্মরণীয়, চিরবরেণ্য, কীর্ত্তিমান মহাপুরুষ। সাধক প্রবর মহানবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সাধনা এবং বিশ্বাস এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, যে একের ঐকান্তিকতার উপর সামান্য একটু আঘাত লাগিলে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইত। সমস্ত জীবনে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই যে তিনি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যেভাবে চালিত করিতেছেন, তিনি সেইভাবেই চালিত হইতেছেন, তাঁহার পৃথক্ কি স্বাধীন সত্ত্বা কিছুমাত্র নাই। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী এই বিশ্বাস তাঁহার অন্তরকে বজ্রের মত কঠোর করিয়াছিল, সেই সত্যমঙ্গলময় মহাপ্রভুর দ্বারা সত্যের জয় অবশ্যই ঘোষিত হইবে, তাই তিনি শত্রুগণের অমানুষিক অত্যাচার, তাহাদের অতি কঠিন নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি কর্ম্ম-জগতে সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন মানবের প্রকৃত বীরত্ব সহিষ্ণুতায়, মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূষণ ক্ষমা, প্রতিহিংসার পথে বীরত্ব নাই, প্রতিহিংসা মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কিন্তু ক্ষমার ভিতর মানবত্ব পরিস্ফুট হইয়া

উঠে। (১) জন্মভূমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তিনি জয়মাল্যে বিভূষিত হইলেন,—যে সকল দুর্দ্ধর্ষ শত্রু তাঁহাকে একদিন তাঁহার পিতৃ-পিতামহ অধ্যুষিত বাসভবন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, আজ তাহারা আসিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। তিনি তখন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিলেন তাঁহার পার্থিব জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কোন মানব তাঁহার কর্ম্মজীবনে এইরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র দীপ্ত জ্ঞানাগ্নিশিখায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় আলোকিত, আর সেই আলোকে তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন তাঁহার মানসপটে চিত্রিত আল্লাহ্‌র বাণী—"তাঁহার পার্থিব জীবনের কার্য্য শেষ।" তাঁহার অনন্তের পথে যাত্রা করিবার সময় আগতপ্রায়। মানবের ঐহিক ও পারমার্থিক জীবনের সম্পূর্ণতা

---

(১) সেই নরোত্তম মহানবী মোহাম্মদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আজ মহাত্মা গান্ধী যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন এবং জগতের লোককে দেখাইতে পারিয়াছেন যে মানবের প্রকৃত বীরত্ব অহিংসার পথে, প্রতিহিংসা মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তিকে দমন করাই বীরজনোচিত কার্য্য। জগত জয় করিবার সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র ভালবাসা, প্রেম, প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিলে পরম শত্রুও পরম মিত্র হইয়া থাকে, তাহার এমন শক্তি নাই যে, সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। আদর্শ মহাপুরুষ মোহাম্মদের আদর্শে অনুপ্রাণিত বর্ত্তমান যুগের নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন তিনি আজীবন মহানবী মোহাম্মদের পদচিহ্ন অনুসরণকারী। সেই মহাপ্রাণ মোহাম্মদের দৃষ্টান্তে মহাত্মা সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন যে শত্রুকে আয়ত্তাধীনে আনিবার সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র ক্ষমা, মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার।

লাভ করিবার সমস্ত নিয়মাবলী পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহারও কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন তাঁহাকে অনন্তের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

মিনার উন্মুক্ত প্রান্তরে হজরত রছুলুল্লাহ্ একটা উষ্ট্রপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিপুল জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে সেই মহান্ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে পারিয়াছেন। এই বিশ্বপ্রকৃতির একমাত্র নিয়ামক মহান্ আল্লাহ্, তাঁহার সৃষ্ট জীব কাহারও পাপ অথবা পুণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই, অজ্ঞানের দ্বারা তাহাদের জ্ঞান আবৃত থাকে এবং তাহাতেই তাহারা মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সেই বিশ্বনিয়ন্তার পরম, অনুপম গুণাবলির স্বরূপ অবগত না হইয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়াতীত তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গম্য মনে করে। যেমন মৃত্তিকা প্রস্তরাদি মূর্ত্তি গঠিত করিয়া তাঁহাকে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গম্য মনে করিয়া তাঁহার উপাসনা করে। পরম জ্ঞানী পরমার্থ তত্ত্ববিদ্, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সমস্ত ভক্তবৃন্দকে এই প্রকার অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাই সেই বিপুল জনতা তখন যেন সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বন্ধন মুক্ত হইয়া সেই মহাপুরুষের প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়া এক স্বর্গীয় আলোকে হৃদয় প্রদীপ্ত হইল। এক অভিন্ন অভেদাত্মা আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত, মানবত্বের এক অখণ্ড সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ, তখন তাহাদের মধ্যে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, কলহ নাই, বিবাদ নাই, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই—প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব মিলন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতি সংস্থাপন, মিলনের সেই অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সমবেত সেই বিপুল জনতা তখন ঊর্দ্ধনেত্রে অনন্তের দিকে চাহিয়া সেই

সৃষ্টি-স্থিতি রক্ষাকর্ত্তা মহান্ আল্লাহ্র জয় ঘোষণা করিয়া সমস্বরে বলিল, "আল্লাহো আকবর।"

সেই গগন-বিদীর্ণকারী মহাশব্দে যেন সমস্ত পৃথিবী এবং সেই সঙ্গে উরুকীর্ত্তি মহানবীর অন্তরও আলোড়িত হইল। তখন তাঁহার অন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত হইল, "হে প্রভু, আমার প্রাণের প্রভু এ যে তোমারই করুণা, অসীম অনন্ত করুণা, আমি যে তোমার অতি দীনতম সেবক, আমার কি সাধ্য যে তোমার সৃষ্ট এই সব মানবকে আমি সত্য পথে চালিত করিতে পারি।" সত্বগুণের আবির্ভাবে তাঁহার অহং জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইল, আল্লাহ্ মানবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে গঠিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে যেন রাজপথের ধুলার মত নিরহঙ্কার থাকিতে হইবে। "আমরা সকলেই এক আদমের সন্তান, আর তিনি ধুলায় রচিত", কোরআনের এই মহৎভাব তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত হইল। মহানবী তখন তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে সেই বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার হৃদয়ের প্রভুকে ধন্যবাদ দিলেন, তাহার পর সেই জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আমার প্রাণসম ভ্রাতৃবৃন্দ, আমার পরমভক্ত সহচরগণ, আমার অকৃত্রিম বন্ধুগণ, আজ তোমরা অবহিত চিত্তে আমার বাণী শ্রবণ কর, আমি জানিনা বলিতে পারি না, আর কি এই শুভ মুহূর্ত্ত, মিলনের এই পবিত্র ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আর কি আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব, আর কি এই শুভ মুহূর্ত্ত আমার জীবনে ফিরিয়া আসিবে?" নেত্রাশ্রু সহস্র ধারে তাঁহার ইন্দিবর নেত্র ভেদ করিয়া বিগলিত হইল, ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইল। তাহার পর তিনি পুনরায় তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কি জান আজ কি দিন, তোমাদের জীবনে আর আমার জীবনে আজ কি দিন? আজ 'ইয়াওমোল-নহর', ত্যাগের

উৎসর্গের অতি পবিত্র দিন। তোমরা কি জান আজ কি মাস? ইহা অতি পবিত্র মাস। তোমরা কি জান ইহা কোন্ স্থান? ইহা অতি পবিত্র স্থান। সেই জন্য আমি আজ তোমাদের সকলকেই বলিতেছি তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পত্তি, তোমাদের ঐশ্বর্য্য আর তোমাদের সম্মান, পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের অতি পবিত্র, এই পবিত্র দিনের মত পবিত্র, এই পবিত্র মাসের মত পবিত্র, এই পবিত্র স্থানের মত পবিত্র; ইহার যেন কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না হয়। আজ যাহারা অনুপস্থিত, তাহাদের নিকট যাহারা উপস্থিত আছ, তাহারা এই শুভ সংবাদ বহন করিবে। তোমরা সকলে মনে রাখিবে যেন তোমাদের অন্তরে অমৃত নদী সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়, আরও মনে রাখিবে একদিন তোমরা তোমাদের প্রভুর সহিত মিলিত হইবে, আর সেই দিন তিনি তোমাদের কার্য্যের কৈফিয়ৎ লইবেন।

আজ উত্তমর্ণের ঋণোৎপাদকশক্তি খর্ব্ব হইল, আজ হইতে কুশীদ 'হারাম' বলিয়া মুছলমানের নিকট চিরদিনের জন্য ঘৃণ্য হইবে। ঋণী ঋণের প্রকৃত অর্থ পরিশোধ করিবে এবং আমার পিতৃব্য আবদুল মোত্তালেব তনয় আব্বাছের প্রদত্ত ঋণ হইতে ইহা আরম্ভ হইবে।

অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তির দিনে যে সমস্ত হত্যাকার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল, আজ তাহা ক্ষমা করা হইল এবং সকলের অগ্রণী রাবি-বেন-হাবেছের হত্যাকারীকে ক্ষমা করা হইল। অজ্ঞ যুগের প্রতিহিংসা-মূলক বংশানুক্রমিক রক্তপাত প্রথা রহিত করা হইল। আমার তিরোভাবে তোমরা ভ্রান্ত হইয়া একে অন্যের শিরোচ্ছেদ করিও না, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও তোমাদিগকে মহাপ্রভুর সমীপে উপনীত হইতে হইবে, তৎপরে তোমাদের কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে। পাপী স্বীয় কৃত পাপের জন্য নিজেই দায়ী।

হে :আমার প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আর তোমাদের কোন ভয় নাই। আমাদের এই পবিত্র দেশে শয়তান আর তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে না, কোন গৃহে আর শয়তানের পূজাও হইবে না। যদি অতি তুচ্ছ বিষয়ে তোমরা তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন কর, তাহাও তাহার আনন্দদায়ক হইবে। সে জন্য তোমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখিতে তোমরা সর্ব্বদা সতর্ক রহিবে।

হে আমার প্রিয় মানবমণ্ডলী, তোমরা স্মরণ রাখিবে তোমাদের সহধর্ম্মিণীর উপর তোমাদের যে অধিকার, তোমাদের উপরও তাহাদের সেই অধিকার। তাহারা সেই মহান্ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের প্রতিভূ, তাঁহারই অপূর্ব্ব দান। সুতরাং তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা দয়া প্রদর্শন করিবে, আর তোমাদের ক্রীতদাসের প্রতি তোমরা সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবে। তোমরা যাহা আহার করিবে, তাহাদিগকে তাহাই দিবে, তোমরা যাহা পরিধান করিবে, তাহাদিগকে তাহাই পরিধান করিতে দিবে।

হে এছলামের একনিষ্ঠ সেবকগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আমার প্রিয় সুহৃদগণ, তোমরা সকলেই প্রণিধানপূর্ব্বক আমার এই হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, আর সর্ব্বদাই এই বাক্য স্মরণ রাখিবে; তোমাদের অন্তরে যেন এই সত্য বদ্ধমূল থাকে যে, প্রত্যেক মুছলমান প্রত্যেক মুছলমানের ভ্রাতা; সেই মহান্ আল্লাহ্ নিত্য অপক্ষপাতী, তাঁহার নিকট তোমরা সকলেই সমান, তোমাদের সকলেরই অধিকার এক এবং বাধ্য বাধকতায় পরস্পর পরস্পরের সমতুল্য। একই সৌভ্রাত্রসূত্রে পরস্পর আবদ্ধ, সুতরাং একের নিকট হইতে অন্যে কিছুই গ্রহণ করিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাহা স্বেচ্ছায় বিতরণ না করিবে। তোমরা কেহ কাহারও প্রতি কোন রূপ দুর্ব্যবহার করিবে না কিম্বা কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেনা।

আভিজাত্যের গর্ব্ব গুণিগণের পদতলে বিমর্দ্দিত হউক। অ-আরবের (আরববাসী ভিন্ন অন্য জাতি) উপর আরবের (আরববাসীর) কোন মহত্ব নাই; আরবের উপর অ-আরবেরও কোন মহত্ব নাই। সকল মানবই সৃষ্টির আদি পুরুষ আদমের সন্তান এবং আদম মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিলেন। যদি কোন কৃষ্ণকায় কাফ্রী ক্রীতদাস তোমাদের উপর প্রভুত্ব লাভ করে এবং সে তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থের দিকে (আল্লাহর নির্দ্দিষ্ট সুপথে) পরিচালিত করে, তবে তাহার বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে এবং তাহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবে। যে ধর্ম্মপরায়ণ, সেই মর্য্যাদাশালী।" ৪৯: ২

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "হে মানব মণ্ডলী, আমি তোমাদের মধ্য হইতে, তোমাদের জন্য একজন রছুলকে প্রেরণ করিয়াছি, যিনি তোমাদিগের নিকট আমার পবিত্র বাণী আবৃত্তি করিবেন, যিনি তোমাদিগকে (পাপের কার্য্য কুসংস্কার ইত্যাদি) পবিত্র করিবেন, এবং যিনি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ এবং জ্ঞান শিক্ষা দিবেন, আর তোমরা যে সমস্ত বিষয় অবগত ছিলে না তাহা তিনি শিক্ষা দিতেছেন" ২: ১৫১

প্রভুর নিকট হইতে এই প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিয়াও তাঁহার আত্মমর্য্যাদা (তমভাব) এক কনিকামাত্রও বৃদ্ধি পায় নাই, তাই তখন অহং ভাব বিসর্জ্জন দিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হে মহান্ আল্লাহ্ হে বিশ্বনিয়ন্তা, অনাদি, অনন্ত, হে নির্ম্মল শান্তিপ্রদাতা, হে করুণাময় মহাপ্রভু, আমি যে তোমার অতি দীন সেবক, আমি কি তোমার আদেশ পালন করিতে সমর্থ হইয়াছি? তোমার বাণী মানব সমাজে প্রচার করিতে পারিয়াছি?"

তখন সেই বিরাট জনতা আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "নিশ্চয় পারিয়াছেন, আল্লাহ্‌র আদেশ অক্ষরে

অক্ষরে পালন করিয়াছেন, সমস্ত বিশ্বে শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে পারিয়াছেন।"

সেই মহাযোগী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আপ্ত মহাপুরুষ ছিলেন, সুতরাং ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা বিপ্রলম্ভ ইত্যাদি কোন অসৎগুণ থাকিতে পারে না, তাঁহার বাক্য অমোঘ, অব্যর্থ এবং অলৌকিক আপ্ত বাক্য। তিনি যোগানুষ্ঠান, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দোষ সম্পর্কশূন্য হইয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার উপদেশ মনুষ্যজীবনে সর্ব্বদাই কার্য্যকরী, আর তাহা কখনও অসত্য হইতে পারে না, তাঁহার সমস্ত বাক্যই মানবের বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী এবং ইষ্ট সাধক। সমস্ত জীবনে মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) জীবহিতবোধক ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সমস্ত বাক্যই জীবের কল্যাণার্থ তাঁহার কমল মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। করুণাময় আল্লাহ্, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির মর্য্যাদা যেন অনন্ত কালের জন্য রক্ষিত হয়!

বিবাহ

সমস্ত জীবনে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কখন রূপজ মোহাক্রান্ত হইয়া বিবাহ করেন নাই। প্রথম যৌবনে যখন কামাসক্ত চিত্তে বাসনার রাশি ফুটিয়া উঠে. যখন ঐহিক ভোগ-লালসায় ইন্দ্রিয়-সকল দুর্দ্দমনীয় হয়, সেই সময় তিনি একজন প্রৌঢ়া বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চবিংশতি বৎসর আর তাঁহার স্ত্রী বিবি খোদেজার বয়স উনচত্বারিংশৎ বৎসর। যোষিৎকুল-প্রধানা এই মহিয়সী মহিলার কীর্ত্তিকলাপ আমরা পূর্ব্বে এই গ্রন্থে বিশদ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। পুরুষ শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বয়স যখন পঞ্চাশৎ বৎসর, সেই সময় তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বিবি খোদেজা মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। হজরত তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল এই প্রৌঢ়া বিধবার সহবাসে পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যৌবনের উষ্ণ রক্ত যখন তাঁহার শরীরে প্রবাহিত ছিল, তখন তিনি বিবি খোদেজার প্রেমে পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মোসলেম কুলজননী মহামহিমান্বিতা বিবি খোদেজার মহাপ্রস্থানের পর মহানবী তাঁহার পরম বন্ধু হজরত আবুবকরের স্নেহময়ী কন্যা কুমারী আয়েশার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ভিতর একমাত্র বিবি আয়েশাকেই তিনি কুমারী অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। (১) সূক্ষ্মদর্শী মহানবী তাঁহার জীবনের

---

(১) মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন আরবে আবির্ভূত হইলেন, তখন সেখানে নারী জাতিও অধঃপতনের শেষ সীমায় পতিতা

অপরাহ্ন কালে যখন মানবের মনোবৃত্তি শিথিল হইয়া যায়, যখন যৌবনের উষ্ণ রক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে, যখন কামনার দীপ্ত বহ্নি ইন্ধন অভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেই সময় কতিপয় বিধবা নারীকে

ছিল। যে আদর্শে তিনি পুরুষচরিত্র গঠিত করিয়াছিলেন, নারী চরিত্র গঠিত করিতেও তিনি সেই আদর্শ নারী জাতির সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী বিবি খোদেজার মৃত্যুতে তিনি এই আদর্শ নারীর অভাব অতি তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। নারী জাতির উন্নতি, নারী জাতির ঐহিক ও পারমার্থিক কল্যাণ কামনায় তাঁহার উদার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। একজন আদর্শচরিত্রা নারীকে সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহার সে বাসনা সে কামনা চরিতার্থ হইতে পারে না; সেইজন্য একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী বিদূষী রমণীকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়া নিজের হৃদয়ের অনুরূপ গঠিত করিয়া সমস্ত নারী জাতির মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি দৃঢ় প্রযত্ন হইয়াছিলেন। এই সকল উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া আর তাঁহার পরম বন্ধু হজরত আবুবকরের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য তিনি পূতচরিত্রা প্রতিভাশালিনী বিবি আয়েশাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মানবের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কমল মুখ হইতে যে অমৃত নিস্যন্দিনী উপদেশ বাণী (হাদিস) নির্গত হইয়াছিল, বিবি আয়েশা তাহা স্মৃতিপটে মুদ্রিত করিয়া না রাখিলে সেই সমস্ত উপদেশাবলী জন সমাজে প্রচারিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বিবি খোদেজার মৃত্যুর পর তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার গুণাবলি কীর্ত্তন করিতেন, শুনিয়া শুনিয়া একদিন বিবি আয়েশা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তিনি কি বৃদ্ধা ছিলেন না, আর সেই মহান

বিবাহ করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক বিবাহ ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সমস্ত বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য আরবের তদানীন্তন বহুধা বিভক্ত মানব জাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন আর কয়েকটি দুর্দ্ধর্ষ জাতির মধ্যে বহুকালের প্রজ্বলিত সমরানল চিরতরে নির্ব্বাপন তাঁহার জীবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, মিলনের সূত্রে পরস্পর পরস্পরকে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপন। এই সমস্ত বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা বিশেষ

আল্লাহ্ তাঁহার অপেক্ষা গুণবতী ও রূপবতো রমণী রত্নকে কি তাঁহার স্থলাভিষিক্তা করেন নাই ? "না" বলিয়া মহানবী পুনরায় তাঁহার মৃত পত্নীর গুণানুকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে তিান কোনদিনের জন্য স্ত্রৈণ পুরুষের মত কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন নাই। সুতরাং বিবি আয়েশার সহিত তাঁহার বিবাহ সেই মহান্ আল্লাহ্র ইচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছিল, কেবলমাত্র জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য।

কাব্যশাস্ত্রে মোছলেম কুলজননী বিবি আয়েশা ছিদ্দিকার (রাঃ) বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, সমগ্র কোর্‌আন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ভর্ত্তা স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার সহচরগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু জটিল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন কূটতর্ক কিম্বা বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে তিনি কোরআনের আয়েত এবং মহানবীর উপদেশাবলী (হাদিস) উদ্ধৃত করিয়া সেই সমস্ত বিষয় সুমীমাংসা করিয়া দিতেন। এইরূপ প্রায় তিন সহস্র হাদিস তাঁহার স্মৃতির ফলকে মুদ্রিত ছিল। পরবর্ত্তী খলিফা চতুষ্টয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং কখনও কখনও রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার অভিমত ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

প্রকারে ফলবতী হইয়াছিল। আত্মীয়তার পবিত্র নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া এছলামের চিরশত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করা তাঁহার পরিণত বয়সে বিবাহ করিবার অন্যতম গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। কয়েকটি আশ্রয়-হীনা উপেক্ষিতা বিধবা রমণীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার অন্তঃকরণকে ব্যথিত করিয়াছিল। তিনি যেন তাহাদের ঈপ্সিত, চির আকাঙ্ক্ষিত, তাহাদিগের ভর্ত্তা, স্বামী, আশ্রয়দাতা, প্রতিপালক, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি আর তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। দূরদর্শী হজরত কেবলমাত্র রাজনীতি, সমাজনীতি, আর ধর্ম্মনীতি পালনার্থ এই সমস্ত বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা সঙ্গত বিবেচনা করি না, তাঁহার জীবনে

দানশীলতায় তিনি রমণীকুলের অনুকরণীয়া। এক সময়ে তাঁহার নিকট ৭০ হাজার দিনার প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এক কপর্দ্দক না রাখিয়া সমস্তই দীন দুঃখীকে বিতরণ করিয়াছিলেন অথচ সে সময় তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র শত গ্রন্থযুক্ত। আর এক সময়ে আবদুল্লাহ-এবনে জোবের এই নারীকুল-রত্ন বিবি আয়েশার নিকট এক লক্ষ মুদ্রা পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া করুণাময়ী আয়েশা কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা না হইয়া এই বিপুল অর্থ দীন দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়াছিলেন। সে দিন তিনি রোজা রাখিয়াছিলেন, উপবাসান্তে আহার করিবার মত কোন খাদ্য দ্রব্য তাঁহার গৃহে ছিল না। তাঁহার উপবাসক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া জনৈকা পরিচারিকা এই বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন তাঁহার সে বিষয় স্মরণ ছিল না। স্বামীবিয়োগবিধুরা এই মহীয়সী মহিলা সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে স্পৃহাহীন হইয়া জগতে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশের রমণী-সমাজ যেন সেই আদর্শে গঠিত হয়।

প্রত্যেক কার্য্যে যে পরমার্থ তত্ত্ব নিহিত আছে, ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমরা, আমাদের কি সাধ্য যে আমরা তাহা প্রণিধান করিতে পারি। তিনি কেবলমাত্র মুছলমানের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র নহেন, বিশুদ্ধাত্মা প্রত্যেক মানবই তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কখন ইতস্ততঃ করিবেন না।

এছলাম কখনও বহুবিবাহের পক্ষপাতী নহে, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) চরিত্র আলোচনা করিলে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে। যখন কোন সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, যখন একের অধিক বিবাহ সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের মঙ্গলপ্রসূ হইবে, এছলামের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তখনই মুছলমান একের অধিক বিবাহ করিতে পারিবে। আরবে সে সময় বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইচ্ছা করিলে অনেক লোক ললামভূতা সুন্দরী ললনাকে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এক বিবি খোদেজা ভিন্ন অন্য কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করেন নাই, করিলে সমাজে কেহই তাঁহার নিন্দা করিতে পারিত না। তাঁহার প্রথম জীবনে মহান্ আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিবার পর কোরেশগণ যখন তাঁহাকে সুন্দরী প্রধানা রমণী সকল উপহার দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন তিনি ঘৃণাভরে তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সহস্র প্রলোভনের জাল বিস্তার করিয়াও কেহ তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রে এক বিন্দু মসি চিহ্ন করিতে পারে নাই,—সাম্রাজ্যের প্রলোভন, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন. পদগৌরবের প্রলোভন, কোন প্রলোভন তাঁহাকে এতটুকু সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। যিনি তাঁহার সমস্ত যৌবনকাল একজন বৃদ্ধা রমণীর সহবাসে অতিবাহিত করিতে পারেন, তাঁহার মত চরিত্রবান্ কে হইতে পারে? পরপর কয়েকটি যুদ্ধের পর চিন্তাশীল হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন বুঝিতে পারিলেন, পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অনেক অধিক, যখন অসহায়া

বিধবাগণকে প্রতিপালন করিবার কেহই ছিল না, তখনই তিনি সমাজের কল্যাণার্থ বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন; কিন্তু মুছলমানদিগের আর্থিক ও সাংসারিক অবস্থার বিষয় সম্যক্ প্রকারে বিবেচনা করিয়া তিনি বিবাহের যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার গভীর জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিগত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে এছলামের আদর্শে বহুবিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অনেক আন্দোলন, অনেক সভা সমিতি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যে প্রথা অবলম্বন করিয়া নরনারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা বিবাহ করা সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ। যিনি আমার সন্তানের জননী, তিনি আমার চক্ষে সতত বরণীয়া এবং কোন প্রকারেই উপেক্ষার পাত্রী নহেন, হৃদয়হীন মানব যদি এই বিষয় একটু চিন্তা করিয়া দেখে, তাহা হইলে অনেক অভাগিনী চক্ষের জলে ভাসিয়া তাহার অদৃষ্টকে সহস্র ধিক্কার দিবার অবকাশ পায় না এবং তাহার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হইয়া যায় না। মহান আল্লাহ্ তোমাকে ধন্যবাদ, এছলাম জগতে এরূপ অভাগিনী একটিও পরিদৃষ্ট হইবে না; আর সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা গুরুর শিক্ষায় মুছলমানের নৈতিক চরিত্রে আজ পর্য্যন্ত কখনও এরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। এছলামে বিবাহ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "যদি তোমার সন্দেহ হয় যে, পিতৃহীনের প্রতি তুমি সুব্যবহার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে যে স্ত্রীলোক তোমার নিকট গুণশালিনী বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগের মধ্যে দুই, তিন এমন কি চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিবে; কিন্তু যদি তোমার মনে সে দৃঢ়তা না থাকে যে তুমি তাহাদের সকলের প্রতি সম ব্যবহার করিতে পারিবে, তাহা হইলে কদাচ একের অধিক বিবাহ করিবে না, যাহাতে তুমি সুপথ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত না হও।" ৪ ৩ এখানে আমরা

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে দু একটা কথার উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। হিন্দুগণের মধ্যে কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের ষোলশত গোপিনী, কেহ বলেন ষষ্ঠী সহস্র গোপিনী, আবার কেহ বলেন তাঁহার অসংখ্য গোপিনী ছিল। মহাপুরুষের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা দুষ্কর্ম্মান্বিতের স্বভাব, এরূপ নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক সকলকে আমাদের বলিবার কিছুই নাই, কারণ সেই মহাপুরুষের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া তাঁহারা ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কিন্তু আমরা চিন্তাশীল জ্ঞানবান্ মানব সকলকে অনুরোধ করিতেছি যে, আদর্শ চরিত্র সেই প্রাচীন যুগের মহামানব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য বঙ্গসাহিত্যে উজ্জ্বল রবি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পূত চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বরভাবাবিষ্ট মহামানব মোহাম্মদ (দঃ) জীবনে যাহা করিয়াছেন, সমস্তই মানবের মঙ্গলের নিমিত্ত; তিনি চিরমধুর চিরসুন্দর, আমাদের চিরকালের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। মহান আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা যেন চিরদিনের জন্য রক্ষিত হয়।

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধের পর যখন প্রভূত ধনরত্ন মুছলমানগণের গৃহভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিল, যখন দরিদ্র মুছলমানগণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া নিজ নিজ পরিবারবর্গ স্ত্রী পুত্র ইত্যাদিকে সর্ব্বরকমে সুখী করিলেন, তখন তাঁহাদের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া হজরতের পত্নীগণও তাঁহাদিগকে সেই প্রকার বসন-ভূষণে সুশোভিতা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সেই সময় মহামানবকে সতর্ক করিবার জন্য তাঁহার প্রভুর প্রত্যাদেশ বাণী আবির্ভূত হইল, "হে মহানবী, তোমার পত্নীগণকে বল, যদি তোমরা পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে চাও, যদি অলঙ্কারাদিতে

বিভূষিতা হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এস, আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত দান করিব, কিন্তু তোমাদিগকে আনন্দের সহিত বিদায় দিতে বাধ্য হইব। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে চাও, আর তাঁহার রছুলকে চাও, আর জীবনের পরপারে উত্তম স্থান লাভ করিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই মহান্ আল্লাহ্ তোমাদিগের এই সৎকর্ম্মের জন্য তোমাদিগকে ভালরূপে পুরস্কৃত করিবেন। তোমরা সেই মহান্ আল্লাহ্‌র এই জ্ঞানপূর্ণ বার্ত্তা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।" ৩৩ ২৮

এই সমস্ত মহৎ বাক্য কখন কি একজন ইন্দ্রিয়াসক্ত স্ত্রৈণ পুরুষের মুখ দিয়া নির্গত হইতে পারে? যিনি সমস্ত জীবনে কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন করিয়াও সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন, রাজভাণ্ডারে তাঁহার অধীনে অপরিমিত ধনরত্ন রক্ষিত থাকিলেও যিনি উহা সাধারণের অর্থ সুতরাং তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার নাই, ইহা মনে করিয়া পরিবারবর্গসহ মাসের মধ্যে অধিকাংশ দিন অর্দ্ধাশনে কি অনশনে অতিবাহিত করিতেন, স্বচ্ছন্দ সংগৃহীত যে কোন আহার্য্যে যিনি তৃপ্তি বোধ করিতেন, সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্যকে দূরে পরিহার করিয়া যিনি আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেন, যাঁহার রন্ধনাগারে চুল্লীতে কখন কখন মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত অগ্নি সংযোগ করা হইত না। সামান্য কিছু খর্জ্জুর খাইয়া ও জলপান করিয়া যিনি তৃপ্তি বোধ করিতেন, (১) যে পাষণ্ড তাঁহাকে ভোগবিলাসী

(১) মাতা আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, "আমাদের সমস্ত পরিবারবর্গের উপর দিয়া সমস্ত মাস চলিয়া যাইত, ইহার মধ্যে একদিনও আমাদের চুলায় আগুন জ্বলিত না, আমরা কেবল খর্জ্জুর এবং জল খাইয়া দিনপাত করিতাম। আমরা একদিনও উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাই নাই, এইরূপে জীবনাতিবাহিত করিতে করিতে হজরত পয়গম্বর পরলোকে নীত হইলেন।

কি ইন্দ্রিয়াসক্ত মনে করে, তাহার রসনা কেন অবশ হইয়া যায় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সেই সব আশ্রয়হীনা বিধবাগণ যাঁহাদের জীবনের উষ্ণ রক্ত সর্ব্বপ্রকারে প্রশমিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেবলমাত্র মহানবীর সহধর্ম্মিণীর গৌরবময় পদে প্রতিষ্ঠিতা হইবার আকাঙ্ক্ষায়

আন্তরিকতা এবং দৈন্যের সহিত তিনি নিত্য পঞ্চ নমাজ (উপাসনা) পালন করিতেন। নমাজের পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আল্লাহ্‌র ধ্যানে এবং তাঁহার নাম জপ করণ কার্য্যে নিমগ্ন থাকিতেন। প্রত্যহ অর্দ্ধরাত্রির পর হইতে প্রাভাতিক নমাজের সময় পর্য্যন্ত তিনি তহজ্জুদ নমাজে (উপাসনায়) লিপ্ত থাকিতেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোনও ঋতুতেই তিনি এই নমাজ ত্যাগ করেন নাই। প্রত্যেক চান্দ্রমাসে শুক্লপক্ষের শেষ তিন দিবস রোজা রাখিতেন। সোমবার, শুক্রবার এবং তদ্ব্যতীত আরও অনেক সময় রোজা পালন করিতেন। প্রত্যেক রমজান মাসের শেষ দশ দিবস মৌনাবলম্বন করিয়া মস্‌জিদে উপবিষ্ট থাকিতেন, ইহাকে "এতেকাফ" বলে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সময় জঙ্গলে এবং পর্ব্বতে এতেকাফে উপবিষ্ট থাকিতেন। অতি পীড়াগ্রস্ত অবস্থাতেও নমাজ ত্যাগ করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, নমাজই ভক্তিমান ব্যক্তির মিরাজ (অর্থাৎ স্বর্গারোহণ)।

"অনেক সময় এমত হইয়াছে যে, হজরত তাঁহার অংশে প্রাপ্য স্বর্ণ-রৌপ্য যাবত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন নাই, তাবত তাহা প্রাপ্ত হওয়ার স্থান হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই। প্রিয় পয়গম্বর এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারাও অন্যের অভাব মোচন করিবার জন্য সমস্ত বিতরণ করিয়া দিতেন।" (খাঁন বাহাদুর মৌলবী তসলীমুদ্দীন আহমদ্‌, বি, এল, কৃত "কোরআন" ৪।৶ ও ৪॥০ পৃঃ)

তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রমাণিত হইবে, সমস্ত জীবনে মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) কখনও ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ছিলেন না। কর্ত্তব্যকেই যিনি সমস্ত জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিবেচনা করিতেন, এবং কর্ত্তব্য পালন করিয়া পরম শান্তি উপভোগ করিতেন, তিনি কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের আহ্বানে পরিণত বয়সে সেই সমস্ত বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চিত্ত যদি তাঁহার গুণাবলি স্মরণ করিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ব্যাকুল হয়, সেই চিত্তই মহৎ; রসনা :যদি তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করে, সেই রসনা প্রশংসনীয়, চক্ষু যদি অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁহার কার্য্যাবলি দৃষ্টি করিয়া জগতের লোককে সেই প্রকারে দেখিতে পায়, সেই চক্ষুই ধন্য। করুণাময় আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র স্মৃতি যেন অনন্ত কালের জন্য মানব-হৃদয়ে রক্ষিত হয়

মহাপ্রস্থান

"এবং মোহাম্মদ একজন নবী ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্ব্বে এইরূপ নবীগণ সকলেই মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। যদি তিনি এই প্রকার হত কি মৃত হন, তাহা হইলে তোমরা কি পশ্চাদ্‌পদ হইবে?" ৩ : ১৪৩

"যখন সেই আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং তৎসহ বিজয় গৌরব উপনীত হইবে তখন তুমি দেখিতে পাইবে, আল্লাহ্‌র ধর্ম্ম (এছলাম) গ্রহণের জন্য মানব সংহতি একত্রে সংহিত হইবে, তখন মহাসমারোহে তোমার প্রভুর প্রশংসা ধ্বনি করিবে, এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, (মনে রাখিবে) তিনি সর্ব্বদা করুণাময়।" ১১১ : ১, ২, ৩। (১)

"যাহারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম্মপরায়ণ, তাহাদের বিশ্বস্ততার নিদর্শন স্বরূপ তাহারা তাহাদের প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে, এবং তাহাদের

---

(১) হিজিরা দশম শতাব্দীতে সমস্ত আরবদেশে একটা আন্দোলনের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল, সেই সময় তাহারা, আরবের সকল সম্প্রদায়, সকল জাতি মহানবীর বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। প্রথম জীবনে মহানবী যে বিষয় অন্তর্দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিণত বয়সে তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল, কিন্তু সেই সমস্ত লোক যাহারা এক সময় তাঁহাকে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত করিয়াছিল, এখন তাহারা এছলামের শান্তিময় ক্রোড়ে আসিয়া সমবেত হইল। তাঁহার মহাপ্রস্থানের সময় আগত জানিয়া তিনি তাঁহাদিগের জন্য তাঁহার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন।

নিম্নদেশে আনন্দ কানন ভেদ করিয়া প্রবাহিনী প্রবাহিত হইবে, তাহারা তখন (আনন্দে আত্মহারা হইয়া) উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করিবে, 'সকল প্রশংসার পাত্র তুমি হে আমার প্রভু', তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিবে "শান্তি", তাহাদের শেষ কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইবে 'হে আল্লাহ্ তোমার জয়গানে জগৎ পূর্ণ হউক ; তুমি জগতের প্রভু।" ১০ : ৯, ১০

সেই পুণ্যকীর্ত্তি মহামানবের মহাপ্রস্থান লিখিতে হইলে, অজ্ঞ আমরা, জ্ঞানহীন আমরা, আমাদের নয়নাসার আমাদের অজ্ঞাতসারে সহস্র ধারে প্রবাহিত হয়। বহু বর্ষ অতীত হইয়াছে, তবুও মনে হয়, তিনি সর্ব্বত্র স্থিতিমান, তিনি নিত্য, শাশ্বত, অক্ষর মহাপুরুষ, আমাদের অন্তরে বাহিরে তাঁহার স্বরূপ নিত্য প্রস্ফুটিত। হে মহানবী, জীবনের পর-পারে তুমি অনন্তকালের জন্য সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য সুখভোগ করিতেছ, তুমিই সেই নন্দনগন্ধামোদিত স্বর্গোদ্যানে, যেখানে সেই কলনাদিনী তটিনী মৃদুমন্দে প্রবাহিত হইতেছে, যেখানে সুখ অনন্ত, শান্তি অব্যাহত, যেখানে হিংসা, দ্বেষ, কলহ, বিবাদ, পরশ্রীকাতরতা, বিপ্রলিপ্সা, বিপ্রলম্ভ, বিপ্রলাপ, জিঘাংসা, পৈশুন্য প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির আভাষমাত্র পরিলক্ষিত হয় না, যেখানে শত্রু নাই, শত্রুতা-চরণ করিবারও কেহ নাই, যেখানে পুণ্য সলিলে স্নাত পুণ্যাত্মাসকল সেই মহান্ আল্লাহ্‌র জয়গানে সর্ব্বদা আত্মানন্দে বিভোর থাকে, তুমি সেই রম্যস্থানে বসিয়া জগতের গতি নিরীক্ষণ করিতেছ। হে নরোত্তম নবী তুমি এই পৃথিবীতে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছ, আমরা তোমার পদাঙ্ক চিহ্ন অনুসরণ করিয়া যেন সেই শান্তি লাভ করিতে পারি, জীবের প্রতি তুমি যে ভালবাসা দেখাইয়া গিয়াছ, আমরা যেন তাহাদের প্রতি সেই ভালবাসা দেখাইতে পারি, আমরা যেন ব্যষ্টি ভাব দূরে

পরিহার করিয়া সমষ্টিভাবে আত্মাকে তোমার গুণাবলী দ্বারা অতিরঞ্জিত করিয়া জগতের বক্ষে এছলামের শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারি আর বিশ্বপ্রেমে বিভোর হইয়া তোমার জয়গান গাহিতে পারি। আমরা যেন সেই মহান্ আল্লাহ্‌র কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইতে পারি। মহানবী এ জগতে নাই, কিন্তু সেই দীপ্ত আলোকচ্ছটায় সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত রহিয়াছে, আমরা যেন সেই আলোকের কণিকামাত্র লাভ করিয়া আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে পারি।

মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পবিত্র মক্কা তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন অবগত হইতে পারিলেন যে এই পৃথিবীতে তিনি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন .তখন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণের প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য তাঁহার সমস্ত প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। পীড়িতা-বস্থায় তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার সতত অনুবর্ত্তিনী একান্ত অনু-রাগিনী সহধর্ম্মিণী বিবি আয়েশার গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি একটু সুস্থতা অনুভব করিলে মছজেদে যাইয়া নমাজ পড়িতেন, ভক্তগণকে উপাসনার প্রণালী শিক্ষা দিতেন। এই প্রকার পীড়িত অবস্থায় তিনি একদিন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তিনি যেন তাঁহার হৃদয়ের প্রভু সেই মহান্ আল্লাহ্‌র আহ্বান গীতি শুনিতে পাইতেছেন, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন।

মহায়নে যাত্রা করিবার পাঁচদিন পূর্ব্বে মহান্ আল্লাহ্‌র অতি প্রিয়তম রছুল অবগাহন করিয়া উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জনা করিলেন, তাহার পর হজরত আলী ও হজরত আব্বাছের স্কন্ধে দেহভার অর্পণ

করিয়া মছজেদে উপস্থিত হইলেন এবং মধ্যাহ্নকালীন নমাজ সম্পন্ন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার শেষ উপদেশ বাণী প্রচার করিলেন, "আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার এক দীনতম ভৃত্যকে পার্থিব সম্পদ্ ও পারলৌকিক শান্তি এই দুইটির একটি গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি পারলৌকিক শান্তি কামনায় তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাঁহার অনুগ্রহে আমি দুঃখের উপর দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলাম। আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিল; কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিলাম তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার আদেশ পালন আর তদেকনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণ করাই আমার সমস্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা। অর্থে সামর্থ্যে সৎপরামর্শে সমস্ত জীবনে আমি যাঁহার দ্বারা উপকৃত, যাঁহার সৎসঙ্গ আমার নিত্য লোভনীয়, যাঁহার মিষ্ট আলাপন সর্ব্বদা আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, সেই আমার মিত্রোত্তম আবুবকরের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক সকল নবী ও সাধুপুরুষ গণের সমাধিস্থান সকল উপাসনাগারে পরিণত করিয়াছে, তোমরা কদাচ এরূপ করিও না। আমি নিষেধ করিতেছি।

মোছলেমগণ, যদি আমি তোমাদের মধ্যে কাহারও প্রতি কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিয়া থাকি, অথবা আমার নিকট কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, তাহা নির্ভয়ে বল, পরকালে লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা ইহকালে লজ্জিত হওয়া অগৌরবের বিষয় নহে।"

তাঁহার কথা শুনিয়া জনতার মধ্যে একব্যক্তি বলিল আমি আপনার আজ্ঞায় একজন দীনহীন ব্যক্তিকে তিনটি দেরহাম দান করিয়াছিলাম। মহানবী তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে সেই অর্থ প্রত্যর্পণ করিলেন।

তাহার পর তিনি পুনরায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে আমার আর তোমাদিগের প্রভু, সেই মহান্ আল্লাহ্‌র নামে অছিয়ৎ (অনুরোধ) করিতেছি, তোমরা সতত ধর্ম্মভীরু হইও। সেই চির মঙ্গলময়ের মঙ্গলময় হস্তে তোমাদিগকে সমর্পণ করিয়া আমি মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হইতেছি, আর তাঁহার ন্যায়দণ্ড সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। কোন দেশের প্রতি কিম্বা কোন জাতির প্রতি মতানৈক্য হইলেও কখন অন্যায় আচরণ করিবে না, কারণ ইহা তাঁহারই প্রতি বিদ্রোহাচরণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সেই মহাপ্রভু তাঁহার প্রেরিত পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থে তোমাদিগকে এবং আমাকে বলিয়াছেন, পরকালের এই যে পরম শান্তির আলয়, তাহা কেবলমাত্র শান্তিপ্রিয় লোক সকলের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহারা এই পৃথিবীতে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন অথবা অশান্তির উৎপাদন করিবে না, এবং যাহারা সংযমশীল, তাহাদিগেরই পরিণাম কল্যাণপ্রস্থ হইবে।" ২৮:৮৩

উপসংহারে ভক্ত প্রবর মহানবী তাঁহার প্রাণসম প্রিয় সমবেত ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া করুণ কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "যাহারা এই সভায় উপস্থিত আছে, তাহারা অনুপস্থিত ছাহাবীদিগকে (সহচরবর্গকে) আমার ছালাম (অভিনন্দন) জানাইবে আর অদ্য হইতে কেয়ামৎ (শেষ বিচার দিবস) পর্য্যন্ত যাহারা আমার প্রচারিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে, মহান্ আল্লাহ্‌র গুণানুকীর্ত্তন করিয়া সৎকর্ম্মশীল হইবে, তোমাদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় তাহাদিগের প্রতিও আমার ছালাম, আন্তরিক অভিনন্দন, অনন্ত অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ।"

তাহার পরদিন বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। প্রভাতকালীন আজানের শব্দে চমকিত হইয়া তিনি মছজেদে যাইবার জন্য

বড় উৎকণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু নিজের অক্ষমতা প্রযুক্ত তাঁহার পরম বন্ধু হজরত আবুবকরকে নমাজ পরিচালিত করিবার ভার অর্পণ করিলেন। হজরত আবুবকর তাঁহার প্রিয়সখা, তিনি তাঁহার মিত্রোত্তম সেই ভুবন-মঙ্গল নরবরের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মছজেদে যাইতে বাধ্য হইলেন। আর জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন উপস্থিত ভয়ের কোন কারণ নাই। মহানবী মোহাম্মদ তখন গৃহাবরণের অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ ভক্তি বিনম্রচিত্তে সেই বিশ্বনিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্‌র জয়গান (নমাজ) করিতেছেন। এই দৃশ্য তাঁহার চক্ষে কত মধুর, কত সুন্দর, কত মর্ম্মস্পর্শী,—পুলকোচ্ছ্বাসে সেই রোগকাতর দুর্ব্বল দেহও কণ্টকিত হইল। ইহার কিছুক্ষণ পরে সেই পুরুষরত্ন বারম্বার অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দেবী আয়েশা ও তাঁহার খুল্লতাত পত্নী তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইলেন। তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে অস্পষ্টভাবে নিঃসৃত হইতে লাগিল, "হে আল্লাহ্, হে আমার চরম বন্ধু, তোমার মত প্রিয় বস্তু আমার আর কে আছে? আমার সমস্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত প্রাণের ব্যাকুলতা, সমস্ত হৃদয়ের কামনা, সমস্ত অন্তরের আকুল আগ্রহ তোমার প্রেম, তোমার ভালবাসা, তোমার অনুগ্রহ। আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব ধন, ভক্তের হৃদয়সর্ব্বস্ব ধন, সাধকের সর্ব্বস্ব নিধি, এতদিন মোহের ঘোরে যা দেখতে পেয়েছি, আজ তা প্রত্যক্ষ দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হে মহাপ্রভু যে ক্ষীণ আলোকে আমার অন্তরের অন্ধকার দূর করেছ, আজ তার উজ্জ্বলতায় আমার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়েছে। জীবনের পরপারে তোমার সেই স্বর্গরাজ্য, হে আমার প্রাণের প্রভু, এইবার আমি যেন তা দেখতে পাই; মিলনের পরম শান্তি তোমার সঙ্গে মিলনের, তোমাকে আলিঙ্গন কর্ব্বার শান্তি এইবার যেন বোধ কর্ত্তে পারি। হে প্রভু,

দয়াময় প্রভু, করুণাময় প্রভু, আমি যে তোমার দীনতম সেবক, তোমার আদেশ কি আমি পূর্ণ কর্ত্তে পেরেছি, আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম কি শেষ হয়েছে? কত ক্রটি, কত অপরাধ, তুমি মার্জ্জনা কর প্রভু, আমি তোমার দাসানুদাস। হে আল্লাহ্, তুমি কত সুন্দর, কত সুন্দর!” সেই মধুর কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল, অন্ধকারের মধ্যে যেন দিব্য-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল, স্বর্গ হইতে দুন্দুভি নিনাদ তাঁহার কর্ণে যেন মধুক্ষরণ করিতে লাগিল। মন্দার-গন্ধামোদিত সুরভিস্নিগ্ধ মলয়াদ্রিবাত চারিদিকে যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল, বিশ্বনিয়ন্তার আবাহন-গীতি ক্রমেই যেন সুস্পষ্টরূপে তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল, সমস্ত পৃথিবী যেন অমৃতধারায় প্লাবিত হইল। পতিগতপ্রাণা দেবী আয়েশা তাঁহার সমস্ত ভক্তিটুকু মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নিবেদন করিয়া বড় কাতরভাবে ডাকিলেন, “হে আল্লাহ্, আমি যে বালিকা, নিতান্ত বালিকা, কি করে তোমাকে ডাকতে হয় আমি যে এখনও তা শিখতে পারিনি, কোথায় আমার সে শক্তি যে আমি তোমাকে ডাকতে পারি। আমার স্বামী আমার শিক্ষাগুরু, আমার ইহকালের একমাত্র কামনার ধন, তিনি যে তোমার মহিমা প্রচার কর্ত্তে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন; হে প্রভু, তোমাকে যে তিনি বড় ভালবাসেন, তাই কি তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছ? কিন্তু দয়াময়, আমার আর কি আছে, আমার স্বামীই যে আমার সর্ব্বস্ব। ফিরিয়ে দাও দয়াময়, আমি আজ তোমাকে বড় কাতরভাবে ডাকছি। আমার স্বামী তোমার সেবক, কিন্তু আমি যে তাঁর সেবিকা, তাঁকে হারিয়ে আমি কি করে জীবন ধারণ কর্ব্ব, আমি কি করে বেঁচে থাকব?” দেবী আয়েশার হৃদয় ফাটিয়া হাহাকার উঠিল। তিনি স্বামীর মৃত্যুমলিন মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আবার অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, “কি হবে, কি হবে দয়াময়, রক্ষা কর প্রভু

রক্ষা কর।" স্বর্ণপ্রতিমা আয়েশার চক্ষু ফাটিয়া সহস্র ধারা ছুটিল। সেই নব কিসলয়তুল্য অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, সাধ্বী সতী স্বামীর কপোলে কপোল সংযুক্ত করিলেন? "আল্লা! দেবী আয়েশা বুঝিতে পারিলেন এই তাঁর শেষ কথা, আর সেই মধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবেন না, প্রিয় সম্বোধন আর তাঁহার কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করিবে না, আদরের মধুর সূত্রে বাঁধিয়া তিনি আর তাঁহাকে অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিবেন না। সেই সব তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইতে লাগিল, তিনি অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। হায়! সোণার কমল শুকাইয়া গেল, মহায়নে যাত্রা করিবার পথ প্রশস্ত হইল। বিশ্ব মানবের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবী জয়যাত্রা করিলেন। জগতের আলোক যেন নির্ব্বাপিত হইল, পৃথিবী অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। (সেদিন সোমবার ১লা রবিঅল আউয়ল, ইংরাজি ২৭শে মে, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে বেলা দ্বিতীয় প্রহর, জগতের গৌরবরবি, আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রছুল, ত্রিষষ্টিতম বয়ঃক্রম কালে এই মরধাম ত্যাগ করিয়া মহা-প্রস্থান করিলেন।)

জন্মভূমি মক্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি দশ বৎসর কাল মদিনা নগরীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এই দশ বৎসরের মধ্যে কোন দিনের জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় নাই। মাত্র ত্রয়োদশ দিবস তিনি রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার মহাপ্রস্থানের সময় আগত প্রায়, সেইজন্য সেই অসুস্থ অবস্থায় একদিন গভীর রাত্রে সঙ্গোপনে তিনি তাঁহার সহচরবর্গের কবর ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সমাধি তাঁহার চক্ষুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার অতিপ্রিয় সহচরবর্গের আত্মার যেন সদ্গতি হয়। তাঁহাদের মৃত্যুর পরও তিনি কোন দিনের জন্য তাঁহা-দিগকে বিস্মৃত হন নাই।

এই নিদারুণ সংবাদ ক্ষিপ্রগতিতে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সমস্ত জনমণ্ডলী মছজেদ প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। হজরত রছুলুল্লাহ্‌র একান্ত অনুরক্ত পরম ভক্ত মহামতি ওমর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় রছুলুল্লাহ্‌ আর ইহসংসারে নাই। তিনি কোনদিনের জন্য ধারণা করিতে পারেন নাই যে আল্লাহর প্রিয়ভক্ত মহামানব মৃত্যুর অধীন, সেইজন্য তিনি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাহার মুখ হইতে এই অপ্রিয় কথা নির্গত হইবে, তিনি তাহাকেই হত্যা করিবেন।" বহুদুর-দুরান্তর হইতে সমাগত জনমণ্ডলী কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না, যে আল্লাহ্‌র রছুল, তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হজরত আবুবকর তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া মদিনা নগরীর সীমান্তরালবর্ত্তী তাঁহার বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, সেস্থান হইতে ক্ষিপ্রগতিতে তিনি তাঁহার কন্যা বিবি আয়েশার গৃহে উপস্থিত হইলেন। শোকবিহ্বলা কন্যাকে ভূলুণ্ঠিতা দেখিলেন, শোকাবেগ রুদ্ধ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে সেই প্রাণহীন দেহের ললাট চুম্বন করিলেন, তাহার পর অশ্রুজলে ভাসিয়া বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, জীবনে-মরণে তুমি আমার পরম প্রিয়, আমার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কলত্র তোমার অপেক্ষা প্রিয় কেহ নাই, কিছুই নাই।" দেবী আয়েশা অধীরভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাবা, বাবা আমার কি হল বাবা? আমি যে ওঁর সেবা করে তৃপ্তি পাইনি।" ধৈর্য্যের সমস্ত বন্ধন শিথিল হইল, পিতা পুত্রী অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর হজরত আবুবকর শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া কন্যাকে বলিলেন, "মা আমার তুমি নিঃসন্তান, কিন্তু মনে ভেবে দেখ, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের ধর্ম্মপত্নী তুমি, তুমি কোটী কোটী সন্তানের জননী, পৃথিবীর অস্তিত্ব যতদিন থাকবে মুছলমান তোমাকে জননী বলে অভিহিত কর্ব্বে, ভক্তির পবিত্র

অর্ঘ তোমার নামে নিবেদন কর্ব্বে।" হজরত আবুবকর আর অপেক্ষা করিলেন না, মহান কর্ত্তব্য তাঁহার সম্মুখে, তিনি চঞ্চল চরণে সেই মুক্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন সমবেত জনমণ্ডলী অধীরভাবে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। তিনি সেই সমাগত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই যাঁহারা আল্লাহ্‌র রছুল মোহাম্মদের (দঃ) উপাসনা করিতেন, এখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে তিনি জীবনের পরপারে মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা মহান্ আল্লাহ্‌র উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে আল্লাহ্ মৃত্যুঞ্জয়ী। মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, জরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, ব্যাধি তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না, মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না।" তাহার পর উদারহৃদয় আবুবকর সেই শোকার্ত্ত, সন্তাপিত, উত্তেজিত জনমণ্ডলীকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া পবিত্র কোরআনের সেই শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, "জগতে সকল নবীই জন্মমৃত্যুর অধীন ছিলেন, হজরত মোহাম্মদও (দঃ) একজন নবী, সুতরাং তিনিও অন্যান্য নবীর ন্যায় জরা মৃত্যুর অধীন হইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যু কি? মহামানব মৃত্যুর পরও তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে মহান্ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য-সুখ ভোগ করেন, তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হন।" সেই জ্ঞানবৃদ্ধ রাষ্ট্রাধিপতি তাহাদিগকে স্নেহ মধুর কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "মুছলমানগণ, তোমরা কি আল্লাহ্‌র বাণী বিস্মৃত হইলে? 'মোহাম্মদ আর কিছুই নহেন, তিনি একজন রছুল, সকল রছুলই তাঁহার পূর্ব্বে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। যদি তিনি মৃত কি হত হন, তাহা হইলে কি তোমরা পশ্চাৎপদ হইবে?" ৩:১৩৮ হজরত আবুবকর ওজস্বিনী ভাষায় তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে পুনরায় কহিলেন, "সকল মানবই

জরা মৃত্যুর অধীন, মৃতের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া শোক করা কোন মানবেরই কর্ত্তব্য নহে, কালপূর্ণ হইলে সমস্ত স্নেহ সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। এই পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্ই সত্য, তিনিই মানবের একমাত্র উপাস্য। আমার পরম বন্ধু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মানবের পথ প্রদর্শকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশ বাণী এই যে, সেই বিশ্বনিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্তে আবিষ্ট চিত্ত হইয়া মানব সেবা করিলে তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করা হয়। মানব জীবনে এছলামের পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত শান্তির পথ, তাঁহার প্রতিকার্য্যে তিনি ইহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। হজরত ওমরও জ্ঞানচক্ষু ফিরিয়া পাইলেন, তিনি আপন মনে বলিলেন, "মহান্ আল্লাহ্র বাণী বিস্মৃত হইয়া আমি কি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম!"

সেই বিরাট জনমণ্ডলী তখন হজরত আবুবকরের যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্ত ও সংযত হইল এবং তাহাদের মহাশোক সম্বরণ করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি সমাহিতচিত্ত হইল। করুণাময় আল্লাহ্, তোমার কৃপায় সেই মহামানবের পবিত্র স্মৃতি চিরদিনের জন্য রক্ষিত হউক!
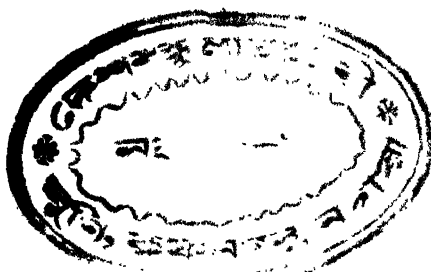
নরোত্তম নবীর নৈতিক চরিত্র

সেই মহামানব মোহাম্মদের (দঃ) নৈতিক চরিত্র অঙ্কিত করিতে আমাদের লেখনী অতি ক্ষুদ্র। সহস্ররূপ-ধারিণী কল্পনা বাস্তব রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এখানে তাহার স্থান নাই, স্থিতি নাই, তাহার আধিপত্য বিস্তার করিবার কোন উপায় নাই। সেই সত্য মঙ্গলময় মহাপ্রভুর সত্যকিঙ্কর সত্যের বর্ম্মে আবৃত, সে বর্ম্ম ভেদ করিতে সে দীনা শক্তিহীনা কাঙ্গালিনী। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা, জ্ঞানহীন আমরা, আমরা সেই সত্যস্বরূপ মহা-মানবের পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী, তথাপি মনে হয় আমরা যেন মোহগ্রস্ত হইয়া উড়ুপের দ্বারা দুস্তর সাগর পার হইবার উপক্রম করিয়াছি, এ যেন বামনের চাঁদ ধরিবার আকাঙ্ক্ষা, উদ্বাহুরিববামনঃ।

মহামানব মোহাম্মদের নৈতিক জীবনের আদর্শ পবিত্র কোরআন। তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী বহুগুণশালিনী দেবী আয়েশা এই কথা মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন। কোরআন তাঁহার হৃদয়-সরোবরে সহস্রদল বিকসিত মহাপদ্ম, যাহার অপার্থিব সৌন্দর্য্যে বিশ্ব মানব মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতিভূ অর্থাৎ রছুল বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কোরআনের অভি-ব্যক্তি তাঁহার হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আত্মানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, কোরআনের স্বরূপে তিনি স্বপ্রকাশ, কোরআনের ভাবে অনু-প্রাণিত হইয়া তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী আর সেই জন্যই সর্ব্বভূত

তাঁহাতে আকৃষ্ট ছিল। তাঁহার উদার প্রশস্ত হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত সেই মহান্ আল্লাহ্‌র গুণাবলী। মানব প্রকৃতিতে পুনরায় প্রতিফলিত করিতে তিনি আজীবন সাধনা করিয়াছিলেন ; তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, মানবের নৈতিক চরিত্র গঠিত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা—কোরআনের ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত করা। মহানবী এই ভাব-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার কর্ম্মশক্তিকে আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ মানবের পরম কল্যাণ সাধনের পথে চালিত করিয়াছিলেন। কোরআন তাঁহার হৃদয়ের অনুভূতির দ্বার মুক্ত করিয়া তাহা স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, আর সেই আলোক-শিখা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়া তিনি বিশ্বমানবের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছিলেন। দার্শনিক কারলাইল (Carlyle) সত্যই বলিয়াছেন, "বন্য প্রকৃতির বক্ষ ভেদ করিয়া যে নিরক্ষর মানব উত্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হইয়াছিল, জগতের মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানব আজ বারশত বৎসর ধরিয়া তাহাই পরম সত্যজ্ঞানে বিশ্বাস করিতেছে এবং তাহাই তাহাদিগকে তাহাদের জীবনযাত্রার পথে চালিত করিতেছে। মুছলমানগণ তাহাদিগের কোরআনের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করে যে কতিপয় খৃষ্টান ব্যতীত অপর কেহ তাহাদের বাইবেলের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করে না।" মহাজ্ঞানী মোহাম্মদ (দঃ) নিখিল ঐশ্বর্য্যাদি ষড়গুণের একান্ত আশ্রয়ীভূত হইয়াও সত্বগুণের প্রবর্ত্তিকা আল্লাহ্‌র মহাশক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই মহামানব মোহাম্মদ নিত্য নির্ব্বেদ ও নিরহঙ্কার হইয়া সর্ব্বভূতের পরিচর্য্যায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর সেই সর্ব্বশক্তিমান মহান্ আল্লাহ্‌র অনুকম্পা, তাই এই কর্ম্মময় জগতে তিনি নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী, অব্যয় অর্থাৎ অপক্ষয়-

শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ সত্ত্বগুণে প্রকাশিত, অবিক্রিয় অর্থাৎ বিকার রহিত। "অমা হুয়া ইল্লা জেকরুণ লিল্ আলামিন্" ৬৮ : ৫২ অর্থাৎ এই কোরআন বিশ্বমানবের জাগরণের জন্য উপদেশ; এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি মুছলমানের হৃদয়ে সার্ব্বজনীন ভাব প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্ত বন্ধনমুক্ত মুছলমানের নিকট জগতের যে কোন লোক বিপন্ন হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিবে, মুছলমান নির্ব্বিকার চিত্তে তাহাকে আশ্রয়দান করিবে, পীড়িত হইলে শুশ্রূষা করিবে, বিপদে পড়িলে সাহায্য করিবে, যদি না করে তাহাদিগকে শারীয়ত হইতে স্খলিত হইতে হইবে। (১)

(এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—আর্য্যসন্তান হিন্দু ও মুসলমানে ধর্ম্মগত কোন পার্থক্য নাই। সৃষ্টির আদিকালে মানব সৃষ্টির পর মানবের মঙ্গলার্থ ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম কি ?—তাহা সত্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম, তাহা সত্যসনাতন এছলাম ধর্ম্ম। সৃষ্টির আদিকালে বহু পুরাতন ধর্ম্মপুস্তক ঋগ্বেদ, সেই ঋগ্বেদ কি ? "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদঃ", তাহা কি প্রকারে নির্গত হইয়াছিল ? "অভ্রাদ্বৃষ্টিরিবাজনি"—মেঘ হইতে বৃষ্টিধারার মত স্বর্গ হইতে আপতিত হইয়াছিল; সেই মহান্ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস সম্ভূত এই ঋগ্বেদ মানবের কল্যাণার্থ বৃষ্টিধারার মত পতিত হইয়াছিল, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। আর কোরআন কি ? প্রায়

((১) রছুলুল্লাহ আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিয়াছেন, "তোমরা স্বর্গবাসী হইতে পারিবে না যে পর্য্যন্ত না তোমরা ধর্ম্মবিশ্বাসী হইবে, এবং ধর্ম্মবিশ্বাসী হইতে পারিবে না যে পর্য্যন্ত না তোমরা পরস্পরকে ভাল বাসিবে।")

চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে "নাজ্জালাহো রুহুল কুদুসে মির রাব্বেকা বেল্ হক্কে।" ১৬ : ১০২ অর্থাৎ এই কোরআন সেই মহান্ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত, সত্যের সহিত প্রকাশিত। (২)।)

সাধুশ্রেষ্ঠ মহানবী আত্মযোগ শিক্ষা দ্বারা একাগ্রতা লাভ করিয়া আল্লাহ্‌তে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক আপনাকে পূর্ণ মনোরথ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার পবিত্র নামে সংন্যস্ত করিয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্মে সমাহিত হইতেন এবং তাঁহার হৃদয়ের প্রভুকে কর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যেমন সূর্য্যকিরণযোগে বহুবিধ পদার্থের সহিত সম্পৃক্ত হইয়াও সেই সকল পদার্থের দোষগুণে লিপ্ত হন না, সেইরূপ অশ্রান্তকর্ম্মী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিত্ত ধন ঐশ্বর্য্য সম্পদ, প্রভুত্ব, সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্য-শ্রীর সহিত অম্বিত হইয়াও সম্পূর্ণ নিরভিমান ও আসক্তিরহিত কর্ম্মযোগে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেন। তিনি বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তার সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তিতে আত্মসমাধান পূর্ব্বক সময়োচিত একাধারে বিশ্বমানবের পৃথক পৃথক গুণাবলী হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিত্য অভিলষিত ছিলেন। এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের যিনি কারণ এবং যিনি স্বয়ং কারণ বিহীন; এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাঁহার প্রভাবে সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া

((২) এই স্বর্গীয় গ্রন্থ মানবগণের সতর্ককারী, প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের সংশোধন ও সংরক্ষণকারী, সম্পূর্ণ কলঙ্কলেশহীন পবিত্র পুস্তক যাহা মহানবী মোহাম্মদ প্রত্যাদেশবাণী (শব্দব্রহ্ম) দ্বারা পরমেশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২ : ২৯, ৪ : ৮২, ৫ : ৪৮, ১১ : ১, ১৪ : ১, ১৬ : ৬৪।)

স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, মহাযোগী মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাকেই পরমতত্ব বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি নিত্য প্রসন্ন, সৌম্য-মূর্ত্তি, প্রিয়দর্শন, তাঁহার বাক্য মধুর, গুণাবলী মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। এই সমস্ত সদ্‌গুণরাজিতে বিভূষিত হইয়া তিনি সমস্ত মানবের মনো-রঞ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। সূর্য্য যেমন নিদাঘকালে সহস্র কর দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রস আকর্ষণ করেন এবং প্রাবৃটে পর্জ্জন্যরূপে পৃথিবীর বক্ষে পুনরায় সেই রস তাঁহারই দ্বারা বর্ষিত হয়, মহাপ্রাজ্ঞ মোহাম্মদ সেইরূপ তাঁহার অনুরক্ত ধনাঢ্য ভক্তগণের নিকট হইতে কর (জাকাত) গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহা দুস্থ, আর্ত্ত, বিপন্নদিগকে দান করিতেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ তেজে অগ্নির ন্যায়, রণক্ষেত্রে বীরত্বে অতি দুর্জ্জয়, পরাক্রমে সিংহের ন্যায়, সাহসিকতায় শার্দ্দূলের ন্যায়, কিন্তু সহিষ্ণুতায় ধরিত্রী সদৃশ এবং প্রার্থিগণের অভীষ্ট পূরণ করিতে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। মেঘের ন্যায় তাঁহার করুণার ধারা শত্রু মিত্র সকলের শিরে নিত্য বর্ষিত হইত। গাম্ভীর্য্যে তিনি মহাসমুদ্র, সারবত্তায় সুমেরু, ন্যায়বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণ এবং ধৈর্য্যে হিমাচলসদৃশ লোকচক্ষে প্রতীয়মান হইতেন। তাঁহার মনের গতি পবনের ন্যায় সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ছিল। ভক্তগণের প্রতি নিত্য স্নেহশীল মহাপ্রাণ মোহাম্মদ তাঁহাদিগের সাংসারিক জীবনে কর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে পরমার্থতত্বনিরূপক, কিন্তু দানে ও পরার্থ-পরতায় তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদরহিত ছিলেন। তিনি সর্ব্ব-ভূতে অদ্বেষ্টা, নিত্য করুণাময়, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সংযত আত্মা, সংশুদ্ধ সত্ব, সুখ দুঃখে সমজ্ঞানী, নিত্য নিরহঙ্কার, এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। কি উদার মহৎপ্রাণ লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমাদের কি সাধ্য তাহা বর্ণনা করিতে পারি? (ঋগ্বেদে

উক্ত হইয়াছে, "ভদ্রংকর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবা সস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ" অর্থাৎ হে ঈশ্বর মহিমার প্রকাশকগণ, কর্ণদ্বারা যেন আমরা সকলের মঙ্গলের কথা শ্রবণ করি, হে পূজনীয়গণ চক্ষুদ্বারা যেন আমরা লোকের মঙ্গল দর্শন করি, সুস্থ অঙ্গযুক্ত শরীর ধারণ করিয়া তোমাদের মহিমা কার্য্যে নিযুক্ত থাকি আর যতদিন বাঁচিয়া থাকি যেন দেব প্রদর্শিত কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারি। মহাপ্রাণ মহানবী তাঁহার জ্ঞানের উদ্রেক হইবার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ প্রার্থনাই করিতেন, "বিশ্বের মঙ্গল হউক, খল ব্যক্তিগণ ক্রূরতা পরিত্যাগ করুক, মানবের মতি কামনা বর্জ্জিত হইয়া বিশ্বাত্মা মহান্ আল্লাহ্‌তে আবিষ্ট হউক।") তিনি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র কার্য্যকলাপ সৃষ্টিবৈচিত্র, তাঁহার লীলা প্রসঙ্গ, তাঁহার অনন্ত গুণরাজি সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মনন করিয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মানসমল হরণ করিয়াছিলেন এবং যে ধর্ম্ম যে আচরণ যে চিন্তা ও যে উক্তিদ্বারা মানব সেই মহান্ আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতেন। তিনি রব্বোল আলামিন—সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক, ভেদদর্শী হইয়া তিনি কখনও বলেন নাই যে তিনি রব্বোল মোছলেমীন্—তিনি কেবলমাত্র মুছলমানের প্রতিপালক। অতি শৈশব হইতে বিশ্বজনীনত্ব ভাব তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। মৎস্যসকল যেমন জল অভিলাষ করে এবং জল ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার আত্মা অর্থাৎ জীবন কি জীবনাধিক প্রিয়, তাঁহার চিন্তা ভিন্ন তিনি এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। যাহা হইতে তৃষ্ণা, অভিলাষ, কামনা, আসক্তি, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, আশঙ্কা ও দীনতার উদ্ভব হইয়া থাকে, তিনি সেই সব

অনিত্য বস্তুর আসক্তি হইতে সর্ব্বকালে মুক্ত হইয়া সেই অভয়-নিলয় আল্লাহ্‌তে আত্মসংহিত হইতেন। তাঁহার সর্ব্বভূতে সমুচিত দয়া, মৈত্রী, নম্রতা, ক্ষমা, অহিংসা প্রভৃতি গুণে তিনি সমস্ত মানবের পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বৃথা বাক্যালাপে পরাঙ্মুখ "যতবাক্‌-কায়মানস" মহাপ্রাণ মহানবী মনকে সর্ব্ববিষয় হইতে সঙ্গহীন করিয়া সতত আল্লাহ্‌রই ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার আল্লাহ্‌ অন্নময় অর্থাৎ জীবের প্রাণধারণোপযোগী সমস্ত উপাদানের স্রষ্টা, তিনি অমৃতময় অর্থাৎ পরমানন্দময়. তিনি তাঁহার মনোবল, ইন্দ্রিয়বল, স্নেহবল স্বরূপ, যেমন গন্ধ পুষ্পের ধর্ম্ম, আল্লাহ্‌র গুণানুকীর্ত্তন তাঁহার ধর্ম্ম; তিনি তাঁহার ভৃত্য, তাঁহার সেবক, তাঁহার পরিচারক, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ইহজীবনের ও পরজীবনের একমাত্র গতি। বিশ্ব-নিয়ন্তা মহান্‌ আল্লাহ্‌ রূপরসাদি বিষয় বর্জ্জিত, দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর কিন্তু ব্যাপ্তরূপে এই বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান। ভক্তাধীন মোহাম্মদ তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া সেই চিৎশক্তিকে হৃদয়ে ধারণ এবং তাঁহার হৃৎকমলে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া তিনি পরমানন্দ ভোগ করিতেন। (আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন, "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, যৎকৃপা তমহংবন্দে পরমানন্দ মাধব" সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বরের কৃপালাভ করিলে মূকও কথা কহিবার শক্তি পায়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে। পবিত্র কোরআনে বলিতেছে, "যে কেহ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে পারিবে, তিনিই তাহাকে সত্যপথে চালিত করিবেন।" ৩:১০০ "এবং নিশ্চয়ই যদি তাঁহার আশীর্ব্বাদ, তাঁহার দয়া তোমার উপর পতিত না হইত, তোমাকে ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে থাকিতে হইত।" ২ : ৬৪) সেইজন্য বিশ্বের মহাপ্রভু মহান্‌ আল্লাহ্‌ তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে বলিয়াছেন,

"আমরা তোমার আবরণ দূরীভূত করিয়া তোমার নয়নে সত্যের জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত করিয়াছি।"

পবিত্র কোরআন বলিতেছে, "আল্লাহো অলি উল্লাজিনা আমানু ইয়ুখরোজু হুম্ মেনাজ্জুলুমাতে এলান্নূরে" যাহারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, আল্লাহ্‌ই তাহাদিগের অভিভাবক, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার মধ্য হইতে আলোকের পথে আনয়ন করেন; কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, তাহাদিগের অভিভাবক শয়তান যে তাহাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে চালিত করে, তাহারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তাহার মধ্যে (নরকাগ্নির) তাহারা বাস করিবে।" ২ঃ ২৫৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদিসর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

১৩ঃ ১৭

জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে তিনি জ্যোতি, তাঁহাকে অন্ধকারের পরপারে বলা হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতব্য, জ্ঞান দ্বারা যাঁহাকে পাওয়া যায়, সেও তিনি। তিনি সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধিমামকম্॥ ১৫:১২

সূর্য্যের যে তেজসকল জগতকে প্রকাশ করে এবং যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই, ইহা জানিও।

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "এজ কালা মুছা লে আহ্‌লোহি ইন্নি আনাছ্‌তো নারাছাআ-তীকুম বেশেহা বেন্‌ কাবাছেল্‌ লায়াল্লাকুম্‌ তাছতালুন্‌। ফালাম্মা আ-আ-হা নুদিয়া আম্‌বুরেকা মান্‌ ফিন্নারে অমান হাওলাহা, অ-ছোবহানাল্লাহে রব্বেল্‌ আলামীন্‌।" ২৭:৭, ৮

যখন হজরত মুছা তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিলেন, "আমি অগ্নি দেখিতে পাইতেছি, আমি ইহা হইতে কোন সংবাদ তোমাদের নিকট আনয়ন করিব, কিম্বা আমি তাহা হইতে একখানি প্রজ্জলিত কাষ্ঠ-খণ্ড আনয়ন করিব যাহার দ্বারা তোমরা উত্তাপিত হইতে পারিবে, যখন তিনি ইহার (অগ্নির) নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন কাহার যেন একটা কণ্ঠস্বর শ্রুত হইলেন, সেই স্বরলহরী প্রকাশ করিল, সেই ধন্য যিনি অগ্নির অনুসন্ধান করেন এবং যাহার চতুর্দ্দিকে সেই পবিত্র ভূমি (Promised land); আল্লাহ্‌রই সমুদয় মহিমা—তিনি সমুদয় বিশ্বজগতের মহাপ্রভু; হে মুছা, আমি আল্লাহ্‌ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান।

"ফালাম্মা কাজা মুছাল্‌ আজালা ওয়াছারা বেআহ্‌লেহি আনাছা মিনজানেবিত্তুরে নারা কানালেআহ্‌লেহি এম কুছু আন্নী আনাছতু না রান্‌ লা আল্লী আ তোকুম্‌ মীন্‌হা বেখাবারীন্‌ আও-জাজওয়াতান্‌, মিনান্নারে লা আল্লাকুম্‌ তাছতালুন্‌। ফালাম্মা আতাছা নূদিয়া মিন্‌ শাতিয়েল্‌ওয়াদেল আয়মানে, ফিল্‌ বুকআতেল্‌ মুবারাকাতে মিনাশ শাজারাতে আঁয় ইয়া মুছা, ইন্নী আনাল্লাহো রাব্বুল আলামীন্‌।" ২৮ : ২৯, ৩০

এবং যখন হজরত মুছা তাঁহার প্রতিজ্ঞা সর্ত্ত পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গসহ ভ্রমণ করিতে ছিলেন, তিনি তখন পর্ব্বতের

এই পার্শ্বে একটি অগ্নিশিখার অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। তিনি তখন তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিলেন, "অপেক্ষা কর, আমি একটি অগ্নি দেখিতে পাইয়াছি, হইতে পারে ইহা হইতে আমি কোন সংবাদ আনয়ন করিতে পারি কিম্বা কোন অগ্নিকাষ্ঠ, তাহা হইলে তোমরা উত্তাপ পাইতে পারিবে।" তিনি যখন সেই অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন উপত্যকার অপর পার্শ্ববর্ত্তী একটি পবিত্র কুঞ্জের মধ্য হইতে উত্থিত স্বরলহরী শ্রুত হইলেন, "হে মুছা আমি আল্লাহ্ সমুদয় পৃথিবীর প্রভু।

"আল্লাহো নূরোছ ছামাওয়াতে ওয়াল্ আরদে মাছালো নূরেহি কা-মশ. কাতীন্ ফিহা মিছ্বাহুন আল মিছ্ বা হো ফি জো জ্বা জ্বাতিন্। আজজোজ্বাজ্বাতো কাআন্নাহা কাওকাবুন দুররী-ইয়ূন্, ইউকাদো মিন্ শাজ্বারাতিম মুবারাকাতিন্ জায়তুনাতিন্ লা শরকীয়াতিন্ ওয়ালা. গরবীইয়াতিন্ ইয়াকাদো জায়তোহা ইউ-জী-ই-য়ো ওয়ালাও লাম তাম ছাছ্গো নারো নূরুন্ আলানূর, ইয়াহদীল্লাহো লে নূরেহি মাইইয়াশাও। ওয়া ইয়াজরেবুল্লাহোল্ আমছালা লিননাছে ওয়াল্লাহো বেকুল্লে শায়ইন্ আলীম। ২৪ : ৩৫

আল্লাহ্ স্বর্গ এবং পৃথিবীর জ্যোতি স্বরূপ. সেই জ্যোতিস্বরূপ যেন একটি স্তম্ভ, সেই স্তম্ভের উপর জ্যোতি, সেই জ্যোতি যেন একটি উপলাধারের মধ্যে অবস্থিত, সেই উপলাধার যেন একটি নক্ষত্র বিশেষ ; একটি পবিত্র বৃক্ষ (জয়তুণ) হইতে এই আলোক বিদ্যোতিত, ইহা পূর্ব্বে কি পশ্চিমে অবস্থিত নহে, ইহার তৈল হইতে আলোক বিতরিত হইয়া থাকে, যদিও অগ্নি তাহাকে স্পর্শ করে নাই, জ্যোতি, তাহার উপর জ্যোতি, সেই জ্যোতির (জ্যোতির্ম্ময় আল্লাহ্র) পথে আল্লাহ তাহাকে চালিত করেন, যাহাকে তিনি অনুগ্রহ করেন, আল্লাহ নীতি

কথা রূপকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন। (১)

"ইয়াহদিল্লাহো লে নূরেহি মাইয়্যাশাও" হে আল্লাহ, তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, তোমার জ্যোতি দেখাও।

ঋগ্বেদে দীর্ঘতমা ঋষি কর্তৃক কথিত হইয়াছে।

„স ঈং মৃগো অপ্যো বনগুর্রূপত্বচ্যুপমস্যাং নিধায়ি।
ব্যব্রবীদ্বয়ুনা মর্ত্যে ভ্যোঽগ্নির্বিদ্বাঁ ঋতচিদ্ধি সত্যঃ॥"

সেই অগ্নি বা ঈশ্বর জ্যোতির অনুসন্ধান করিতে হয়, তাঁহাকেই পাইতে

---

(১) মাওলানা মোহাম্মদ আলী এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "এছলাম যেন একটি সুউচ্চ স্তম্ভোপরি স্থাপিত আলোক শিখা, কেন? সমস্ত জগতকে প্রদীপ্ত করিতে। এই আলোকশিখা একটি উজ্জ্বল উপলাধারের মধ্যে অবস্থিত, বায়ু প্রবাহ যেন ইহাকে নির্ব্বাপিত করিতে না পারে; এই আলোক শিখা এইরূপ উজ্জ্বল, যে আধার :মধ্যে ইহা অবস্থিত, তাহা উজ্জ্বলতায় নক্ষত্র সদৃশ।" পবিত্র কোরআনে এছলাম ধর্ম্মকে স্বর্গীয় আলোকের সহিত বহু স্থানে তুলনা করা হইয়াছে। পবিত্র জয়তুণ বৃক্ষ যাহা হইতে এই আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, ইহা এছলামের উজ্জ্বলতার নিদর্শন স্বরূপ। এই বৃক্ষ পুর্ব্বের কি পশ্চিমের জন্য নহে কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর জন্য। ইহার প্রকৃত অর্থ এমন একদিন আসিতে পারে যেদিন এছলামের পবিত্র ধর্ম্ম সূত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পরস্পর আবদ্ধ হইবে, যাহার লক্ষণ বর্ত্তমানে প্রকাশ পাইতেছে, যেহেতু এছলামের প্রকৃত অর্থ ইউরোপবাসীর এতদিন পরে বোধগম্য হইয়াছে।

হয়, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার নিকট যাওয়া যায়। ওষধি প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবীর উপমা স্বরূপ যজ্ঞবেদীর উপরে পরমেশ্বরের চিহ্নরূপে দৃশ্য অগ্নি স্থাপিত হয়। জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তিনি মানুষকে তাহাদের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া দেন। তিনি সত্যগ্রহণ করেন, যেহেতু তিনি সত্যস্বরূপ।

ঋগ্বেদে অগস্ত ঋষি বলিতেছেন—

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥"

হে অগ্নে, হে জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর তুমি সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত আছ, অতএব তুমি আমাদিগকে আমাদের বাঞ্ছনীয় মঙ্গলের পথে চালিত কর, সে জন্য কুটিল পথগামী পাপকে আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক কর। আমরা বারবার তোমার স্তব করিতেছি।

অত্রিকন্যা ঋষি বিশ্ববারা বলিতেছেন (১)

"সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসিহবিষ্কৃণ্বন্তং সচসে স্বস্তযে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যাতিথ্যমগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরঃ॥"

হে অগ্নে, সম্যক প্রজ্জ্বলিত হইয়া তুমি অমরত্বের প্রভুরূপে শোভা পাও। যে তোমাকে আহুতিসহ ডাকে, তাহার কল্যাণের জন্য তুমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাক। তুমি যাহার কাছে যাও, সে সকল সম্পদ লাভ করে। হে অগ্নে, সে ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই তোমার উপযুক্ত পরিচর্য্যার আয়োজন করে।

(১) আবহমান প্রচলিত কিম্বদন্তী বেদে স্ত্রীলোকের ও শূদ্রের অধিকার নাই, কিন্তু এই স্থানে ঋষি স্ত্রীলোক।

"যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেম্বিদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিস্তস্যৈষা দৃষ্টিঃ।" ছান্দোগ্য ১ অঃ ১ পাদ ২৫ সূত্র।

এই স্বর্গলোক হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে, ইহা সমস্ত বিশ্বের উপরে, সংসারের সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে, এই জ্যোতি উত্তম অধম সমস্ত লোকেই প্রবিষ্ট, এই পুরুষের মধ্যে যে জ্যোতিঃ, তাহাও এই জ্যোতিঃ, ইহা দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত।

ঋগ্বেদে দীর্ঘতমা ঋষি বলিতেছেন।

"বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে ত্বে বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে।
বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং স্থূণেবজনাঁ উপমিদ্যয়ন্থ॥"

হে পরমাত্মন অগ্নে, অপর যাহা কিছু উন্নতির পথে লইয়া যায়, সে সকল তোমার শাখা স্বরূপ। অমরণধর্ম্মা দেবগণ সকলে তোমাতেই আনন্দিত। হে লোকহিতকারী বৈশ্বানর, তুমি মানব মণ্ডলীর স্থিতির কারণ, তুমি স্তম্ভের ন্যায় হইয়া নিকটে থাকিয়া ভুবন সকল ধারণ করিতেছ।

"বুদ্ধিং বিদ্যাং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং শ্রদ্ধাং যশঃ শ্রিয়ম্।
আরোগ্যং তেজ আয়ুষ্যং দেহি মে হব্যবাহন॥" মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৯:৬২

হে হব্যবাহন অগ্নি, তুমি আমাকে বুদ্ধি বিদ্যা বল মেধা প্রজ্ঞা শ্রদ্ধা যশ শ্রী আরোগ্য তেজ আয়ু এই সমস্ত দান কর।

"জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টু দীব্যতো বিভোঃ।
অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ॥

ধ্যায়েম তৎপরং সত্যং সর্ব্বব্যাপী সনাতনম্।
যোভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ॥" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্ ৯ঃ ২১৯, ২২০, ২২১

যিনি প্রণব এবং ব্যাহৃতির বাচ্য, তিনিই সাবিত্রী দ্বারা জ্ঞেয় সবিতা জগৎরূপ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। দীপ্ত্যাদি ক্রিয়ার আশ্রয় বিভুর অন্তর্গত যোগীদিগের বরণীয় সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন, সেই মহাজ্যোতিকে চিন্তা করি, যে মহাজ্যোতি সর্ব্বসাক্ষী ও ঈশ্বর। আমাদের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলকে ধর্ম্মে অর্থে কাম ও মোক্ষে প্রেরণ করুন বা বিনিযোজিত করুন।

(এই অগ্নি পরমাত্মা বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কোর-আন বলিতেছে, "আল্লাহো ল্লাজি রাফা আছ্ ছামাওয়াতে বে গাইরে আমাদিন" অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্, যিনি বিনা স্তম্ভে নভোমণ্ডলকে সমুত্থিত করিয়াছেন। ১৩ঃ২)

"রছুলুম মিনাল্লাহে ইয়াত্লু ছুহুকাম মুতাহ্হারাতান্ ফিহা কুতুবুন্ কাইয়েমাঃ" অর্থাৎ একজন আল্লাহ্ কর্ত্তৃক প্রেরিত ঋষি যিনি তোমাদিগের নিকট সত্যবাণী আবৃত্তি করিবেন। এই গ্রন্থ মধ্যে জগতের সকল ধর্ম্মগ্রন্থের সার তত্ত্ব নিহিত। ৯৮ঃ২, ৩

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন অক্ষর সৃষ্টি হয় নাই, তখন ঈশ্বরের প্রেরিত সত্যবাণী ঋগ্বেদ আর সেই বহু পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রতিধ্বনি পবিত্র কোরআন। বেদের অগ্নি, গীতার জ্যোতি, তন্ত্রের হুব্যবাহন এবং কোরআনের নূর কথান্তর মাত্র। সমস্ত ঈশ্বর ভাবাবিষ্ট

ঋষিগণের মুখ হইতে নির্গত ঈশ্বরবাণী মানবের কল্যাণার্থ এই পৃথিবীতে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রচারিত। সেই জ্যোতির্ম্ময় আল্লাহ্ তাহাকেই মঙ্গলের পথে চালিত করেন, যাহার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়।

শত্রুগণের হিংসার ফণা যখন সহস্র দিক হইতে তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল, সহস্র বিপদ জালে যখন তিনি পরিবেষ্টিত, তখনই তাঁহার প্রাণের প্রভু সেই মঙ্গলময় আল্লাহ্ তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে বলিয়াছিলেন, "যদি আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে কেহই তোমাকে পরাভূত করিতে পারিবে না, এবং তিনি যদি তোমাকে পরিত্যাগ করেন, এমন কে আছে যে তোমাকে সাহায্য করিতে পারে?" ৩ঃ ৯৬

মহর্ষি মোহাম্মদ পরম যোগী এবং আল্লাহ্‌র জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আল্লাহই তাঁহার ধ্যান, তাঁহার জ্ঞাতব্য, তাঁহার জ্ঞান দ্বারাই তিনি তাঁহার প্রভুকে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। "এহ্ দেনাছ, ছেরাতল মোস্তাকিম"—সেই মঙ্গলময় তাঁহাকে মঙ্গলের পথে চালিত করিয়াছিলেন।

"এবং স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহার সম্মুখ দিক হইতে এবং তাঁহার পশ্চাৎ দিক হইতে অতি সঙ্গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিতেন এবং সেই আল্লাহ্‌র আজ্ঞায় তাঁহাকে রক্ষা করিতেন।" ১৩ঃ ১১

তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে আল্লাহ্ হন তিনি, এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গে যাহারা অবস্থিতি করে তাঁহারই প্রশংসা কীর্ত্তন করে, এবং আকাশগামী পক্ষী সকলও পক্ষ বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করে? প্রত্যেকের প্রার্থনার বিষয় এবং তাহাদের প্রশংসাবাদ তিনি অবগত আছেন, এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকে, তাহাও তিনি

অবগত আছেন। এবং এই স্বর্গ ও পৃথিবী রাজ্যের অধিপতি আল্লাহ্, এবং জীবের শেষ পরিণতি আল্লাহ্।" ২৪ : ৪১, ৪২

ঋষি বামদেব ঋগ্বেদীয় সূক্তে বলিয়াছেন, "ন কিরিন্দ্র ত্বদুত্তরো ন জ্যায়াঁ অস্তি বৃত্রহন্। নকিরেবা যথা ত্বং। সত্রা তে অনুকৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ। সত্রা মহাঁ অসি শ্রুতঃ।"

হে বিঘ্ননাশন ইন্দ্র, হে অন্নদাতা পরমেশ্বর, তোমা হইতে উৎকৃষ্ট, তোমা হইতে মহত্তর কেহ নাই, তুমি যেমন তেমন আর কেহ নাই; মানবমণ্ডলী সত্যই তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, চক্র যেমন শকটের অনুসরণ করে, সেইরূপ বিশ্ব-সংসার তোমার অনুসরণ করে, সত্যই তুমি মহান্, লোক সকল তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"যদা ভূত পৃথগ্ভাবমেকস্থং অনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥" ১৩ : ৩০

মানব যখন মানবের অস্তিত্ব পৃথক্ হইলেও একেতেই অবস্থিত দেখে এবং সে জন্য সকল বিস্তার তাঁহাতেই স্থির রহিয়াছে, দেখিতে পায় এবং বুঝিতে পারে, তখনই সে ব্রহ্মকে লাভ করে।

✓ পরমভক্ত অর্জ্জুনকে ব্রহ্মভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতম শ্নুতে।
অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎতন্নাসদুচ্যতে॥" ১৩ : ১২

যাহাকে জ্ঞাত হইলে মোক্ষ লাভ হয়, সেই জ্ঞেয় কি, তাহা তোমাকে বলিতেছি। তিনি অনাদি পরব্রহ্ম, তাঁহাকে সৎ বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না।

গান্ধী ভাষ্য—পরমেশ্বরকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না; কোন এক শব্দ প্রয়োগে তাঁহার ব্যাখ্যা বা পরিচয় দেওয়া যায় না, তিনি এমনি গুণাতীত।

"ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ।
ন দেশ কাল নিয়মো ন পাত্র নিয়মস্তথা॥" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্ ৮:২১৮

হে মহেশ্বরি, এই ব্রহ্মচক্রে বর্ণভেদ বিচার করিবে না, দেশ কালের নিয়ম নাই, এবং পাত্রাপাত্রেরও নিয়ম নাই।

কোরআনও সেইরূপ উদাত্তস্বরে জগদ্বাসীকে বলিতেছে—

"কুলহো আল্লাহো আহাদ্
আল্লা হোস্ সামাদ্।
লাম ইয়ালেদ্ ওআ লাম্ ইয়ূলাদ।
ওআ-লাম্ ইয়াকুল্লাহো কুফোআন্ আহাদ।"

বল আল্লাহ্ হন এক, আল্লাহ্ যিনি কাহাকেও আশ্রয় করেন না, যাঁহাকে সকলে আশ্রয় করে, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং কেহ তাঁহাকে জন্ম দেয় নাই। এবং কেহ হয় নাই তাঁহার পক্ষে সমান;

"লা ইয়াত্তা খেজা বাজুনা বা'জান আরবাবান ম্মিন দুনেল্লাহে"—তোমরা একে অন্যকে প্রভু করিও না, আল্লাহ্ আমাদের সকলেরই একমাত্র প্রভু।

"ইন্না ল্লাহা রাব্বী ওআ রব্বুকুম ফা বোদোহো হাজা সেরাতুম মোস্তাকিম্"—নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাঁহারই পূজা কর, ইহাই সত্য সরল পথ।

"লাউ কানা ফীহিমা আলেহাতুন্ এল্লাল্লাহো লা ফাসাদাতা"—আল্লাহ্ ব্যতীত যদি পৃথিবীতে অন্য ঈশ্বর থাকিত, তবে সমস্তই গোলযোগ হইত।

"আল্লাহ্ হন তিনি, তিনি ব্যতীত আর কেহ আল্লাহ্ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, তিনি জীবন্ত, স্বস্বত্বায় অবস্থিত, কিন্তু তাঁহারই স্বত্বায় সমস্ত স্থিত। তন্দ্রা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু বিদ্যমান, তৎসমস্তেরই তিনি অধিকারী। ২ : ২৫৫

(ঋষি ভরদ্বাজ বলিয়াছেন, "ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে"—হে অন্নদাতা পরমেশ্বর পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে তোমার মত কেহ জন্মে নাই, কেহ জন্মিবে না।)

"ন হি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎ"—হে স্তবনীয় পরমেশ্বর, তুমি ছাড়া কেহই আমাদের স্তুতি পাইবে না।

হিন্দু ধর্ম্মেরও মুল তত্ত্ব ঈশ্বরের একত্ববাদ ও মানবের বিশ্বজনীনত্ব। বর্ত্তমান যুগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মানবের বিশ্বজনীনত্ব প্রস্ফুটিত করিবার জন্য আলোড়িত হইতেছে, ভেদনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সাম্যবাদ প্রচারিত হইতেছে, ইহা শাস্ত্রসম্মত। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্ব ভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্॥" ১৮ : ২০

যাহা দ্বারা মানব সর্ব্বভূতে এক এবং অবিনাশী ভাব ও বিবিধের ভিতর ঐক্য দর্শন করে, তাহাকেই সাত্বিক জ্ঞান কহে।

হিন্দুধর্ম্মের (প্রাচীন যুগে আর্য্যধর্ম্ম) ও এছলাম ধর্ম্মের মুল তত্ত্ব এক, করুণাময় ঈশ্বরকে পাইবার পথও এক অর্থাৎ মানবসেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করা। মানব এক, মানবের মধ্যে জন্মগত কোন পার্থক্য নাই—("কানা ন্নাসো উম্মাতান ওআহেদাতান্" অর্থাৎ সমস্ত মানব

একজাতি। কিন্তু কোরআনের এই উক্তি বেদেরই প্রতিধ্বনি, "মনুষো নহুষো বি জাতঃ" অর্থাৎ সকল মানুষই এক নহুষের সন্তান।)

করুণাময় নবীর সমস্ত জীবনের সাধনা এই সত্য মানব সমাজে প্রচারিত করা, তাঁহার জীবনের কার্য্যই আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও মানবের বিশ্বজনীনত্ব প্রচার করা। আল্লাহ্ এক, মানব এক, সত্যও এক, এই সাধনায় তিনি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। যখন ভ্রমান্ধ মানবগণের অসত্য আলাপে তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইয়াছিল, আভিজাত্যাভিমানী মানবগণের বিদ্রূপবাণে তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, তখন তাঁহার প্রভু তাঁহার অন্তরে বল সঞ্চারিত করিতে বলিয়াছিলেনঃ—

"আলাম নাশ্‌রাহ্ লাকা সাদ্‌রাকা।
ওআ ওআজা'না আন্‌কা বেজ্‌রাকা
ল্লাজী আন্‌কাজা জাহ্‌রাকা॥"

আমি কি তোমার জন্য তোমায় হৃদয় প্রসারিত করি নাই? এবং তোমা হইতে তোমার বোঝা নামাই নাই? যাহা তোমার পৃষ্ঠ ভাঙ্গিতেছিল।

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়ঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥"

সেই পরব্রহ্মের দৃষ্টিলাভ করিতে পারিলে, হৃদয় গ্রন্থিভেদ হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে।

"যত্র নান্যৎপশ্যতি স ভূমা। যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং॥"

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু আছে বলিয়া দর্শন হয় না, জ্ঞান হয় না, তাহাই ভূমা। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত, যাহা অল্প, তাহাই মৃত্যুধর্ম্মাক্রান্ত।

মহর্ষি মোহাম্মদ ব্রহ্মজ্ঞানে বিভোর হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে, সমস্ত দৃশ্য পদার্থে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছিলেন, আর সেই ব্রহ্মামৃত পান করিয়াই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥" ৬ : ৩০

যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে ও সকলকে আমাতেই দেখিতে পায়, সে আমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূর হয় না, এবং আমিও তাহার বহির্ভূত হই না। অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টির অন্তর্ভূত হইলে, মানব অমৃতের অধিকারী হইয়া মৃত্যুর পরও জীবিত থাকে।

বেদান্ত দর্শনে উক্ত হইয়াছে—

"তদব্যক্তমাহ হি-ভাষ্য "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচে" ত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মাব্যক্তমাহ ॥" ৩ অঃ ২ পাদ ২৩—সূ-চক্ষু অথবা বাক্ তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, ইত্যাদি বাক্যে পরমব্রহ্ম অব্যক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্-ভাষ্য ভক্তিযোগে ধ্যানে তু ব্যজ্যতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিস্কলং ধ্যায়মান" :—ভক্তিযোগে আরাধিত হইলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। জ্ঞান-প্রসাদে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ধ্যান পরায়ণ হইয়া সেই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মকে দর্শন করেন অর্থাৎ তাঁহার তেজের অনুভূতি ভক্তের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। ভক্ত সর্ব্বস্থানে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন।

"সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অনুকম্পা এবং আশীর্ব্বাদ, সেইজন্য একদল

লোক তোমাকে বিনাশ করিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহারা তোমাকে বিনাশ করিতে পারে নাই, তাহারা তাহাদিগের আত্মাকেই হত্যা করিয়াছে। তাহারা কোন প্রকারে তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তোমাকে সেই ধর্ম্মপুস্তক ও জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন এবং তিনি তোমাকে সেই বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন যে বিষয়ে তুমি অজ্ঞ ছিলে ; আল্লাহ্র আশীর্ব্বাদ তোমার উপর অনন্ত।" ৪:১১৩

ভক্ত মোহাম্মদ (দঃ) ভক্তিযোগে তাঁহার মহাপ্রভুর দয়া, ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। জ্ঞানপ্রসাদে তাঁহার চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়াছিল, তাই পরিশুদ্ধ আত্মা মহানবী তাঁহার প্রভুকে সর্ব্বত্র অনুভব করিতে পারিতেন।

বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবী যখন দুঃখের সাগরে নিমগ্ন, যখন উৎপীড়ন অত্যাচারের বহ্নি চারিদিকে প্রজ্বলিত, যখন জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত, হিংসার শাণিত কৃপাণ যখন তাঁহার মস্তকোপরি উত্থিত তখন মহাপ্রভু আল্লাহ্ তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে বলিয়াছেন—

"ফা ইন্না মা আল্ উসরে ইয়ুসরান
ইন্না মাআল উসরে ইয়ুসরা
ফা এজা ফারাগতা ফানসাব
ওয়া এলা রাব্বেকা ফারগাব।" ৯৪ : ৫, ৭, ৮

তবে নিশ্চয়ই কষ্টের সহিত সুখ জড়িত, অতএব যখন তুমি নির্ম্মুক্ত হও, তখন আল্লাহ্র কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম কর এবং তোমার প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও।

মহারছুল মোহাম্মদ নির্ম্মুক্ত হইয়া যখন আল্লাহ্র কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন, তখন সেই মহাপ্রভুরই কৃপায় পার্থিব সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি সম্পন্ন সাম্রাজ্য, বিত্ত বৈভব কীর্ত্তি যশ, খ্যাতি সম্ভ্রম, প্রভুত্ব ও

প্রতিপত্তি, এই পৃথিবীতে মানবজীবনে যাহা কিছু কাম্য, সমস্তই লাভ করিতে পারিলেন, তখনও তিনি সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বে সমভাব, সর্ব্বত্র সমদর্শন, সর্ব্বত্র সমব্যবহার, সর্ব্ববিষয়ে সন্তোষ, ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, মন ও বাক্য সংযম প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণ রাজিতে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা নিরভিমান ছিলেন। যখন অবিশ্বাসিগণ তাঁহার সত্যধর্ম্মে আস্থা স্থাপন না করিয়া তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিল, "যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ভেদ করিয়া কোন একটি নির্ম্মল সলিলবাহিনী নির্ঝরিণী সৃষ্টি করিতে না পারিবেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একটি খর্জ্জুর বৃক্ষ ও দ্রাক্ষালতা সমন্বিত সুরম্য উদ্যান ফলে ফুলে সুশোভিত করিয়া এবং তাহার মধ্যে শীকর-সলিলপূর্ণ তটিনী সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দর্শন করাইতে না পারিবেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণকে ধরাতলে উপস্থিত করিতে, নীলাকাশকে খণ্ডাকারে পৃথিবীতে আনয়ন করিতে, সুবর্ণনির্ম্মিত নয়নতৃপ্তিকর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে কিম্বা সর্ব্বসমক্ষে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া সে স্থান হইতে তাহাদের পাঠোপযোগী ধর্ম্মগ্রন্থ আনয়ন করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কথায় তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে না।" অবিশ্বাসিগণের এই প্রকার অযুক্তিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরভিমান মহানবী মৃদুহাস্যে বলিলেন, "আল্লাহ্ সকল প্রশংসার পাত্র, তিনি কেবলমাত্র তাঁহারই অনুগৃহীত রছুল, তাঁহার বান্দা, একজন নশ্বর মানব মাত্র।" ১৭ঃ ৯০-৯৩—সেই মহান্ আল্লাহ্‌র শিক্ষায় সর্ব্বদা বিনীত বিমৎসর মহানবীকে প্রভু বলিলেন, "এবং তাহাদিগকে বল আমি একজন সাধারণ সতর্ককারী।" ১৫ঃ ৮৯

হিন্দুগণও জড়োপাসক নহে, আর্য্য ঋষিগণ কখনও জড়ের উপাসনা করেন নাই, সমস্ত ঋষি ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্ম উপাসনা করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

সৃষ্টির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বর বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সৃষ্টবস্তু সকলের এক বা অদ্বিতীয় প্রভু। তিনি দ্যুলোক এবং এই পৃথিবীকেও ধারণ করিতেছেন, উপহার যোগে (তিনি ভিন্ন) কোন দেবতার সেবা করিব?

পবিত্র কোরআনে বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে, আল্লাহ্‌র রছুল পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের প্রচারিত সত্যধর্ম্ম যাহা কালের আবর্ত্তনে অবিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই পুনরায় বিশুদ্ধভাবে প্রচারিত করিতে আল্লাহ্‌র দ্বারায় আদিষ্ট হইয়াছেন।

"ওআলাকাদ্ বাআসনা ফি কুল্লে উম্মাতির রছুলান্" অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঋষি অর্থাৎ রছুল পাঠাইয়াছেন। ১৬ : ৩৬ "আমরা তোমাকে সন্দেশবাহক ও সতর্ককারীরূপে সত্যের প্রতীক স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি এবং তোমাকে সেই সব জ্বলন্ত অগ্নির সহচরদিগের কার্য্যের জন্য কোন উত্তর দিতে হইবে না।" ২ : ১১৯—"আমি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ কোরআন সত্যের প্রতীক স্বরূপ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সকলের মোহায়মেন, অর্থাৎ সংরক্ষক, অভিভাবক, ও সত্যতা প্রতিপাদক" অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত মহাসত্য সন্নিবেশিত ছিল, তাহা এই পবিত্র কোরআনে সংরক্ষিত হইয়াছে এবং ঐ সকল গ্রন্থের যে সমস্ত শিক্ষা ও উপদেশ বিকৃত বা বিলুপ্ত হইয়াছে, কোরআন তাহার উদ্ধার সাধন ও সংশোধন করিয়াছে। ৫ : ৪৮

ঋগ্বেদে ঈশ্বর বলিতেছেন, "যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং" আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকেই উগ্র বলশালী করি, তাহাকে ব্রাহ্মণ করি, তাহাকেই ঋষি করি, তাহাকেই সুবুদ্ধিশালী করি।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে ঈশ্বর বলিতেছেন—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতাঃ॥" ১০ : ৮
"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥" ১০ : ৯

আমিই সকল উৎপত্তির কারণ ও সমস্তই আমা হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই প্রকার জানিয়া জ্ঞানীরা ভাবপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে। আমাতে যাহারা চিত্ত স্থির করিয়াছে, আমাকে যাহারা প্রাণ অর্পণ করিয়াছে, তাহারা আমারই নিত্য কীর্ত্তন করিয়া সন্তোষে আনন্দে থাকে।

"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়ামি অহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ॥" ১৫ : ১৩

আমার শক্তি পৃথিবীতে প্রবেশ করাইয়া প্রাণীগণকে ধারণ করি ও রস উৎপাদনকারী চন্দ্র হইয়া বনস্পতিকে পোষণ করি।

কোরআন প্রকাশ করিতেছে—"এই পৃথিবী এবং স্বর্গরাজ্যের অধিপতি আল্লাহ্, তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, সকল পদার্থের উপর তাঁহার শক্তি অব্যাহত।" ৫ : ৪০

সেই বিশ্বনাথ মহান্ আল্লাহ্ কে? তিনি "রব্বোল আলামিন" এই বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু।

আল্লাহ্‌র প্রিয়তম সাধক গম্ভীর আরাবে ঘোষণা করিতেছেন, "আশহাদো আল্ লা এলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ্ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য আর

কেহ নাই; তিনি এক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। এই জগতের তিনিই স্বামী এবং তিনিই সকল প্রশংসার যোগ্য। তিনি জীবন দান ও সংহার করেন। তিনি চির জীবন্ত এবং তাঁহার মৃত্যু নাই; তাঁহারই হস্তে যাবতীয় মঙ্গল নির্ভর করে এবং তিনি সকল পদার্থের উপর ক্ষমতাশীল।

আল্লাহ্ কে? মহর্ষি মোহাম্মদ তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। যাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া কোন বস্তুর দর্শন হয় না, তিনি আল্লাহ্, তিনি সৎস্বরূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, আর আল্লাহ্ হইতে ভিন্নরূপে অবস্থিত বলিয়া যে জ্ঞান, সে জ্ঞান অল্প, তাহা তামসিক, তাহা নশ্বর, বিনাশী। আল্লাহ্ নিস্কল (অদ্বয়), নিষ্ক্রিয়, শান্ত, শুদ্ধ স্বভাব, নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী; তিনি মানবের মোক্ষের সেতুস্বরূপ, তিনি ইহা নহেন, উহা নহেন, তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। যাহা ন্যূন তাহা সীমাবদ্ধ, যাহা পূর্ণ তাহা অসীম।

আল্লাহ্ এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান। এই অনন্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় সাধিনী যে শক্তি তাঁহার আছে, সেই শক্তি তাঁহার নিত্যশক্তি, সে শক্তির ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই. অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ পত্রেও সেই শক্তি প্রতিফলিত, অতি ক্ষুদ্র কীট-দেহেও সেই শক্তি প্রতিফলিত।

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "হে মোহাম্মদ (দঃ) তুমি ইহাদিগকে বল (জিজ্ঞাসা কর) তোমরা কি প্রকৃতই তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছ, যিনি দুই অধ্যায়ে (আল্লাহ্‌র দুই দিবসে) এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার সহিত সমকক্ষ স্থাপন করিতেছ যিনি এই পৃথিবীর (প্রতিপালক) প্রভু। তিনিই এই পৃথিবীর বক্ষের উপর পর্ব্বতশ্রেণী

স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ নিহিত করিয়াছেন এবং চারি অধ্যায়ে (আল্লাহ্‌র চারি দিবসে) খাদ্য দ্রব্যাদি (আবশ্যক মত) সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্বেষণকারী সকলের পক্ষে সমান (পাপী ও পুণ্যবান সকল প্রার্থীর পক্ষে সমান) তাহার পর তিনি স্বর্গ (সৃষ্টি ব্যাপারে) মনোযোগী হইলেন এবং তখন তাহা বাষ্পাকারে ছিল, তাহার পর তিনি (স্বর্গকে) ইহাকে এবং পৃথিবীকে আদেশ করিলেন তোমরা উভয়ে আইস (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা)। তাহারা উভয়ে বলিল আমরা আজ্ঞাবহ হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছি।" ৪১ : ৯-১১

(বেদান্ত দর্শনে উক্ত হইয়াছে, "অনৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষং দর্শয়ানেকত্বমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি মিথ্যাজ্ঞান বিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বম। উভয় সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহার গোচরোঽপি জন্তুর-নৃতাভিসন্ধ ইত্যুচ্যতে"—অসত্যবাদীর বন্ধন ও সত্যবাদীর মোচন প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি কেবল একত্বেরই একমাত্র পারমার্থিক সত্যত্ব এবং মিথ্যা-জ্ঞান হইতে নানাত্বের উৎপত্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে, "যো নঃ পিতা জনিতা বিধাতা যো দেবানাং নামধা এক এব"—পরমেশ্বর যিনি আমাদের প্রতিপালক, জন্মদাতা, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বের বিধানকর্ত্তা, যিনি অগ্ন্যাদি দেবনাম ধারণ করেন, তিনি এক।

("একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর, ঋষিগণ তাঁহাকেই নানারূপে বর্ণনা করেন।)

ঋষি বিশ্বামিত্র বলিতেছেন, "ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যন" অর্থাৎ তিন সহস্র তিনশত উনচল্লিশ অর্থাৎ অসংখ্য দেবগণ জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের পূজা করেন।

পবিত্র কোরআনে যেরূপ সহস্র সহস্র ফেরেস্তা ও রছুলগণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং মুছলমানগণ যেমন তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে আদিষ্ট, হিন্দুগণও সেইরূপ পূর্ব্বকালের ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতে আদিষ্ট। কিন্তু ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও নর পূজা করিয়া ঈশ্বর আরাধনার তৃপ্তিভোগ করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

(“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবং অজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥” ৭ : ২৪

বুদ্ধিহীন লোক সকল আমার পরম অব্যয়, অবিনাশী ও অনুপম ভাব না জানিয়া অপ্রকাশিত আমি আমাকে প্রকাশ করিতে যায়।)

“ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥” ৫ : ১৯

যাহাদের মন সমত্বে স্থির হইয়াছে তাহারা এই দেহেই সংসার জয় করিয়াছে। ব্রহ্ম নিষ্কলঙ্ক এবং সমভাবী, এই হেতু তাহারাও ব্রহ্মে স্থির হইয়া থাকে।

অপর পক্ষে কোরআন বলিতেছে, “এবং আমরা তোমাকে পাঠাই নাই এক সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের দয়া স্বরূপ। “রহমাতান লিল আলামীন”, বল আমার নিকট এই সত্যবাণী সমাগত হইয়াছে যে তোমার আল্লাহ্ হন এক, তাহা হইলে তুমি কি তাঁহার বশীভূত হইবে?” ২১ : ১০৭, ১০৮

“তিনিই একমাত্র প্রশংসার পাত্র যাঁহার হস্তে এই রাজ্য এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছেন, (তাঁহার উদ্দেশ্য) তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারেন যে তোমাদের মধ্যে কাহারা সৎকর্ম্মশীল।” ৬৭:১

"ইহা হয় তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ সমস্ত মানব এক সম্প্রদায়মাত্র এবং আমিই তোমার প্রভু, সেই জন্ম আমার উপাসনা কর।" ২১:৯২

এই শ্লোকে এছলামের বিশ্বজনীনত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে জগতের সমস্ত মানবকে মুছলমান তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিতে পারেন। এছলামের উদারতার পরিচয় দিবার জন্যও মুছলমানকে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং
মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈ।
স্তমেবৈকং বিজানথাত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথাঽমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥"

স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই অদ্বয় আত্মাকে অবগত হও, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, এই অদ্বয় আত্মা অমৃতের সোপান।

এই অনন্ত জগতে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সাধিনী যে শক্তি আছে, তাহাই ব্রহ্মের নিত্য শক্তি, তাহা জগত প্রকাশের পূর্ব্বেও তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। এই শক্তি তাঁহার স্বসত্বায় বর্ত্তমান থাকায় তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হইয়াছে, এই ঐশী শক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম জগৎব্যাপার সমাধান করিয়াও নির্ব্বিকার থাকেন।

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামায়েঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।
অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
যদা সর্ব্বে প্রাভন্ত্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥"

মর্ত্তজীব যখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম হন, তখন তিনি অমৃত হন; জীবীতেই অর্থাৎ এই দেহে থাকিয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তাঁহার

সাক্ষাৎকার হেতু যে আনন্দ তাহা ভোগ করেন। যখন হৃদয়ের গ্রন্থি সমুদায় ছিন্ন হইয়া যায়, তখনই জীব অমৃত হন, ইহাই নিশ্চিত উপদেশ।

(তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

"বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধ সত্বাঃ।
তে ব্রহ্ম লোকেষু পরান্তকালে পরামৃতা পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥"

বেদান্ত বিজ্ঞান লাভে যাঁহারা সুনিশ্চিতরূপে ব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, সন্ন্যাস-যোগের (ত্যাগের দ্বারা) দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা সকলে দেহান্তকালে ব্রহ্মলোকে নীত হইয়া পরম অমৃতত্ব লাভ করিয়া সম্যক্ মুক্ত হন।)

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বানি তৃতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥" গীতা ১৫:১৬

এই লোকে ক্ষর অর্থাৎ নাশবান ও অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী এমন দুই পুরুষ আছেন। ভূত মাত্রেই ক্ষর, তাহাদের মধ্যে স্থির যে অন্তর্য্যামী, তাঁহাকেই অক্ষর বলে।

ব্রহ্ম জীব ও জড় জগতের অতীতরূপে নিত্য অবস্থিত, কিন্তু তদ্রূপ থাকিয়াও তিনি জগতের অন্তর্য্যামী, নিয়ন্তা ও বিধাতা, এই সকল শক্তি তাঁহার নিত্য শক্তি। জীব ও জগৎকে প্রকাশিত করিয়া যে ব্রহ্ম ইহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া আছেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ জগৎ ও জীব ব্রহ্মের শক্তিমত্তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সুতরাং তিনি জীব ও জগৎ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারেন না; অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বগত ও সর্ব্বনিয়ন্তা। এই সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব তাঁহার স্বরূপগত শক্তি; এই শক্তি দ্বারা তিনি জীব ও জড়বর্গ হইতে অতীত, তাঁহার স্বস্বরূপান্তর্গত শক্তি। তাঁহার এই শক্তি দ্বারা তাঁহার ঈশ

নামের সার্থকতা হইয়াছে। পরন্তু পরব্রহ্ম সর্ব্বগত ও সর্ব্বনিয়ন্তা হইলেও তাঁহার নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকাতে তিনি জীবের ন্যায় অবিদ্যা-পাশে আবদ্ধ হন না। তিনি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাবই থাকেন।

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "এই পৃথিবীতে প্রত্যেকই (চেতন ও অচেতন) ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে এবং তোমার প্রভু চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, সকল প্রশংসার ও সম্মানের প্রভু। তোমার প্রভুর অনন্ত করুণার মধ্যে কি তুমি প্রত্যাখ্যান করিবে? যাহারা স্বর্গে এবং পৃথিবীতে অবস্থিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই যে তিনি প্রশংসনীয়।" ৫৫ : ২৬

"সেই করুণাময় আল্লাহ্ই এই কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মানবকে আত্মপ্রকাশ করিবার (মহান্ আল্লাহ্র গুণ বর্ণনা করিবার) প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী চন্দ্র ও সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে; বৃক্ষ ও লতা সকল তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করে।" ৫৫ : ১, ৬

"তিনি (মহান্ আল্লাহ্) এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে চেতন পদার্থ স্থাপন করিয়াছেন। তাহারই মধ্যে তাল প্রভৃতি ফল সকল তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং আবরণে আবৃত রহিয়াছে।" ৫৫:১০ ১১,

"তোমরা নক্ষত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ, যখন ইহা নিষ্প্রভ হয়। তোমার সহচর কখন ভ্রমের আবর্ত্তে পতিত হয় না, তিনি কখন সত্যপথ হইতে বিচলিত হন না। ইহা আর কিছুই নহে কিন্তু প্রত্যাদেশবাণী যাহা (তাঁহার নিকট) প্রকাশিত হইতেছে। সেই মহাশক্তিমান মহাপ্রভু তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন, সকল শক্তির অধিকারী মহামহিমান্বিত মহাপ্রভু, তাঁহার দ্বারা তিনি (মানব জীবনে) পরিপূর্ণতা (আধ্যাত্মিক ও পার্থিব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ৫৩ : ১, ৬

কোরআনে এই শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে মহারছুল মোহাম্মদ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, অতি পবিত্র দেহ ধারণ করিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেন।

মহর্ষি বেদব্যাসের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, মহর্ষি মোহাম্মদে সেই সমস্ত গুণাবলী পরিস্ফুট হইয়াছিল; যথা নিত্য অনিত্য বস্তু বিবেক, ঐহিক ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, শম (বহিরিন্দ্রিয় সংযম), দম (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), তিতিক্ষা (ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা), উপরতি (বিষয়ানুভব হইতে অনাসক্তি), সমাধান (আত্মতত্ত্বের ধ্যান), শ্রদ্ধা (ঈশ্বরের বিধি-নিষেধ প্রতিপালন) এবং মুমুক্ষত্ব (মোক্ষের নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা)। মহর্ষি মোহাম্মদ (দঃ) এই সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ অনুমান প্রমাণগম্য নহেন, কারণ অনুমান ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত, মহান্ আল্লাহ্ সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কেবল বাহ্য রূপ রসাদিকে বিষয় করে, যিনি তৎসমস্তের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের বিধানকর্ত্তা, তিনি তদ্বারা পর্য্যাপ্ত নহেন, তিনি তৎসমস্তের অতীত। সুতরাং তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনুমান প্রমাণ গম্যও নহেন।

"কিং প্রমাণকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ—শাস্ত্রমেব যোনিস্তজ জ্ঞপ্তিকারণং যস্মিন্ স্তদেবোক্ত লক্ষণ লক্ষিতং বস্তু ব্রহ্ম শব্দাভিধেয়মিতি"—এই ব্রহ্ম কি প্রকার প্রমাণগম্য, তৎসম্বন্ধে সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শাস্ত্রই উপরি উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মের উৎপত্তি অর্থাৎ জ্ঞাপক, তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ব্রহ্ম শব্দের অভিধেয় বস্তুকে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জগতের

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম, ইহা শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "মহতঃ ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য সর্ব্বজ্ঞ কল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম"—মহান্ সর্ব্বজ্ঞ তুল্য যে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র, তাহার উৎপত্তি স্থান ব্রহ্ম। "অথবা যথোক্তং ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণো যথাবৎস্বরূপাধিগমে।" শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদি কারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ —অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎ স্বরূপ জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ প্রমাণ। যিনি জগতের জন্মাদির কারণ তিনি যে ব্রহ্ম, ইহা কেবল শাস্ত্র প্রমাণেরই গম্য।

কোরআনে বলিতেছে, "ইন্না জা আল্নাহো কোরআনান আরাবি- য়্যান লা আল্লাকুম তা'কী লূন" ইত্যাদি—নিশ্চয় আমি আরবীতে কোরআন করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার। এবং ইহা হয় সেই আদিগ্রন্থের অন্তর্গত, যাহা আমার নিকট রক্ষিত আছে (আল্লাহ্‌র জ্ঞান হইতে উদ্ভূত এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ সকল জ্ঞানের অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে জানিবার পক্ষে সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার), সত্যই অতি উচ্চ (আল্লাহ্‌র উচ্চ তত্ত্বকথায় পূর্ণ) পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডার।" ৪৩ : ৩

"এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর কে এই স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে সেই সর্ব্বশক্তিমান, সেই সর্ব্বজ্ঞ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" ৪৩ : ৯

"যাহারা সেই মহান্ আল্লাহ্‌র বাণী অল্পমূল্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না, অর্থাৎ অমূল্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাহারাই তাহাদের প্রভুর নিকট পুরস্কৃত হইবে" ৩ : ১৯৮

মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার পরম প্রিয় সেবক মোহাম্মদকে বলিতেছেন,

"তুমি সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব এবং মানবের উপকারার্থ আমরা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি, তুমি তাহাদিগকে উপদেশ দাও, যাহা সত্য এবং যাহা অসত্য তাহা হইতে নিবৃত্ত কর, আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখ। এই ধর্ম্মগ্রন্থের অনুসরণকারিগণ যদি বিশ্বাস করিতে পারে, সেই বিশ্বাসই তাহাদিগকে উত্তম ফল প্রদান করিবে।" ৩:১০০

মহানবী মোহাম্মদের শিক্ষার মাধুর্য্য এই যে, আল্লাহ্‌ মানবের শান্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন, মানবকে বিপদে ফেলিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। ২ঃ১৮৫ "যখন আমার সেবকগণ আমার সম্বন্ধে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে থাকি, যাহারা বিনীতভাবে আমার প্রার্থনা করে, আমি তাহাদিগকে উত্তর প্রদান করি।" ২ঃ১৮৬ "যে কেহ আল্লাহ্‌র নামে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবে, এবং সৎকার্য্যে রত থাকিবে, সে তাহার প্রভুর নিকট পুরস্কৃত হইবে। তাহাদিগকে ভীত হইবার কি দুঃখ করিবার কিছুই থাকিবে না।" ২ঃ১১২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং অহং স চ মম প্রিয়ঃ॥" ৭ঃ১৭

তাহাদের মধ্যে যে জ্ঞানী নিত্য সমভাবী, একের ভজনাকারী, সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার প্রিয়।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ॥" ৬ঃ১

যিনি কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরগ্নি এবং নিষ্ক্রিয় না হইলেও সন্ন্যাসী (কর্ম্ম-ফল ত্যাগী), তিনিই যোগী।

এখানে অগ্নি অর্থে সাধন মাত্র। যখন অগ্নির দ্বারা হোম হইত, তখন অগ্নির আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু যুগের পরিবর্ত্তনে সাধনার পথ বিভিন্ন, বর্ত্তমান যুগের সাধনা জনসেবা, তাহা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কখন মোক্ষ লাভ করা যায় না।

মহাপ্রাণ মোহাম্মদের সাধনা ধর্ম্মান্ধ কুক্রিয়াসক্ত মানবকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের পথে চালিত করা। তাঁহার সেই একনিষ্ঠ সাধনাই তাঁহার কর্ম্ম এবং কর্ম্মযোগ।

এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "যে ব্যক্তি এই পার্থিব জীবন এবং পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তুসকল সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাদের কার্য্যানুরূপ আমরা (আল্লাহ্) তাহাদিগকে তাহাই পর্য্যাপ্তরূপে দান করিব এবং তাহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। তাহাদিগের জন্য আর কিছুই বর্ত্তমান নাই কেবলমাত্র পর জীবনের জন্য লেলিহান অগ্নিশিখা।" ১১ঃ ১৫, ১৬ "যাহারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম্ম করে এবং তাহাদের প্রভুর বশ্যতা অবনতভাবে স্বীকার করে, তাহারাই সেই রমণীয় উদ্যানে বাস করিতে পারিবে। যেমন অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রুতিধর—ইহারা কি সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে? তবুও কি তোমার চৈতন্য হইবে না?" ১১ঃ ২৩, ২৪

বেদান্ত দর্শনে উক্ত হইয়াছে—"তদমৃতত্বং দেহসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব বোধ্যম কুতঃ? তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষেঽথ সম্পৎস্যে ইতি আবিমুক্তেঃ সংসার ব্যপদেশাৎ" অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়াই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অমৃতত্ব লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের ততকাল বিলম্ব করিতে হয়, যত কাল তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ না হয়।

মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণের প্রভু

মহান্ আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে প্রভু, আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম কি শেষ হইয়াছে?" তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মই আল্লাহ্‌র আজ্ঞা পালন। কর্ম্মযোগে আত্মাহুতি দিয়া তিনি পার্থিব জীবনেই অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি অবহিত, তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাঁহার প্রশংসা করে, উপবাস করে, মস্তক অবনত করে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, সৎকার্য্যে উৎসাহ এবং অসৎকার্য্যে বাধা দান করে এবং আল্লাহ্‌র নির্দ্দেশ লঙ্ঘন না করে এবং বিশ্বাসিগণকে সুসংবাদ দান করে, (তাহারাই মোক্ষ পদের যোগ্য)।" ৯:১১২

মহাযোগী মোহাম্মদের যোগসাধনের উদ্দেশ্য কর্ম্মসাধন। তাঁহার সমস্ত জীবনের লক্ষ্য মানবের কল্যাণ সাধন করা। প্রত্যাদেশবাণী লাভ করিবার পূর্ব্বেও তিনি তাঁহার দেশবাসীকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন, এইরূপে তিনি কর্ম্মযোগে প্রথম হইতেই আত্মনিয়োগ করিয়া পরিশেষে বিশ্বস্রষ্টা মহাপ্রভুর প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতাতে উক্ত হইয়াছে

"আরুরুক্ষো মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" ৬ : ৩

যোগসাধন কারীর জন্য কর্ম্মই সাধন। যাহার উহা সাধিত হইয়াছে, তাহার শান্তিই সাধন। যাহার আত্মশুদ্ধি হইয়াছে, যে সমত্বের সাধন করিয়াছে, তাহার আত্মদর্শন সহজ। ইহার অর্থ এমন নয় যে, যোগারূঢ়ের লোক সংগ্রহের জন্য কর্ম্মকরার আবশ্যকতা থাকে না। লোক সংগ্রহ বিনা সে বাঁচিতে পারে না অর্থাৎ সেবা কর্ম্ম ভিন্ন সে জীবন ধারণ করিতে পারে না কিন্তু সে দেখাইবার জন্য কিছুই করে না।

সেই অনন্যসাধারণ কর্ম্মী তাঁহার সমস্ত জীবনে কর্ম্মযোগে আসক্ত হইয়া আত্মানন্দ লাভ অর্থাৎ মানবের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। কর্ম্ম হইতেই শান্তি, শান্তি হইতেই সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ,—ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যায়।

"অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরম্ ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎপ্রমুচ্যতে" অর্থাৎ অনাদি অনন্ত মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ সেই ধ্রুব বস্তুকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে অবগত হইয়া সাধক মৃত্যু হইতে মুক্ত হন। তাঁহাকে অবগত হইবার পথ—

("শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্॥" গীতা ১২:১২

অভ্যাস মার্গ হইতে জ্ঞানমার্গ শ্রেয়স্কর, জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ধ্যানমার্গ বিশিষ্ট। ধ্যানমার্গ হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেয়; যেহেতু এই ত্যাগের অন্তে শীঘ্রই শান্তিলাভ হয়।)

হেরাগিরিগুহাভ্যন্তরে মহাযোগী মোহাম্মদ যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন, সেই অভ্যাস হইতেই তাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছিল, সেই জ্ঞান সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইল অর্থাৎ সর্ব্বভূতের কল্যাণ কামনায় তিনি আসক্তিরহিত হইয়া কর্ম্মে লিপ্ত হইলেন; তাহার পর জ্ঞানমার্গের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণের প্রভুর আল্লাহ্‌র ধ্যানে বিভোর হইয়া ছিলেন। পরিশেষে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ অর্থাৎ সেই মহান্ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সমস্ত কর্ম্মফল নিবেদন করিয়া অহং জ্ঞান একেবারে লুপ্ত করিয়া তিনি পরম শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহামানব এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক পদার্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করিতে পারিলেন না, প্রকৃত পক্ষে জাগতিক অনন্তরূপকে ব্রহ্মরূপে যে দর্শন, তাহাই সত্য দর্শন।

ইহা কখন অবিদ্যা হইতে পারে না; কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা অপূর্ণ জ্ঞান, তাহা অবিদ্যা, অসত্য জ্ঞান।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ॥" ৯:৪

আমার অব্যক্ত স্বরূপ দ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে, আমাতে অর্থাৎ আমার আশ্রয়ে সকল প্রাণী রহিয়াছে, আমি তাহাদের আশ্রয়ে নাই।

ব্রহ্মনিষ্ঠ মোহাম্মদ পরিপূর্ণ আনন্দে সেই আনন্দময় প্রভুর ভিতরে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিতরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"করুণাময় প্রভু, আমি যে তোমারই করুণার ভিখারী। তুমি অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল, বিপন্নের আশ্রয়, তোমার সেই মহাজ্যোতির অনুসন্ধানে আমি জ্ঞানহারা উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করিতেছি, এই জ্যোতি মানবের ইহকাল পরকালের সকল অন্ধকার দূরীভূত করে। আমি যেন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, ঐশ্বর্য্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তোমায় বিস্মৃত না হই।"

করুণাময় নবী সর্ব্বদাই মনে ভাবিতেন, "এইত অধ্রুব দেহ, মৃত্তিকায় গঠিত, কখন কোন মুহূর্ত্তে মৃত্তিকায় পরিণত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু এই অধ্রুব দেহ দ্বারা ভূতগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও যশঃ সঞ্চয় করিতে অভিলাষ না করে, তাহার দেহ ধারণই মিথ্যা। যে আত্মা ভূতগণের শোকে শোকাতুর এবং হর্ষে হর্ষান্বিত হয়, তাহাই অক্ষয়, পুণ্যশ্লোক সাধুগণ তাঁহারই ধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকেন। ধন, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি সকলই অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, কে বলিতে পারে যে এই অনিত্য দেহের পরিণাম শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষ্য

না হইবে; যে মরণশীল ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার না করে, উঃ তাহার পরিণাম কি শোচনীয়!”

করুণাময় আল্লাহ্ তাঁহার অন্তরকে আলোকিত করিতে বলিলেন, “আমার করুণা সর্ব্বত্র, সকল পদার্থেই পরিব্যাপ্ত। ৭ঃ১৫৬

তাঁহার (আল্লাহ্‌র) শাস্তি তাহাও মানবের প্রতি তাঁহার করুণা, যেমন দোষী পুত্রকে তাহার স্নেহশীল জনক শাস্তি দিয়া তাহাকে দোষমুক্ত করিয়া থাকেন। সেই পরম প্রভুর কত দয়া, কত তাঁর করুণা, কত অনুগ্রহ, তাই তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে আশ্বাস দিতে বলিতেছেন, “যে কেহ তাহার সৎকার্য্য সঙ্গে আনিতে পারিবে, সে তাহার দশগুণ ফল পাইবে, যে কেহ অসৎকার্য্য আনিবে, সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হইবে না।” ৬ঃ ১৭১

যদি তাহারা তোমাকে বলে তুমি অসত্যবাদী, তাহা হইলে তাহাদিগকে বল, “আমার কর্ম্মফল আমি ভোগ করিব, তোমাদের কর্ম্মফল তোমরা ভোগ করিবে।”

কোরআন বলিতেছে

কুল ইয়া আ ইয়ূহাল ফাকেরুণা, লা আ’ বোদো মা তা’ বোদূনা।

হে অবিশ্বাসিগণ, আমি পূজা করি না যাহাকে তোমরা পূজা কর,

ওআলা আন্তুম আবেদুনা মা আ বোদ

এবং তোমরা পূজা করিবে না যাঁহাকে আমি পূজা করি,

অতএব লা কুম্ দীনোকুম ওয়া লেয়া দীন্

তোমাদের জন্য তোমাদের পুরস্কার (কর্ম্মফল) আমার জন্য আমার পুরস্কার (কর্ম্মফল) সেই অধঃপতিত জাতিকে সৎপথে আনিতে মহামানব হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বদাই বলিতেন, “ইন্না ল্লাহা রাব্বী অ রাব্ব্কুম্ ফা বোদোহো হাজা সেরাতুম্ মুস্তাকিম্”—নিশ্চয়ই আল্লাহ্

হন আমার প্রভু, তোমাদেরও প্রভু, অতএব তাঁহারই আরাধনা কর, ইহাই সত্য সরল পথ। ৩:৫০

মহানবী মোহান্ধ আরব জাতীকে প্রবুদ্ধ করিতে আল্লাহ্‌র বাণী আবৃত্তি করিলেন, "বল হে মানবমণ্ডলী, তোমার প্রভুর নিকট হইতে প্রকৃতই সত্যবাণী সমাগত হইয়াছে, অতএব যে কেহ সত্যপথাশ্রয়ী হইবে, তাহা তাহার আত্মার মঙ্গলের জন্য। আমি তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা নই, কিন্তু যে সত্যবাণী সমাগত হইয়াছে, তাহারই অনুসরণ কর, ধৈর্য্যশীল হও, আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার করিবেন, তিনিই একমাত্র সুবিচারক।" ১০: ১০৮, ১০৯

(ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩য় অঃ ১৪ খঃ) এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো, যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি, স ক্রতুং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ এতৎ সমস্তই ব্রহ্ম, এতৎ সমস্ত তজ্জ (ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট), তল্ল (তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়) তদন (তাঁহাতে স্থিতি করে), ইহা জানিয়া শান্ত অর্থাৎ কামক্রোধাদি বিকার বর্জ্জিত ও আত্মপর বুদ্ধি বিরহিত হইয়া উপাসনা করিবে। এই প্রকার পুরুষ ক্রতুময় হইয়া অর্থাৎ ধ্যেয়গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহলোকে তিনি যেরূপ ক্রতু সম্পন্ন হন, ইহলোক হইতে গমন করিয়াও তিনি সেই প্রকার ফল প্রাপ্ত হন।

কোরআন বলিতেছে, "নিশ্চয় তোমার পরবর্ত্তী জীবন পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন অপেক্ষা উত্তম, এবং নিশ্চয় যখন তোমার প্রভু তোমাকে পতিতোদ্ধার-কারী বলিয়া অভিহিত করিবেন, তখন তুমি প্রীতিলাভ করিবে।" ৯৩: ৪, ৫ "যে কেহ পরজীবনের ফলাকাঙ্ক্ষা করিবে, অর্থাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, আমরাই তাহাকে তাহা প্রদান করিব।" ৪২ : ২০)

মহর্ষি বেদব্যাস প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চেতন, অচেতন, চরাচর

বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়প্রাপ্ত হয় এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারই একাংশ স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বে তিনি অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, তিনি পূর্ণ, অদ্বৈত, গুণাতীত, নিত্য মুক্ত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ব্যাপার তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব তিনি স্পষ্টঅক্ষরে স্থাপিত করিয়াছেন; তাঁহাকে চেতন, অচেতন সকলের অন্তর্য্যামী ও নিয়ন্তৃরূপে চিন্তন প্রথমাঙ্গ, সর্ব্বাত্মকরূপে চিন্তন দ্বিতীয় অঙ্গ, এবং তদুভয়রূপে চিন্তন তৃতীয় অঙ্গ। ব্রহ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ গায়ত্রী, যথা—"তৎ সবিতুবরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ অর্থাৎ এই বিশ্ব জগৎ যাঁহার দ্বারা চালিত হইতেছে, আমরা তাঁহারই পূজনীয় তেজ ধ্যান করি। তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিকে মঙ্গলের পথে চালিত করেন। হিন্দুর পক্ষে ইহাই সর্ব্বোত্তম প্রার্থনা। মুছলমানের পক্ষে ছুরা ফাতেহা যাহা পবিত্র কোরআনের সার, মধ্যমণি, যাহাকে উম্মুল কিতাব অর্থাৎ কোরআন (সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব) প্রসবিত্রী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অসাধারণ প্রতিভাশালী মহানবী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা জগতে সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য রচিত, ইহা মুছলমান, অমুছলমান সমস্ত মানবের তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট আত্ম-নিবেদন করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। "ঈয়্যাকা না' বোদো, ওআ ঈয়্যাকা নাস্তাইনো, এহ দেনাছ ছেরাতাল মুস্তাকিম" অর্থাৎ হে প্রভু, তোমাকেই আমরা আরাধনা করিতেছি, এবং তোমারই নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে সরল সত্যপথে চালিত কর।

মহর্ষি গার্গী বলিয়াছেন, "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি, দ্রষ্ট নান্যদতোস্তি,

শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি, মন্তৃনান্যদতোঽস্তি, বিজ্ঞাত্রে তস্মিন্ ন খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশে ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি" অর্থাৎ এই অক্ষর ব্রহ্ম অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, অচিন্ত্য হইয়াও স্বয়ং মননকর্ত্তা, তিনি অবিজ্ঞাত হইয়াও স্বয়ং বিজ্ঞাতা; তিনি ভিন্ন দ্রষ্ট্রা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। সেই অক্ষর পুরুষে আকাশও ওত প্রোত রহিয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্ মোহাম্মদ অক্ষর ব্রহ্মকে অনুভবে দেখিতে পাইতেন, তাঁহার মহৎবাণী শ্রবণ করিতেন, তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ মনন করিতেন, এই প্রকারে সকল বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি ব্রহ্মভাবে নিয়োজিত ছিল। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই প্রতীতি জন্মিবে যে, তিনি বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী পবিত্র একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন পরমর্ষি ছিলেন। তিনি হিন্দুর চক্ষে পরমর্ষি, মুছলমানের চক্ষে মহা-রছুল আর জগতের সমস্ত মানবের চক্ষে অসাধারণ প্রতিভাশালী ঈশ্বর—ভাবাবিষ্ট মহামানব।

মহাজ্ঞানী পুরুষপ্রবর আল্লাহ্‌র স্থষ্টি প্রত্যেক পদার্থে তাঁহার মাহিমা, তাঁহার অদ্ভুত শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে। "ভূলোক ও দ্যুলোক স্থষ্টি ব্যাপারে দিবা ও রাত্রির পরিবর্ত্তনে বুদ্ধিমানদিগের বোধগম্য হইবার সমস্ত চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহারা দণ্ডায়মান থাকিয়া, উপবেশন করিয়া কি শয়ন করিয়া আল্লাহ্‌র বিষয় স্মরণ করিয়া থাকে, স্বর্গ ও পৃথিবী স্থষ্টির বিষয় চিন্তা করে, তাহারাই শ্রদ্ধাবনতশিরে বলিয়া থাকে। "হে আমাদের প্রভু, তোমার এই স্থষ্টি-বৈচিত্র চিন্তা করিবার বিষয়, ইহা বৃথা নহে।" ৩ঃ১৮৯, ১৯০

ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—

"মানো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
য শ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায়ঃ হবিষা বিধেম॥"

যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা অথবা যিনি সত্যের ধারণ কর্ত্তা হইয়া দ্যুলোকের জন্ম দিয়াছেন, যিনি মহতী আনন্দদায়িনী জল সকলের জন্ম দিয়াছেন, তিনি যেন আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন না হন। তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন দেবতার সেবা করিব?

(কোরআন বলিতেছে—"ইন্নামা আমরুহু এজা, আরাদা শা ঈয়ান আঁই ইয়াকুলা লাহু কুন্‌ফা ইয়াকূন্" অর্থাৎ তিনি যখন কিছু ইচ্ছা করেন, তিনি এই মাত্র আদেশ করেন "হও" এবং তাহাই হইয়া থাকে। ৩৬ঃ ৮২)

ছান্দোগ্য ষষ্ঠ প্রপাঠকে ২য় খণ্ডে উক্ত হইয়াছে

"সদেব সৌম্য ইদমগ্রাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত॥"

হে সৌম্য এই জগৎ অগ্রে ভেদরহিত একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ছিল, সেই সৎ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন (মনন) বহুরূপে (প্রাণিজগৎ) সৃষ্টি হউক, এই প্রকার ঈক্ষণ করিয়া সেই সৎ তেজের সৃষ্টি করিলেন।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রাসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনমীষৎ।
স ঈক্ষত লোকান নু সৃজা ইতি স ইমাল্লোঁকানসৃজত"

এই বিশ্ব অগ্রে এক আত্মরূপে অবস্থিত ছিল, অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না। সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন লোক সকলকে সৃষ্টি করিব কি? তিনিই লোক সকল সৃষ্টি করিলেন।

শ্রুতি জগৎকারণের ঈক্ষণ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে যে, যিনি জগৎকারণ, তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক জগৎরচনা করিলেন। ইহার

কল্পিত অর্থ জগৎকর্ত্তা ঈক্ষণ শক্তি সম্পন্ন, অতএব চৈতন্যময় ব্রহ্ম। কোরআনে আল্লাহ্ও ঈক্ষণ শক্তি-সম্পন্ন, তিনি ইচ্ছা করিলেন হও, তাহা হইতেই জগৎ উদ্ভব হইল। কিন্তু সর্ব্বাধার অদ্বৈত ব্রহ্মের সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব হেতু তাঁহার পরিবর্ত্তন কোন প্রকারে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপগত (স্বভাবতঃ) যে ঈক্ষণ শক্তি তাহা কেবল সৃষ্টি বিষয়ক নহে, জগতের রক্ষণ ও লয় সাধনও ইহার অন্তর্ভূত। সৃষ্টির পর প্রলয় এবং প্রলয়ের পর যে সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, দার্শনিকগণের মধ্যেও এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই।

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি ইত্যাদি"—অর্থাৎ সেই সদ্ব্রহ্ম এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন যে পৃথিবী বহু রূপ শালিনী হউক। সেই জন্য তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, ঐ তেজ অপকে সৃষ্টি করিল, ঐ অপ অন্নকে (পৃথিবীকে) সৃষ্টি করিল ("তত্তেজোঽসৃজত, তদাপোঽসৃজত, তা অন্নম-সৃজন্ত")। তখন সেই সদ্ব্রহ্ম মনন করিলেন যে, এই জগৎ অর্থাৎ তেজ, অপ ও পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপে প্রকাশিত হউক; তৎপরে ব্রহ্ম ঐ অনন্ত নামরূপ বিশিষ্ট জগতে অসংখ্য অনন্ত জীব সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের নিয়ন্তা ও প্রকাশকরূপে তিনি নিত্য স্থিতিশীল। পৃথকরূপে প্রকাশিত অচেতন জগতের দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা সেই জগৎকারণ সদ্ব্রহ্ম। কিন্তু তিনি কি প্রকার দ্রষ্টা? তিনি জগতের নির্লিপ্ত দ্রষ্টা, তিনি নিয়ামক, জগৎ নিয়ম্য। কিন্তু মূল কারণাবস্থায় যেমন তাঁহার ভেদ নাই, সৃষ্টির পরও তিনি ভেদাভেদ রহিত, অদ্বৈত, নিত্য শুদ্ধ সদ্ব্রহ্ম।

(অথর্ব্ব বেদে উক্ত হইয়াছে, "আথর্ব্বর্ণিকৈরুদাহৃতঃ অদৃশ্যমিত্যাদিনা, অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব, কুতঃ? যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদিনা তদ্ধর্ম্মোক্তে":—

অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে উক্ত "যত্তদ-দ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম" অর্থাৎ যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য (হস্ত পদ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন), অগোত্র (যাঁহার বংশ ইত্যাদি নাই), অবর্ণ (যিনি রূপ রসাদি বিষয় বর্জ্জিত) এই সমস্ত বাক্যে যিনি অদৃশ্যত্বাদি গুণ বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ বিশিষ্ট।)

পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ র এই ঈক্ষণ শক্তি যাহা দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হইতেছে, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত। কোর-আন বলিতেছে, "যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহারা কি দেখিতে পায় না যে স্বর্গ ও পৃথিবী আবৃত ছিল এবং আমিই সেই আবরণ মুক্ত করিয়াছি এবং প্রত্যেক জীবিত পদার্থ আমি সলিল হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, ইহাতেও কি তাহাদের বিশ্বাস হইবে না।" ২১ ঃ ৩০

"এবং আমি স্বর্গকে যেন একটি রক্ষিত চন্দ্রাতপ তুল্য সৃষ্টি করিয়াছি, তথাচ তাহারা এই সকল চিহ্ন হইতে পশ্চাপদ্ হইতেছে, অর্থাৎ তাহারা অবিশ্বাস করিতেছে। এবং তিনি সেই মহান্ আল্লাহ্ দিবা ও রাত্রি, সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি (তাঁহারই ঈক্ষণ শক্তি দ্বারা) নভোমণ্ডলে দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করিতেছে।" ২১ ঃ ৩২, ৩৩

ব্রাহ্মণগণের সামবেদীয় সন্ধ্যাবন্দনায় উক্ত হইয়াছে, "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত, ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণিবিদধদ্বিশ্বস্য মীষতো বশী। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবী-ঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ"—অর্থাৎ মহাপ্রলয় সময়ে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, তৎ, কালে কেবল অন্ধকার জন্মিয়াছিল, পরে সৃষ্টি আরম্ভ কালে অদৃষ্টবলে

সৃষ্টিমূলে জলে পরিপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হয়। সেই জল হইতে বিশ্ব প্রকটনকারী বিধাতা দিবা প্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী প্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসর কল্পনা করেন, অর্থাৎ তদবধি দিন রাত্রি ঋতু অয়ন বর্ষ প্রভৃতি হইতে লাগিল, অতঃপর মহঃ প্রভৃতি উর্দ্ধস্থ লোক চতুষ্টয় এবং ভূপ্রভৃতি লোকত্রয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শ্রুতি বলিতেছে, "তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত" অর্থাৎ ব্রহ্ম আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিলেন। অপর পক্ষে কোরআন বলিতেছে, "ও আলাম ইয়ূলাদ্"—কেহ তাঁহাকে জন্ম দেয় নাই।

এই জগৎ প্রথমে কি ছিল? আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতম্" অর্থাৎ প্রথমে অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞাত ছিল। তাহার পর সেই অসৎ (অজ্ঞাত) হইতে সৎ (দৃশ্যমান) জগৎ প্রকাশিত হয়। সেই অসৎ (অর্থাৎ অজ্ঞাত পরম ব্রহ্ম) আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অতএব ইহাকে স্বয়ং কৃত বলা যায়। যাহা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা রস স্বরূপ, জীব সেই রস স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দী হয়েন, যদি হৃদাকাশে সেই আনন্দী না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা শ্বাসক্রিয়া আর কেই বা প্রশ্বাসক্রিয়া করিতে পারিত। সেই পরম ব্রহ্ম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে আনন্দ দান করেন, অতএব যখন জীব সেই অদৃশ্য অশরীরী বাক্যাতীত আনন্দময় সদ্বস্তুতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখনই জীব সর্ব্ববিধ ভয় বিরহিত হইয়া অমৃত স্বরূপ হয়।

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। যিনি গুহামধ্যে (বুদ্ধিতে) লুক্কায়িত শ্রেষ্ঠ আকাশে (হৃদাকাশে) স্থিত সেই ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন, তিনি সেই ব্রহ্মের সহিত সমস্ত ভোগ্যবস্তু (আনন্দ) উপভোগ করেন, তাঁহার ভীত হইবার কারণ থাকে না।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥"

যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি কখনই ভয় প্রাপ্ত হন না।

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি" অর্থাৎ যখন জীব ব্রহ্ম হইতে অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে (ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করে) তখনই তাহার ভয়াধীনতা থাকে; জীবের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে ঈশ্বর বিভুচিৎ আর জীব তাঁহারই মহাশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত অণুচিৎ।

পরমর্ষি মোহাম্মদ তাঁহার প্রভু আল্লাহ্‌কে সৎস্বরূপে অবগত হইয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি ভয় বিরহিত হইয়াছিলেন।

বেদান্ত শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, তিনিই ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। কোরআনও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের বিষয় বিশদ ভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। কোরআন বলিতেছে—"তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে আল্লাহ্‌ এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই অবগত আছেন? কোন স্থানে এমন কোন গুপ্ত মন্ত্রণাগার নাই যেস্থানে তিন ব্যক্তির মধ্যে তিনি চতুর্থ ব্যক্তি নহেন কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে তিনি ষষ্ঠজন নহেন, ইহার অপেক্ষা কমও নহে বেশীও নহে কিন্তু যেখানেই তাহারা অবস্থিতি করুক না কেন, তিনি তাহাদিগের সহিত স্থিতিশাল।" ৫৮ : ৭

অথর্ব্ব বেদে উক্ত হইয়াছে, "দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ" (৪-১৬-২) অর্থাৎ দুই ব্যক্তি গোপনে বসিয়া যে গুপ্ত মন্ত্রণা করে, তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া বিশ্বের রাজা বরুণ স্বীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব বলে তাহা অবগত হন।

বেদান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, "অস্ত্যো ভূর্ভবতি" অর্থাৎ অপ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি কিন্তু "সতো ব্রহ্মণো জগৎ কারণোৎপত্তি অনুপপত্তে সম্ভব, অনুৎপত্তিরেব" অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য সদ্বস্তু, তাঁহার উৎপত্তি উপপন্ন হয় না।

মহাযোগী মোহাম্মদ (দঃ) বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় জয় করিয়া মহান্ আল্লাহ্‌র প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন।

"জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥" গীতা ৬ঃ ৭

যিনি নিজের মনকে জয় করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন, যিনি শীত, উষ্ণ, মান, অপমান সুখ দুঃখ সমজ্ঞান করেন, তিনিই ঈশ্বরে সমাহিত হইয়াছেন।

"জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম লোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ॥" গীতা ৬ঃ ৮

যিনি জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানের অনুভবে তৃপ্তি পাইয়াছেন, যিনি অবিচল, যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন এবং যিনি মৃত্তিকা প্রস্তর ও সুবর্ণে সমজ্ঞান করেন, এইরূপ যোগী ঈশ্বরে বিলীন হন।

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ধৈর্য্যশীল হইয়া আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলগণের সঙ্গী"। ২ঃ ১৫৩

"যাহারা অসত্যের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবে, তাহারাই সেই উদ্যানে আল্লাহ্‌র সহিত সংযুক্ত হইবে। যাহারা বলিয়া থাকে, "হে আমাদিগের প্রভু, আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেইজন্য তুমি আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমাদিগকে শাস্তি হইতে পরিত্রাণ কর; যাহারা ধৈর্য্যশীল, সত্যবাদী, আল্লাহ্‌র বশীভূত, যাহারা সৎপাত্রে

দান করে, যাহারা আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহারাই সেই রম্য উদ্যানে আল্লাহ্‌র সহিত সংযুক্ত হইতে পারিবে।”

পরমার্থতত্ত্ববিদ্ মোহাম্মদ আত্মজয় করিয়া অর্থাৎ আপনার মনকে জয় করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শীত উষ্ণ মান অপমান সুখ দুঃখ সমজ্ঞান ছিল, সেইজন্য তিনি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কর্তা মহান্ আল্লাহ্‌তে সমাহিত হইতে পারিয়াছিলেন; সেই সর্ব্বমঙ্গলনিলয় আল্লাহ্‌র জ্ঞানে এবং তাঁহার অনুভবে সর্ব্বদা তৃপ্তি উপভোগ করিতেন, তিনি অবিচল অর্থাৎ একমাত্র পরমার্থ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপনাকে সর্ব্বভূতে বিতরণ করিয়াছিলেন, নিরক্ষর হইয়াও তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রের চরমোৎকর্ষ লাভের হেতুভূত ছিলেন। সেই ইন্দ্রিয় জয়ী মহাপুরুষ কর্ত্তব্যে সমাহিত হইয়া কর্ম্মস্রোতে আপনাকে যেন ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষে মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণ সমান ছিল অর্থাৎ তিনি ঐশ্বর্য্য ভোগে সর্ব্বদা স্পৃহাহীন ছিলেন। এই প্রকার সাধনায় তিনি যোগসিদ্ধ হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

অহং জ্ঞানে মোহগ্রস্ত অহঙ্কারী মানবগণকে সতর্ক করিতে পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

“ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান সুখী।
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পততি নরকেঽশুচৌ॥”১৬ : ১৩১-৬

আমি আজ ইহা লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার পূর্ণ হইল, এত ধন আমার আছে, ভবিষ্যতে আরো এত হইবে, এই শত্রুকে মারিয়াছি, অপরকেও মারিব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি শ্রীমন্ত, আমি কুলীন, আমার মত আর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া লোক এইরূপ মনে করে এবং ভ্রমে পতিত হইয়া, মোহজালে আবদ্ধ হইয়া, বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া অশুভ নরকে পড়ে।

এই প্রকার অহং জ্ঞানসম্পন্ন মানব একবারও পরকালের বিষয় চিন্তা করে না। পবিত্র কোরআন সেই সব দাম্ভিক মানবগণকে সতর্ক করিতে বলিতেছে—"সেইদিন পাপী তাহার সন্তান সন্ততিগণ দ্বারা শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবার বৃথা চেষ্টা করিবে এবং তাহার স্ত্রী, তাহার ভ্রাতা, তাহার নিকট আত্মীয় যে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল এবং এই পৃথিবীতে তাহাকে যে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু কোন উপায়ে পারে নাই, ইহা যে জ্বলন্ত অগ্নি, মস্তক ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে, ইহা তাহাকেই গ্রহণ করিবে যে পশ্চাদনুগমন করিবে, যে প্রতিনিবৃত্ত হইবে (আল্লাহ্‌র পথ হইতে) এবং ধন সঞ্চয় করিবে এবং তাহার রক্ষা করিবে।" ৭০ : ১১-১৮

"যাহারা আমাদের সত্যবাণী প্রত্যাখ্যান করে, এবং দম্ভের সহিত মুখ ফিরাইয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে স্বর্গের দ্বার কখনও মুক্ত হইবে না।" ৭ : ৪০

"অহঙ্কার করিবে না, আল্লাহ্‌ অহঙ্কারীকে কখনও ভালবাসেন না"। ২৮ : ৭৬

"তুমি ইহ জীবন (ইহ জীবনের সুখ সমৃদ্ধি) অধিক প্রিয় বলিয়া মনে কর, কিন্তু পারলৌকিক জীবন ইহার অপেক্ষা উত্তম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী।" ৮৭ : ১৬, ১৭

বেদ যেমন বলিতেছে "মনুষো নহুষো বিজাতা" অর্থাৎ সকল জাতীয় মানব এক নহুষের সন্তান, কোরআনও সেইরূপ সাক্ষ্য দিতেছে "কানা-ন্নাসো উম্মাতাওঁ অহেদাতান" অর্থাৎ সমস্ত মানব একজাতি ভুক্ত।
২ : ২১৩

অতএব ঈশ্বর এক, সত্য এক, মানব এক, মানব-প্রকৃতিও এক।

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "যাহাদের ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা নাই, যাহাদের ইন্দ্রিয় বিকৃত হয় নাই, তাহাদের বাক্য ও তদতিরিক্ত অলৌকিক বাক্য আপ্ত বাক্য বলিয়া গণ্য। সেশ্বর সাংখ্যও বলেন, এক আপ্ত পুরুষ ঈশ্বর, অপর আপ্ত পুরুষ যোগী, ঈশ্বর নিত্যাপ্ত, যোগী নৈমিত্তিক আপ্ত। যোগানুষ্ঠান ধ্যান, ধারণা ও সমাধির দ্বারা যাহাদের আত্মা দোষ সম্পর্ক শূন্য হইয়াছে, তাহাদের বাক্য কদাচ অসত্য নহে এবং কখনও নিষ্ফল হয় না।

বেদান্ত দর্শন (৪র্থ অঃ ২য় পাদ, ১২শ সূত্র) "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ স্পষ্টো হ্যেকেষাম্" অর্থাৎ 'অথাকাময়োমানো যোঽকামো নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ, আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ইতি বিপ্রতিষেধাদ্বিদুষ উৎক্রান্তিরনুপপন্নেতি চেন্নায়ং বিরোধঃ, যতোঽয়ং প্রাণানামুৎক্রান্তি প্রতিষেধাদ্বিদুষঃ প্রকৃতাচ্ছারীরাত্তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি ইতি স্পষ্ট একেষাং পাঠে। তস্মাদেব তেষামুৎক্রান্তি প্রতিষেধঃ শ্রুয়তে।'

পরন্তু যিনি কামনা করেন না, অতএব কামনা রহিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম, এবং আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয় সকল) উৎক্রান্ত হয় না। ব্রহ্ম ভাব লাভ করিয়া তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হওয়াতে বিদ্বান পুরুষের দেহ হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তি উপপন্ন হয় না। এইজন্য পূর্ব্ব সূত্রোল্লিখিত মীমাংসার শ্রুতি বাক্যের সহিত কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বকথিত শ্রুতিবাক্যে শারীর বিদ্বান

পুরুষ হইতেই ইন্দ্রিয় সকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হইয়াছে, শরীর হইতে উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হয় নাই। মাধ্যন্দিন শাখায় উক্ত শ্রুতির পাঠে "তস্য প্রাণা" স্থলে "তস্মাৎ" প্রাণা এইরূপ পাঠ থাকাতে ইহা স্পষ্ট-রূপেই প্রমাণিত হয়। "যোঽকামঃ নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি," অতএব বিদ্বান্ পুরুষের প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয়) তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না। তৎসহ তাহারাও ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়।

মহামানব মোহাম্মদ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন মহর্ষি ছিলেন, তিনি আপ্ত পুরুষ, সেই সর্ব্বমঙ্গলনিদান আল্লাহ্‌র জ্ঞানে এবং তাঁহারই ধ্যানে সর্ব্বদা আত্মতৃপ্তি উপভোগ করিতেন। কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হইতেন, কিন্তু সর্ব্বদা ফলেচ্ছারহিত ছিলেন।

"কার্য্যং ইত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ।" গীতা ১৮ : ৯

হে অর্জ্জুন "করা উচিত" এই বোধ হইতে যে নিয়ত কর্ম্মসঙ্গ ও ফলত্যাগপূর্ব্বক করা হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া গণ্য করা হয়। মহাপ্রাণ মহানবী এই ভাব প্রণোদিত হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন।

করুণহৃদয় নবী দাসত্বের কঠিন বন্ধন মুক্ত করিতে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 'ফাক্কুরাকাবাতীন" অর্থাৎ দাসের বন্ধন মোচন কর। ৯০ : ১৩ সত্যে আসক্তি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার ভিতর দাসত্ব হইতে মানবকে মুক্ত করার বিষয় পবিত্র কোরআনে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। স্বাধীনতার চিরপক্ষপাতী করুণহৃদয় নবী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানবের জীবনধারণে কোন সুখ নাই, তাহার জীবনধারণ

বিড়ম্বনা মাত্র, তাই মানবের নিত্য মঙ্গলকামী মহামানব তাঁহার ভক্ত-বৃন্দকে, তাঁহার সহচরবর্গকে দাসকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে সেই মহান্ আল্লাহ্‌র নামে আদেশ দিয়াছিলেন তাঁহারা নিজে যেরূপ আহার করিবেন, দাসকে যেন সেইরূপ আহার্য্য প্রদান করেন। পবিত্র কোরআনেও উক্ত হইয়াছে, "গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী যেরূপ আহার্য্য গ্রহণ করেন, যেরূপ পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেন, দাসকেও যেন সেইরূপ প্রদান করেন " কত বড় প্রাণ লইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন ! "দাসকে দাসত্ব হইতে মুক্ত কর, ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন তুলিয়া দাও, আত্মীয়গণের মধ্যে পিতৃমাতৃহীনকে বক্ষে তুলিয়া লও, যে দরিদ্র ধূলায় পড়িয়া আছে, তাহাকে রক্ষা কর।" ৯০ঃ ১৩-১৬ অমুছলমান ত এ বিষয় চিন্তা করেন না, তাঁহারা ত সেই মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করেন না, কিন্তু মুছলমানের মধ্যে কয়জন চিন্তা করিয়া দেখেন কি উচ্চ হৃদয় তাঁহার, কি মহাপ্রাণ লইয়া তিনি এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন। (অপরপক্ষে হিন্দুর প্রধান ব্যবহার শাস্ত্র মনুসংহিতায় আছে "ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে। নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপহতি" অর্থাৎ স্বামী কর্ত্তৃক মুক্ত হইলেও শূদ্র কখন দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় না। যেহেতু দাসত্বই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, কে তাহাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে পারে? "শূদ্রং তু কারয়েৎ দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা" অর্থাৎ ক্রীত বা অক্রীত হউক, শূদ্রকে দিয়া দাসত্ব করাইবে। বেদান্ত দর্শনে উক্ত হইয়াছে, "বিদ্যা প্রদেশে তং হোপনিন্যে ইত্যাদিনোপনয়নসংস্কারপরামর্শাৎ শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ এক জাতির্ন চ সংস্কারমর্হতীতি" তদভাবাভিলাপাচ্চ বিদ্যায়াং শূদ্রঃ নাধিক্রিয়তে" অর্থাৎ শূদ্রের বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ

তাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই। শ্রুতি উপনয়ন সংস্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্পণ করিবার বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং শূদ্রের প্রতি শ্রুতি সেই সংস্কার নিষেধ করিয়াছেন ; যথা "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ" ইত্যাদি (১অঃ ৩পাদ, ৩৬ সূত্র)। "শ্রবণাধ্যয়ণার্থ প্রতিষেধাৎ"— "শূদ্রো নাধিক্রিয়তে, শূদ্র সমীপে নাধ্যেতব্যমিত্যাদিনা তস্য বেদশ্রবণাদি প্রতিষেধাৎ" অর্থাৎ শূদ্রের বেদ শ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, তদর্থজ্ঞান এতৎ সমস্তই শ্রুতিতে নিষিদ্ধ আছে, সুতরাং শূদ্রের তদ্বিষয়ে অধিকার নাই (১অঃ ৩পাদ ৩৮ সূত্র)। "স্মৃতেশ্চ"—ন চাস্য উপদিশেদ্ধর্ম্মমিত্যাদি স্মৃতেশ্চ" অর্থাৎ স্মৃতিতেও এইরূপ প্রতিষেধ আছে যথা "ন চ অস্য উপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চ অস্য ব্রতং আদিশেৎ" অর্থাৎ শূদ্রকে ধর্ম্ম উপদেশ দিবে না, ব্রতাচরণ করিতে আদেশ করিবে না।

কিন্তু এই শূদ্র শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল ? "য শোচতি স এব শূদ্রঃ।" ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণতঃ অনার্য্যদিগকে শূদ্র নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহারা বেদে উপনিষদাদিতে শূদ্রের অনধিকার স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নোক্ত উপাখ্যান দ্বারা আমরা তাহা প্রমাণ করিব। ছান্দোগ্য উপনিষদে সম্বর্গ বিদ্যা কথনে চতুর্থ প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে যে জানশ্রুতির প্রপৌত্র অতিশয় ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি নিত্য বহু অতিথি সৎকার করিতেন, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ঋষিগণ একদিন রাত্রিকালে হংসরূপে তাঁহার বাটীতে আগমন করিলেন। তন্মধ্যে একটি হংস তাঁহাকে প্রশংসাসূচক বাক্য কহিলেন, তৎশ্রবণে অপর একটি হংস তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিলেন, "শকটবিশিষ্ট রৈক্ক ঋষির ন্যায় ইহাকে এরূপ প্রশংসা করিতেছ কেন ? ইনি কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ নহেন। এই সকল কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন। রাত্রি প্রভাতে লোক

পাঠাইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর রৌক্ক ঋষির সন্ধান পাইলেন; তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন ঋষি একটি শকটের অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন। রাজা তাঁহাকে মহার্ঘ উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবার প্রার্থনা জানাইলে, ঋষি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "হে শূদ্র, এতৎ সমস্ত গ্রহণ করা উচিত নহে, কারণ তুমি শোকগ্রস্ত। তখন রাজা তাঁহাকে স্বীয় কন্যা, বিবিধ ধনরত্ন ইত্যাদি প্রদান করিলে ঋষি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। প্রকৃত পক্ষে মানব যখন শোকে মুহ্যমান হয়, তখন তাহার ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মালোচনা কি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের শক্তি লোপ পায়। শূদ্রের প্রকৃত অর্থ শোকগ্রস্ত।)

পবিত্র কোরআনে যেমন উক্ত হইয়াছে, "রহমাতোন লিল্ আলামিন" ২১ : ১০৭ তুমি সমস্ত জগতের দয়া স্বরূপ, "অমাহুয়া ইল্লা জেকরুন লিল্ আলামিন" ইহা বিশ্ব মানবের জাগরণ জন্য উপদেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বেদও সেইরূপ প্রকাশ করিতেছে, "মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি।" অর্থাৎ ঈশ্বর বাণীর আশ্চর্য্য গতি, তাহার কার্য্য চেতনা দান, সকলের বুদ্ধির ভিতরে তাহা আপন শোভা বিস্তার করে। "সর্ব্বাসাং সমানং" সকল মানবের পক্ষে বেদ সমান। "বেদোঽখিলো-ধর্ম্মমূলংহি" সমস্ত ধর্ম্মের মূলই বেদ। মহর্ষি মোহাম্মদ সেই পবিত্র বেদ যাহা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেই মহান্ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস-সম্ভূত হইয়াছিল, তাহাই মানবের কল্যাণার্থ তাঁহার প্রভু মহান্ আল্লাহ্‌র নিকট প্রাপ্ত হইয়া অবিকৃত ও বিশুদ্ধভাবে মানব-সমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে "মা ইয়ুকালু লাকা এল্লা মা কাদ্ কীলা লে রছুলে মিন্ কাব্‌লেকা" অর্থাৎ যাহা

তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতদিগকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত তোমাকে এমন কিছু বলা হয় নাই। নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে সত্য সনাতন এছলাম ধর্ম্মই আর্য্যগণের পবিত্র বৈদিক ধর্ম্ম এবং কোরআন বিশুদ্ধ অবিকৃত বেদ মন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। হজরত রছুলে করীম সৃষ্টির আদি ধর্ম্মের উদ্ধারকর্ত্তা, তিনি নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই। পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের সহিত পবিত্র এছলাম ধর্ম্মের যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্মের সহিত সেরূপ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করিতেছি কোরআন হিন্দুগণেরও বেদের মত আদরের বস্তু এবং হিন্দু ও মুছলমানের ধর্ম্মগত কোন পার্থক্য নাই, ধর্ম্মের অনুশাসনে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ।

মহাত্মা মোহাম্মদের অন্তরে আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে কিসের আকাঙ্ক্ষা—পার্থিব ধনরত্নের, ভোগৈশ্বর্য্যের? যিনি বলিয়াছেন, "আমার একহস্তে চন্দ্র, অপর হস্তে সূর্য্য দিলেও আমি সত্য হইতে বিচলিত হইতে পারি না," তাঁহার ভোগৈশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা করাও মহাপাপ। আমরা জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক কার্লাইল হইতে (Carlyle) উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—"যৌবনের উষ্ণ রক্ত যখন শীতল হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার কাম্য বস্তুর অনুসন্ধানে উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই বন্য প্রকৃতি, নিরক্ষর, মরুবক্ষে পালিত উষ্ট্রপালক তাঁহার জ্ঞানোদ্রেক হইবার পর হইতে অবিরত মনের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন, সহস্র চিন্তা, সহস্র প্রশ্ন সেই প্রশস্ত উদার বক্ষ ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল—'এই প্রহেলিকাময় মানবের অস্তিত্ব, জগতের অস্তিত্ব কোথা হইতে, মানব কি, পৃথিবী কি, চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্রি এ সমস্ত কি?' তাঁহার সেই প্রশস্ত হৃদয় দর্পণে কত চিত্র প্রতিফলিত হইল 'সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা,

প্রেম ভালবাসা মানবের এই সমস্ত মনোবৃত্তি কোথা হইতে কি প্রকারে উদ্ভব হয়, কে আমি, কি আমি, এই দুর্জ্জেয় বস্তু যাহার মধ্যে আমার স্থিতি, যাহাকে মানব জগৎ বলিয়া অভিহিত করে, তাহাই বা কি ?' সদা সর্ব্বদা এই সমস্ত প্রশ্ন তাঁহার অন্তর মধ্যে আলোড়িত হইতে লাগিল। 'জীবন কি আর মৃত্যুই বা কি, কাহাকে বিশ্বাস করিব আর বিশ্বাস্যই বা কি ? আমার কর্ত্তব্য কি, আমি কোন পথ আশ্রয় করিব ?' সেই দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-মালা হেরা কি সিনাই উত্তর দিতে পারিল না, সেই অতি বিস্তৃত বালুময় প্রান্তর উত্তর দিতে পারিল না, মাথার উপর উদার প্রশস্ত আকাশ যাহার বক্ষে চন্দ্র সূর্য্য অনন্ত নক্ষত্র বিরাজ করিতেছে, তাহাও এই প্রশ্ন সমাধান করিতে পারিল না, পারিল কে ? সেই বন্য প্রকৃতির হৃদয় ভেদ করিয়া যে উত্থিত হইয়াছিল, তাহারই আত্মা, যাহা আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত, আল্লাহ্‌র শক্তিতে দৃপ্ত, সেই আত্মাই এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছিল।" মহামতি কার্লাইল (Carlyle) সত্যই বলিয়াছেন - "এই সরলতা, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ, এই মানবের বাক্য, প্রকৃতির নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি ; তাঁহার বাক্য অমোঘ, মানব নিশ্চয়ই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে। তাহা ভিন্ন আর সমস্তই বায়ু-প্রবাহের মত অস্থায়ী।

মহাজ্ঞানী মোহাম্মদ তাহার পর কি করিলেন—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ ॥"

তিনি তাঁহার আত্মাকে রথী স্বরূপ, শরীরকে রথ স্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথী স্বরূপ এবং মনকে প্রগ্রহ স্বরূপ বোধ করিলেন। তখন তিনি সমস্ত পৃথিবীতে সেই রথ চালিত করিলেন। কি জন্য ? পুনরায় কার্লাইলের কথায় উত্তর দিতেছি—"পৃথিবীকে আলোক প্রদান করিতে, পৃথিবীর বক্ষে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিতে তাঁহারই নিকট হইতে

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।" এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে—"কুল ইয়া আ ইয়ুহান্নাসো ইন্নী রছুলোল্লাহে এলায়কুম্ জামীয়ান্" ৭:১৫৮—বল হে লোক সকল, সত্য আমি তোমাদের সকলের নিকটে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রেরিত।

ন্যায়নিষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদের (দঃ) হৃদয়ের ভক্তি যেন স্বতঃ উচ্ছসিত হইয়া তাঁহার প্রভু আল্লাহ্‌র দিকে ছুটিয়া গিয়াছিল—"সকল গৌরব, সকল প্রশংসার পাত্র একমাত্র আল্লাহ্, তাঁহারই প্রত্যাদেশ বাণী এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট, স্বর্গে এবং পৃথিবীতে যে সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান, বিশ্বাসিগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে তাহাই যথেষ্ট। দিবা ও রাত্রির পরিবর্ত্তনে, মেঘ হইতে তাঁহারই দ্বারা আমাদের প্রাণ ধারণোপযোগী সমস্ত আহার্য্য সামগ্রীর উৎপাদনে, পৃথিবীকে মৃত্যুর পর জীবনী শক্তি প্রদানে (বৃষ্টির পর অনুর্ব্বর জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি-করণে), বায়ুর পরিবর্ত্তনে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যে সমস্ত চিহ্ন পরি-লক্ষিত হয়, তাহা হইতেই বিশ্বাসিগণের জ্ঞানোদ্রেক হইয়া থাকে। মহান্ আল্লাহ্‌র এই সমস্ত বাণী আমরা সত্যের সহিত তোমার নিকট আবৃত্তি করিতেছি। কিন্তু আল্লাহ্ আর তাঁহার প্রত্যাদেশ বাণী কি ভাবে ঘোষিত হইলে তাহাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে? পাপিষ্ঠ মিথ্যাচারিগণই দুঃখভোগী। যাহাদিগের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী প্রকাশিত হইবার পর যাহারা দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকে আর সেই সত্যবাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, যেন তাহা তাহাদিগের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে নাই, তাহাদিগকে বল যে তাহারা যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি ভোগ করিবে। যখন সে আমাদের বাণী অবগত হইবার পরও উপহাস, অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তখন নিশ্চয়ই তাহার প্রতি অপমান-জনক শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে।" ৪৫ : ১৯

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥" ৩ঃ১৩

যে ব্যক্তি যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করে (অর্থাৎ দীন-দুঃখীকে অন্ন দান করিবার পর নিজে অন্ন গ্রহণ করে) সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে কেবল নিজের জন্য পাক করে (পাক করিয়া দীন দুঃখীকে প্রদান না করে) সে পাপ ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে "মোঘমন্নং বিন্দতে অ-প্রচেতা সত্যং ব্রবীমি বধইৎস তস্য। নার্য্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী" অর্থাৎ বৃথাই সেই মূর্খ অন্নগ্রহণ করে, সত্যই বলিতেছি, তাহাই তাহার বধের কারণ হয়, যদি সেই অন্নদ্বারা সে ঈশ্বরের অথবা তাহার প্রতিবেশীর সেবা না করে। যে একাকী অন্নগ্রহণ করে, সে কেবলই পাপ ভক্ষণ করে।

পবিত্র কোরআনে এই ভাবের কথা বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে— "এবং তাহারা তাঁহারই (আল্লাহ্‌রই) প্রীতির জন্য দুঃখীজনকে পিতৃমাতৃহীনকে কি বন্দীকে খাদ্যদ্রব্য দান করে। আমরা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ উৎপাদনের জন্য তোমাদিগকে আহার্য্য দান করি, সে জন্য আমরা তোমাদিগের নিকট হইতে কোন পুরস্কার কি ধন্যবাদ কামনা করি না।"

বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবী বলিতেন, "যে ব্যক্তি তাহার প্রতিবাসী অভুক্ত আছে জানিয়া নিজে আহার করে, তাহার স্বর্গের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।" কোরআন বলিতেছে—"ঈশ্বর পরোপকারী দানশীলকেই পুরস্কৃত করিয়া থাকেন।" ১২ঃ৮৮

"তুমি কি তাহার বিষয় চিন্তা করিয়াছ যে ধর্ম্মের নামে অনৃতবাদ প্রচার করিয়া থাকে? সে সেই ব্যক্তি যে পিতৃমাতৃহীন অনাথের সহিত কঠোর ব্যবহার করে এবং দীন দুঃখীকে সাহায্য দান করিতে অন্যকে উৎসাহিত করে না।" ১০৭ : ২, ৩

(পুরাণে কথিত হইয়াছে, এই পৃথিবী সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহার এক একটি ভাগ এক একটি দ্বীপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপ বলিয়া উল্লিখিত, সেইরূপ শাল্ম দ্বীপ, প্লক্ষ দ্বীপ ইত্যাদি। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে শাল্মলী বৃক্ষের প্রাচুর্য্যহেতু এই দ্বীপকে শাল্মলদ্বীপ বলা হইত, আরব দেশ এই শাল্মল দ্বীপের অন্তর্গত। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে কথিত হইয়াছে, মহারাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু এই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। এই দ্বীপের অন্তর্গত মক্কানগরী তখন আর্য্যদিগের পরম পবিত্র স্থান। প্রবাদ আছে, একদা হরগৌরী তীর্থদর্শন উপলক্ষে মক্কানগরীতে গমন করিয়াছিলেন এবং নিদর্শনস্বরূপ এক খণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর রাখিয়া আসিয়াছিলেন। (১) তখন এই নগরীর নাম ছিল মোক্ষেয় অথবা মোক্ষস্থান, এবং এই তীর্থ আর্য্যগণের অসংখ্য তীর্থস্থানের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং অতি পবিত্র তীর্থ ছিল, কারণ মানবের শেষ পরিণতি মোক্ষ, এই পরম পবিত্র তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়া পরমব্রহ্মের নামে আত্মনিবেদন করিলে মোক্ষ অথবা মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মহাজ্ঞানী মহানবীর আবির্ভাবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বোধ হয় এই ধারণা আর্য্যগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। অনেক ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পবিত্র

(১) "Islamic civilization" by Prof S. Khuda Bukhsh Part I Page 48. Wilford vol III & IV Sir Richard Burton's "Pilgrimage to all Medina and Mecca".

কাবা ধর্ম্মমন্দির জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন (২) এবং প্রথম অবস্থায় ইহা একেশ্বরবাদীর উপাসনাগার ছিল। এক সময়ে ঐ কৃষ্ণ প্রস্তরও প্রায় সমস্ত জগতের লোকের উপাসনার বস্তু ছিল। মহানবী যখন অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং হজরত আলী প্রচার করিলেন যে, একেশ্বরবাদী ভিন্ন অন্য কোন লোক এই তীর্থে অর্থাৎ পরম পবিত্র কাবা গৃহে প্রবেশাধিকার পাইবে না, তখন হইতে সম্ভব আর্য্যগণের পক্ষে (বহু ঈশ্বরবাদিত্বের কারণ) এই তীর্থ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সেই কৃষ্ণ প্রস্তর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞ হজরত ওমরের জীবনীতে লিখিত হইয়াছে, তিনি একদিন এই কৃষ্ণ প্রস্তর চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ, আমি জানি তুমি একখণ্ড প্রস্তর মাত্র, তুমি আমার কোন অপকার কি উপকার করিতে পার না, যদি আমি চক্ষে না দেখিতাম যে আল্লাহ্‌র রছুল তোমাকে স্পর্শ করিয়াছেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমিও তোমাকে স্পর্শ করিতাম না।")

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

✓ সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। ১৮:৬৬

সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। অতএব তুমি শোক করিও না।

সেই পুরাতন মহাভারতের যুগে অন্য কোন ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল না, তখন একমাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল, আর ছিল জড়োপাসনা

---

(২) Deodorus Siculus mentions this Cabba, in a way not to be mistaken, as the oldest, most honored temple in his time.

অর্থাৎ জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্রাদিকে উপাসনা করিয়া মানব ঈশ্বর উপাসনার ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেন। সেই জন্য ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম ভক্ত অর্জ্জুনের নিকট ব্রহ্মবাক্য বা ঈশ্বর বাণী প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন—"সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র পরব্রহ্মের শরণ লও, তাহা হইলে তোমাকে আর কোন প্রকার শোক করিতে হইবে না।" আর্য্যধর্ম্মের মূল ভিত্তি একেশ্বরবাদ, এছলাম ধর্ম্মেরও মূল ভিত্তি একেশ্বরবাদ, তাই মহানবী বলিয়াছেন, "তোমরা মুছলমান হও, অর্থাৎ এক ঈশ্বরের উপাসনা কর।" পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "কুল ইন্নামা আনা বাশা-রুম মেছ্‌লুকুম ইয়ূহা এলায়্যা আন্নামা এলাহোকুম এলাহোঁও আহেদুন্" ৪১ ঃ ৬ অর্থাৎ আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি প্রকাশ হইয়াছে যে তোমাদের আল্লাহ্ এক। "আমি তোমাদের মতই একজন নশ্বর মানব মাত্র। আমি প্রত্যাদেশ বাণী প্রাপ্ত হইয়াছি যে তোমাদের আল্লাহ্ এক আল্লাহ্। অতএব যে ব্যক্তি তাহার পরম প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের আশা করে, সে যেন তাহার প্রভু ব্যতীত অন্য কাহারও পূজা না করে এবং সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়।" ১৮ ঃ ১১০

সদানন্দ পুরুষপ্রধান হজরত মোহাম্মদ যোগ সাধনায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ-গণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় ভাব তাঁহার মহান্ চরিত্রে যেরূপ প্রস্ফুটিত ও বিকসিত হইয়া

(পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চয়ই প্রথম ধর্ম্মমন্দির যাহা মানবের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বেক্কা যাহা সমস্ত মানব জাতির আশীর্ব্বাদ স্বরূপ, এবং সমস্ত জাতিকে (ধর্ম্মপথে) চালিত করিবার সুপথ।" (মক্কা নগরীর অপর নাম বেক্কা) ৩ ঃ ৯৫)

ছিল, আমরা অনেক মহাপুরুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া এই সমস্ত ভাবের এইরূপ একত্র সমন্বয় দেখিতে পাই নাই। (১) এই যোগ সাধনায় তাঁহার মহান্ উৎকর্ষ প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহার সানন্দ সত্তা সমস্ত জগতের অভিব্যক্তি, এই জন্যই তিনি বিশ্বনবী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি নিত্য নিরতিশয় পরমানন্দরূপে অবস্থান করিতেন এবং শান্ত ও বিকার রহিত হইয়া সর্ব্বভূতে আত্মাহুতি প্রদান-পূর্ব্বক প্রেমময়ের প্রেমলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, আর সেই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "আল্লাহ্ বলিয়া থাকেন যে ব্যক্তি তাঁহার প্রেম লাভ করিতে পারিয়াছে এবং তিনিও যাঁহাকে তাঁহার অতি পবিত্র প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন, সে তখন নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার সানন্দ সত্তা পূর্ণরূপে তাঁহাতেই বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে, সে অদ্বৈতরূপে তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। তাহার শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ে তাঁহারই সূক্ষ্ম শব্দ তন্মাত্রা অবস্থিত থাকে, যাহা দ্বারা সে তাঁহার মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করিতে পারে, তাহার ত্বকে তাঁহার সূক্ষ্ম স্পর্শ তন্মাত্রা অবস্থিত থাকে, যাহা দ্বারা সে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে, তাহার নাসারন্ধ্রে সূক্ষ্মগন্ধ তন্মাত্রা, যাহা দ্বারা তাঁহার নৈসর্গিক গন্ধে তাহার সমস্ত পূরীষগন্ধ বিদূরিত হয়, তাহার নেত্রে সূক্ষ্ম দর্শন তন্মাত্রা যাহার দ্বারা সে সমস্ত বিশ্বে তাঁহার প্রভাব সন্দর্শন করিতে পারে, তাহার জিহ্বাগ্রে সূক্ষ্ম রস তন্মাত্রা যাহা দ্বারা সে তাঁহার পবিত্র প্রেম পীযূষ পান করিয়া আনন্দে বিভোর থাকিতে

(১) পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "আমরা (আল্লাহ্) রছুলদিগের মধ্যে একজনকে আর একজনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি, কাহারও সহিত আমি বাক্য বিনিময় করিয়াছি, এবং কাহাকেও পদ মর্য্যাদায় সমুন্নত করিয়াছি।" ২ : ২৫৩

পারে। এছলামের প্রকৃত স্বরূপ মানব যখন উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহার ইন্দ্রিয়গম্য সমস্ত বিষয়ই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানের অনুভূতি দ্বারা মানব পরমব্রহ্মের সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বেদান্ত দর্শনে ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান।"

বিশ্বস্রষ্টা মহান্ আল্লাহ্‌র গুণাবলী দ্বারা অনুরঞ্জিত পবিত্র আত্মা মহামানব মোহাম্মদ আধ্যাত্মিকতার উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিয়াও সম্পূর্ণ নিরভিমান; সেই ভুবনমঙ্গল মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র হইয়াও তিনি কোন দিনের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাবেন নাই যে তিনি আর তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই একই ভাব—"তিনি আল্লাহ্, সেই করুণাময় বিভু তাঁহার হৃদয়ের প্রভু, আর তিনি সেই মহাপ্রভুর চিরন্তন দাস, তাঁহার সেবক, তাঁহার পরিচারক। তাঁহার সমস্ত জীবনের লক্ষ্য তাঁহার আজ্ঞাপালন।" পবিত্র আত্মা পুরুষোত্তম মোহাম্মদ মুক্তকণ্ঠে জগৎসমক্ষে বলিতে পারিয়াছিলেন, "মানব মহান্ আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে নিশ্চয়ই বলিবে—'আমার প্রার্থনা, আমার উৎসর্গ, আমার জীবন, এমন কি আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস সমস্তই সেই মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র, যিনি এই জগতের মহাপ্রভু, যিনি সমস্ত জাতির, সমস্ত বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা এবং অন্তিমে যাঁহাতে সমস্তই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, কিছু নাই যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, সীমা নাই, শেষ নাই, যিনি অজ, অক্ষয়, অব্যয়।' এই কথা প্রচার করিতে, এই মহাসত্য মানব-সমাজে ঘোষিত করিতে আমি তাঁহারই দ্বারা আদিষ্ট, আর তাহাদিগের মধ্যে আমিই প্রথম তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছি।" ৬ : ১৬৩, ১৬৪ উপনিষদের সমস্ত ভাবই এই কয়টি কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে—"যতো

বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্তি অভিসং-বিশন্তি" অর্থাৎ যাঁহা হইতে (যাঁহার অনুকম্পায়) জীবসমূহ জন্মগ্রহণ করিতেছে, যাঁহা দ্বারা (যাঁহার মহাশক্তি প্রভাবে) জাত জীবসমূহ জীবন ধারণ করিয়া আছে আর অন্তে যাঁহাতেই আবার সমুদয় জীব লয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাই মহান্ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিবৈচিত্র্য। তিনি রাব্বোল আলামিন্, তিনি রহমান, তিনি রহীম, তিনি মালেকে ইয়াওমেদ্দিন। মহর্ষি মহানবী জনঃ তপ ও সত্যলোকের অনুসন্ধান পাইলেন, তখন তাঁহার আনন্দময় কোষের সম্যক্ পরিপুষ্টি সাধিত হইল। এই আনন্দের তিনটি উৎস যথা—নিষ্কাম ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান, ও পরা ভক্তি, ইহা হইতেই তিনি অনাবিল আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। (১)

---

(১) বরুণপুত্র ভৃগু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দান করুন, ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করুন!" পিতা বলিলেন—"বৎস, এই জগৎ যাঁহা হইতে সৃষ্ট, যাঁহার দ্বারা পালিত আর যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তুমি ধ্যানযোগে তাঁহাকে জ্ঞাত হও।" ভৃগু ধ্যাননিমগ্ন হইয়া জ্ঞাত হইলেন—"অন্ন হইতে ভূত-গ্রাম উৎপন্ন, অন্নেই জীব জীবিত থাকে, আর অন্নেতেই লয় প্রাপ্ত হয়।" অতঃপর পিতৃনির্দ্দেশানুযায়ী পুনরায় ধ্যান নিমগ্ন হইয়া জ্ঞাত হইলেন—মন হইতে, তাহার পর বিজ্ঞান হইতে—কিন্তু সর্ব্বশেষে জানিতে পারিলেন, আনন্দ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন, আনন্দে সৃষ্ট জীব জীবিত থাকে এবং আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়—"আনন্দাৎ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দংপ্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।" ইহাই আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান। এই স্থানেই জন্মান্তরবাদ খণ্ডিত হইল, এই বিষয়ে বেদান্তে ও কোরআনে কোন পার্থক্য রহিল না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"

২ অঃ ১ পাদ ২৪ সূত্র

"যথা দেবাদয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ স্বাপেক্ষিতং সৃজন্তি তথা ভগবানপি" অর্থাৎ দেবতা ও সিদ্ধপুরুষগণ স্বীয় সঙ্কল্প দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তু ('অলৌকিক কার্য্য) সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা লোক-প্রসিদ্ধ, তদ্বৎ ঈশ্বরও তাঁহার ইচ্ছানুসারে জগৎসৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদ (দঃ) বদরযুদ্ধে যে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "যখন তুমি তোমার প্রভুর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার প্রভু তোমার প্রার্থনার উত্তরও দিয়াছিলেন—'আমি তোমাকে এক সহস্র দূত পাঠাইয়া সাহায্য করিব, তাহারা এক এক করিয়া উপস্থিত হইবে'।" ৮ : ৮, ৯ কিন্তু মানব ঈশ্বরভাবাবিষ্ট হইলেও এবং ঈশ্বরের গুণানুরঞ্জিত বলিয়া অবধারিত হইলেও শ্রুতি কি বেদান্ত মতে তিনি কখনই ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণজ্ঞ হইতে পারেন না। বেদান্ত দর্শনে এবং শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ

তজ্জীবস্য কর্তৃত্বং পরাদ্ধেতোঽস্তি। অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিত্যাদি শ্রুতেঃ॥"

জীবের কর্তৃত্বাদি সমস্তই পরমাত্মার অধীন, শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। মহাপুরুষগণের দ্বারা যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে তাঁহার ইচ্ছারও কিছুমাত্র

বিভিন্নতা নাই, আর সেই সমস্ত অলৌকিক কার্য্যও কেবল মানবের মঙ্গলার্থ তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। মানব মানবত্বের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াও কখন ভগবৎপদবাচ্য হইতে পারেন না, সুতরাং মানবকে ঈশ্বরের ন্যায় বিভুস্বভাব বলা যাইতে পারে না. মানব পরমেশ্বরের ন্যায় বিভুস্বভাব হইলে জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদত্বই সিদ্ধ হয়, মানবত্ব আর সিদ্ধ হয় না। মানবের স্বভাবসিদ্ধ যে অপূর্ণজ্ঞত্ব ও অসর্ব্বশক্তিমত্তা দৃষ্ট হয়, তাহা আর থাকিতে পারে না। যিনি বিভু তাঁহার আবরণ কে জন্মাইতে পারে? কিন্তু জ্ঞানের আবরণ না হইলে জীবত্ব ঘটে না। মানব অজ্ঞানতার মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তাহার জ্ঞানের উদ্রেক হইবার পর হইতে সে তাহার আত্মাকে যতই ঈশ্বরের গুণাবলীতে অনুরঞ্জিত করিবে, ততই তাহার আবরণ দূরীভূত হইবে। এইজন্যই শ্রুতি বলিতেছে—"উপাসনমাপ্রয়াণাৎ কার্য্যং। যতস্তত্রাপি স খলু এবং বর্ত্তয়ন যাবৎ আয়ুষমিত্যাদৌ তদ্দৃষ্টম্" অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আজীবন উপাসনা কার্য্য করিবে, কারণ তিনি এইরূপে আজীবন অবস্থান করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন।

সেই নিরক্ষর উষ্ট্রপালকের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক কার্য্য গভীর তত্ত্বপূর্ণ কোরআন প্রচার, যাহা বর্ত্তমান জগতে ৬০ কোটী মানবের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অবলম্বন। যিনি অমুছলমান, তিনি যদি কোরআন পাঠ করেন, তাঁহাকেও অবশ্য ইহার অপার্থিব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হইবে। নরোত্তম নবী সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সহস্র নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া মহান্ আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সেই অদৃশ্য, বাক্যাতীত, ধ্যানাতীত এবং গুণাতীত সদ্বস্তুতে (মহান্ আল্লাহ্‌তে) সম্পূর্ণরূপে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, সর্ব্বপ্রকার ভয় বিরহিত হইয়া তিনি অমৃতস্বরূপ হইয়াছিলেন। সংশুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষ এই জ্ঞান দ্বারা

জগতের কলুষরাশি ভস্ম করিয়াছিলেন আর নিরক্ষর হইয়াও পরাবিদ্যার দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদ্‌গত করিয়া তাঁহার পরম প্রিয় হইয়াছিলেন। মানবত্বের ঐক্য দর্শনকেই তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানিয়াছিলেন, এবং নিবৃত্তি-মার্গের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া এই জীবনেই মহান্ আল্লাহ্‌কে সর্ব্বপ্রকার অনুভব করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥" ৭ : ১৭

তাহাদের মধ্যে যে নিত্য সমভাবী একের ভজনকারী, সেই জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার প্রিয়।

নরশ্রেষ্ঠ মহানবী তাঁহার বাসনার দ্বার মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রাণের প্রভু মহান্ আল্লাহ্‌র নির্ম্মাল্যে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। যখন পূর্ণ সত্যের প্রদীপ্ত আলোক-চ্ছটায় সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত করিতে তাঁহার আকুল আগ্রহ চারিদিকে ছুটিয়া গিয়াছিল, তখন তিনি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন বিশ্বেশ্বরের বিরাট সিংহাসন যেন তাঁহার অন্তরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আর এই বিশ্ব তাঁহাতেই অভিব্যক্ত। মহামানব যীশুখৃষ্টও যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন আর সেই সাধনার উৎকর্ষে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন— "আমি ও আমার পিতা ঈশ্বর এক।" সেণ্টজন ১১ : ৩৩ তিনি তখন ঈশ্বরের অনুরাগে উল্লসিত, তাঁহার গুণাবলীতে অনুরঞ্জিত। সাধারণ মানব তখন দেখিতে পাইল সেই মহাপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ হইতে সত্য, ন্যায়, করুণা ও শান্তি যেন সহস্র ধারায় বিগলিত হইতেছে, সেই ধারায় অভিষিক্ত হইয়া মানব তাহার সমস্ত কলুষ ধৌত করিতেছে। আধ্যাত্মিকতার ভাবে অনুপ্রাণিত মহামানব যীশু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমিই

একমাত্র পথ, মহাসত্য এবং জীবনীশক্তি, আমার মধ্যস্থতা ভিন্ন সেই পরম পিতার নিকট কেহই উপস্থিত হইতে পারিবে না।" সেণ্টজন ১৪ : ৬ সত্ত্বগুণান্বিত যোগসিদ্ধ যীশু যেন তমোগুণের আশ্রয়ীভূত হইলেন কিন্তু এই ঘোর, এই তমোভাব তাঁহার অচিরেই দূরীভূত হইল, মেঘাবৃত পূর্ণচন্দ্র যেন মেঘ নির্ম্মুক্ত হইল, তখন সাধক প্রবর আবার বলিলেন— "না আমার ইচ্ছা নয়, হে প্রভু সবই তোমার ইচ্ছা।" "সর্ব্বং খলু ইদংব্রহ্ম"— সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়। সমস্ত ঘোর কাটিয়া গেল, বিশ্বপতিকে যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তিনি বলিতে পারিলেন, "সেই পরম পিতা আমার হৃদয় মধ্যে আর আমিও তাঁহার হৃদয় মধ্যে।" সেণ্টজন ১৪ : ১১ তিনি পুনরায় বলিলেন, "আমার পিতা আমার অপেক্ষাও বৃহত্তর।" ১৪ : ২৮ তখন মেঘ নির্ম্মুক্ত শশধরের মত শান্ত, স্নিগ্ধ, উজ্জল প্রভান্বিত সেই মহাপুরুষ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে তিনি এবং তাঁহার পিতা ঈশ্বর কখনই এক হইতে পারেন না। তখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষার সাগর আলোড়িত হইল, বিশ্বপতির প্রেম লাভ করিবার জন্য, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠিল, তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞানের রশ্মি প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিল যে তাঁহারই (ঈশ্বরের) ইচ্ছায় সমস্ত জগত চালিত হইতেছে। তাঁহার কণ্ঠ হইতে স্বতঃ উচ্চারিত হইল, "তোমরা কেন আমাকে উত্তম বলিতেছ, কেহই উত্তম নহেন, একজন ব্যতীত, তিনি ঈশ্বর।" সেণ্ট লূক ১৮ : ১৯ মহামানব যীশু তখন সোঽহংভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ঈশ্বরের নামে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া তিনি তাঁহার পিতা, জগতের পিতা সেই মহান্ ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।) তখন—

"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥" গীতা ২ : ৬৫

তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রসাদ হইতে সকল দুঃখের বিনাশ হয়, আর এই প্রসাদ হেতু মানব স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের অনুরাগে অনুরঞ্জিত, ঈশ্বর-প্রেমে অপহৃতচৈতন্য ভক্ত-প্রবর যীশু সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মানবের পক্ষে যাহা অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে তাহা সম্ভব." সেণ্ট লূক ১৮:২৭ তখন আর তাঁহার একত্ব কি বাৎসল্য ভাব নাই, তখন তিনি দাস, দাসানুদাস। আর্য্য ঋষিগণ অনেকেই এই ভ্রান্তির ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"সোঽহং" অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর। একথা সত্য যে ঈশ্বরের গুণাবলীতে আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিয়া তাঁহার বিধি নিষেধ সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালন করিয়া মহামানবগণ তাঁহার প্রকৃতির সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মহামুনি বেদব্যাস স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মের অংশ নহে, জীব অপূর্ণদর্শী, ব্রহ্ম পূর্ণদর্শী, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি জগদ্ব্যাপার সাধন করেন, জীবের মুক্তাবস্থায়ও সর্ব্বশক্তিমত্তা হয় না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও এই মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহানবী মোহাম্মদও (দঃ) এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ হইয়া পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি শব্দ ব্রহ্মের (ওহি অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বাণী) অধিকারী হইয়াও কখন আপনাকে "সোঽহং" বলিয়া পরিচয় দেন নাই। বেদান্তের সমস্ত ভাবই তাঁহার অন্তরে পরিস্ফুট হইয়াছিল "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান কামান সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতে তি ভোগমাত্র সাম্য লিঙ্গাৎ চ মুক্তৈশ্বর্য্যং জগৎ ব্যাপার বর্জ্জম্." অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধ ভোগ উপলব্ধি করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তিনি অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন হন, এই বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের

কেববমাত্র ভোগ বিষয়েই (অলৌকিক শক্তিমত্তা) সমতা থাকা শ্রুতি উপদেশ দিতেছে, সামর্থ্যের, শক্তির, সাম্যের উপদেশ করে নাই। অতএব ইহার দ্বারা মুক্ত পুরুষদিগের জগৎ সৃষ্টাদি ব্যাপার সামর্থ্য না থাকা সিদ্ধান্ত হয়। (তৈত্তিরীয় ২০) মহানবীর ভক্তবৃন্দ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি তিনি তাঁহাদের নিকট সেইরূপ ভাবের পরিচয় দিতেন (তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ কিম্বা আল্লাহ্র অংশে জন্ম) তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ভক্তির ভিত্তি কথনও কম্পিত হইত না। যাঁহার পবিত্র চরণ ধৌত সলিল ভক্তগণের সমক্ষে কখনও ভূমি স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তগণ কি প্রকার ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কি কেহ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু সেই মহাপুরুষ সর্ব্বদা নিরভিমান হইয়া সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতেন আমি তোমাদের মতই নশ্বর মানব, মহান্ আল্লাহ্র দাসানুদাস, আমি তাঁহারই দ্বারা আদিষ্ট তাঁহার পবিত্র বাণী লোকসমাজে প্রচার করিতে। সেই বিশ্বনিয়ন্তা আমার প্রভু, তোমাদের প্রভু, সমস্ত মানবের প্রভু, সমস্ত প্রাণীর প্রভু, সমস্ত জগতের প্রভু।

ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মকেই জগৎ নিয়ন্তা বলিয়া জ্ঞাত হন, সুতরাং নিজ দেহকৃত কর্ম্ম সকলে অনাত্মবুদ্ধি হওয়াতে দেহধারী থাকা অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করেন, তাহাতে তাঁহারা কোন প্রকারে লিপ্ত হন না। "যথা পুষ্কর পলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" অর্থাৎ পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেও সেইরূপ পাপ কখন লিপ্ত হইতে পারে না।

শ্রী-মদ্রামানুজ স্বামী বলিয়াছেন. জীব ও জড়বর্গ কখন ব্রহ্মের সহিত সঙ্কর হয় না, সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকেন। ব্রহ্মে কখন চিদচিৎধর্ম্ম

বিদ্যমান হয় না, এবং মোক্ষাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ থাকেন। জীব মোক্ষ অবস্থায় ব্রহ্ম হইতে পারেন না, ইহা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তেরও অভিমত। কিন্তু এক হিসাবে জীব ব্রহ্মের অংশ (যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টজীব) কিন্তু তাহা হইলেও জীব অপূর্ণ দ্রষ্টা, সুতরাং কখনই ঈশ্বর কি ঈশ্বর পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না, ঈশ্বর পূর্ণদ্রষ্টা, তিনি নিত্য সর্ব্বজ্ঞ, এইজন্যই তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা।

"অংশাংশিভাবাজ্জীব পরমাত্মানো র্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি"—জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাবহেতু (যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টজীব) উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বেদান্ত দর্শনে অতি সুন্দর ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। জীব পরমাত্মার প্রজা অর্থাৎ পরম ব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্ট কিন্তু পরমাত্মা জ্ঞ অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞ; জীব অজ্ঞ অর্থাৎ অপূর্ণজ্ঞ, পরমাত্মা ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান। লৌহ যেমন অগ্নিদগ্ধ হইয়া অগ্নির তুল্য দাহিকা শক্তি সম্পন্ন হয়, মানবও সেইরূপ ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্ম শক্তি লাভ করিয়া থাকে কিন্তু উভয়ের শক্তির তারতম্য—অগ্নির শক্তি নিত্য, লৌহের শক্তি অনিত্য। শ্রুতি স্পষ্টরূপে ঘোষিত করিতেছে যে ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান, জগৎ সৃষ্টি তাঁহার ইচ্ছা, আর তাঁহার ইচ্ছা শক্তি নিত্য। পবিত্র কোরআনও এই কথা উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছে—"আমি আল্লাহ্ আমি সর্ব্বজ্ঞ। আল্লাহ্ হন তিনি, তিনি ভিন্ন আর কেহ আল্লাহ্ হইতে পারে না, তিনি জীবন্ত এবং স্বশক্তিতে শক্তিমান।" "ও আল্লাহো ইয়ুয়্যায়িদো বে নশরে হি ম্যাঁন ইয়্যাশাউ"—আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন, আপন সাহায্যে বল দিয়া থাকেন। বেদেও ঈশ্বর বলিতেছেন, "যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি, তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং।"—আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী করি, তাহাকে ঋত্বিকগণের প্রধান করি, তাহাকে ঋষি করি, তাহাকে সুবুদ্ধি-

শালী করি। "ইউল কি রুহা মিন্ আমরিহি আলা মাঁই ইয়া শাউ মিন এবাদিহি।" তিনি (আল্লাহ) স্বীয় আজ্ঞামত আপন উপাসক-দিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন, বাণী অবতারণ করেন।

বেদ যেমন দুই ভাগে বিভক্ত, কোরআনও সেইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ বিধি, অপর ভাগ অর্থবাদ। বিধি দুই প্রকার প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। প্রবর্ত্তক বিধি বিধান নামে ও নিবর্ত্তক বিধি নিষেধ নামে খ্যাত। প্রবর্ত্তক বিধি মানবকে বিধেয় পদার্থে প্রবর্ত্তিত করিতেছে এবং নিবর্ত্তক বিধি মানবকে নিষিদ্ধ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতেছে। (১)

---

(১) এছলাম ধর্ম্মে ঈমান (বিশ্বাস) ও সৎকর্ম্ম সাধন মুক্তির প্রধান উপায়। নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ইহারই উপর নির্ভর করে। এছলামে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক বিধির উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"মানবের একমাত্র আল্লাহই উপাস্য, অতএব তাঁহারই উপাসনা কর, তাঁহার সহিত কাহারও অংশাংশী ভাব স্থাপন করিও না, তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ অর্থাৎ পিতামাতাকে সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন, পিতৃমাতৃহীন সন্তানগণকে প্রতিপালন, দীন দুঃখীকে দান, প্রতিবেশীগণকে—আত্মীয় কি অনাত্মীয়, স্বধর্ম্মী কি বিধর্ম্মী—সাধ্যানুসারে সাহায্য প্রদান, নিরাশ্রয় পথিকগণকে আশ্রয় প্রদান, অতিথি সৎকার, মানব মাত্রের সহিত সদ্ব্যবহার ইত্যাদি এছলামের প্রবর্ত্তক বিধির অন্তর্গত। দাম্ভিকতা ও মাৎসর্য্য, কৃপণতা ও অসৎপাত্রে দান, কুশিক্ষা ও সজ্জনের নিন্দা প্রচার, কুসংস্কার ও দুর্নীতি ইত্যাদি নিবর্ত্তক বিধির অন্তর্গত। পবিত্র কোরআনে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক বিধি বিশদভাবে বর্ণিত। মানবত্বের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হইবার পথ অতি সরল ও প্রশস্ত, পথ প্রদর্শকরূপে আল্লাহ্‌র রছুল কেবল মানবগণের শিক্ষকরূপে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন। শয়তান মানবকে সর্ব্বদা প্রলোভনের পথে চালিত করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, যিনি রছুলের নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই শয়তানের প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।" ৪৬ : ৩৬-৪২ সারাংশ।

নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে মহাপ্রাণ মহানবী নিত্য অনাড়ম্বর ও শুদ্ধ সত্ত্বগুণ সমন্বিত জীবন যাপন করিয়া তাঁহার প্রভুর বিধি নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। যিনি ধর্ম্মার্থ ও কাম মোক্ষ এই ত্রিবিধ মার্গের সংস্থাপয়িতা, যিনি ধার্ম্মিকগণের উপায় এবং অধার্ম্মিকগণের অপায় স্বরূপ, ক্রিয়া (সৎ ক্রিয়া), ধর্ম্ম, গতি, সত্য, তপ ও মোক্ষ যাঁহার অধীন, তিনি নিত্য নিরভিমান ও অহঙ্কার শূন্য হইয়া সতত বিলাস বর্জ্জিত সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। মদিনা নগর-বাসী কায়েছ বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা ছাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে একদিন হজরত নবী করীম তাঁহাদের বাটীতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে গুণমুগ্ধ ছাদ তাঁহাকে তাঁহার গর্দ্দভোপরি আরোহণ করিয়া যাইতে বলিলেন এবং পুত্র কায়েছকে তাঁহার অনুগমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। মহানবী নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাদিগকে বলিলেন, তাহা কখনও হইতে পারে না, পশুর অধিকারী অগ্রে পশুর সম্মুখে উপবেশন করিবে, তিনি তাহার পশ্চাতে উপবিষ্ট থাকিবেন। তাঁহার সহচর, তাঁহার বন্ধুবান্ধব, তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হইলে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, এবং অনুযোগ করিয়া বলিতেন যে তিনি এরূপ সম্মানের উপযুক্ত পাত্র নহেন। তিনি সেই মহান আল্লাহ্‌র একজন দীনতম সেবক, তাহাদিগের মতই একজন জরামৃত্যুর অধীন সাধারণ মানব। সামান্য একজন ক্রীত-দাসকেও তিনি কখন প্রত্যাখ্যান করেন নাই, তাহার আমন্ত্রণও তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। মহানবী সর্ব্বদা সংযতবাক্ ছিলেন, কোন সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়া তিনি অনাবশ্যক একটি কথাও বলিতেন না। বন্ধুবান্ধব কি সহচরবর্গের সহিত একাসনে উপবিষ্ট থাকিলে বিলাস বর্জ্জিত সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত মহানবীকে কোন অপরিচিত লোক আল্লাহ্‌র রছুল বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারিত না।

রত্ন প্রসবিত্রী বসুধা যত রত্ন প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহানবী হজরত মোহাম্মদকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোন মানব সৃষ্টির আরম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত ধরণী বক্ষে আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা অধঃপতিত, জগতের চক্ষে ঘৃণিত, বহুধা বিভক্ত, সর্ব্বদা বিবদমান এবং হিংস্রভাবাপন্ন দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে একতায় আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জগতের বক্ষে জ্ঞানে বুদ্ধিতে, শৌর্য্যে প্রতাপে, পাণ্ডিত্যে শিক্ষায় সর্ব্বরকমে একটা শ্রেষ্ঠ জাতিতে উন্নীত করিতে পারিয়াছিলেন? কোন অমানুষিক শক্তিবলে একজন নিরক্ষর, বাল্যে পিতৃমাতৃহীন উষ্ট্রপালক, তাহাদিগের অন্তরে ধর্ম্মের কর্ত্তব্যের, পবিত্রতার, নৈতিকতার, নিষ্ঠার ও একাগ্রতার অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে মানবত্বের উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন? আরব জাতির পক্ষে ইহা যেন নব জীবন, অন্ধকারের পথ হইতে আলোকের পথে উন্মেষণ। সেই শক্তি দ্বারা—মহান্ আল্লাহ্‌র মহাশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত মহামানবের সেই অপার্থিব শক্তি দ্বারা অসভ্য মূর্খ আরববাসী সঞ্জীবিত হইয়াছিল। সৃষ্টির পর হইতে পৃথিবীর নিকট অপরিচিত একটা জাতি যাহাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য মরুভূবক্ষে বিচরণ ও মেষপালন। তাহাদিগের মধ্যে একজন নিরক্ষর রছুল (ঋষি) প্রেরিত হইল, একটি মহাবাক্য তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, সে বাক্য—বিশ্বাস্থ-আল্লাহ্ এক আর মানব এক। তাহার পর সেই অপরিচিত মরুবাসী জগতে সুপরিচিত হইল, ক্ষুদ্র বৃহত্তরে পরিণত হইল। এক শতাব্দীর ভিতর সেই ক্ষুদ্র আরববাসী এক হস্ত প্রসারিত করিয়া পশ্চিমে গ্রাণাডা, অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া পূর্ব্বে দিল্লী স্পর্শ করিতে পারিল। বীরত্বের উদ্দীপনা, চরিত্রের সৌন্দর্য্য এবং প্রতিভার আলোক বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত পৃথিবীর

একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। এই আরববাসী আর এই মানব মোহাম্মদ, এক শতাব্দীর মধ্যে ইহা প্রকৃতই যেন আকাশ প্রান্তে করকা দীপ্তির মত চমকপ্রদ। ধরিত্রীর মাঝে ক্ষুদ্র বালুকণার উপর বিদ্যুৎছটা, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই বালুকণা বিস্ফোটক বারুদে পরিণত হইল, প্রজ্জলিত আলোক রশ্মি সুদূর গগন প্রান্ত উদ্ভাসিত করিল, আর সেই প্রদীপ্ত আলোক শিখা পশ্চিমে গ্রাণাডা হইতে সুদূর দিল্লী পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগে প্রতিফলিত হইল। (Lecture by Thomas Carlyle)

ইহা সেই বন্য প্রকৃতির বক্ষে পালিত মোহাম্মদের কোন শক্তি? কোন শক্তিবলে নিরক্ষর মানব মোহাম্মদ এই অসাধ্য সাধন করিলেন? ইহা সেই শক্তি—বিশ্বপতি মহান্ আল্লাহ্‌র মহাশক্তি; ইহা সেই অব্যক্ত অথচ ব্যক্তরূপে প্রকাশিত বিশ্বনিয়ন্তার মহাশক্তি (৫৭ : ৩) যে শক্তির অমৃতনিস্যন্দিনী ধারা স্বর্গ হইতে সহস্রধারে তাঁহার প্রিয়তম নবী মাহামানব মোহাম্মদের মস্তকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ নিত্য বর্ষিত হইয়াছিল। ইহা সেই স্বর্গ ও জগৎস্রষ্ঠার মহাশক্তি যে শক্তি সমস্ত জগতের বক্ষ ভেদ করিয়া সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াছিল, এমন কি অতি ক্ষুদ্র পল্লীর নিভৃত কোণে অবস্থিত প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে সেই শক্তির অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহা সেই সচ্চিদানন্দ ভুবনমঙ্গল মহাপ্রভুর জ্ঞানময়ী শক্তি যে শক্তির প্রচণ্ড তেজ মানবের বহুদিনের বদ্ধমূল কুসংস্কার ও কলুষরাশি ভস্মীভূত করিয়া তাহাকে জ্ঞানমার্গে চালিত করিয়াছিল।

সাধারণ মানব অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাতে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপ করিয়া থাকে আর ভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিয়া থাকে। নরোত্তম নবী তাঁহার সমস্ত জীবনে

কখনও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন নাই। সেই পরমেশ তাঁহার প্রভু, তিনি তাঁহার দাসানুদাস, তাঁহার আজ্ঞা পালনেই তাঁহার সুখ, তাঁহার তৃপ্তি, তাঁহার শান্তি, তাঁহার আনন্দ। যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, যিনি বাক্য ও মনের অতীত, যাঁহার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় নাই, যিনি অব্যক্ত ও অতীন্দ্রিয়, তিনিই তাঁহার আশ্রয়; আর্য্যগণের ষড়দর্শনে তিনি পরমব্রহ্ম, কোরআনে তিনি মহান্ আল্লাহ্। মানবের অন্তঃকরণ বিষয় সম্পর্কে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ঐ পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে অন্তঃকরণের বৃত্তি কহে। যাহা কিছু বিষয়ের মলিনতা, তাহা বৃত্তিতেই থাকে, ঐ মলিনতা বিশুদ্ধ জ্ঞানকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। রাজর্ষি মোহাম্মদকে কখনও বিষয়ের মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে নাই, প্রথম জীবনে যিনি উষ্ট্রপালক, পরজীবনে তিনি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি; কিন্তু সমস্ত জীবনে তিনি বিষয় সম্পর্ক-শূন্য, নিরভিমান সাধারণ মানবের মত সাধারণ জীবন যাপন করিয়াছেন।

মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) সাধারণ জীবন যাপনে সর্ব্বদা অভ্যস্ত ছিলেন, বিলাসিতা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; বিলাসের কোন উপকরণে তিনি মুগ্ধ হন নাই। মাসরাবার ভিতর একদিন হজরত ওমর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন,—তিনি দেখিতে পাইলেন এছলাম সাম্রাজ্যের অধিপতি, মুছলমান জগতের ধর্ম্মগুরু একটি ক্ষুদ্র শয্যাবিহীন খাটিয়াতে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকের উপাধান খর্জ্জুরত্বক। গৃহের এক কোণে কিছু বার্লী, অপর একস্থানে কোন একটি জন্তুর চর্ম্ম বিস্তৃত রহিয়াছে, তাঁহার মস্তকের উপর কয়েকটি সলিলপূর্ণ মশক দোদুল্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্জ্জিত,

নির্ব্বিকারচিত্ত মহানবীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া ভক্ত ওমর তাঁহার চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু যিনি সতত স্বপ্রকৃতিতে অবস্থিত, আকাশ সূর্য্য ও সমীরণবৎ নিঃসঙ্গ এবং যিনি নিত্য অপ্রমাদী, তাঁহার সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি। করুণার জীবন্ত মূর্ত্তি, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহানবী হজরত ওমরের অশ্রুপূর্ণ নেত্র ও ম্লান মুখ দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন! অকপট বন্ধু হজরত ওমর অকপট চিত্তে তাঁহার প্রাণের সন্তাপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রছুল, আমার কি ক্রন্দন করিবার কারণ নাই, দেখুন দেখি খাটিয়ার দড়ির দাগগুলি আপনার পৃষ্ঠদেশে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই গৃহে আরামপ্রদ কোন দ্রব্য সামগ্রী নাই। তুলনা করিয়া দেখুন পারস্যের খছরু কি রোমের বাদশাহ কি প্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। আর আপনি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র রছুল, সমস্ত মুছলমানের অবিসম্বাদী নেতা, মুছলমান সাম্রাজ্যের একছত্র অধিপতি, আপনি কি প্রকার জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। এই দৃশ্য প্রকৃতই মর্ম্মস্পর্শী, হৃদয় বিদারক।" সরল-প্রাণ মহানবী সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন, "হে খাত্তাবের প্রিয়পুত্র, তুমি কি অবগত নহ মহান্ আল্লাহ্‌র বাণী 'আমরা যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকেই করুণা বিতরণ করি, আমরা সৎকর্ম্মশীলের পুরস্কার কখনও অপচয় করি না; এবং নিশ্চয়ই যাহারা বিশ্বাস পরায়ণ এবং অসৎপথের প্রহরীস্বরূপ অবস্থান করে, তাহাদিগের পক্ষে পরজীবনের পুরস্কার ইহজীবনের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম।' বৎস ওমর, পারস্যের খছরু কি রোমের বাদশাহ এই পার্থিব ধন রত্নের জন্য লালায়িত, আমি পর জীবনের চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুল।"

মহাপ্রাজ্ঞ রছুলুল্লাহ্‌র এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্ত

ওমর বিস্মিত নেত্রে সেই মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল সেই মহান্ আল্লাহ্‌র নির্ম্মল জ্যোতি তাঁহার পবিত্র মুখে প্রতিফলিত। মহাপুরুষ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "পথিক যখন প্রখর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া ক্ষণেক বিশ্রামের জন্য বৃক্ষতল আশ্রয় করে, সে স্থানে কি সে সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা আশা করিতে পারে? আমরাও সেইরূপ মহাপথের পথিক, এই সংসাররূপ পান্থশালায় কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় লইয়াছি, এখানে কি অনন্তকাল স্থায়ী পারলৌকিক সুখের কোন উপাদান থাকিতে পারে? নরোত্তম নবী জ্ঞান-দৃষ্টিবলে ছিন্নসংশয় ও অনভিভূত, দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে নির্ম্মুক্ত, দেহস্থ হইয়াও দৈহিক গুণ সম্পর্কহীন, সর্ব্বদাই চিন্তিত—তাঁহার পরকালের গতি কি হইবে। এ সম্বন্ধে মহর্ষি কপিল তাঁহার সাংখ্য দর্শনে বলিয়াছেন, "উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ" অর্থাৎ মোক্ষ যে দৃষ্ট উপায় লভ্য রাজ্য ধনাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা শ্রুতি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রুতি মুক্তিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। মহর্ষি কপিল পুনরায় বলিয়াছেন, "ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তি দর্শনাৎ।" 'লৌকিকাৎ উপায়াৎ ধনাদেরত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি সিদ্ধি-র্নাস্তি। কুতঃ, ধনাদিনা দুঃখে নিবৃত্তে পশ্চাৎধনাদিক্ষয়ে পুনরপি দুঃখানুবৃত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ'—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপায় ব্যতীত দৃষ্ট উপায়ে অর্থাৎ লোকবিদিত উপায়ে ধনাদি দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায় না। লোকবিদিত উপায়ে যে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহা আত্যন্তিক নহে। কারণ আবার তৎসদৃশ অন্য দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে; দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয় না। সাংখ্যশাস্ত্রে পুনরায় উক্ত হইয়াছে, "প্রাত্যহিক ক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকার চেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্।'—যেমন ভোজন দ্বায়া প্রতিদিন ক্ষুধা নিবারণ করা যায়; সেই কারণ

পুরুষের ধনাদি অর্জ্জনে সম্ভবতঃ স্থূল দুঃখ নিবারণ করা যায়। ইহাতে সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সে নিবৃত্তি পরম নহে। সংখ্য দর্শনম্ ২,৩,

মহামানব মোহাম্মদ (দঃ) ধনাদি অর্জ্জন করিতেন স্থূল দুঃখ নিবারণের জন্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃষ্ণা ছিল না, আসক্তিও ছিল না। একমাত্র পরম পুরুষার্থলাভই তাঁহার লক্ষ্যীভূত বিষয় ছিল। "অসক্তোহ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ"—আসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলেই মানব মোক্ষ পাইয়া থাকে।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেকে হয়ত মনে ভাবিতে পারেন আরবের নবী এমন কোন অলৌকিক কার্য্য করেন নাই যাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বর-ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহামানব যীশুখৃষ্ট যেমন দুই চারিটি মৎস্য এবং দু'এক টুক্‌রা রুটি দিয়া পাঁচ সাত সহস্র লোককে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন, আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দ্রৌপদীর প্রদত্ত শাকান্ন ভোজন করিয়া উদ্গার করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সশিষ্য ঋষি দুর্ব্বাসার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারিত হইয়াছিল, মহানবী মোহাম্মদও (দঃ) সেই প্রকার অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা অনিচ্ছুক ছিলেন, যদি কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাঁহার উপাসনা করে। ছহি বোখারী প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে, তাহার উল্লেখ করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থের অবতারণা করিতে হয়। আমরাও এ বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করা উচিত মনে করি না। কিন্তু তাঁহার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্লাইল (Carlyle) উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "পবিত্র কোরআনই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক কার্য্য। তিনি এক অব্যক্ত, অসীম ঈশ্বরের দূত। আর সেই অব্যক্ত অসীমের নিকট প্রাপ্ত

সত্যবাণী আমাদিগকে প্রদান করিবার জন্যই তিনি এই মরধামে আগমন করিয়াছিলেন। সেই বন্য প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত নিরক্ষর মানবের কল্পনাপ্রসূত বাণী যাহা সেই অনন্ত অসীমের নিকট হইতে প্রাপ্ত সত্যবাণী বলিয়া জগতের এক-তৃতীয়াংশ লোক ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময়জনক, ইহার অপেক্ষা অলৌকিক আর কি হইতে পারে? মুছলমান আবাল বৃদ্ধ বনিতা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে এই বিরাট ধর্ম্মগ্রন্থ স্বর্গ হইতে স্বর্গাধিপতি মানবের কল্যাণার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন,—কিজন্য? মানবকে সত্যপথে চালিত করিবার জন্য। এই ধর্ম্মগ্রন্থের উপর তাহাদিগের যেরূপ বিশ্বাস. কতিপয় খৃষ্টানেরও সেই প্রকার বিশ্বাস তাঁহাদিগের বাইবেলের উপর নাই" "আল্লাহু আকবর"—আল্লাহ্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহান্ গরীয়ান্ মহিমময় মহাপ্রভু, আত্মসমর্পণ করিবার, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া ভালবাসিবার তাঁহার অপেক্ষা আর কে আছে? ভক্তি ও শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সাধনা এছলামের অন্তর্নিহিত গুণাবলী, যাহার দ্বারা সেই মহত্তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইয়া মানব অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকে। মহাকবি গেটে সত্যই বলিয়াছেন, "ইহাই যদি প্রকৃত এছলাম, তাহা হইলে আমরা সকলেই সেই এছলামের মধ্যে অবস্থিত।" নরোত্তম নবী এই পৃথিবীতে যে আলোক আনিয়াছিলেন, শত সূর্য্যের কিরণও সেই দীপ্তিতে মলিন হইয়া যায়। বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবী সেই প্রদীপ্ত আলোকচ্ছটায় মানব-হৃদয়ের সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া তাহাদিগের অন্তরে তিনি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে এরূপ অলৌকিক কার্য্য কোন মানবের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে? তাঁহাকে মানব বলিয়া সম্বোধন করিতে তিনিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহাকে

আমরা মানব বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, ইহাই তাঁহার বিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্য। যদি তিনি প্রকৃতই মানব, তাহা হইলে আমরা গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি, যে মানবত্বের মধ্য দিয়া তিনি এত উর্দ্ধে উন্নীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাতে আর তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তাতে এই পর্য্যন্ত ব্যবধান ছিল, যে তিনি জরা ও মৃত্যুর অধীন আর তাঁহার প্রভু আল্লাহ্ অজ ও অক্ষয়। শ্রুতি বলিতেছে, "অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" অর্থাৎ সত্যবিদ্যানিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসকগণ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া স্বয়ং জ্যোতি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মভাব লাভ করেন। ব্রহ্মভাব লাভ করেন কিন্তু কখনও ব্রহ্মের সমকক্ষ হইতে পারেন না। এই পার্থক্য শ্রুতিতে বিশদরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, এই পার্থক্য কোরআনেও বিশদরূপে বর্ণিত। শ্রুতি বলিতেছে, "তত্র য পরমাত্মাহংসৌ স নিত্যো নির্গুণ স্মৃত। ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্ম-পত্র মিবাম্ভসা"—নিত্য নির্গুণ পরমাত্মা জীবের মত সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন না, জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তিনিও সেইরূপ কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥" ৫:১৫

পরমেশ্বর কাহারও পাপ অথবা পুণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে এবং তাহাতেই মানব মোহে আচ্ছন্ন হয়।

পবিত্র কোরআনে বহুস্থানে রূপকাদি দ্বারা মানবকে সৎকর্ম্মশীল হইতে প্রবুদ্ধ করিতেছে, যথা, "যাহারা বিশ্বাস এবং সৎকর্ম্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে সেই উদ্যানে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন,

যেখানে নদী প্রবাহিতা হইতেছে; তাহারা মুক্তা-খচিত স্বর্ণবলয় ধারণ করিতে পারিবে এবং রেশমী পরিচ্ছদে বিভূষিত হইবে।" ২২ : ২৩ এবং "যাহারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম্মশীল, আমরা তাহাদের পুরস্কার কখন নষ্ট করি না। তাহারাই স্থায়ীভাবে বাস করিবে সেই রমণীয় উদ্যানে যেখানে নির্ম্মল সলিলবাহিনী তটিনী প্রবাহিতা হইতেছে, তাহাদিগকে স্বর্ণবলয় পরিধান করিতে দেওয়া হইবে, এবং সুন্দর সুন্দর রেশমী পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইবে, তাহারা স্বর্ণখচিত রেশমী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিতে পারিবে। অতি চমৎকার পুরস্কার, অতি সুন্দর বিশ্রাম-স্থান।" ১৮:৩১ অপর পক্ষে শ্রুতি বলিতেছে, "ব্রহ্মোপাসকস্য শরীর বিয়োগকালে সর্ব্ব-কর্ম্মক্ষয়েঽপি পন্থা উপপন্নঃ। কুতঃ? পরম্ জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে স তত্র পর্য্যেতি জক্ষণ, ক্রীড়ন, রমমান ইত্যাদিষু দেহাদি সম্বন্ধ লক্ষণ অর্থোপলব্ধে।" ৩ অঃ ৩ পাদ ৩০ সূত্র—উপাসকের শরীর বিয়োগকালে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেও তাঁহার মহাপথ প্রাপ্তি সিদ্ধ আছে। তিনি পরম জ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় নির্ম্মলরূপে প্রতিভাত হন, তিনি যথেচ্ছাক্রমে গমন, ভোজন, ক্রীড়ন এবং আমোদ করিতে পারেন।

পবিত্র কোরআনে উপরোক্ত বাণীর দ্বারা পার্থিব সুখ সম্পদের যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তেমনি পারলৌকিক জীবনের সুখ-সম্পদের বিষয়েরও রূপকাদি দ্বারা তাহার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। হজরত রছুলুল্লাহ্‌র অনুচর, সহচর প্রভৃতি আল্লাহ্‌র সৈনিকরূপে আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ ধর্ম্মপথে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঐ সমস্ত সুখ-সম্পদের অধিকারী এই পার্থিব জীবনেই হইয়াছিলেন, এবং পারলৌকিক জীবনে পরম জ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত সুখের অধিকারী হইবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রবুদ্ধ করা হইয়াছিল।

মানবের দেহান্তর প্রাপ্তির পর তাহার কর্ম্মফল অনুযায়ী ফলভোগ এছলাম বিশ্বাস করে। সৎকর্ম্মের ফল স্বরূপ জান্নাত (স্বর্গোদ্যান) এবং পাপকর্ম্মের ফলস্বরূপ নার (নরকাগ্নি) অথবা নরক প্রাপ্তি এছলাম শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পারলৌকিক সুখ সম্পদ পার্থিব সুখ সম্পদের তুল্য নহে। মানব কল্পনা বলে আনন্দ ধামের যে চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে, পবিত্র কোরআন রূপকাদির দ্বারা জান্নাতের সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। কিন্তু পারলৌকিক জীবনে পুণ্যের ফল কত মধুর, তাহা মানবের কল্পনাতীত, ধারণাতীত। এ সম্বন্ধে কোরআন বলিতেছে, "আল্লাহ্ জান্নাতে পুণ্যবান্‌দিগের পুরস্কার স্বরূপ যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কেহ অবগত নহে।" ৩২ঃ১৭ হজরত নবী করীমও বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ বলিয়াছেন 'আমার অনুগত দাসাদিগণের জন্য আমি যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি তাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই, কোন হৃদয় উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহে'।" ছহি বোখারী

যে সম্পদের অধিকারী হইয়া মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ প্রকারে পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিবে যে তাঁহার স্থিতি মানব সম্প্রদায়ের অনেক উর্দ্ধে। মহান্ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণী আল্লাহ্ মানবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে গঠিত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহাকে সর্ব্বপ্রকার অভিমানশূন্য করিয়াছেন, কারণ সেই বিশ্বপতি কখন অহঙ্কারী দাম্ভিক মানবকে ভালবাসেন না। এই মহৎ বাক্য তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। গীতা, কোরআন, বাইবেল প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে কর্ম্মকেই প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। নিজ নিজ কর্ম্মফলে মানব আবার অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। ইহা তাহার ইচ্ছা

তাহার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্ তাহাকে হিতাহিত জ্ঞান দিয়াছেন, তাহাকে উৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন; সে ইচ্ছা করিলে তাহার কর্ম্মশক্তিকে সৎপথে চালিত করিয়া মহান উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে সেই শক্তিকে অসৎপথে চালিত করিয়া আপনাকে নিম্ন স্তরে পাতিত করিতে পারে।

কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

"এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি
ঈশ্বর ছাড়িতে পারে শকতি।
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়
মানুষ ভজন কেমনে হয়॥"

এই মহত্তত্ত্ব মহামানব মোহাম্মদ (দঃ) সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেন যে মানবের একমাত্র গতি সেই মহান্ আল্লাহ্। আদর্শ শিক্ষক রছুলুল্লাহ্ সেই শিক্ষক শ্রেষ্ঠ মহান্ আল্লাহ্‌র নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার সহচর বৃন্দকে সত্য ও সরল পথ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন, "এই সংসার পথের পথিক আমরা, পথিকের মত দুদিনের জন্য সংসারে আসিয়াছি, পথিকের সম্বলই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই সংসারতরু মানবের প্রবৃত্তি, ইহার ফলভোগ মোক্ষ, ইহার বীজ পাপ ও পুণ্য, ইহার মূল মানবের বাসনা। যিনি ঈশ্বরের উপাসনায় সমাহিতচিত্ত হইয়া বিদ্যা-রূপ কুঠার দ্বারা তাঁহার লিঙ্গদেহ ছেদন করিয়া তত্ত্বার্থবিদ্ হইতে পারিয়াছেন, তিনি এই পৃথিবীতে পরমব্রহ্মে লীন হইয়া পরম শান্তি লাভ করেন।"

শ্রুতি বলিতেছে—"অতো ব্রহ্মণ এব তদধিকারিণাং তদনুরূপং ফলং ভবত্যস্যৈবতদ্দাতৃত্ব উপপত্তেঃ"—অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে ঈশ্বর হইতেই

অধিকারী ভেদে তদনুরূপ ফল প্রাপ্তি হয়, তিনিই কার্য্যফল প্রদাতা। (৩ অঃ ২ পাদ ৩৮ সূত্র)

অপর পক্ষে কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "এবং সেই দিনে (সৎকর্ম্মের) নির্দ্ধারণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই হইবে। তাহার পর যাহার সৎকর্ম্মের ওজন ভারী হইবে, তাহারাই কৃতকার্য্য হইবে, এবং যাহাদিগের সৎ-কর্ম্মের ওজন লঘু হইবে, তাহাদিগের আত্মাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কারণ তাঁহারা আমাদের সত্যবাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই।" ৭ : ৮৯

সকল প্রকার ভোগে স্পৃহাহীন, মানবের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী নরোত্তম নবী সর্ব্বদাই বলিতেন এই পৃথিবীতে মানবের কামনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—সত্যানুবর্ত্তী হইয়া মহান্ আল্লাহ্‌র উপাসনায় আত্মনিয়োগ। শ্রান্ত পথিক যেমন বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে, তাহার পর সে তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়, এই পৃথিবীর সহিত মানবেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "হে আমার সহচরবৃন্দ, এই পার্থিব জীবন কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সুখের নিলয়, কিন্তু মানবের পরবর্ত্তী জীবন প্রকৃতই চিরস্থায়ী শান্তির আলয়।" ৪০ : ৩৯

কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

"যতেক যতেক ধন পাপে বাটোরলু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়।"

হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে মানবকে এই ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাকে তামসিক ভাব ও আসুরিক পূজা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।—"সেই পরমেশ স্বীয় শক্তি দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি,

স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। অবশীভূত কুমার্গগামী মনই মানবের পরম শত্রু, হে মানব সর্ব্বত্র সমদর্শনে মনকে নিযুক্ত কর, ইহাই অনন্তের মহতী আরাধনা, ইহা হইতেই জীবের পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে এবং ইহাই তাহার সর্ব্বসুখের নিলয়।” ভক্ত প্রহ্লাদের উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ।

“ধনৈশ্বর্য্য শ্রুত শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরং”—অর্থাৎ যাহার কিছুই নাই, তাহার পরমেশ্বর আছেন, যাহারা মনে করে (মনে মনে অহঙ্কার করে) যে তাহাদের ধন আছে, ঐশ্বর্য্য বা শক্তি আছে, রূপ আছে, তাহারাই পরমেশ্বরকে ডাকিবার অযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ।

মহর্ষি মোহাম্মদ সমাধিযোগ অবলম্বনে পরমার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি এই স্বপ্নোপম সপ্রপঞ্চ দেহকে ভজনা করিতেন না, অর্থাৎ দৈহিক সুখ সম্ভোগে তৃপ্তি বোধ করিতেন না। সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয়ে আত্মার বিকার; বিবেকী লোক সত্ত্বদ্বারা রজ ও তম ধ্বংস করিয়া থাকেন, শেষে সত্ত্ব দ্বারা সত্ত্বকে প্রশমিত করিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকেন। পরমাত্মস্বরূপ সতের নানাত্ব নাই, এই বিশ্বাস যখন তাঁহার বদ্ধমূল হয়, তখন তাঁহার মন, বাক্য, দৃষ্টি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা যাহা যাহা গৃহীত হয়, তৎসমস্তই তাঁহার হৃদয়ের প্রভুকে সমর্পণ করেন। কর্ম্মযোগের প্রথম ভূমিতে কর্ম্মফল ত্যাগ, তদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে পরে দ্বিতীয় ভূমিতে কর্ম্মে নিজের কর্তৃত্ব বুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হয়, সাধক তখন আপনাকে ও জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন বলিয়া বোধগম্য করেন, সুতরাং তিনি কর্ম্মসকলকে বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মতেই অর্পণ করেন।

বিশ্রুতকীর্ত্তি মহানবীর নৈতিক চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের

সমষ্টি তাঁহার করুণা, আর সেই করুণার অভিব্যক্তি মানবের হৃদয়। তাহার অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া সে হৃদয়ে সত্যের আলোক প্রতিফলিত করা এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহ্‌র পথে চালিত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিনয় ও সৌজন্য তাঁহার অঙ্গের আভরণ, সত্যানুরাগ ও ন্যায়-পরায়ণতা তাঁহার জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ ছিল, যখন তাঁহার যশের ভাতি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখনও তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সৌজন্যে সকল মানবকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য যখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত, শক্তি যখন তাঁহার অপ্রতিহত, প্রভুত্ব যখন তাঁহার অসীম, প্রতিষ্ঠা যখন তাঁহার সুদৃঢ়, ক্ষমতা যখন তাঁহার অতি প্রবল, বিস্তৃত সাম্রাজ্য যখন তাঁহার করতলগত, তখনও তিনি সামান্য একজন মানবের ন্যায় দিন যাপন করিতেন, এমন কি কখন কখন কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তিনি তাঁহার পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিতেন। সেই জন্য পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "যে ব্যক্তি পার্থিব ভোগ লালসা ও বিলাসিতা হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছে, সেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।" ৬৪ঃ১৬ "যে ব্যক্তি মদগর্ব্বে স্ফীতবক্ষে ধরাপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার চক্ষে ঘৃণিত জীব।" ১৭ঃ৩৭ সেই জন্য আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, এছলামের সৌন্দর্য্যে বিভূষিত মুছলমানের হৃদয়ে মাৎসর্য্যের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হইবে না। মহানবী তাঁহার সহকর্ম্মী সহচরবর্গকে সর্ব্বদা স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দিতেন এবং আত্মনির্ভরশীল হইয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বলিতেন। "যে কুমার্গগামী হইবে সে তাহার আত্মনাশ হেতু কুমার্গগামী হইবে, যাহার ভার সেই বহন করিবে, অর্থাৎ যাহার কৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত সেই করিবে, একে অন্যের ভার (পাপের) বহন

করিবে না, অর্থাৎ একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অন্যে করিবে না, আপনার ভার বহন করিয়া কেহ কখন পরের ভার বহন করিতে পারে না।” ১৭ : ১৫ এই শ্লোক দ্বারা এছলামে প্রায়শ্চিত্তবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এছলাম প্রত্যেক মানবকে পাপকার্য্য হইতে বিরত করিতে প্রবুদ্ধ করিতেছে। জরা মৃত্যুর অধীন মানব কখন মানবের ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারে না, মানবের ত্রাণকর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর।

মহাযোগী মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তিযোগ দ্বারা মহান্ আল্লাহ্‌র প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। যেমন প্রবাহিনীর প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভক্তির ধারা সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন গতিতে আল্লাহ্‌র দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। পুরুষোত্তম মহানবীর আল্লাহ্‌র প্রতি এই ভক্তি সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বিরহিতা এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ ভেদদর্শন রহিতা ছিল। তাঁহার নিষ্কাম অর্চ্চনা, সর্ব্বমঙ্গল নিদান মহাপ্রভুর স্তুতি ও বন্দনা, সর্ব্বভূতে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত মহান্ আল্লাহ্‌র আরাধনা তাঁহাকে মোক্ষমার্গে চালিত করিয়াছিল। সেই বিশ্বস্রষ্টা মহান্ আল্লাহ্ রূপ রস বিবর্জ্জিত, সমস্ত দৃশ্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন কিন্তু সমস্ত বিশ্বে অভিব্যক্ত, তিনি প্রত্যগাত্মা, অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য তাহা না হইলে জীব এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিত না, তত্ত্বার্থদর্শী পরমভক্ত মোহাম্মদ সেই বিশ্ব নিয়ন্তার এই তত্ত্ব যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় আর কেহ পারেন নাই। তিনি উদারবুদ্ধি, একান্ত ভক্ত এবং তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরিপূর্ণ নিরুপাধি হইয়া তাঁহার প্রাণের প্রভু মহান্ অল্লাহ্‌র ভজনা করিতেন। তাঁহার জ্ঞানোদ্রেক হইবার পর হইতে তিনি বিশ্বস্রষ্টা মহাপ্রভুর বিষয় চিন্তা করিতেন, সেই চিন্তার ধারা হইতে তাঁহার জ্ঞানের ধারা বর্দ্ধিত হয়, আর এই জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সমস্ত প্রবৃত্তি উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া

অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণভাবে রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি বর্জ্জিত হইয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। মানবের আত্মোত্থিত সুখ সাত্বিক সুখ, বিষয়োত্থিত সুখ রাজসিক, মোহ ও দীনতার জন্য সুখাভাব তামসিক সুখ, কিন্তু সেই পরমেশে সর্ব্বস্ব সমর্পণে যে সুখ, তাহাই নিগুর্ণ সুখ অর্থাৎ জাগতিক স্বার্থগন্ধহীন পরমানন্দ। সেই জন্য তিনি বিশ্বস্রষ্টার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া দীনজনের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন, ও তুল্য ব্যক্তির প্রতি সখ্য ব্যবহার করিয়া সকল মানবেরই মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। অনঘ মোহাম্মদ তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দ্বারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার জ্ঞানানুসারে তাঁহার হৃদয়ের প্রভুর মহিমা বর্ণনা করিতেন, তাঁহার পরাভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার মহাপ্রভুর নিকট প্রাপ্ত তাঁহারই মহত্তত্ত্ব যাহা শব্দব্রহ্ম নামে (ওহি) এখনও পর্য্যন্ত বিশ্বজগতে নিত্য ঘোষিত হইতেছে, তাহাই তাঁহার ভক্তগণের নিকট সর্ব্বদা প্রচার করিতেন, যাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের অবিদ্যাজনিত সমস্ত তমোগুণ নাশ পাইত। ভক্তগণ তখন আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তার সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতেন। বিপুলকীর্ত্তি মোহাম্মদ (দঃ) সৎকুলে জন্ম, সুন্দর রূপ, তর্কে পাণ্ডিত্য, উজ্জ্বল কান্তি, প্রবল প্রতাপ, বিপুল উদ্যম ও অসাধারণ কর্ম্মশক্তি লাভ করিয়া সর্ব্বদা নিরভিমান ও নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, তিতিক্ষা, অনসূয়া, অপৈশুন্য, দান, ধৈর্য্য, শৌচ, ধৃতি, আস্তিক্য ইত্যাদি বিবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া জগৎস্রষ্টার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন। কাল মায়ার প্রভাবে মানবকে ক্ষোভিত করিয়া থাকে, জীব অবস্তুরূপ মায়াগুণ সমূহে মুগ্ধ হইয়া সংসারে অবস্থিতি করে, আর অবিদ্যার প্রভাবে এই জড় দেহে দুর্জ্জয় শত্রুগণ যথা—কাম ক্রোধ লোভ মোহ ও মাৎসর্য্য সর্ব্বদা বাস

করিতে পারে। মানবের মন কর্ম্মময় কিন্তু সুদুর্জ্জয়, ইহাই সংসার চক্র ; জীবের অবিদ্যা তাহার ভোগের নিমিত্ত কামনার সর্ব্ব উপকরণ তাহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, সাধকশ্রেষ্ঠ মহর্ষি মোহাম্মদ সেই মহান্ আল্লাহ্‌র চিৎশক্তি দ্বারা কালের গর্ব্ব-খর্ব্ব করিয়া মায়ার প্রভাব নষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অনাসক্ত কর্ম্মযোগের দ্বারা ইন্দ্রিয় ভোগের দ্বাররুদ্ধ করিয়া তাঁহার মহামূল্য জীবনকে কর্ম্মপথে চালিত করিয়াছিলেন এবং সমস্ত কর্ম্মফল সেই মহান্ আল্লাহ্‌তে সমর্পণ করতঃ পরম শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম অর্থও কামে অভিনিবিষ্ট চিত্ত হওয়া ইন্দ্রিয় ভোগের উৎকর্ষ, দেহীগণের পক্ষে এই ভোগের যে পরিণাম, তাহা তিনি সম্পুর্ণ পরিজ্ঞাত ছিলেন। সাধকপ্রবর মোহাম্মদ ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া অপর সমস্ত অসৎবস্তু আয়ু, শ্রী, বৈভব ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ভোগৈশ্বর্য্য শুনিতে মধুর কিন্তু মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা, এই সমস্ত মনে করিয়া জ্ঞানময় মহাপুরুষ সংসারী হইয়াও সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন। সাধনার দশবিধ প্রণালী যথা—মৌনাবলম্বন, ব্রতপালন, ঐশীবাণী শ্রবণ, তপস্যা, ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা স্বধর্ম্ম পালন, ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা, নির্জ্জন বাস, মন্ত্রজপ ও সমাধি (১) এই

(১) এছলামের ঈমান, নমাজ, রোজা, হজ্জ এবং জাকাত এই ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট-বিধি অবশ্য পালনীয়। এই পঞ্চ বিধির মধ্যে উপরি উক্ত সাধন প্রণালী সকল সন্নিবেশিত।

"যাহারা আল্লাহ্‌র এবাদৎ (উপাসনা) করে, ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে, যাহারা রোজা (উপবাসব্রত) পালন করে, যাহারা তাঁহার নিকট রুকু অর্থাৎ নতশির হয়, যাহারা তাঁহাকে ছেজদা অর্থাৎ প্রণিপাত করে, এবং সৎকার্য্য সাধন করে, এবং অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করে, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করে না, অর্থাৎ তাঁহার আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালন করে, এবং বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ জ্ঞাত করায়, তাহারাই আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হইতে পারে।" ৯ : ১১২

সমস্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ মহানবী আল্লাহ্‌র পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। পারলৌকিক জীবনে তাঁহার কি গতি হইবে, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি সদা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রাণের প্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার পরমভক্ত মহামতি ওমরকে বলিতে পারিয়াছিলেন, পারস্যের খছরু ও রোমের বাদশাহ ইহ জীবনের ভোগৈশ্বর্য্যের জন্য লালায়িত আর তিনি পরজীবনের সম্পদের জন্য লালায়িত। এই সংসার ইন্দ্রিয়রূপ কালসর্পযুক্ত কূপ। জীবগণ ভোগ্য বস্তু কামনা করিতে করিতে পরমার্থ তত্ত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া এই কূপমধ্যে পতিত হয়; তমোগুণের বৃত্তিহেতু যথা—অসহিষ্ণুতা, অশাস্ত্রীয় কথা, হিংসা, দ্বেষ, কলহ, পরশ্রীকাতরতা, উদ্যমহীনতা, ভ্রম, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি অসৎগুণের আশ্রয় করিয়া পাপাসক্ত নর পরজীবনের চিন্তা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। নরোত্তম নবীর সমস্ত জীবনের কামনা এই সমস্ত মানবগণকে সেই অন্ধকূপ হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহ্‌র পথে চালিত করা আর সেই বিশ্বস্রষ্টা মহান্ আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি এই সঙ্কল্পে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

মহাজ্ঞানী মহানবী তাঁহার চিরারাধ্য নিত্যচৈতন্য মহাপ্রভু মহান্ আল্লাহ্‌কে সর্ব্বত্র অনুভব করিতেন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণের উপরই তুরীয় অবস্থা বিস্তৃত, মহান্ আল্লাহ্ এই ত্রিগুণে অবস্থিত হইয়াও গুণাতীত এবং তিনিই জীবের একমাত্র তুরীয় অর্থাৎ পরিত্রাতা। সেই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত দাস্যভাবে সম্পাদিত সমস্ত কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। মহানবী তাঁহার সমস্ত জীবন ধরিয়া এই কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া সত্ত্বলীন যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি মোহাম্মদ জ্ঞানৈকরস, নিত্য প্রবুদ্ধ, তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তি উদ্বোধন

করিয়া এই চরাচরাত্মক জীবনিবহের অবিদ্যা অপসারণ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া যেন অমৃত হ্রদে ভাসমান থাকিতেন।

"ওঁ ব্রহ্ম" এই দুইটি শব্দের ভিতর আর্য্যধর্ম্মের সমস্ত নিগূঢ় তত্ব নিহিত, এবং এছলামের সমস্ত অর্থও প্রায় এই দুইটি বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেণ জগৎস্রষ্ঠা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ॥
সচ্ছব্দেন সদা স্থায়ি চিচ্চৈতন্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
একমদ্বৈতমীশানো বৃহত্বাদ্ব্রহ্ম গীয়তে॥" ৩ঃ ৩২, ৩৩

অ বর্ণের অর্থ—জগৎপাতা, উকারের অর্থ জগৎসংহর্ত্তা, ম কারের অর্থ জগৎ সৃষ্টি-কর্ত্তা। সৎ অর্থাৎ নিত্য বর্ত্তমান, চিৎ অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য, এক অর্থাৎ অদ্বৈত পরমেশ্বর, বৃহত্ব প্রযুক্ত এই পৃথিবীতে এই আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্ম নামে উক্ত হইয়াছেন।

"গতি সামান্যাৎ॥" ১ অঃ ১ পাদ, ১১ সূত্র

ভাষ্য—"সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতন কারণাবগতে স্তুল্যত্বাৎ অচেতন কারণ-বাদো নহি যুক্তঃ"—অর্থাৎ সমস্ত শ্রুতিই জগতের চেতন কারণত্ব উপদেশ করিয়াছেন, সুতরাং সমস্ত শ্রুতিরই সমানভাবে বিজ্ঞাপন এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎ কারণ। প্রধানতাপ্রাপ্ত কোন জীব (কোন ঈশ্বর ভাবাবিষ্ট পুরুষ) জগৎকারণ হইতে পারে না। সেই ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর ও চেতন স্বভাব।

ব্রহ্মই যে জগৎকারণ তাহা শ্রুতি বাক্যের বহু সমালোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ ইহা শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন "আত্মন এব ইদং সর্ব্বং"—আত্মা হইতেই এতৎ সমস্ত জাত (সৃষ্ট) হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বিষয় উল্লেখ করিয়া তৎ-

সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" অর্থাৎ সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিপ জীবেরও তিনিই অধিপতি। তাঁহার জনক কেহ নাই, অধিপতিও কেহ নাই। জগৎকারণ পরম ব্রহ্ম ঈক্ষণকর্ত্তা, সদ্বস্তু এবং চেতন স্বভাব। ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ এবং অনন্ত।

"অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ।" ২ অঃ ৩ পাদঃ ৮ সূত্র অর্থাৎ "সতো ব্রহ্মনোঽ সম্ভবোঽনুৎপত্তিবের জগৎ কারণোৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ" অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য সদ্বস্তু, তাঁহার উৎপত্তি উপপন্ন হয় না।

এই শ্রুতি বাক্যের প্রতিধ্বনি পবিত্র কোরআনে সর্ব্বত্রই ঘোষিত হইয়াছে। মহানবীর মহৎবাক্য—"তাঁহারই প্রশংসা কীর্ত্তন কর, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনিই এই পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই। তিনিই মানব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই এই পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিয়াছেন।"

ঋগ্বেদে এক ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর বহুনামে (বিশেষণে) স্তুত হইয়াছেন। ঋষি বসিষ্ঠ বরুণের স্তব করিতেছেন, এখানে বরুণ অর্থেও পরমেশ্বর, এই বরুণ শব্দও বহু অর্থবাচী "বৃঙ" আবরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যিনি এই বিশ্বসংসারকে আপনার করুণার আবরণে আবৃত রাখিয়াছেন, তিনিই বরুণ। হিন্দুগণ বরুণ অর্থে সাধারণতঃ জলদেবতার পূজাই করিয়া থাকেন কিন্তু বরুণ শব্দের প্রকৃত অর্থ—যিনি সমস্ত বিশ্বকে বুকে করিয়া রক্ষা করেন। ঋষি বসিষ্ঠ বলিতেছেন—

"নীচানবারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ্জ রোদসী অন্তরীক্ষং।
তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টি র্ব্যুনক্তি ভূমঃ॥"

বরুণ মেঘকে অধোমুখ গর্ত্তযুক্ত করিয়া ঢালিয়া দিলেন; যেন তদ্বারা দ্যুলোক ভূলোক এবং অন্তরীক্ষের উপকার হয়। বিশ্বভুবনের

রাজা বরুণ তদ্বারা ধরাতলকে কর্দ্দমযুক্ত করিলেন, তাঁহার এই কার্য্য যব বীজ বপনকারী পুরুষের ক্ষেত্রে বীজ বিস্তার করার ন্যায়।

মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার জন্মভূমি পবিত্র মক্কাতীর্থ হইতে প্রত্যাখ্যাত ও বিতাড়িত হইয়া মদিনা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই স্থানে তাঁহার জীবনের উৎকর্ষ সাধনোপযোগী সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজোদীপ্তিমান মহান্ আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রছুল তাঁহার সহচরবর্গের হৃদয় সেইরূপ সৌরকর তেজে প্রদীপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র অধর্ম্ম সংহার করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে চালিত করিয়াছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের আবশ্যকতা কেবলমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, সর্ব্বত্র আর্ত্ত অত্যাচার নিপীড়িতকে রক্ষা করিবার জন্য। শান্তিকামী মহাপ্রাণ মোহাম্মদও (দঃ) কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। নব দীক্ষিত মুছলমানগণের অন্তঃকরণকে এছলামের বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া এবং তাঁহাদের নৈতিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধন করিয়া নরশ্রেষ্ঠ মহামতি মোহাম্মদ (দঃ) প্লেটো ও এরিষ্টটলের কল্পিত গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্বর্গরাজ্যে, মহামানব যীশুখৃষ্ট যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার প্রভু পরমেশ্বরের নিকট নিত্য প্রার্থনা করিতেন, যাহা মহাপ্রাণ মোহাম্মদ ঐকান্তিক সাধনবলে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন. সেই স্বর্গরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতে কোন প্রকার আসুরিক কি পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত না। দৌবারিক, প্রহরী কি শান্তিরক্ষকের কোন আবশ্যকতা ছিল না। জাতি, শ্রেণী কি বর্ণভেদে কেহ কোন প্রকার নিগ্রহ কি অনুগ্রহ লাভ করিত না, আভিজাত্যা-

ভিমানী আভিজাত্যের দোহাই দিয়া কোন লোকের উপর তাঁহার অধিকার স্থাপন করিতে সাহস করিতেন না, আইনের চক্ষে ভিখারীর কি রাষ্ট্রপতির কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হইত না, যেন সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণের অনুজ্ঞাক্রমে ব্যবহর্ত্তাগণ তাঁহাদের পক্ষপাতশূন্য ন্যায় বিচারে প্রত্যেক বিচারপ্রার্থীকে সন্তুষ্ট করিতেন। মহানবীর পবিত্র মুখের পবিত্র বাণী জনসাধারণের সকলের মধ্যেই প্রচারিত হইত,—"এই বিশ্বে সেই মানবই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের পাত্র, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান্। শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার নিকৃষ্টতম প্রজার অধিকারের কোন তারতম্য ছিল না, শাসনকার্য্যে স্বাধীনমত প্রচার করিবার অধিকার রাষ্ট্রের অতি দীন প্রজারও ছিল। এছলামের অনুশাসনে বিচারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবার জন্য পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে—"হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা বিচারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে, আল্লাহ্‌র শপথ সত্য বাক্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবে, যদিও তাহা তোমাদিগের নিজের বিরুদ্ধে কি তোমাদের জনক জননী কি নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হয়।" ৪ : ১৩৫ "আমরা তোমার নিকট এই ধর্ম্মগ্রন্থ সত্যের সহিত প্রেরণ করিয়াছি যে আল্লাহ্‌ তোমাকে যে অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছেন, তুমি (সেই অন্তর্দৃষ্টি বলে) সকল মানবের প্রতি সুবিচার করিবে। যাহারা বিশ্বাসঘাতক তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিতর্ক সৃষ্টি করিবে না।" ৪ : ১০৫

সমস্ত জীবনে হজরত রছুলুল্লাহ্‌ তাঁহার সাংসারিক কার্য্যের জন্য কখনও পরমুখাপেক্ষী হন নাই। স্বাবলম্বনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে আদর্শ মহাপুরুষ যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মুছলমানগণ যদি তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করেন, তাহা হইলে অভাবের তাড়না হইতে তাঁহারা নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি

লাভ করিতে পারেন। আত্মনির্ভরশীলতা মানবের সাংসারিক জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ, সমাজের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াও তিনি নিজের সাংসারিক সমস্ত কার্য্যই নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতেন; গৃহস্থালীর কার্য্যে তিনি কদাচিৎ অপরের সাহায্য লইতেন। তিনি নিজের ছিন্নবস্ত্র নিজ হস্তে সীবন করিতেন, সম্মার্জ্জনী হস্তে নিজের গৃহ পরিষ্কার করিতেন, বিপনী কি বাজার হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিজ হস্তে বহন করিতেন। কখন কখন কলস পূর্ণ করিয়া নিজ হস্তে জল আনয়ন করিতেন, উষ্ট্রকে নিজ হস্তে আহার্য্য প্রদান করিতেন। ঐশ্বর্য্যশালী তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইলে, তাঁহার প্রশংসার পাত্র হইতেন।

অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ নিরক্ষর মুছলমানদিগের চক্ষের সম্মুখে সেই কর্ম্মকুশল মহাপুরুষের মহান্ আদর্শ এরূপ বিকৃতভাবে স্থাপিত করিয়া থাকেন যেন তিনি ভোগসুখে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মহীন অলস জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শ শিক্ষক মহানবীর সমস্ত জীবনের শিক্ষা—মানব যেন আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ ন্যায় ও ধর্ম্মপথে তাহার কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে এবং আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ দীন-দুঃখী, আর্ত্ত-বিপন্ন, পীড়িত অনাথ, আতুর প্রভৃতি অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতে সেই অর্থ ব্যয় করিয়া অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করে। মহানবী যখন অসার অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা ধন উপার্জ্জনে বিরত ছিলেন, তখন তাঁহাদিগের ধন উপার্জ্জনের চেষ্টা বৃথা, এই প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আজ মুছলমানগণ তাঁহাদের স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে অপসৃত হইয়াছেন, আজ বিদেশী বণিকগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া দিন দিন ঐশ্বর্য্যশালী হইতেছে, আর তাঁহারা পরমুখাপেক্ষী

হইয়া জাতীয় জীবনে দৈন্তকে বরণ করিতেছেন। আজ হিন্দু ও মুছলমান তাঁহাদের জন্মভূমিতে হৃতসর্ব্বস্ব, আবেদন নিবেদনে বিদেশী বণিকগণের মনস্তুষ্টি করিয়া, তাঁহাদের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের কার্য্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। নদীর আর প্রবল স্রোত নাই, সমস্ত জীবনের মত যেন সে স্রোত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, একটানা ভাঁটার স্রোতে ভাসিয়া আজ ভারতবাসার জীবনীশক্তি দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে, অভাবের তীব্র তাড়নে অকাল বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় মৃত্যুকে বরণ করিতেছে। ইহার অপেক্ষা শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে ? তাঁহারা জানেন না যে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য ব্যপদেশে তাঁহার প্রথম জীবনে দেশবিদেশে গমনাগমন করিতেন আর তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ কেবলমাত্র বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থশালী হইয়াছিলেন। মুছলমানগণ বিস্মৃত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ উপজীবিকা একমাত্র বাণিজ্য। কোরআন বলিতেছে—"আহাল্লা ল্লা হোল্ বায়আ ও আ হার্রামা রে্বা" অর্থাৎ আল্লাহ্ বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং সুদ গ্রহণকে অবৈধ করিয়াছেন। "যাহারা তাহাদের সম্পত্তি কি দিবা কি রাত্রিতে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ব্যয় করে, তাহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে পুরস্কার পাইয়া থাকে, তাহাদের ভীত হইবার কি দুঃখ করিবার কোন কারণ থাকে না, কিন্তু যাহারা সুদ গ্রহণ করে, তাহারা কখনও উঠিতে পারে না, অর্থাৎ সম্মানের পাত্র হইতে পারে না, কেবলমাত্র শয়তানের স্পর্শদ্বারা আপতিত হইয়া তাহারই প্রভাবে উত্থিত হয়, কারণ তাহারা বলিয়া থাকে সুদ গ্রহণ এবং বাণিজ্য একই অর্থ, কিন্তু আল্লাহ্ বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং সুদ গ্রহণকে অবৈধ করিয়াছেন।" ২ঃ২৭৪ পবিত্র

কোরআনে পুনরায় উক্ত হইয়াছে—"যাহারা সুদ গ্রহণ করে, আল্লাহ্ কখন তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন না।" ২ঃ২৩৬ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যিনি উওমর্ণের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কোরআন পুনরায় বলিতেছে—"যাহা অর্থাৎ যে সুদ তোমার প্রাপ্য রহিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ কর। কিন্তু যদি তুমি ইহা না কর, তাহা হইলে তোমাকে আল্লাহ্ আর তাঁহার রছুলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে (ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইতে হইবে)।" দয়ার পারাকাষ্ঠা দেখাইতে কোরআন পুনরায় বলিতেছে—"যদি তুমি অনুতাপ কর, তুমি কি তোমার খাতক কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। কিন্তু খাতক যদি দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়া থাকে, তুমি তোমার প্রাপ্য আদায় করা কতকদিন স্থগিত রাখিবে। যতদিন তাহার অবস্থা স্বচ্ছল না হয়।" উপনিষদও এইরূপ উক্তিদ্বারা মানবকে সৎপথে ধন উপার্জ্জন করিতে বলিতেছে—"পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজন্নন্য কৃতেন ভোজং" অর্থাৎ হে বিশ্বনিয়ন্তা, পিত্রাদিকৃত ঋণ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর, আমাদের স্বকৃত ঋণও দূর কর, আমরা যেন পরের উৎপাদিত অন্ন অথবা ধন সম্ভোগ না করি। "পরিচিন্মর্তো দ্রবিণং মমন্যাদৃতস্য পথা নমসা বিবাসেৎ" অর্থাৎ মানব সত্য এবং ন্যায়ের পথে থাকিয়া সর্ব্বদা ধনোপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিবে, এবং সেই উপার্জ্জিত ধন দ্বারা বিনীতভাবে সকলের সেবা করিবে। হিন্দু ও মুছলমান উভয় শাস্ত্রই মানবকে সত্যপথে ধন উপার্জ্জন করিতে প্রবুদ্ধ করিতেছে, সুদ গ্রহণের প্রকৃত অর্থ আলস্যকে প্রশ্রয় দান, এই জন্য উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহা নিষিদ্ধ। হিন্দুদিগের ধারণা সুদ গ্রহণ কেবল মুছলমানের পক্ষে মহাপাপ, কিন্তু যাহা একের পক্ষে পাপ, তাহা কখন অন্যের পক্ষে পুণ্যকার্য্য হইতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব এক, মানবকে সর্ব্ব-

প্রকার পাপকার্য্য হইতে বিরত করা। মুছলমানের মধ্যে ক্বচিৎ কাহাকে দেখা যায় যে, শরীয়তের বিধি লঙ্ঘন করিয়া সুদ গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু এইরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মানব সমাজের চক্ষেও নিকৃষ্ট, হেয় ও ঘৃণ্য। হিন্দুগণের মধ্যে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই, কোন বিকার নাই, তাঁহারা নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তমর্ণ সাজিয়া পরের উপার্জ্জিত অর্থে তাঁহাদিগের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আজ আমরা সত্যের পথ হইতে, জ্ঞানের পথ হইতে কতদূর অপসৃত হইয়াছি, তাহা একবার চিন্তা করিবারও অবসর হয় না। কলিকাতায় একজন বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন—"আহা ইহাদিগকে শয়তানে ঘেরিয়া বসিয়াছে, ইহারা এখনও প্রভু যীশু খৃষ্টের শরণ লইতেছে না। ইহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে শয়তানের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন একমাত্র প্রভু যীশু খৃষ্ট।" তাঁহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত তাঁহার কি উপজীবিকা, তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিতেন, "খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা আর ব্যাঙ্ক হইতে কোম্পানীর কাগজের সুদ গ্রহণ করা।" মুছলমান সমাজে যদিও এই প্রকার ভাব অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছে, কিন্তু এখনও সমাজ দেহ হইতে এই ক্ষত আরোগ্য করিবার যথেষ্ট সময় আছে।

যখন সমস্ত আরবদেশ পুরুষোত্তম মোহাম্মদের (দঃ) করতলগত, অজস্র ধনরত্নে যখন তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, তখনও তিনি বলিতেন, "সাধারণের জন্য গৃহীত অর্থ সাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, রাজা কি রাজকর্ম্মচারীর সে অর্থ ব্যয় করিবার কোন অধিকার নাই।" মহামানব সকল মানবের শিক্ষার জন্য বলিতেন, "মানব জীবনে আবশ্যকীয় একটি বাসগৃহ, একখানি আচ্ছাদনের বস্ত্র, আহারের জন্য এক টুকরা রুটি ও কিঞ্চিৎ পানীয় জল, ইহার অতিরিক্ত আর কোন দ্রব্যে তাহার

অধিকার নাই।” মুছলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য তিনি বিলাস বর্জ্জিত সাধারণ জীবন যাপন করিয়া তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত করিতে পারিবেন, তাহাই সৎপাত্রে দান করিবেন। সমস্ত জীবনে বিশ্বের আদর্শ বিশ্বনবী বিলাসের কোন উপকরণে আপনাকে সজ্জিত করেন নাই। অতি সাধারণ ও সহজ প্রাপ্য বস্ত্র দ্বারা তিনি তাঁহার দেহকে আচ্ছাদিত করিতেন, যে কোন প্রকার বিশুদ্ধ ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করা হইত, তাহাই তিনি পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন, বেশ ভূষার পরিপাট্য, কি আড়ম্বর কি সুখাদ্যের স্পৃহা তাঁহার কোন দিনই ছিল না। একদিন তাঁহার এক প্রিয় ভক্ত প্রকাশ্য নিলামে একটি উৎকৃষ্ট রাজপরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া তাঁহাকে উপহার দিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, “যখন অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের দূতগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তিনি যেন সেই পরিচ্ছদটি পরিধান করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।” সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার ভোগে অনাসক্ত মহানবী একবার নিজের পরিধেয় বস্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর ভক্তের আনীত পরিচ্ছদটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। প্রত্যাখ্যান হেতু যদি তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিয়া থাকে, সেইজন্য তাঁহাকে সহাস্য মুখে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন, বিলাস এবং ভোগে তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, মানবের সৌন্দর্য্যের শোভা তাহার অন্তরে, বাহিরে নহে।

নরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ (দঃ) যেন অগ্নিরূপে দীপ্তিমান হইয়া সমাজের সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা, সকল কলুষ মল দগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব এরূপ তেজপূর্ণ ছিল যে, অতি বড় প্রতিষ্ঠাবান লোকও শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইত। সমস্ত আরববাসী সে সময় প্রবল মদিরা স্রোতে ভাসিয়া কর্ত্তব্য-

ভ্রষ্ট হিংস্র পশুরও অধম হইয়াছিল। তিনি সম্যক প্রকারে প্রণিধান করিলেন যে, এই মহৎ পাপ হইতে তাঁহার দেশবাসীকে রক্ষা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একদিন যেন সেই ভুবন মঙ্গল করুণাময় বিভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, "নবীর আদেশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, অদ্য হইতে মদ্যপান মানব জীবনে হারাম" কি আশ্চর্য্য প্রভাব, কি অলৌকিক ব্যক্তিত্ব—একদিনে মদিনার সমস্ত রাজপথ মদিরা স্রোতে প্রবাহিত হইল! তাহার পরদিন মদিনাবাসী কোন গৃহস্থের বাটী হইতে এই হলাহল এক বিন্দুও কেহ বাহির করিতে পারিল না। সেইদিন হইতে উচ্ছৃঙ্খল আরববাসী পানোন্মত্ততা একেবারে পরিহার করিল. তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা ধর্ম্মামৃত পান করিয়া মহাপ্রাণ মহানবী দ্বারা ন্যায় ও সত্যপথে চালিত হইল। তাহার পর জগতের লোক অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল সেই বন্য প্রকৃতি অসভ্য আরববাসী মানবত্বের সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইয়া করুণাময় আল্লাহ্‌র সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল। এই পানোন্মত্ততা যত অনর্থের মূল, ইহা জগতে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত লোকই অবগত আছেন। {এই মহাপাপের পথ হইতে মানবকে উদ্ধার করিতে কত প্রকার আন্দোলন হইতেছে, সমাজ সংস্কারে কৃতসঙ্কল্প কত মহানুভব ব্যক্তি এই মহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, আমেরিকা হইতে টেম্পারেন্স সোসাইটির (Temperance society) সভ্যগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সমাজের বক্ষ হইতে এই বিষকণ্টক উৎপাটন করিতে কেহই সক্ষম হন নাই। জগতে একজন মোহাম্মদ জন্মিয়াছিলেন, এখনও পর্য্যন্ত সেরূপ ব্যক্তিত্ব লইয়া কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই যে এই তীব্র কালকূটের অগ্নিময় গরলস্রোত প্রতিহত করিতে পারেন।} আল্লাহ্‌র

সৃষ্টিতে তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, ইহাতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

নিরক্ষর মহানবী বিদ্যাশিক্ষার ও জ্ঞানার্জ্জনের উৎকর্ষ সাধন করিতে যে বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্যক প্রকারে পালন করিলে মানব যে যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিত পারে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জ্ঞানার্জ্জনের পথ বিস্তৃত করিতে তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন, জ্ঞানোন্নতির সর্ব্বপ্রকার পথ উদ্ভাবন করিয়া তিনি তাঁহার দেশবাসীকে জগতের চক্ষে বহু সম্মানার্হ করিয়া গিয়াছেন! সেই মহামানবের নীতিশিক্ষায় আরববাসিগণ এক সময়ে দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে ইতিহাসে, গণিতে রসায়নে সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া জগতের বক্ষে যশের ভাতি প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, সুদূর চীনদেশে গিয়াও বিদ্যার্জ্জন করিবে, সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের পন্থানুসরণ করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তির মস্যাধারের মসি ধর্ম্মযুদ্ধে হত দেশ প্রেমিকের রক্তের অপেক্ষাও অধিক পবিত্র।

শ্রুতি বলিতেছে "সমন্বারম্ভনাৎ"॥ ভাষ্য—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সাহিত্য দর্শনাচ্চ॥

বিদ্যা এবং কর্ম্ম মৃতজীবের অনুসরণ করে অর্থাৎ বিদ্যা এবং কর্ম্ম মানবকে অমরত্ব প্রদান করিয়া থাকে।

শ্রুতি পুনরায় বলিতেছে, "নিয়মাচ্চ"॥ ভাষ্য "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা" ইত্যাদি নিয়মাচ্চ॥

বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যই শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। শ্রুতি মানবকে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী ব্যক্তিকে সকলের উপরে স্থান দান করিয়াছেন তিনি তাঁহার পরম ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিতে-ছেন—

"যথৈধাং সি সমিদ্ধোঽগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" ৪ঃ ৩৭

হে অর্জ্জুন, যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ইন্ধনকে ভস্মে পরিণত করে, সেই প্রকার জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম করিয়া ফেলে। অর্থাৎ মানবের যখন জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন সমস্ত পাপ চিন্তা তাহার অন্তর হইতে দূরীভূত হয়। তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ কর্ম্ম সকল অনুশোচনা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানের আলোকে তাহার অন্তর প্রদীপ্ত হয়।

"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" ৫ঃ ১৮

পবিত্র গীতার এই মহৎভাব, এই সদুপদেশ, এই উচ্চ আদর্শ হিন্দু সমাজের ভিতর এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হয় নাই। চৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কত মহানুভব সমাজ সংস্কারক এই ভেদনীতির মূলো-চ্ছেদ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হন নাই। হিন্দুর অমূল্য সম্পদ, হিন্দুর যথা সর্ব্বস্ব শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বাক্য "পণ্ডিতগণ বিদ্বান্ ও বিনয়ী-ব্রাহ্মণে, গাভী, হস্তিনী, সারমেয় ও চণ্ডালের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদান করেন," কিন্তু আভিজাত্যাভিমানী উচ্চবর্ণ হিন্দু বিশেষতঃ দেব মন্দিরের সেবক নামধারী ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডিত্যের অভিমানে এবং জন্মগত অধিকারে তথা কথিত নীচ জাতীয় হিন্দুগণের প্রতি কি ঘৃণাও বিদ্বেষ পোষণ করিতেছেন, চিন্তা করিলে সমস্ত শরীর কণ্টকিত হয়। ধর্ম্মের নামে তাঁহারা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন, ধর্ম্মের

দোহাই দিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করেন। কর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া হিন্দু সমাজের বক্ষ হইতে এই বিষ-কণ্টক উদ্ধৃত করিয়া কতদিনে যে হিন্দু সমাজকে পুর্ণগঠিত করা হইবে, জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, জাতি ভেদের মুলে কুঠারাঘাত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হিন্দুজাতি কতদিনে যে মানবত্বের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, জাতীয় গৌরবে জগতের বক্ষে মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারিবে, তাহা ভুবন-মঙ্গল মহাপ্রভুই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু সেই আদর্শ-শিক্ষক যাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না, তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—সম্রাট্ কি ভিক্ষুক, ঐশ্বর্য্যশালী কি দীন দরিদ্র, পণ্ডিত কি মূর্খ, সকলকেই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা মহাপ্রভুর সমীপে এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। সম্রাট তাঁহার প্রভুত্বের সুযোগ, পণ্ডিত তাঁহার শিক্ষার সুযোগ এক কণিকামাত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার (বিশ্বপতির) নিকট প্রমাণিত না হয় যে তাঁহাদের সেই প্রভুত্ব, সেই শিক্ষা, সেই ঐশ্বর্য্য সৎকার্য্যে ব্যয়িত না হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্ট মানবের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গীকৃত না হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভুর নিকট তাঁহারা পুরস্কৃত হইবেন না। এই কর্ম্ম-প্রবণতার উপর, এই সৎকর্ম্মশীলতার উপর এছলামের সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। মহামানবের পবিত্র মুখের পবিত্র বাণী জগতের অন্তকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মের প্রধান্য অক্ষুন্ন রাখিবে। মানবের জাতি কি শ্রেণী কি সম্পদ কখনও তাহাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমভক্ত অর্জ্জুনকে ব্রহ্মবাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রবুদ্ধ করিতেছেন—

> "সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
> কুর্য্যাদ্বিদ্বাং স্তথা সক্তশ্চিকীর্ষু লোক সংগ্রহম॥" ৩ : ২৫

'হে ভারত, যেমন অজ্ঞানী লোকেরা আসক্ত হইয়া কার্য্য করে, তেমনি জ্ঞানীদের আসক্তি রহিত হইয়া লোকের কল্যাণ কামনায় কার্য্য করা চাই।' মহানবী তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে কর্ম্মফল আল্লাহ্‌তে অর্পণ করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। অবিচার কি পক্ষ পাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া কখনও তিনি তাঁহার আত্মাকে কলুষিত করেন নাই। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "আল্লাহর বাণী বলিয়া যে কৃত্রিম বাণী প্রচার করিয়া থাকে তাহার অপেক্ষা সত্যের বিরোধী আর কে হইতে পারে?" ১১ : ১৮ কথিত আছে, তামা বিন আবরাক নামক একজন নব দীক্ষিত মুছলমান একজন ইহুদীকে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু প্রমাণিত হইল তামা একটি যুদ্ধের পরিচ্ছদ চুরি করিয়া সেই ইহুদীর বাটীতে গোপনে রাখিয়া গিয়াছিল, এবং তাহাকে তস্কর বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল। মহানবী ইহুদীকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি দিলেন, অধিকন্তু স্বপক্ষীয় মুছলমানকে শাস্তি দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না।

এছলামের উদারতায় অনুপ্রাণিত করিয়া সেই মহাতপস্বী মোহাম্মদ (দঃ) মুছলমানদিগকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, সেই সদুপদেশ সমূহের মধ্যে আমরা প্রতীচ্যে নবদীক্ষিত মুছলমান নেতা জনপ্রিয় হাজি অল ফারুক লর্ড হেডলীর (Lord Headly) বক্তৃতা হইতে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম—

"সত্য এছলাম ধর্ম্ম-জাতি ও সম্প্রদায়গত বিভিন্নতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঘৃণাও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতঃ মানব জাতির মধ্যে কিছুতেই বিভেদ সৃষ্টি করিবে না, এবং যাহাতে মানব প্রশস্ত হৃদয়ে অপর সমাজের মত সহিষ্ণু হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই প্রদান করিবে। বিভিন্ন মতাবলম্বী

মানব জাতির মধ্যে যাহাতে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি, শান্তি ও সদ্ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সত্য ধর্ম্ম এইরূপ শিক্ষাতেই তাহার অনুবর্ত্তিগণকে অনুপ্রাণিত করিবে। এক হৃদয়ের পবিত্রতা সাধন এবং যেরূপ কার্য্য দ্বারা অন্য সমাজের লোক সমূহ সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহাই সত্য ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা।

এইরূপ প্রশস্ত এবং উদার এক ধর্ম্ম আমি কোরআন এবং মহানবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) (তাঁহার আত্মার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক) শিক্ষায় প্রাপ্ত হইয়াছি। এই উদার-ধর্ম্মই এছলাম, এই ধর্ম্ম কোন দেশ, জাতি অথবা ব্যক্তি বিশেষের নামানুসারে কথিত হয় নাই। কারণ এবম্বিধ নাম করণের দ্বারা ধর্ম্ম-সঙ্কীর্ণতার অধীন হইয়া পড়ে। এছলাম শব্দের শব্দগত অর্থ—শান্তি এবং জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যই এছলামের আবির্ভাব। এছলামের আর এক অর্থ—আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা এবং মানব জাতির প্রতি প্রেম ও প্রীতির ভাব পোষণ করা। মহানবী হজরত রছুলুল্লাহ এছলাম শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপই করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুছলমান যাহার হস্ত কিম্বা জিহ্বা দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন সময় আঘাত প্রাপ্ত না হয়। প্রকৃত পক্ষে কোর-আনের প্রত্যাদেশ সমূহ মানব জীবনে শান্তির সোপান। মানবের সেবাই এছলাম ধর্ম্মানুসারে বিশ্বপতি আল্লাহ্-তায়ালারই সেবা। ঐশী প্রেম সকল ধর্ম্মেরই এক প্রধান নীতি, কিন্তু এছলামের প্রবর্ত্তক মহারছুল ইহার নূতন স্বরূপ জগতে প্রচার করিয়াছেন। তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "যদি তোমরা বিশ্বস্রষ্টাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা কর, তবে তাঁহার সৃষ্ট জীবকে অগ্রে ভাল বাস।" হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শিক্ষার কল্যাণে মানব দেশ জাতিও সমাজের বাঁধন ছাড়াইয়া বিশ্বমানবের জন্য ভাবিতে, বিশ্বমানবকে প্রেম দান করিতে,

শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের বিশ্বপ্রেমের স্বরূপ অন্য জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া স্বজাতির পরিপুষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। এবম্বিধ বিশ্বপ্রেম মহামানব হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।"

("পবিত্র কোর-আনে মহান্ আল্লাহ্ সহজ কথায় সুন্দরভাবে মুছলমান-দিগকে সকল রকম উপাসনাগার সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদেশ দিয়াছেন। যে মুছলমান মছজেদ, গীর্জ্জা, প্যাগোডা, সিনাগাগ বা অন্যবিধ উপাসনালয় সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তিনিই কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র সৈনিক বলিয়া অভিহিত হইবেন।" ২২ : ৪০)

"ন্যাজরাণের খৃষ্টানদিগকে হজরত রছুলে করিম (দঃ) যে অনুমোদন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধগম্য হইবে যে, অন্য ধর্ম্মা-বলম্বীর উপাসনায় যদি বাহ্যভাবে বহু ঈশ্বরবাদসূচক দৃশ্যাদিও পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে মুছলমানদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল।"

"আমরা সাধারণের কৌতূহল নিবারণার্থ এবং সেই বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবীর উদারতার পরিচয় প্রদান করিতে সেই সন্ধিপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

'তাহাদিগের ধর্ম্মে কি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন ক্রিয়া-কলাপে মুছলমানগণ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।'

'তাহাদিগের কোন ধর্ম্মাচার্য্যকে, কোন পুরোহিতকে, কি কোন মঠাধ্যক্ষকে, কি কোন ধর্ম্মশালা রক্ষককে কোন মুছলমান পদচ্যুত কি বিতাড়িত করিতে পারিবে না।'

'তাহাদিগের সুখ-শান্তি অব্যাহত রাখিতে মুছলমানগণ সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে।'

'তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি কি ক্রূশ কোন মুছলমান নষ্ট করিতে পারিবে না।'

'তাহারা কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না, কি কাহারও দ্বারা অত্যাচারিত হইবে না।'

'প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া হত্যার পরিবর্ত্তে কেহ কাহাকেও হত্যা করিতে পারিবে না।'

'তাহাদিগের ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট হইতে কোন প্রকার কর আদায় করিতে পারিবে না।'

'ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ কার্য্যের জন্য বিশেষতঃ গীর্জ্জা কি ধর্ম্মমন্দির সংস্কারার্থ তাহাদের প্রার্থনা মতে মুছলমান ধনভাণ্ডার হইতে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।'

নবদীক্ষিত মোছলেম, আভিজাত্যের সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত উদারহৃদয় লর্ড হেডলী (Lord Headly) তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় আরও বলিয়াছেন, "এছলামের অন্যান্য মাহাত্ম্য বর্ণনার পূর্ব্বে বিশ্বের বিশেষতঃ ভারতের শান্তিকামী ব্যক্তি-বর্গকে আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি কোরআনের উপরিউক্ত শিক্ষাগুলির বিস্তৃত প্রচারাভাব ও একদল অজ্ঞ মুছলমান কর্ত্তৃক এই সব শিক্ষার অবমাননাই কি প্রকৃত পক্ষে ভারতের বর্ত্তমান বিবাদ-বিসংবাদের জন্য আংশিকভাবে দায়ী নহে? + + + কিন্তু আমি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, ধর্ম্ম যদি ঐরূপ উদারতা ও প্রশস্ততার পথে আমাদিগকে পরিচালিত করিতে পারে, তবে এই ধর্ম্মই কি সকল প্রকার বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিতে যথেষ্ট নহে? তুমি যে কোন

ধর্ম্মাবলম্বী হও, যে কোন প্রকার সংস্কার মানিয়া চল, কেবল যদি তুমি এছলামী অদ্বৈতবাদের শিক্ষানুযায়ী বিশ্বস্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন কর, যদি তুমি কোরআনোক্ত বিশ্ব-মানব-ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পার, যদি তুমি পরধর্ম্মের সম্মান আর তাহাদের উপাসনালয় সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পার, তবে ভারতের কি জগতের অন্য কোন স্থানে কোনরূপ মিলন বৈঠকের আবশ্যক হইবে কি? হৃদয়ের পবিত্রতা, উদ্দেশ্যের মহত্ব ও কার্য্যের সততা দ্বারাই এই মহান্ আদর্শে প্রত্যেক মানুষ নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে।"

"বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে প্রকৃতির আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাই মহান্ আল্লাহ্‌র আইন। এই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা ও অবনত মস্তকে তাঁহার আইন মানিয়া লওয়াই এছলামের অন্তর্নিহিত অর্থ, আর মানব জাতি এছলামকে এইরূপভাবে মানিয়া লইতে পারিলেই সর্ব্বপ্রকার সুখে সুখী হইতে পারে।"

যেমন এক দেশে একটি রাজা ভিন্ন দুইটি রাজা, কি এক আইন ভিন্ন দুই প্রকার আইন থাকিতে পারে না, তেমনি এই চরাচর বিশ্বে দুইটি আল্লাহ্ এবং দুইটি আল্লাহ্‌র দুই প্রকার আইন থাকিতে পারে না। ইহাই এছলামের মূলতত্ত্ব, এই তত্ত্বে যিনি সমাহিত হইয়াছেন, এই তত্ত্ব যিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বিশ্বমানবকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মনে স্বতঃই উদয় হইবে, তিনি এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন মানবকে ভালবাসিতে, মানবের প্রাণে আঘাত দিতে নহে।"

হজরত রছুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, "আমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে একপদ অগ্রসর হই, তবে তিনিও আমাদের দিকে দশপদ অগ্রসর হইবেন, যদি

আমরা তাঁহার দিকে হাঁটিয়া অগ্রসর হই, তবে তিনি আমাদের দিকে দৌড়িয়া অগ্রসর হইবেন। কিন্তু এই অগ্রপথে যাত্রাটা প্রথমে আমাদের দিক্ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।" (১)

"উপাসনা সাফল্য লাভের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য সুখ লাভের এক প্রধান উপায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু কোরআনের আল্লাহ্ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মহান্ দানসমূহ সম্বন্ধে অকৃতজ্ঞ, সে তাহার উপাসনায় কোন প্রতিদান পাইবে না।" ১৩ : ১৪

("আল্লাহ্ কোন জাতির লোকের অবস্থার ততদিন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করেন না, যতদিন পর্য্যন্ত সেই জাতির লোকেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন নিজেরা না করে। ১৩ : ১১ ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে যে যাহারা আত্মনির্ভরশীল, আল্লাহ্ পাক কেবলমাত্র তাহাদিগকেই সাহায্য করিয়া থাকেন।"

"প্রায়শ্চিত্তবাদ বা প্রতিনিধিমূলক মুক্তি অর্থাৎ একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন করা ১৭ : ১৫ এছলাম শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই শিক্ষার ফলে মানবের কর্ম্মশক্তিকে একেবারে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তক কোরআন এই সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করিয়া ঘোষণা করিতেছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের অলঙ্কারস্বরূপ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার কাহারও অধিকার নাই, কেহই অপরের ভার বহন করে না, প্রত্যেকেরই নিজের কার্য্যের সম্পূর্ণ

(১) পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে "মহাপথ যাত্রাকালে যে তাহার সৎকর্ম্ম সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে, সে তাহার দশগুণ ফল পাইবে, এবং যে অসৎকর্ম্ম সঙ্গে লইয়া যাইবে, সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহাদিগের প্রতি কোনপ্রকার অবিচার করা হইবে না।" ৬ : ১০১

দায়িত্ব তাহার নিজেরই। যে ব্যক্তি যেরূপ পরিশ্রম করিবে, সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে।”

“অনেক সময় মানব নানাপ্রকার বিপদে পতিত হইয়া একেবারে হুতাশ হইয়া পড়ে এবং তখন সাফল্যের পথ হারাইয়া ফেলে। এবংবিধ হুতাশ ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিবার জন্য এবং দরিদ্রগণকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ এছলাম এ কথাও ঘোষণা করিয়াছে যে দরিদ্রতা মানব-জীবনে পাপ নহে, বরং আল্লাহ্‌র পরীক্ষার্থ নবীগণের গৌরব।”

“মানবের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এছলাম সকল প্রকার চেষ্টা করিয়াছে এবং ব্যায়ামচর্চ্চাকে বিশেষ প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছে।” ৯ ঃ ১০৮

“এছলাম মানবের মধ্যস্থ পশুত্বকে বিনাশ করিয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র পথে উন্নীত করিবার জন্যই জগতে আবির্ভূত হইয়াছে আর এই মনুষ্যত্বের সাধনায় এছলাম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।”

“আমরা একথা বলিতে পারি যে, কেবলমাত্র কতকগুলি বাঁধা গৎ আবৃত্তি করাই ও বিবিধ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকৃত উপাসনা করা হয় না; আর শয্যাতে শয়ন করিয়া আল্লাহ্‌র নাম গণনা করিলেই আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা হয় না। নিজেদের মনের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্যই সকলে কতকগুলি বাহ্যানুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে, কিন্তু এই সব বাহ্যানুষ্ঠান পালন করা মুছলমানগণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইলেও ধর্ম্মের সারতত্ত্ব নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে ঐক্যের ভাব প্রকাশার্থ বা অন্য কোন কারণে আমরা যে কাবার দিকে মুখ ফিরাইয়া নমাজ পড়িতে অভ্যস্ত, কোরআন এই সম্পর্কে প্রকাশ করিতেছে পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে মস্তক সঞ্চালন প্রকৃত পক্ষে পুণ্যের কার্য্য নহে, প্রকৃত নমাজ বা উপাসনা অনুধাবন ও নিবিষ্টচিত্ততার মধ্যেই নিহিত। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই আমাদিগকে বিশ্বপ্রভুর পথের

অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিশ্ব প্রকৃতিকে আমাদের স্ব স্ব জীবনের সঙ্গে তুলনা করা এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা চিন্তা করতঃ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য সাহায্য প্রার্থনা করা আমাদের একান্ত উচিত ”

“ইয়ামেনের প্রথম মোছলেম শাসনকর্ত্তা মোয়াজ-বিন জাবেলের প্রতি হজরত রছুলুল্লাহ্ যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমা-দিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। মুছলমানদিগকে এই সব আদেশ উপদেশ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য মোসলেম অধ্যুষিত দেশসমূহে প্রতি জুম্মার দিন মছজেদের মেম্বর সমূহ হইতে উপদেশ রাজি (খোৎবাহ) বিতরিত হইয়া থাকে। এই সব উপদেশের মূল মর্ম্ম হইতেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে ন্যায়পরায়ণ হইতে আদেশ দিতেছেন, তোমরা স্ব স্ব প্রাপ্য গ্রহণ কর এবং অপরকেও তাহার প্রাপ্য গ্রহণ করিতে দাও। তিনি তোমাদিগকে পরোপকারে ব্রতী হইতে আদেশ দিয়াছেন, যে সব লোকের তোমাদিগের উপর কোন দাবী নাই, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত সাহায্য কর। সর্ব্বশেষে তিনি চাহেন যে তোমরা নিজেদের পরিবারবর্গের প্রতি যে ব্যবহার কর, অপরের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিবে। সমাজকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই খোৎবাহের উপদেশ রাজি পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বদা যেন স্মরণ রাখি যে আমরা রাজদ্রোহী না হই, এবং কোন ক্রমেই যেন দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধাচরণ না করি।” *

আজ আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে এই যে দুঃখ-দরিদ্রতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছি, ইহা আমাদের নিজেদের কর্ম্মফল ভিন্ন কিছুই নহে। প্রকৃত পক্ষে আমরা যে দিন আল্লাহ্‌র বর্ণে সুশোভিত হইব, কোরআনকে

* ইসলাম প্রচার, অনুবাদক চৌধুরী মোহাম্মদ সামসুর রহমান।

যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে শিখিব, সেই দিনই আমাদের দুঃখের নিশি পোহাইবে। আমাদের হৃত গৌরব আবার আমরা ফিরিয়া পাইব। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের নিজেদের জীবন প্রকৃত কোরআনের আদর্শে গড়িয়া না উঠিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অপরকে আমাদের নিজেদের মধ্যে আহ্বান করা বিড়ম্বনা মাত্র।

এছলাম বিশ্বে কর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়া মানব জাতিকে আলস্য ও জড়তা হইতে মুক্ত করিয়াছে।

মুছলমান নরপতিগণের উপর কোরআনের প্রভাব—ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিয়া কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে মুছলমান নরপতিগণ অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহারা সহস্র কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও কখন বিস্মৃত হন নাই যে, তাঁহাদিগকে একদিন আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এবং তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। এছলামের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত নবাব বাদশাহ্‌গণ ন্যায়ের সীমার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের অধীন সমস্ত প্রজাবৃন্দকে সমচক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন। নরপতির ন্যায় বিচারে প্রজার সন্তোষ এবং প্রজার সন্তোষের উপর রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে এই সত্য যেন স্বর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। তাঁহাদের পক্ষপাতশূন্য বিচারে এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভিতর কোথায়ও কোন প্রকার অসন্তোষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। সেই মহামানব হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত উদার নীতি "লা-কুম দীনো-কুম, ওয়া লেয়া-দীন" অর্থাৎ "তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের কর্ম্মফল, আর আমার জন্য আমার কর্ম্মফল" এই অত্যুত্তম নীতি মুছলমান বাদশাহ দ্বারা সম্যক্ প্রকারে প্রতিপালিত হইয়াছিল। কাফের নাস্তিক, বিধর্ম্মী অমুছলমান প্রভৃতি

যে কেহ হউক না কেন, তাহার কর্ম্মানুযায়ী শাস্তি সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট প্রাপ্ত হইবে। (মহান্ আল্লাহ্‌র এই উদার-বাণী "লা-ইকরাহা ফীদ্দীন" অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ।) এই উদার নীতি প্রতিপালন করিয়া তাঁহারা সমদর্শিতার পরিচয় দিয়া স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে কেহ কখনও বল প্রয়োগ করিয়াছেন, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মুছলমান বাদশাহ্-দিগের যদি সে উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে এত দিন রাজত্ব করিবার পর এই হিন্দুস্থানে হিন্দুর সংখ্যা কখন মুছলমানের চতুর্গুণ হইত না। হিন্দু ও মুছলমান একই দেশে, একই পল্লীর ভিতর এই দীর্ঘকালব্যাপী মুছলমান রাজত্বের মধ্যে পরম সুখে, পরম শান্তিতে বাস করিয়াছে পরস্পর পরস্পরকে প্রিয় সম্বোধনে তৃপ্ত করিয়া সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বিদেশী স্বার্থান্ধ ঐতিহাসিকগণের কাল্পনিক চিত্রে অঙ্কিত মুছলমান নরপতিগণের স্বেচ্ছাচারিতা, নৃশংসতা ও ধর্ম্মান্ধতার বিবরণ পাঠ করিয়া এবং কতিপয় স্বার্থপর বিদ্বেষপরায়ণ লোকের প্রচারিত জনরবের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া অনেকে এখনও পর্য্যন্ত সেই সব মহানুভব নরপতিগণের বিরুদ্ধে নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিয়া থাকেন। তখন দেশের সর্ব্বত্র শান্তির স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত ছিল, সাম্প্রদায়িক বিবাদ কি দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার কোন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই, তখন ভারতবাসীর প্রতিভা বিকসিত হইবার পথ সর্ব্বত্র মুক্ত ছিল, রাজকার্য্যে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া মুছলমান শাসনকর্ত্তাগণ ন্যায়পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। এমন কি হিন্দুবিদ্বেষী বলিয়া অভিহিত সম্রাট্ আওরঙ্গজেব হিন্দুকেই প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে যোগ্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিশেষরূপে সমাদৃত

হইত, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের কলঙ্ক কেহই তাঁহার উপর আরোপ করিতে পারে নাই। রাজ্যের শুভাশুভের দায়িত্ব হিন্দুগণের উপরেই ন্যস্ত ছিল। তাঁহার রাজত্বসময়ে দুইজন অমুছলমান কর্ম্মচারী রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কয়েকজন ধর্ম্মান্ধ তাঁহার নিকট অভিযোগ করিয়াছিল রাজস্ব বিভাগে হিন্দুকে এই প্রকার বিশ্বাস করা অনুচিত, সম্রাট্ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি শরিয়তের বিধি প্রতিপালন করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। (১) এক একজন বাদশাহের ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাঠ করিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাঁহারা অনেক সময় রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দান করিতেন, দীন দুঃখী কি অভাব-গ্রস্ত কখনও বিফল মনোরথ হইত না। কোন কোন বাদশাহ্ প্রাচীন যুগের খলিফাগণের অনুকরণে বিলাসবর্জ্জিত অতি সাধারণ জীবন যাপন করিতেন এবং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তাঁহাদের পোষ্যবর্গকে প্রতি-পালন করিতেন। বাদশাহ্ ফিরোজ শাহ্ তোগলক বহু জনহিতকর কার্য্যে রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, কৃষিকার্য্যের সুবিধার্থ তিনি পঞ্চাশৎ জাঙ্গাল অর্থাৎ যাহার দ্বারা স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়, চত্বারিংশৎ মছজেদ, ত্রিংশৎ শিক্ষালয়, শতাধিক পান্থশালা, ত্রিংশৎ তড়াগ, শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয়, একশত স্নানাগার, এবং এক শতাধিক সেতু, ইহা ভিন্ন বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া ইতিহাসে

---

(১) Preaching of Islam by Thomas Arnold. পবিত্র কোরাআনে উক্ত হইয়াছে, "আল্লাহ্ তোমাকে আজ্ঞা দিতেছেন, যাহারা বিশ্বাসের উপযুক্ত, তাহাদিগের উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং ন্যায়ের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করিবে।"

চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। (২) সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁহার কায়িক পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, তিনি টুপি সেলাই করিয়া এবং পবিত্র কোরআন লিখিয়া তাঁহার শেষ জীবনে আটশত পাঁচ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র চারিটাকা আট আনা তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য খরচ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ দীন দুঃখীকে দান করিবার জন্য উইল করিয়াছিলেন। (৩) শরীয়তের বিধি প্রতিপালন করিয়া সম্রাট্ আকবর এই ভারতভূমে যেন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মিষ্টার ফেলিক্স ভেলাই তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, বৌদ্ধযুগে সম্রাট্ অশোক যেমন মানবের বিশ্বজনীনত্ব প্রস্ফুটিত করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন সম্রাট্ আকবরও সেইরূপ সমস্ত ভারতবাসীর চক্ষে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো হইয়া তাহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। অধিকাংশ শাসনকর্ত্তা ধর্ম্মের নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। কেহ কেহ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়া আল্লাহ্‌র উপাসনায় নিরত হইয়া প্রার্থনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে সম্রাট বাবর তাঁহার উপাসনাবলে বিশ্বনিয়ন্তাকে হৃদ্‌গত করিয়া তাঁহার নিজের জীবনের পরিবর্ত্তে জীবনাধিক পুত্র হুমায়ূনের জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব যখন বীরামপুরী নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় এক ঘোর তমিস্রা রজনীতে স্রোতস্বিনী বীমা অকস্মাৎ সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিল, উচ্ছসিতা প্রবাহিনীর পর্ব্বতসদৃশ তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কত জনপদ, কত হয় হস্তী, সৈন্য-সামন্ত, ধন-রত্ন, কত খাদ্যসম্ভার ভাসিয়া

---

(২) Elphinstone History of India Page 412.

(৩) Do Page 641. 436 & 665

গেল। বিপন্ন সম্রাট্ দেখিতে পাইলেন, উন্মত্তা বীমা যেন সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, প্রকৃতির এই শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র উপাসনায় রত হইলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার অনুচরবর্গ বিস্মিত নেত্রে দেখিতে পাইল সেই সংহারিণী মূর্ত্তি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যে সমস্ত ঐতিহাসিক কি ঔপন্যাসিক মুছলমান বাদশাহ্‌দিগের অন্তঃপুরে বিশেষতঃ আলমগীর বাদশাহের অন্তঃপুরে সুরার তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিতে আমরা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেন পুল (Lanepool) প্রণীত আওরঙ্গজেব পাঠ করিতে আমাদের পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি সম্রাট্ নিজে কখন মদ্য স্পর্শ করেন নাই, এবং তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণকে সুরাপান করিতে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। সম্রাট্ অশোক যেমন প্রথম জীবনে 'চণ্ডাশোক' হইয়া শেষ জীবনে 'ধর্ম্মাশোক' হইয়াছিলেন, মানবে মানবে ভেদনীতির মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবও তাঁহার শেষ জীবনে সেই মহান্ আল্লাহ্‌র গুণে আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিয়া সমদর্শী হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ আওরঙ্গজেব নামে অভিহিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সমস্ত প্রজাবর্গের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

আজ পরাধীন জাতি বলিয়া জগতের চক্ষে ঘৃণিত এই ভারতবাসীর প্রতিভা বিকশিত হইবার প্রায় সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়াছে। যাহারা এক সময়ে দর্শনে বিজ্ঞানে যশের উচ্চ সৌধে আরোহণ করিয়া জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, আজ তাহারা জগতের চক্ষে ঘৃণিত। বিজ্ঞানের সাধনায়, দর্শনের তত্ত্বানুসন্ধানে, কাব্যের ললিতকলায় সমাহিত চিত্ত সুধীবৃন্দ মুছলমান রাজত্বকালে রাজশক্তির অন্তরালে পরম নিশ্চিন্ত মনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এখন

জীবনসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে বাণীর বরপুত্রগণও অকাল বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাব সম্পদ্ হইতে এখনও ভারতবাসীকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য জগতে এতবড় স্পর্দ্ধা এখনও কাহারও হয় নাই যে ভারতবাসীর উপর এই কলঙ্ক আরোপ করিতে পারে যে তাহারা উপাসনাগারে যাইয়া তাহাদের আত্মাকে কলুষিত করিতেছে, তাঁহাদের দেহকে অপবিত্র করিতেছে।

যিনি এই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের পরিচালক, জগদীশ, জগৎস্রষ্টা, তিনিই মহামানব মোহাম্মদের (দঃ) চিত্তাধিষ্ঠাতা, তাঁহার মহিমায় তিনি প্রকাশিত, তাঁহার আলোকে তিনি আলোকিত, আর তাঁহার তেজে তিনি তেজোদীপ্ত। সেই সকল গুণের আকর সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র কৃপায় মহাপ্রাণ মহানবী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন যে প্রকৃতি এই জড়জগতের বীজ, আর তাহা সহজে হৃদ্‌গত করা যায় না। মহান্ আল্লাহ্‌র আজ্ঞায় এই প্রকৃতির প্রত্যেক অণুপরমাণু সৃষ্ট, আয় সেই প্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুবিধ গুণের উদ্ভব হইয়াছে। যেমন ক্ষুদ্র একটি বটফলে মহাজ্ঞানী মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার জ্ঞানচক্ষে কেবলমাত্র ফলটি নিরীক্ষণ করিতেন না, বিশ্বজ্ঞানের স্বরূপ তাঁহার অনুভূতি, সেই অনুভূতির দ্বার মুক্ত করিয়া তিনি প্রত্যক্ষ করিতেন সেই ক্ষুদ্র ফলটি প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাধীনে এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক শিশুকেই তিনি ভালবাসিতেন, সেই শিশু এই জড়জগতে একদিন জ্ঞানবত্তায় যশের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিতে পারে, সুতরাং সেও উপেক্ষার পাত্র নহে, তাঁহার চক্ষে সেও শ্রদ্ধার পাত্র। সেই সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ মহর্ষি মোহাম্মদ তাঁহার জ্ঞানের দ্বার মুক্ত

করিয়া দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় এছলামধর্ম্ম, একদিন জাগতিক ধর্ম্ম—প্রস্তাতর বক্ষভেদ করিয়া উত্থিত মহাধর্ম্ম—বলিয়া নিশ্চয়ই জগতের লোকের নিকট সমাদৃত হইবে এবং অপ্রতিহত গতিতে সমস্ত জগতের বক্ষে ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে, মানব নিশ্চয়ই একদিন বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃতির শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সমস্ত গুণের উদ্ভব ইহার মূলদেশে। যে ক্ষুদ্র ফলটি সাধারণ মানব-চক্ষে ক্ষুদ্র ফল বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল, তাঁহার চক্ষে তাহা প্রকাণ্ড মহীরুহ। "যে কেহ সেই মহান্ আল্লাহ্‌র নামে আত্মোৎসর্গ করিবে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে, তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে সে এরূপ দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিতে পারিবে, যে কোন ব্যক্তি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। মানবের সকল কার্য্যের শেষ পরিণতি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।"

৩২ : ১২ হিন্দু শাস্ত্রমতে শব্দব্রহ্মের উপাসনাবলে যোগিগণ আত্মার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক মালিন্য প্রক্ষালন করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। কপিলের সাংখ্যে উক্ত হইয়াছে, "অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থ" ১ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ উপশম হওয়ার নাম অত্যন্ত পুরুষার্থ। যখন কোন প্রকার দুঃখ হইবে না, অনন্তকাল দুঃখাস্পৃষ্ট থাকিব, এইরূপ আশাই দুঃখনাশ আশার শেষ সীমা। সেই সীমা লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তিন প্রকার দুঃখ সমূলে উন্মূলিত হইলে পরম পুরুষার্থ লাভ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করা যায়। মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) যে মুহূর্ত্তে মহান্ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণী (ইহাই হিন্দুশাস্ত্র মতে শব্দব্রহ্ম) লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তিনিও দেহধারী হইয়া মুক্তি

লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বভূতে দয়া, রাগাদি রিপুগণকে সংযত করিয়া একনিষ্ঠ ভক্তিযোগ দ্বারা মহান্ আল্লাহ্‌র সাধনা ও অর্চ্চনা তাঁহাকে তাঁহার ইষ্টলাভ করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহাতে এই বিশ্ব ব্যক্ত হইতেছে, এবং যাহা এই নিখিল বিশ্বে অবভাত, সেই সর্ব্বত্র স্বর্গে ও পৃথিবীতে বিস্তৃত মহান্ আল্লাহ্‌র জ্যোতি তিনি তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, আর সেই জন্যই তিনি বাক্‌সিদ্ধ, অর্থাৎ তাঁহার পবিত্র মুখকমল হইতে যে বাণী নির্গত হইত, তাহাই সত্য। শ্রদ্ধাবান্ আস্তিক ঈশ্বর-ভাবাপন্ন পুরুষেরা বলিয়া থাকেন—

"কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং।
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ॥"

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তিনি কি প্রকারে কি কৌশলে, কিরূপ প্রযত্নে, কোথায় থাকিয়া, কি দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন? যদি এই সকল প্রশ্নের উত্তর চাও, তবে যুক্তিকুশল সংস্কৃতাত্মা লৌকিক পুরুষের অন্তর, অন্তরের বিষয়, তাঁহার কার্য্যাবলী আলোচনা কর এবং তাঁহার অনুসরণ কর, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। পবিত্র কোরআনের বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে "আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁহার কার্য্যাবলী আলোচনা কর, তাঁহার অনুসরণ কর।" "হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁহার রছুলকে বিশ্বাস কর এবং সেই ধর্ম্মপুস্তক যাহা আল্লাহ্ তাঁহার রছুলের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে ধর্ম্মপুস্তক ইহার পূর্ব্বেও প্রেরিত হইয়াছে, এবং যে কেহ আল্লাহ্‌কে, তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মপুস্তককে, তাঁহার রছুলকে, তাঁহার স্বর্গীয় দূতগণকে এবং শেষ বিচারের দিবসকে অবিশ্বাস করিবে, সে ভ্রমের আবর্ত্তে পতিত হইয়া অন্ধের মত পরিভ্রমণ করিবে।" ৪ : ১৩৬

মহাযোগী মোহাম্মদ (দঃ) মনে প্রাণে সর্ব্বরকমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সেই মহাপ্রভুর প্রচণ্ড তেজ এই বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে, তাঁহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, তাঁহার অপবর্ত্তন, বিভাজন, কি বিচলন নাই। তাঁহার সহ, ওজঃ ও বলরূপ গুণরাশি ইন্দ্রিয়গম্য ও ইন্দ্রিয় অগম্য সমস্ত পদার্থে ও সমস্ত প্রাণীতে নিত্য বিরাজমান। দিন যামিনীর যাতায়াতে প্রতিদিন মানবের আয়ুক্ষয় হইতেছে, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয়কম্পিত মানব আসক্তিরহিত হইয়া পরমার্থ তত্ত্বে অবহিত চিত্ত হয়। তত্ত্ব বিবেকের সহায়তার অনুলোম ও বিলোমক্রমে নিখিল পদার্থের উদ্ভব ও লয় চিন্তা করিতে করিতে মানব পরমার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকে। ব্রহ্মনিষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদও এই তত্ত্বে সমাহিতচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রাণের প্রভু মহান্ আল্লাহ্‌কে তাঁহার সম্মুখে, পশ্চাতে, তাঁহার দক্ষিণে বামে সর্ব্বত্রই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। আর এই মহাশক্তির বিকাশে তিনি ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন পারস্য সম্রাটের অন্তঃপুরে সম্রাট্ খছরু কি প্রকারে তাঁহার আত্মজ দ্বারা হত হইয়াছিলেন, আর এই মহাশক্তির প্রভাবে তিনি সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা না হইলে আদি পুরুষ হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত ইব্রাহিম, ইউসফ, এহিয়া, ঈছা প্রভৃতি নবীগণের জীবনের চিত্র দেখিতে পাইতেন না এবং এছলামের সমুজ্জ্বল চিত্র কখনই তাঁহার নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইত না।

অগ্নি যেমন ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়, জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে, আকাশ যেমন ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন আকারে নানারূপে প্রতীয়মান হয়, মানবও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে,

কিন্তু মানব সৃষ্টির মূলে একই উপাদান, তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন "কানান্নাসো উম্মার্তা ওঁ অহেদাতান" ২ঃ ২১৩ অর্থাৎ সমস্ত মানব এক জাতি। এ সম্বন্ধে পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকে পুনরায় উক্ত হইয়াছে, "এবং ইহা তোমাদের সম্প্রদায় এক সম্প্রদায় এবং আমিই তোমাদের প্রভু, সেইজন্য সাবধানতা সহকারে আমার প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য পালন করিবে।" ২৩ঃ ৫২ এইজন্য মানব শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদের (দঃ) মানবের প্রতি ভালবাসার কিছুমাত্র ইতর বিশেষ ছিল না। আত্মার কিছুমাত্র বৈষম্য নাই, ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিত আত্মা এক, সেইজন্য মহাপ্রাণ মহানবী যে কোন প্রাণীর ব্যথা নিজের আত্মার মধ্যে বোধ করিতেন, আর সেই জন্যই তিনি সকল মানবকে সমানভাবে ভালবাসিতেন। অসৎ বৃত্তি হেতু আত্মার বৈষম্য উপস্থিত হয়, সংসারী হইয়াও তাঁহাকে কোন অপকৃষ্ট গুণ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই আর অসৎ বৃত্তির আশ্রয় লইয়া তিনি কখন সত্য পথ ভ্রষ্ট হন নাই। সৃষ্টির পর হইতে কোন মানব তাঁহার অপেক্ষা মানবকে এইরূপ প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। সেইজন্য সেই মহাপুরুষের মুখকমল হইতে সর্ব্বদাই নির্গত হইত, "হে মানব, সমভাবে সকলের সঙ্গ করিও, যেন প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী তোমাকে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে "

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ এবং অনন্ত। এই ব্রহ্মকে জানিতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছে, "যত্র চিত্তৈকাগ্র্যং তত্রোপাসীত, তদতিরিক্ত দেশাদি বিশেষাশ্রবণাৎ" ৪র্থ অঃ ১ পাদ, ১১ সূত্র—যেস্থানে যে সময়ে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিবে, সেই স্থানেই উপাসনা করিবে। চিত্তের একাগ্রতাই উপাসনার নিমিত্ত প্রয়োজন, তাহা যে স্থানে যে কালে উপস্থিত হয়, তাহাই সেই উপাসকের পক্ষে উপাদেয়। পবিত্র কোরআনে

এ বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে তুমি যেখানে থাকনা কেন, প্রান্তরে, অরণ্যে, যুদ্ধক্ষেত্রে, সংসারাশ্রমে; অশ্বপৃষ্ঠে, কি উষ্ট্রপৃষ্ঠে, যে অবস্থায় যেস্থানে হউক না কেন, তাঁহার উপাসনা করিবে, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিবে। কিন্তু সাধারণতঃ নির্জ্জন স্থানে চিত্তের একাগ্রতা উপস্থিত হয়। মহাযোগী মোহাম্মদ এইজন্য নির্জ্জন গিরিগহ্বরে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যদিও মহানবী এইরূপ নির্জ্জন উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি সঙ্ঘবদ্ধভাবে নমাজ পড়িবার জন্য অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এই সঙ্ঘবদ্ধ উপাসনা মানবের যে কিরূপ কল্যাণপ্রসূ তাহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—ইহাতে নেতার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করা হয়, ইহাতে পরস্পরের মধ্যে ঐক্যশক্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সাম্যমৈত্রী ও প্রীতি, অনুরাগ সহানুভূতি ও শান্তি স্থাপিত হয়, এবং দ্বেষ হিংসা শত্রুতা প্রভৃতি অসৎবৃত্তি বিনাশ প্রাপ্তহয়। মহাপ্রাণ মহানবী তাঁহার সমস্ত ভক্তিটুকু সেই বিশ্বপতির উদ্দেশে নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে বিশ্বপতি, আমাকে জ্ঞান দাও, এবং আমি যেন সৎ ও পবিত্র আত্মার সহিত সংযুক্ত হইতে পারি।" ২৬ঃ৮৩ মহামানব মোহাম্মদ তাঁহার হৃদয়াকাশে তাঁহার প্রভু আল্লাহ্‌কে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার মহাপ্রস্থানেব সময় পর্য্যন্ত তাঁহার জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল, তাই অজ্ঞানতার অন্ধকার সে হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এই বিশ্ব যাঁহা হইতে উদ্ভব, যিনি এই বিশ্বের লয় সাধন করেন, এবং যিনি এই জীব নিবহের পালনকর্ত্তা, তিনি সত্য সনাতন মহান্ আল্লাহ্, তিনি রাব্বেল আলামীন, তিনি মালেকে ইয়াওমেদ্দিন, তিনি সমস্ত জগদ্বাসীর একমাত্র উপাস্য। মহানবী বলিয়াছেন, "লাওকানা ফীহেমা

আলেহাতুন, ইল্লাল্লাহো লা ফাসাদাতা" ২১ : ২২ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত যদি পৃথিবীতে অন্য ঈশ্বর থাকিত, তবে সমস্তই গোলযোগ হইত। শঙ্কর বলিয়াছেন, "জগৎ ব্যাপারস্তু নিত্য সিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য" অর্থাৎ জগতের কার্য্য এক নিত্য সিদ্ধ পরমেশ্বরের, ভ্রান্ত মানবগণ তাঁহার ভেদ কল্পনা করে। রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি জ্ঞানিগণ এই বাক্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ বলিয়াছেন "তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" অর্থাৎ তাঁহার প্রীতি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে এবং তাহাই তাঁহার উপাসনা।

মহাপ্রাণ মোহাম্মদের (দঃ) জ্ঞানোদ্রেক হইবার পর হইতে তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে এই সত্য বদ্ধমূল ছিল যে সেই মহান্ আল্লাহ্ মানবের একমাত্র প্রভু, মানব তাঁহার সেবক, তিনি রাজা, মানব তাঁহার প্রজা। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "সকল প্রশংসার পাত্র তিনি, যাঁহার হস্তে এই রাজ্য, এবং তিনি সকলের উপর শক্তিমান।" ৬৭ : ১ পবিত্র ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, "যিনি স্বীয় মহিমা বলে শ্বাস প্রশ্বাসকারী, চক্ষু-নিমেষ উন্মেষকারী গতিশীল প্রাণিবর্গের একমাত্র রাজা, যিনি এই দৃশ্যমান মনুষ্যাদি দ্বিপদ এবং গবাদিচতুষ্পদকে শাসন করিতেছেন, তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন দেবতার সেবা করিব?" কিন্তু সেই মহান্ আল্লাহ্ যখন একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, সমস্ত মানব যখন তাঁহার সৃষ্টজীব, তাঁহার প্রজা, তখন মানব মাত্রেই পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ, "ইন্নামাল মুমেনুনা এখওআতুন" অর্থাৎ একেশ্বর বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই। কিন্তু ইহার মধ্যে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যে তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত না হয়, তাঁহার বিধি নিষেধ অবহেলা করে, জ্ঞানিগণের চক্ষে সেও উপেক্ষার পাত্র নহে, সেও তাঁহার ভ্রাতৃসম স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র। মহামানবের শিক্ষার মাধুর্য্যে মানব কখনও ঘৃণার পাত্র হইতে পারে না, তাহার নিকৃষ্ট

গুণাবলী মানবের চক্ষে ঘৃণ্য। এই মহত্তত্ত্ব সম্যক প্রকারে সমাধান করিতে মহামানব মোহাম্মদের (দঃ) জন্ম, তিনিই উদাত্তস্বরে এই বিরাট পৃথিবীতে বিরাট পুরুষের মত বলিয়াছিলেন, "মানব এক, মানব সৃষ্টির বৈষম্য নাই।" এই জন্য সেই মহাপুরুষকে এই চরাচর সমস্ত জগতের শিক্ষাগুরু বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তিনিই বলিয়াছেন, স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া কোন মানব কোন মানবের ক্ষতি করিলে, নীচ বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হইবে। সেই নিরক্ষর মহামানব সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, সকল ব্যবহার-শাস্ত্রের নিয়ামক, সকল বিধির প্রবর্ত্তক, এবং সকল মীমাংসার সম্পূরক ছিলেন। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিবার পর অর্থাৎ "পরম জ্যোতিরূপ সম্পন্ন" পরম জ্যোতিস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ঝটিকাবসানে অচঞ্চল জলধিজলের ন্যায় তাঁহার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন স্থিরীকৃত করিয়া জনসেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার রাজস অহঙ্কার জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, তামস অহঙ্কার কর্ম্মেন্দ্রিয়ে লুপ্ত হইয়া তাঁহার ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সেই মহান্ আল্লাহ্‌তে সমাহিত হইয়াছিল। উরুস্থান মহানবী তাঁহার বিশাল উরসে জগতের সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা ধারণ করিয়া কখনও শ্রান্তি বোধ করেন নাই। নিত্য চৈতন্য তাঁহার মহাপ্রভুর আদেশ মত জগতের পাপের ভার লাঘব করিতে তিনি নিত্য উদ্বুদ্ধ ছিলেন; কিন্তু কখনও সাত্ত্বিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া ঘোষিত করেন নাই। কোরআন বলিতেছে, "জানিও এই পার্থিব জীবন কেবলমাত্র ক্রীড়ার সামগ্রী। তোমাদিগের এই আনন্দোৎসব, এই অহঙ্কার, এই ধন-সঞ্চয়ের স্পৃহা, সন্তান সন্ততির গৌরব, পরস্পরের মধ্যে মাৎসর্য্যের প্রতিদ্বন্দিতা ইহা কতদিন স্থায়ী? যেমন প্রাবৃটের ধারা বর্ষণে শস্যক্ষেত্রে শ্যামল শোভা ধারণ করে এবং ক্ষেত্রস্বামী তাহাতেই

উল্লসিত হয়, কিন্তু ক্ষণকাল পরে সেই ক্ষেত্র বিশুষ্ক হইয়া পীতবর্ণে পরিণত হয়, এবং শস্য সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। অতঃপর পরলোকে কাহারও জন্য প্রবল যন্ত্রণা, কাহারও জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ক্ষমা এবং তাঁহার প্রসন্নতা। ফলতঃ সদ্ব্যবহার না করিলে এই পার্থিব জীবন প্রবঞ্চনাকারী মূলধন।" ৫৭ : ২০ ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ—মানবের পরজীবনের জন্য এবং সেই বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র সন্তোষের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যাহারা নরকের মার্গ স্বরূপ ধর্ম্মশূন্য গৃহে তৃষ্ণাবদ্ধ, যাহারা অবৈধ উপায়ে ধনাদি সঞ্চয় পরম পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদের নিকট নীতি-শাস্ত্র কোন ফল প্রসব করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে হিতোপ-দেশে উক্ত হইয়াছে "যস্যনাস্তি স্বয়ংপ্রজ্ঞা, শাস্ত্রংতস্য করোতিকিম্। লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিংকরিষ্যতি॥" যাহার নিজের ঘটে বুদ্ধি নাই, শাস্ত্র উপদেশে তাহার কি ফল হয়, যাহার চক্ষু অন্ধ সে দর্পণ লইয়া কি করিবে? শ্রুতি বলিতেছে, "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" অর্থাৎ— অযথা ধন সঞ্চয় দ্বারা অমৃতত্ব নাশ প্রাপ্ত হয় কোরআন বলিতেছে, "কুল মাতাউদ্দুনিয়া কালিল, ওয়াল আখেরাতু খয়েরুল লেমানেত্তকা" -- এই পৃথিবীর ধন রত্ন ক্ষণস্থায়ী, পারলৌকিক সম্পদ্‌ই উৎকৃষ্ট, যাহারা অসত্যের, অসৎকার্য্যের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকে তাহাদিগের জন্য। ৪:৭৭ যাহা-দিগের জিহ্বা সেই মহিমান্বিত বিশ্বপতির গুণকীর্ত্তন হইতে বিরত থাকে, যাহাদিগের চিত্ত সেই করুণাময় মহাপ্রভুকে স্মরণ করে না, যাহাদিগের মস্তক তাঁহার নাম শ্রবণে অবনত হয় না এবং যাহাদিগের হস্ত তাঁহার কার্য্যে (মানবসেবায়) নিয়োজিত না হয়, অজ্ঞানান্ধ সেই সমস্ত মানবকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে মহাপ্রাণ মোহাম্মদের হৃদয় সর্ব্বদা মুক্ত ছিল। তাঁহার খুল্লতাত (আবুতালেব) পুত্র জাফর তাঁহার নির্ব্বাসনকালে আবিসিনিয়ার অধিপতি নিগাসকে বলিয়া-

ছিলেন, "হে নরপতি, আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিলাম, আমরা প্রস্তরাদি পূজা করিতাম. বৃথা পশুমাংস ভক্ষণ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাম না লইয়া যে সমস্ত পশুকে হত্যা করা হইত) করিতাম, ঘৃণাজনক কার্য্য (পিতৃবিয়োগের পর বিমাতাকে বিবাহ ইত্যাদি) সম্পাদন করিতাম, সংসারের বিধি লঙ্ঘন করিয়া অত্যাচারে নিরত থাকিতাম, আতিথ্য-ধর্ম্ম পরিহার করিতাম; তাহার পর করুণাময় আল্লাহ্‌ তাঁহার অনুগৃহীত মহাপুরুষকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিলেন, তিনি সত্যে অনুরক্ত, পরকালে বিশ্বাসী এবং সংযমী। তিনি আমাদিগকে একমাত্র আল্লাহ্‌কে পূজা করিতে প্রবুদ্ধ করিলেন, তিনিই আমাদিগকে প্রস্তর ও পুতুল পূজা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন; তাঁহার নিকট হইতে আমরা আদেশ প্রাপ্ত হইলাম আমাদের বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে, আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসিতে হইবে, অতিথিকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং যাহা নিষিদ্ধ তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। মুক্ত পুরুষদিগের প্রভাব অতুলনীয়, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ, অতি বড় কঠিন হৃদয়ও তাঁহাদের সম্মুখে গলিত হয়, অতি বড় দাম্ভিকও মস্তক অবনত করে।" শ্রুতি বলিতেছে, মুক্ত পুরুষগণ "প্রভায়া দীপস্যেব জ্ঞানেন ধর্ম্মভূতেন জীবস্য অনেক শরীরেষু আবেশো ভবতি, স চ অনন্ত্যায় কল্পতে ইতি" অর্থাৎ প্রদীপ যেমন একস্থানে স্থিত হইয়াও তাহার প্রভাব দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্বৎ মুক্ত পুরুষও স্বীয় জ্ঞানৈশ্বর্য্য বলে অনেক শরীরে আবিষ্ট হন। কিন্তু মানব কি ঈশ্বরপদবাচ্য—যাঁহার অনন্ত শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া মানব শক্তিশালী?" শ্রুতি পুনরায় বলিতেছে, মানব কি? যেমন "বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চ অনন্ত্যায় কল্পতে" অর্থাৎ কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহাকে

পুনরায় শতভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম অণুপরিমাণ। কিন্তু এইরূপ অণুস্বরূপ হইলেও তিনি গুণে অনন্ত হইতে পারেন। পরমাত্মা পরব্রহ্ম নিত্য প্রাজ্ঞ, তিনি স্বরূপতঃ বৃহৎ তাঁহার গুণবত্তায় ও শক্তিমত্তায় তাঁহার সমকক্ষ কেহই হইতে পারে না। কোরআন বলিতেছে, "এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ কাহারা অধিক শক্তিশালী, আমি (আল্লাহ্) যাহাদিগকে (অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহামানবগণ) সৃষ্টি করিয়াছি; কিম্বা তাহারা (সাধারণ মানবগণ) অধিক শক্তিশালী? নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে কঠিন মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি" (১) ৩৭ : ১১ কোরআন পুনরায় বলিতেছে, "যাহারা কেবলই স্বর্ণ এবং রৌপ্য সঞ্চয় করিবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করিবে অর্থাৎ সৎকর্ম্মে ব্যয় না করিবে, ঘোষণা কর তাহারা যন্ত্রণাপ্রদ কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে" ৯ : ৩৪ পুরুষ প্রধান হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কখনও মায়ার বন্ধনে অভিভূত হন নাই; কিন্তু তাঁহার মায়ার আবরণে অর্থাৎ শিক্ষার সৌন্দর্য্যে এখনও পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মুগ্ধ রহিয়াছে। যাঁহার চিচ্ছক্তি সর্ব্বোত্তম, যিনি জীব ও মায়ার নিয়ন্তা, যিনি পরিমাণ ও সীমার অতীত, যাঁহার গুণ সমূহকে জ্ঞানিগণ মহত্তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন, সাধকপ্রবর মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই পরম জ্যোতি তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া মায়ার প্রপঞ্চ হইতে উপরম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"ন হি সত্যাৎ পরোধর্ম্ম ন পাপমনৃতাৎ পরং
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥" মনুসংহিতা

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, মিথ্যার অপেক্ষা পাপ আর নাই, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সত্যকেই আশ্রয় করিবে। সত্যাশ্রয়ী মহানবী

(১) কঠিন মৃত্তিকা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ।

তাঁহার সমস্ত জীবনে সত্যসন্ধ, সত্যানুরাগী এবং সত্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের বিকাশ হইবার পর হইতে মহাপ্রস্থানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সত্যকেই পরমপ্রিয় পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। শত্রু মিত্র, আত্মীয় অনাত্মীয় কোন লোকই তাঁহাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে দেখে নাই, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে এই কলঙ্ক আরোপ করিতে তাঁহার অতি বড় শত্রুরও স্পর্দ্ধা হয় নাই। তদানীন্তন পৃথিবী মধ্যে আরব দেশ সকল দেশের অপেক্ষা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিল, বর্ব্বরতা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা, অত্যাচার অনাচার, উৎপীড়ন নির্য্যাতন তাঁহার দেশবাসীর যেন চরিত্রের ভূষণ ছিল। শাস্ত্রানুশীলনজনিত জ্ঞান হইতে মানবের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বোধ জন্মে, সত্য মিথ্যার তারতম্য জ্ঞান হয়. মহামতি মোহাম্মদ (দঃ) শাস্ত্রানুশীলন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু যিনি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, তাঁহারই মহত্তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া নিরক্ষর মহানবী জ্ঞানসিন্ধু পার হইতে পারিয়াছিলেন। যিনি ভূতসকলের স্রষ্টা, এই বিশ্ব যাঁহা হইতে প্রকাশিত, যিনি অমৃত, অজর, নিত্যানন্দ ও নিত্যশুদ্ধ, যিনি সমস্ত প্রাণী জগতের সৃজন পালন ও লয়কর্ত্তা, সেই জগতগুরু মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার শিক্ষা-গুরু। যিনি নিখিল জগতের সুহৃদ্, অন্তর্য্যামী ও প্রণতঃ বৎসল, যিনি শরণাগতজনের রক্ষক, ভয়ার্ত্তের অভয় প্রদাতা, সেই মহান্ আল্লাহ্ নিরক্ষর হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রজ্ঞাকে তাঁহার সহিত সংযোজিত করিলেন। মহাযোগী মোহাম্মদ প্রত্যেক মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে মানব, তোমার প্রভুকে পাইবার জন্ম তুমি কঠোর পরিশ্রম করিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে না পার, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কদাচ নিবৃত্ত হইবে না।" ৮৪ : ৬ শ্রুতি বলিতেছে, "অসকৃত সাধনাবৃত্তিঃ কর্ত্তব্য। 'শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি ব্রহ্ম দর্শনাম্নো-

পদেশাৎ” অর্থাৎ একবার মাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণের দ্বারা সিদ্ধ মনোরথ হওয়া যায় না, পুনঃ পুনঃ অবিশ্রান্ত ব্রহ্মবিদ্যা সাধন করা কর্ত্তব্য, কারণ ব্রহ্ম দর্শনের নিমিত্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে, “অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়ঃ”—হে ধনঞ্জয়, তুমি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। এছলাম যে সমস্ত মানবের ধর্ম্ম এবং জগতের সমস্ত সাধক, যে এছলামের অন্তর্ভুক্ত মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় মুক্ত করিয়া সমস্ত জগতকে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। মানব তাহার বাক্য ও মন আল্লাহ্‌তে সংযুক্ত করিয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিলে অমৃতের অধিকারী হইবে, তাহার হৃদয়ক্ষেত্র ভেদ করিয়া অমৃতের উৎস প্রবাহিত হইবে। মহানবী তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণকে সর্ব্বদা বিনীত ও বিমৎসর হইবার জন্য পবিত্র কোরআনের এই সত্যবাণী উদ্ধৃত করিয়া নিত্য প্রবুদ্ধ করিতেন, “যাহারা মৃত্তিকার উপর দিয়া বিনীতভাবে গমনাগমন করিবে আর অর্ব্বাচীন মানবগণ সম্বোধন করিলে উত্তরে বলিবে “শান্তি” তাহারই করুণাময় আল্লাহ্‌র সেবক।” ২৫ : ৬৩ উদার হৃদয় মহানবী উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, “যাহারা আল্লাহ্‌ আর তাঁহার রছুলগণকে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য প্রদর্শন করেন না, আল্লাহ্‌ তাঁহা-দিগকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করিবেন। আল্লাহ্‌ করুণাময় ও ক্ষমাশীল।” ৪ : ১৫২ শ্রুতিও বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সত্য প্রকাশ করিয়াছে—“ইদং নম ঋষিভ্যঃ পুর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ” অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সৃষ্টির আদিকালে জাত ধর্ম্মপথের প্রকাশক ঋষি বা রসুলদের প্রতি এই নমস্কার। হিন্দুগণ যদি শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মহর্ষি মোহাম্মদকে (দঃ) শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করেন,

আর মুছলমানগণ যদি পবিত্র কোরআনের আদেশ অনুসারে হিন্দু ঋষিগণকে যাঁহারা ঈশ্বরের একত্ববাদ এবং তাঁহার বিধি-নিষেধ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমুচিত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কি মতভেদ থাকিতে পারে? ইহা মানব-শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদের অনুজ্ঞা, এই উদারতায় পরস্পর মিলনের পথ সুহজ ও সুগম হইয়া থাকে। কোরআন স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছে, "ওআ লাকাদ্ বা আস্‌না ফী কুল্লে উম্মাতিন রছুলান্" অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতির মধ্যে রছুল বা ঋষি প্রেরণ করিয়াছেন। অদ্বেষ্ট হইয়া নিঃস্বার্থভাবে মহানবী মোহাম্মদের মহান্ চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে অর্থাৎ সাধুগণকে পরিত্রাণ করিতে, দুষ্কৃতগণকে বিনাশ করিতে, ধর্ম্মকে পুনঃ সংস্থাপন করিতে এই ধরাধামে আগমন করিয়াছিলেন। করুণাময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা—"ইউল্ কি রুহা মিন্ আম্‌রিহি আলা মাঁই ইয়াশাউ মিন্ এবাদিহি—তিনি স্বীয় আজ্ঞামত আপন উপাসকদিগের যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন আত্মা অবতারণ করেন। করুণাময় আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় করুণাদ্বারা বিশেষত্ব প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ মহান্ কল্যাণের অধিপতি। আমি (আমার) বাক্যসমূহ হইতে যাহা রহিত করি কি বিস্মৃত করাইয়া থাকি, তদপেক্ষা উত্তম অথবা তত্তুল্য আনয়ন করি; তোমরা কি জান না যে আল্লাহ্ সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান্।" ২ঃ১০৫, ১০৬ প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর হইবে সেই মহাপুরুষের কমলানন হইতে বিশ্বনিয়ন্তার যে বাণী নির্গত হইয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত তাহা অবিকৃত রহিয়াছে, এই পবিত্র গ্রন্থের একটি বাক্যও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মুছলমানের শত্রুগণ যদিও অবিরত চেষ্টা করিয়াছে এই পবিত্র গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযুক্ত করিতে, কিন্তু

সেই মহান্ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এ বিষয়ে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেইজন্য মহারছুল বলিয়া গিয়াছেন, "মানবজীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে, সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে কোরআন সৃষ্টির অন্তকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকিবে, ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযুক্ত করিতে শত্রুগণের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। (১) মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত, অতএব আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদ ও সতর্ককারীরূপে সৃষ্টি করিলেন এবং তিনি তাহাদের সহিত মহাসত্য বাণী পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করিলেন, মানবগণের মধ্যে যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহারা প্রকাশ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার পরও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইল। অনন্তর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে সত্যের সম্বন্ধে মতভেদ দুর করিয়া স্বেচ্ছায় সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করিলেন; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা, সরল পথ প্রদর্শন করেন" ২ঃ২১৩

---

(১) একজন পুণ্যশীল বৃদ্ধ আমাকে বলিয়াছেন যে, বৃটিশ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় মিশনারীগণ কোরআন বিক্রয় করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে অসংখ্য কোরআন ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। মীরাট নগরে তাঁহাদের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পুণ্যশীল বৃদ্ধ সর্ব্বদা সেখানে যাতায়াত করিতেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ তাঁহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহারও নিকট হইতে কয়েকখণ্ড কোরআন ক্রয় করিয়াছিলেন। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সরলপ্রাণ বৃদ্ধ একদিন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা এত অধিকসংখ্যক কোরআন ক্রয় করিতেছেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া

আচার্য্য শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ (দঃ) মানবকে যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিতে, মহান্‌ আল্লাহ্‌র বর্ত্মে চালিত করিতে ইহলোক এবং পরলোকে শান্তিলাভ করিতে যে বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, বর্ত্তমান জগতে তাহাই সর্ব্বোত্তম; সেই জন্য সেই মহাপুরুষকে জ্ঞানিগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও আচার্য্যপ্রধান বলিয়া এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। "ইয়া আইয়োহান্নাছো কাদ জায়াৎকুম মাও এজাতুম মের্‌ রব্বেকুম অ শেফায়ূল্‌ লেমাফিচ্ছুছুর, অ হোদাওঁ অরাহ্‌মাতুল্‌ লেল মুমেনিন্‌ ১০ : ৫৭ "হে মানব প্রকৃতই তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য কোরআন প্রেরিত হইয়াছে, তোমাদিগের অন্তরের ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য, বিশ্বাসী-

---

তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধকে বলিলেন যে, তিনি যেন অন্যত্র প্রকাশ না করেন, কোরআন ক্রয় বিক্রয় করিয়া লাভবান্‌ হওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু সমস্ত কোরআন ধ্বংস করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তখন এদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন হয় নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ইংলণ্ড হইতে মুদ্রিত কোরআন এদেশে বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের এ ক্ষতি পূরণ করিতে পারিবেন, অধিকন্তু তাঁহাদের যে উদ্দেশ্য তাহা সফল হইবে অর্থাৎ পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযোগ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবেন। বৃদ্ধ উত্তরে বলিলেন তাঁহাদিগের এই চেষ্টা বৃথা, কারণ প্রতি গ্রামে গ্রামে হাফেজ বর্ত্তমান আছেন, যাঁহাদের স্মৃতিপটে সমগ্র কোরআন মুদ্রিত রহিয়াছে। বৃদ্ধ কয়েকজন হাফেজকে ডাকিয়া তাঁহার বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। ইহার পর মিশনারীগণ এই চেষ্টা স্থগিত করিল। Al Boyan by Maulavi Abu Mahamad Abdul Hugg Page 301

দিগকে চালিত করিবার জন্য তাঁহার দয়াস্বরূপ সমাগত হইয়াছে।” কেবলমাত্র নামধারী মুছলমানদিগের জন্য নহে, যাহারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং সৎকার্য্য করিয়াছে তাহাদিগের জন্য, বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য এই গ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছে। এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থে আর্য্যগণের ধর্ম্ম, খৃষ্টানগণের ধর্ম্ম, বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম এবং মুছলমানগণের ধর্ম্ম—সমস্ত ধর্ম্মের সারতত্ত্ব নিহিত আছে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যদি কোরআনের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিবে যে কোরআনের শরীয়তের বিধি প্রতিপালন না করিয়াই মুছলমানের এই অধঃপতন এবং সেই সঙ্গে অপর সকল সম্প্রদায়ের অধঃপতন। মহামানব মোহাম্মদ (দঃ) যে করুণার উজ্জ্বল মূর্ত্তি, তাহা কোরআনে এই শ্লোকেই প্রকাশ পাইতেছে, “তুমি যে লোক সকলের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিতেছ, ইহা আল্লাহ্‌র করুণা, যদি তুমি কঠোর কি ক্রূর প্রকৃতি হইতে, তাহা হইলে তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইত।” ৩ঃ ১৫৮ যে কেহ সেই মহান্ আল্লাহ্‌র নামে আত্মোৎসর্গ করিবে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং সৎকর্ম্মে নিরত থাকিবে, তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে সে এরূপ দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিবে যে কোন ব্যক্তি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। মানবের সকল কার্য্যের শেষ পরিণতি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র মহতী ইচ্ছা।

“সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয়! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" ১৮ঃ ৫০-৫৩

হে কৌন্তেয়, সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার পর মানব ব্রহ্মকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, আমার নিকট হইতে তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ কর। উহাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে, এমন যোগী দৃঢ়তা পূর্ব্বক নিজেকে বশ করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া, রাগ দ্বেষ জয় করিয়া একান্তে থাকিয়া অল্প আহার করিয়া, বাক্য, কায় ও মনকে সংযত করিয়া, নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া, বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া (বিষয় ভোগে অনাকৃষ্ট হইয়া) অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া, মমতা-রহিত ও শান্ত হইয়া ব্রহ্মভাব পাওয়ার যোগ্য হয়।

মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) এই সমস্ত ভাব-সম্পদের অধিকারী হইয়া ব্রহ্মভাবে আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। আর্য্যগণের চক্ষে তিনি পরমর্ষি, সাত্বিকব্রাহ্মণ, মুছলমানের চক্ষে তিনি মহারছুল।

বেদান্ত দর্শনে উক্ত হইয়াছে, "তদমৃতত্বং দেহ সম্বন্ধমদগ্ধৈব বোধ্যম্। কুতঃ? তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেহথ সম্পৎস্যে ইতি আবি-মুক্তো সংসার ব্যপদেশাৎ।" ৪ অঃ ২ পাদ, ৮ সূত্র এই দেহ সম্বন্ধ দগ্ধ হইবার পূর্ব্বে মানব অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মভাব পাওয়ার যোগ্য হয়। তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছে, "তস্য তাবদেব চিরং" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের ততকাল দেহ ধারণ করিতে হয়, যত কাল তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্ম (সঙ্কল্পিত) শেষ না হয়। তাহার পর দেহান্তে তিনি ব্রহ্ম সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হন। ইহা হইতে উপলব্ধি করা যায় যে, দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপ মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত জ্ঞানী পুরুষেরও অপর জীবের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয়।

নরোত্তম নবী তাঁহার জীবদ্দশায় আল্লাহ্‌ ভাবাবিষ্ট হইয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছিলেন, সাংসারিক জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া আসক্তিরহিত কর্ম্মযোগে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্ম—তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, তাঁহার দেশবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং কর্ম্মের বাণী প্রচার করিতে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইয়াছিলেন।

মহাপ্রাজ্ঞ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার স্থুল দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে প্রভু আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম কি শেষ হইয়াছে, আমি কি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিয়াছি?" তাঁহার অন্তরের ভাব উপলব্ধি করিয়া পতি-পরায়ণা দেবী আয়েশা শোকাভিভূতা হইয়া মহান্‌ আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য কাতরভাবে আবেদন করিয়াছিলেন। সাধ্বী সতী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী জগৎস্বামীর আহ্বানে মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই মানবের শেষ পরিণতি। সেই করুণাময় প্রভু সর্ব্বসময়ে আমাদিগকে তাঁহার করুণার ধারা বর্ষণ করিয়া আমাদের সকল অভাব মোচন করিতেছেন। পবিত্র কোরআনে নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, "আল্লাহ্‌ তাঁহার দয়াস্বরূপ আমাদিগকে যাহা প্রদান করেন, এমন কেহ শক্তিমান নাই, যে তাহাতে বাধা প্রদান করিতে পারে এবং তিনি যাহা প্রতিহত করেন, এমন কেহ শক্তিমান নাই, যে তাহা আমাদিগকে দান করিতে পারে। এবং তিনি মহাশক্তিশালী মহাপ্রাজ্ঞ। হে মানবগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। তিনি ব্যতীত এমন কে স্রষ্টি-কর্ত্তা আছেন, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী হইতে আমাদিগকে আমাদের জীবন ধারণোপযোগী দ্রব্যসমূহ দান করিতে পারেন।" ৩৫ : ২, ৩

মানবের যে একটা পরবর্ত্তী জীবন আছে, তাহা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "এবং যখন এই আহ্বান-ধ্বনি উত্থিত হইবে, তখন তাহারা তাহাদের সমাধিলোক হইতে তাহাদের প্রভুর দিকে অগ্রসর হইবে।" ৩৬ : ৫১

বেদান্ত দর্শনে উক্ত হইয়াছে, "সূক্ষ্মং শরীরমনুবর্ত্ততে 'বিদুষস্তং প্রতিব্রূয়াৎ সত্যংব্রূয়াৎ' ইতি প্রমাণতস্তদ্ভাবোপলব্ধেঃ"—অর্থাৎ স্থূল দেহ বিনষ্ট হইবার পর জ্ঞানী পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর বর্ত্তমান থাকে, শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারাই তাহা বোধগম্য হয়। ৪ অঃ ২ পাদ, ৯ সূত্র

"যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্মাৎপ্রাণা উৎক্রামন্তি"—বিদ্বান্ পুরুষের প্রাণ সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না।

ভিক্টর হিউগো (Victor Hugo) বলিয়াছেন, "যখন আমার শারীরিক শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন আমার আত্মা উজ্জ্বল হইতে লাগিল। যখন শিশিরবিন্দু আমার মস্তকে পতিত হইতে লাগিল, তখন আমার অন্তর বসন্তের সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। যতই আমি মহাপ্রস্থানের পথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই সেই অক্ষর স্বর আমার কর্ণকুহরে সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক কিন্তু অতি সাধারণ। এই সমস্ত বাক্য এক দিকে যেমন কাল্পনিক, অন্যদিকে সেইরূপ ঐতিহাসিক সত্য। অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর আমার চিন্তাশীলতার বিষয় আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি, গদ্যে পদ্যে, ইতিহাস দর্শনে. উপন্যাসে, নাটকে, উপকথায়, রহস্য কথায়, গীতিকাব্যে ছন্দবন্ধে—সকল রকমে আমি আমার প্রাণের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমার মনে হয় আমার অন্তরের বিষয় সহস্রাংশের ভিতর এক অংশও প্রকাশ করিতে সক্ষম নহি। যখন আমি সমাধি নিম্নে পতিত হইব, তখন অন্যান্য চিন্তাশীল লোক যেমন

বলিয়াছে, আমিও সেইরূপ বলিতে পারিব 'আমি আমার দিবসের কার্য্য শেষ করিয়াছি, কিন্তু আমি বলিতে পারিব না যে আমার জীবনের কার্য্য শেষ করিয়াছি।' সমাধির মধ্যস্থিত মহামার্গ কখনও রুদ্ধ হইতে পারে না, ইহা সর্ব্বদাই মুক্ত। এই মহামার্গ সন্ধ্যার অন্ধকারে রুদ্ধ হয়, কিন্তু ঊষার আলোকে পুনরায় মুক্ত হইয়া থাকে। আমার প্রারব্ধ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, ইহার স্থিতি ভিত্তির উপরে উঠিতে পারে নাই। সেই অসীমের জন্য যে প্রবল তৃষ্ণা, তাহা কখন প্রশমিত হইতে পারে না।"

দার্শনিক ভিক্টর হিউগোর এই উক্তি নিরক্ষর নবীরও প্রাণের উক্তি। অসীমের জন্য তাঁহার যে তৃষ্ণা, সে তৃষ্ণা তাঁহার পার্থিব জীবনে কখনও প্রশমিত হয় নাই। সে তৃষ্ণার প্রবল গতি তাঁহার কবরের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, কালের শেষ সীমা, পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাহা উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধে উঠিবে।

কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

"এ দেহ সে দেহ একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসের কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥"

প্রেমের সন্ধান পাইয়া প্রেমিকবর প্রেমময়ের প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। সেই রসের কূপের সন্ধানে তিনি উন্মত্তের মত ছুটিয়াছিলেন, অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে তাহা অনন্ত অফুরন্ত, তাহার সীমা নাই, শেষ নাই।

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "তিনি সকল প্রশংসার পাত্র। ইহা হন তিনি যিনি এই পৃথিবীকে সমতল করিয়াছেন, ইহার বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ কর, এবং তাঁহার প্রদত্ত আহার্য্য ভক্ষণ কর, এবং মৃত্যুর পর তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিতে হয়।" ৬৭ : ১৫

ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে তিনিই মানবকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং মৃত্যুর পর তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিতে হইবে। কোরআন পুনরায় বলিতেছে, "যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছেন, উদ্দেশ্য তোমাকে পরীক্ষা করেন। (১) কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি মহাশক্তিশালী কিন্তু নিত্য ক্ষমাশীল। তিনি সপ্ত স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন (২) এবং করুণাময়ের সৃষ্টির মধ্যে কিছুই অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইবে না।"

যে যে পদার্থ বাক্য দ্বারা অভিহিত, সেই সমস্ত পদার্থেই তাঁহার মহিমা প্রকাশিত, কিন্তু ঐ সমস্ত পদার্থ যদিও বস্তুতঃ তাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না, তত্রাপি জ্ঞানিগণ চক্ষে সমস্ত পদার্থেই তাঁহার বিশ্বরূপত্ব সংঘটিত হইয়া থাকে, জ্ঞানিগণ তাঁহার সৃষ্টিনৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার যশকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত ত্রিভুবন, এই ত্রিভুবনের একমাত্র

(১) জীবন ও মৃত্যু, ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে সাধিত হইতেছে, মানবের সম্বন্ধে এই মৃত্যুর বিশেষ অর্থ প্রণিধান যোগ্য। কারণ মৃত্যু মানবের শেষ পরিণতি নহে, মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথই মৃত্যু।

(২) হিন্দুশাস্ত্র মতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোক।

অধীশ্বর পরম ব্রহ্ম, তিনি পরিচ্ছেদ শূন্য, নিরপেক্ষ রাগাদিশূন্য, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যের শরণাগত হয়, তাহার মত মূর্খ আর কে আছে?

সেই মহান্ আল্লাহ্ যে এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ মহাপ্রাজ্ঞ মোহাম্মদ (দঃ) তাগ কোরআনে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং মানব হইতে আল্লাহ্‌র বিভিন্নত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সৃষ্টি ও প্রলয় যে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, আল্লাহ্‌র নিয়ন্তৃত্বাধীনে জগতের সমস্ত কার্য্য সাধিত হইতেছে, পবিত্র কোরআনে তাহাও নানাবিধ রূপক, উপমাদি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আকাশাদি মহাভূত সকলের উৎপত্তি সেই মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্য, মানবের বিশ্বজনীনত্ব ও আল্লাহ্‌র সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ, এতৎ সমস্তই যুক্তিবলে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কোর-আন বলিতেছে, "বল কে সেই সপ্ত স্বর্গের অধীশ্বর এবং সেই শক্তিশালী সিংহাসনের অধিকারী? বল, তিনি কে যাঁহার হস্তে এই বিশাল রাজত্ব, যিনি সকলকে সাহায্য প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাকে কাহারও সাহায্য করিতে হয় না?" ২৩ : ৮৬-৮৮

ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে—

"যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভুব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

যিনি স্বীয় মহিমা বলে শ্বাস-প্রশ্বাসকারী চক্ষু নিমেষ উন্মেষকারী গতিশীল প্রাণিবর্গের একমাত্র রাজা বা ঈশ্বর হইয়াছেন, যিনি এই দৃশ্যমান মনুষ্যাদি দ্বিপদ এবং গবাদি চতুষ্পদকে শাসন করিতেছেন, তিনি ভিন্ন উপহার যোগে কোন দেবতার সেবা করিব?

মহাপ্রাজ্ঞ বদরায়ণও এই সমস্ত বিষয় তাঁহার বেদান্ত সূত্রে প্রতিপন্ন

করিয়াছেন। "তজ্জীবস্য কর্তৃত্বং পরাদ্ধেতোঽস্তি" অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্বাদি সমস্তই পরমাত্মার অধীন। মহাপুরুষগণ মহান্ আল্লাহ্‌র গুণানুরঞ্জিত হইয়া বাক্‌সিদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু এই অলৌকিকত্ব তাঁহা-দিগকে কখনও ঈশ্বর পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারে না। মহামানব যীশু বলিয়াছেন, "যতক্ষণ আমি এই পৃথিবীতে অবস্থিতি করিব, ততক্ষণ আমি এই পৃথিবীর আলোক স্বরূপ।" সেণ্ট জন ৯ঃ৫ পবিত্র কোর-আনে উক্ত হইয়াছে, "এছলাম ও কোরআন পৃথিবীর জ্যোতিস্বরূপ যাহা আমার দ্বারা আনীত হইয়াছে।" "হে গ্রন্থানুগামী মানব সকল, আমার রছুল তোমাদিগের নিকট আসিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে বহু বিষয় বর্ণনা করিতেছেন, যাহা তোমরা ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অপ্রকাশ রাখিয়াছ এবং অনেকাংশ পরিত্যাগ করিয়াছ, প্রকৃতই সেই মহান্ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট (স্বর্গীয়) জ্যোতি এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছে।" ৫ঃ১৫ "হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী, এবং যেমন আল্লাহ্‌র অনুমত্যনুসারে তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং যেমন সূর্য্যসদৃশ কিরণ প্রদাতা রূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছি।" ৩৩ঃ৪৫ ৪৬ দার্শনিক কার্লাইলের মত মনস্বিগণ উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এই পৃথিবীতে আলোক প্রদান করিতে আগমন করিয়াছেন। মহামতি যীশু বলিয়াছেন, "আমার পিতা আমার মধ্যে আমি তাঁহার মধ্যে।" সেণ্ট জন ১০ঃ৩৮ তাহার পর ভক্তপ্রবর যীশু পুনরায় বলিয়াছেন, "কোন লোক তাহার প্রভু অপেক্ষা বড় হইতে পারে না।" সেণ্ট জন ১৪ঃ১৮ যোগিশ্রেষ্ঠ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, "আমি ঈশ্বরে অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বর আমাতে অবস্থিতি করিতেছেন বলিলে তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করা হয়।" মহাজ্ঞানী শঙ্করও এই কথার প্রতিধ্বনি

করিয়াছেন। মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। মানব তাঁহার সেবক, চিরদিনই সেবক, সেবা কার্য্যেই তাঁহার তৃপ্তি, তাহার শান্তি, তাহার সুখ। শ্রুতি বলিতেছে, "জীবের কর্তৃত্বাদি সমস্তই পরব্রহ্মের অধীন।" ৪ পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "আল্লাহ্ সমস্ত বিষয় কর্তৃত্ব করেন।" ৪ঃ৮১ "সমস্ত বস্তুর উপর তাঁহার শক্তি (আল্লাহ্‌র শক্তি) অব্যাহত। এবং তাঁহার পরিচারক বর্গের উপর তিনি অসীম শক্তিশালী। তিনি জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য এবং সর্ব্বজ্ঞ।

সকলেরই মনে রাখা উচিত যে কোরআন সমস্ত মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ, কেবল মাত্র নামধারী মুছলমানগণের জন্য নহে। কোর-আনের বিধি অনুসারে মুছলমান এরূপ সম্প্রদায় গঠিত করিতে পারেন যে তাঁহাদের উচ্চ আদর্শে, তাঁহাদের নিঃস্বার্থপরতায় তাঁহাদের সহিষ্ণুতায় তাঁহারা সমুদয় মানব জাতীর আদর্শ ও উপমাস্থল হইতে পারেন, যে সম্প্রদায়ের কঠিন বর্ম্ম সহস্র আগ্নেয় অস্ত্রও বিদ্ধ করিতে পারে না, যে সম্প্রদায়েব দুর্দ্ধর্ষ তেজ ঐশ্বর্য্যের মদগর্ব্ব ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় এই ভারত ভূমে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। শরীয়তের উদারতায় "আল হামদো লিল্লাহে রব্বেল আলামীন" সকল প্রশংসার পাত্র বিশ্বের প্রতিপালক মহান্ আল্লাহ্, এই ভাব, এই উদার ভাব, এই মহৎভাব যে তিনি রব্বেল মুছলেমীন নহেন, তিনি রব্বেল আলামীন, এই উদার ভাবে অনুপ্রাণিত মুছলমান যদি সাম্যবাদের মধুর বীণা ঝঙ্কৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি, তৃষ্ণার্ত্তের করুণ ক্রন্দন, আভিজাত্যের গর্ব্বোক্তি, শক্তিমানের প্রবল অত্যাচার আমাদের দেশ হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। কোরআন শিক্ষা দিতেছে, মুছলমানের স্বর্ণ কিরীট শরীয়ত, শরীয়ত তাহার সম্রাট্ আর

মুছলমান তাহার প্রজা। শরীয়তের ভাবে অনুপ্রাণিত মুছলমানগণের নিশ্চয় বোধগম্য হইবে যে যে মোহের ঘোর তাঁহাদের জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা অপসৃত করিয়া সে জীবনকে শরীয়তের ভাবে গঠিত করা তাঁহাদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। আর জাতীয় জীবন গঠিত করিতে হইলে শরীয়ত নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতা অর্জ্জন করাও অত্যাবশ্যক। শরীয়ত নির্দ্দেশ করিতেছে স্বাধীনতা অর্জ্জন মানবজীবনে সর্ব্ব-প্রধান আকাঙ্ক্ষার বস্তু, স্বাধীনতা ভিন্ন প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি কখনও সম্ভব হয় না। হজরত নবী করীম হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সহচরবর্গের ভিতর সমস্ত খলিফাগণই এই উদারনীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং সামান্য শ্রমিক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মানবমণ্ডলীকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া সাম্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, প্রত্যেক মানবের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের পথ এক আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেহ প্রতিহত করিতে পারে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত যাঁহারা বর্ত্তমান জগতে বুদ্ধিমত্তায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত বিস্মৃত হইয়াছেন যে জাতীয়তার পরিপন্থী এই যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা ইহাই তাঁহাদের সমাজ-দেহকে ক্লীবত্বে পরিণত করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণে মুছলমান সমাজকে গঠিত করিবার চেষ্টা আজ জাতীর মিলনের সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, ভেদনীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া সৌভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল করিয়াছে, মুছলমান সমাজকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিতেছে। বিলাসের উপকরণে সজ্জিত মুছলমানগণ মোহের আবরণে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত অগ্নিশিখা আবৃত রাখিয়াছেন, তাই তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না কোন মহাশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবী জগদ্বাসীকে এছলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, এছলামের

অপার্থিব সৌন্দর্য্য বিশ্বমানবের চক্ষের সম্মুখে মুক্ত করিয়া তিনি সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানবের পক্ষে এছলাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। মানব-জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিবার, মানবত্বের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইবার পক্ষে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। কোরআনের এই যে মহাসত্যবানী—"কানান্নাসো উম্মাতান ও আহেদাতান"—অর্থাৎ সমস্ত মানব এক জাতি, একই উপাদানে মানব-প্রকৃতি গঠিত,—এই মহাসত্য এছলাম প্রচার করিয়া সার্ব্বজনীনত্বের বিশ্ব-বিমোহিনী সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সমস্ত পৃথিবীকে এক সময়ে মুগ্ধ করিয়াছিল, জেতা ও বিজেতার মধ্যে সমস্ত ভেদনীতি দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিল এবং এই মহাসত্যবাণীর উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহানবী জগতে এক বিশাল স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

প্রিন্স হালিমা পাশা লিখিয়াছেন, "আজ বিশেষ আনন্দের সহিত আমি চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান যুগে মুছলমানগণ তাঁহাদের মোহের ঘোর * * * * * * * মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে প্রত্যেক মুছলমানের কর্ত্তব্য, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য স্বাধীনতা অর্জ্জন করা, কারণ স্বাধীনতা ভিন্ন প্রকৃত সুখ, প্রকৃত উন্নতি কখন সম্ভব হইতে পারে না।" (১) শরীয়তের রাজত্বের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেক মানবকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীয়তের বিধি কখনও পার্থিব শক্তি দ্বারা গঠিত হইতে পারে না, ইহাই নিশ্চয়ই সেই সর্ব্ব-মঙ্গলময় আল্লাহ্‌র শক্তি দ্বারা মানব-জীবনে পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

(১) Islamic Culture, The Hyderabad Quarterly Review, Jannuary 1927 page 111

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন, কি যুক্তি-তর্ক দ্বারা গঠিত বিধি-ব্যবস্থা যাহা বর্ত্তমান সমাজকে চালিত করিতেছে, তাহা কখন মহাসত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কখন ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইয়া মানব-জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। শরীয়তের বিধি পালন করিয়া মানবের অন্তরে যখন পূর্ণ সত্যের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি প্রতিফলিত হয়, তখন তাঁহার অন্তরে এই অনুভূতি নিশ্চয় জাগ্রত হইবে যে, তিনি একমাত্র সত্য মঙ্গলময় আল্লাহ্‌র কিঙ্কর, পার্থিব শক্তির কোন বন্ধন তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, তাঁহার মহান্ কর্ত্তব্য সমাজ-দেহের এই যে আপাত-সুন্দর স্বর্ণ শৃঙ্খলের মত আবেষ্টনী যাহা সমাজ-দেহকে ক্লীবত্বে পরিণত করিয়াছে, সত্যের শাণিত অস্ত্র দ্বারা সে আবেষ্টনী খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সমাজকে মুক্ত করা। এছলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য এই যে সৃষ্টিকর্ত্তার যে আইন সেই আইনের চক্ষে শ্বেত কৃষ্ণে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে, ধনী দরিদ্রে কিছুমাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে না। মানবের প্রজ্ঞা, মানবের গবেষণা মানবকে শান্তি প্রদান করিতে, মানবের উন্নতি বিধান করিতে যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে, শরীয়ত নির্দ্দিষ্ট পথ তাহা হইতে কত সরল, কত প্রশস্ত যিনি শরীয়তের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই এই সত্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মানবের আত্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিতে এই যে অতি নিশ্চয়তা, এই যে দম্ভ ও মিথ্যা পরিকল্পনা, এই যে অভিমান ও মাৎসর্য্যের বিকাশ, ইহাই আজ আমাদের জাতীয় জীবনকে অন্ধকারাবৃত করিয়াছে। প্রাচ্যের এই আধ্যাত্মিকতা, যাহা এক সময় পর্ণকুটীর হইতে রাজ প্রাসাদ পর্য্যন্ত মানবজাতিকে শান্তির ধারায় নিত্য অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল, মোহান্ধ ঐশ্বর্য্য-দৃপ্ত মানব যাহার অন্তর্নিহিত অপার্থিব সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র তাহার বাহ্য দৈন্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া উপহাস করে, তাহাদিগের মত

অর্ব্বাচীন, তাহাদিগের মত ভ্রান্তবুদ্ধি আর কে আছে; কিন্তু এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে যখন জগতের লোক আবার অবাক্ বিস্ময়ে দেখিতে পাইবে যে, সেই আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদের অধিকারী দীন-হীন পর্ণকুটীরবাসী জ্ঞানে বিজ্ঞানে, দর্শনে সাহিত্যে সর্ব্বরকমে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মুছলমান আজ মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া বিস্মৃত হইয়াছে যে, তাহাদের ধর্ম্মগুরু যিনি পার্থিব জীবনে সর্ব্ববিষয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উদাত্ত স্বরে ঘোষিত করিয়াছেন, "স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার।" দাসত্বের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ মানবগণের প্রতি তাহাদের প্রভুর অমানুষিক নির্য্যাতনের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার উদার হৃদয় ভেদ করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস ছুটিত, তিনি তাঁহার প্রভুর নিকট তাহাদিগের বন্ধন মোচনার্থ প্রার্থনা করিতেন। মুছলমান যদি মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন না হইত, যদি এই সত্যবাণী তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিত যে তাহাদের নবীর মত দেশসেবক, তাঁহার মত বিশ্বপ্রেমিক জগতে আজ পর্য্যন্ত জন্মপরিগ্রহ করে নাই, তাঁহার মত দেশাত্মবোধ. দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে আকুল আগ্রহ এখনও পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই, তাহা হইলে এই পঁয়ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর কখনও এই ভাবে অধঃপতন হইত না।

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "বল, হে আমার প্রভু, তুমি যদি আমাকে দেখিতে শক্তি দাও, তাহাদিগকে কোন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিও না যাহারা অত্যাচারী, ন্যায়পথভ্রষ্ট। এবং তাহা-দিগকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা আমি (আল্লাহ্)

নিশ্চয় তোমাকে প্রদর্শন করিতে সক্ষম। ন্যায়ের দ্বারা অন্যায় দূরীভূত কর, অনুত্তমের পরিবর্ত্তে উত্তম ফল প্রদান কর, আমি উত্তমরূপে অবগত আছি যাহা তাহারা (নিজেদের সম্বন্ধে) বর্ণনা করে। অতএব বল, হে আমার প্রভু, আমি সেই সব লোকের অসৎ প্রস্তাবের অপকার হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" ২৩ : ৯৩, ৯৭

কোরআনে এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে, এছলাম ধর্ম্মাবিলম্বিগণ সহজে কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করিবেন না। যে ভেদদর্শী অজ্ঞ এই অনিত্য দেহের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পরমার্থ তত্ত্ব হইতে বিমুখ হয়, পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্যের গৌরবে আল্লাহ্‌র ভেদজ্ঞান কল্পিত করিয়া কূট ধর্ম্মের নিলয় ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরের আরাধনা করে, এবং এইরূপ ভ্রমাত্মক কার্য্যে মানবগণকে প্ররোচনা দান করে, তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়া সেই মহান্ আল্লাহ্‌র প্রশস্ত সত্যপথ প্রদর্শন করানই মুছলমান জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জ্ঞানিগণশ্রেষ্ঠ মহানবী সেই সব অসৎ পথাশ্রয়ী দাম্ভিক মানবগণকে কখনও ঘৃণা বা অবহেলা করিতেন না; জ্ঞান, তপস্যা, চিত্ত, বপু ও কুল মানবজীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও তিনি কখনও অসূয়া পরবশ হইয়া কাহারও প্রতিকূলাচরণ করেন নাই, এই লোকে তাঁহার প্রিয়, অপ্রিয় কেহই ছিল না, তাঁহার ব্যষ্টি দৃষ্টি একেবারেই ছিল না, তিনি বিশ্ববন্ধুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বের কল্যাণ কামনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। যে সমস্ত মূঢ়ব্যক্তি এই জড় দেহের সুখের জন্য তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্ আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়, এবং তাঁহার প্রত্যাদেশ বাণী শ্রবণ করিয়াও অনাচার সৃষ্টি করে এবং কর্ত্তব্যবিমুখ হয়, তাহাদিগকেও তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না এবং আশ্রয়প্রার্থী

হইলে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সব ধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ড-গণকে সুপথে চালিত করিয়া মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) যে তৃপ্তি অনুভব করিতেন, অখিল ভূমণ্ডলের রাজত্ব পাইলেও তিনি সেরূপ তৃপ্ত হইতেন না। "তদ্ যথা পুষ্কর পলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে" অর্থাৎ জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেই প্রকার জ্ঞানী পুরুষ কখনও পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হন না, মহামানব মোহাম্মদ (দঃ) যে কর্ম্ম করিতেন, তাহাই পুণ্যকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

মুছলমান কে, আর এছলাম কি? আল্লাহ্ নিত্য চৈতন্য, চিদানন্দ সৎ, তাঁহার শক্তি কখনও ঔপচারিক নহে, তাহা তাঁহার নিত্য শক্তি। এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া সকল সাধক তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার ঐশ্বর্য্য না থাকিলে তিনি জগতের সহিত সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ রহিত হইতেন। ঐকান্তিক যোগসূত্র অবলম্বন করিয়া সেই নিত্য চৈতন্য আনন্দময়কে যিনি হৃদয়ে আবদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার অনুভূতির দ্বার মুক্ত করিয়া সেই চিদালোকে তাঁহার অন্তরকে আলোকিত করিতে পারেন। সেই চিদানন্দময়ের দর্শনশক্তি, ঈক্ষণশক্তি, জ্ঞানশক্তি, যিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মুছলমান। সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই অনাদি, অব্যয় মহামহিমান্বিত মহান্ আল্লাহ্ মানব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখনই সেই পরমকারুণিক বিভু মানবের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মও সৃষ্টি করিলেন, সেই ধর্ম্ম এছলাম। এছলাম আদম, এব্রাহিম, মুশা, যীশু, জরথুস্তর, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি সকল মহামানবের ধর্ম্ম। যিনি সত্যের বর্ম্মে আপনাকে আবৃত করিয়া সত্য মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন, এছলাম তাঁহারই ধর্ম্ম। যে সমস্ত মহাপুরুষ তাঁহাদের মঙ্গল হস্তে জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা

ধারণ করিয়া মানব-হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এছলাম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এছলাম শব্দের নিগূঢ় অর্থ "শান্তি," সেই মহান্ আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন এবং বিশ্বমানবের সহিত সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া সাম্যবাদ প্রচার করাই এছলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ। এছলাম শান্তির নির্ম্মল নির্ঝরিণী, এই শান্তির ধারায় অভিসিঞ্চিত মানব পার্থিব দেহেই অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকেন। উদারহৃদয় মহামানব মোহাম্মদ (দঃ) এই সত্য প্রচার করিতে তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত মহাপুরুষ তাঁহার পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া এই মহাসত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণকে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

মুছলমান কে? হজরত এব্রাহিম তাঁহার সন্তানদিগকে বলিয়াছিলেন, "বৎসগণ, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমরা যেন মুছলমান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হও।" শরীয়তের ভাবে অনুপ্রাণিত মুছলমান যদি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে জগতের লোক যেমন এক সময় দেখিতে পাইয়াছিল, হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত আলীকে দেখিয়াছিল, তেমনি আবার দেখিতে পাইবে মুছলমান একে সহস্র, সহস্র করচরণ বিশিষ্ট, সহস্র শীর্ষ মুছলমানের প্রতিভা সহস্রমুখী, তাহা সহস্র দিকে প্রধাবিত, অনাবিল, অপ্রতিহত। মানবত্বের মধ্যে পরিস্ফুট সহস্র দল বিকসিত মহাপদ্মের মত নয়নতৃপ্তিকর, মহান্ আল্লাহ্‌র গুণানুরঞ্জিত মুছলমান অমৃত হ্রদে নিমগ্ন হইয়া সহস্র ধারায় জগতের সমস্ত আবর্জ্জনা, সমস্ত কলুষরাশি ধৌত করিতে বদ্ধপরিকর হও, অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার—তাহার সহস্র দ্বার সর্ব্বদা মুক্ত, মুছলমান, তোমার সহস্রকরে সেই অনুপমেয় রত্নরাজি বিতরণ কর,

অজ্ঞানতার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যাক, প্রাচ্যের গৌরব দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া মোহের অন্ধকার দূরীভূত হক ; বিশ্বমানব অমৃতের ধারায় ভেসে যাক। মুছলমান তোমার স্মৃতি সমুদ্র উদ্বেলিত করিয়া মহোর্ম্মি উত্তোলন কর, কোথায় সে মনছুর, হারুণ, মামুন, অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া দেখ, জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছিল, সেই প্লাবনে ভাসিয়া যাহারা এক সময়ে তোমার দ্বারদেশে একবিন্দু করুণা ভিক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহারাই মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তোমারই উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে!

এছলাম বিশ্বজনীনত্বের অপার্থিব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ মানবগণ আজ ধরার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের ভাব ও ভাষার আদান প্রদান করিতে এবং কর্ম্মে যোগসূত্র স্থাপন করিতে প্রয়াসী। প্রকৃতি আজ যেন মানবের হৃদয়ের রাণী, আজ প্রকৃতিকেও মানব যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বক্ষ ব্যাপিয়া এই যে যৌবন জীবনের স্পন্দন, এই যে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন, তাহাও এছলামের উদার শিক্ষার প্রকৃষ্ট অবদান। জগতের সকল মহাজাতির ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিয়া এছলাম তাহার স্বর্ণ-কিরীট বিভূষিত করিয়াছিল। গ্রীক ও হিন্দুর ষড় দর্শন, প্রাচীন ভারতের গণিত বিজ্ঞান, চতুর্ব্বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়া সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের সকল সভ্যতা সকল সৌন্দর্য্য হইতে তিলে তিলে চয়ন করিয়া এছলাম একসময় সৌন্দর্য্যের তিলোত্তমা সাজিয়াছিল। ইতিহাসবেত্তাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় এছলামের দান কত গভীর ও কত ব্যাপক।

মুছলমানের আত্মীয় কে আর অনাত্মীয় কে? যখন বিশ্বমানবকে

লইয়া তাহার সংসার গঠিত, তখন বিশ্বমানবই তাহার আত্মীয়। বিশ্ব বন্ধু বিশ্বনবী তোমাদের একমাত্র আদর্শ, সেই বিশ্ব প্রেমিক মহানবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বের দুঃখ দুর্দ্দশা দুর করিতে বিশ্বের দিকে দিকে সহস্র চরণে ধাবিত হও, তন্দ্রার ঘোর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, মোহ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না, তুমি নিত্য, জীবন্ত, জাগ্রত। মহান্ আল্লাহ্‌র মঙ্গল আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া মুছলমান শয়তানের সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও, সহস্র কম্বুকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বল, তোমার নবীর মত দেশ-ভক্ত, মানবের হিতাকাঙ্ক্ষী আজ পর্য্যন্ত জগতে জন্মপরিগ্রহ করে নাই, কেহ তাঁহার অপেক্ষা জন্মভূমিকে ভালবাসিতে পারে নাই। প্রত্যেক মানবের প্রাণে দেশপ্রীতি জাগ্রত করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি কর আর মুক্তকণ্ঠে বল প্রত্যেক মানবের স্বাধীন চিন্তা করিবার অধিকার তাহার জন্মগত। যেখানে অত্যাচার, অনাচার, উৎপীড়ন, যেখানে দুর্ব্বলের প্রতি শক্তিমানের অত্যাচার, অসহায়ের প্রতি আভিজাত্যের নির্য্যাতন, সেই খানে মুছলমান তুমি পবিত্র কোরআনের নির্দ্দেশ অনু-সারে আল্লাহ্‌র পথে উগ্র অস্ত্র ধারণ করিয়া অধর্ম্ম সংহার কর। বিস্মৃতির সমস্ত ঘোর অপসৃত করিয়া যদি এছলামের শক্তি জাগ্রত করিতে পার, জগতে এমন কোন শক্তি আছে যে সে শক্তিকে প্রতি-হত করিতে পারে? মোহের ঘোর মুক্ত করিয়া মুছলমান তুমি বিরাট পুরুষের মত জগতের বক্ষে উঠিয়া দাঁড়াও, আবার জগতের লোক অবাক বিস্ময়ে দেখিতে পাইবে তুমি শান্তির দূত, শান্তি তোমার মুখে, শান্তি তোমার বুকে, শান্তির পবিত্র সলিল তোমার সর্ব্ব অঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছে, শান্তির শীকর-সলিলে জগতের মানবকে অভিষিক্ত করিতে তোমার উদ্দাম বাসনা ছুটিয়া যাইতেছে। মুছলমান, তোমার

আকাজ্ক্ষার দ্বার মুক্ত করিয়া জগতের মানবকে দেখাও মানব সেবার মধ্য দিয়া মানবের প্রাণের প্রভু মহান্ আল্লাহ্‌কে পাইবার পথ যেমন সহজ ও সুন্দর তোমার নবী দেখাইয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত এমন করিয়া কেহ দেখাইতে পারে নাই। কে বলিয়াছে—"কাক্কুরাকাবাতীন"—দাসের ঘাড়ের বন্ধন মোচন কর, অধীনতার পাশ ছিন্ন করিতে ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে কে এমন করিয়া সহস্র অত্যাচারের ভিতর দিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, কে বলিয়াছে,—"কানান্নাসো উম্মতান ও অহেদাতান"—সমস্ত মানব একজাতি, মানবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ?

ঋগ্বেদে বলিতেছে, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসিজানতাং"—তোমরা সকলে সম্মিলিত ভাবে গমন কর, সম্মিলিত ভাবে বাক্যালাপ কর, সম্মিলিত ভাবে জ্ঞানলাভ কর। কোরআনও বলিতেছে, "ওআ তাসেমু বে হাবলে ল্লাহে জামীয়ান। ও আলা তা ফার্‌রাকু। ও আজ্‌কুরু নে' মাতাল্লাহে আলাইকুম"—আল্লাহ্‌র রজ্জু সকলে একত্রিত হইয়া দৃঢ়রূপে ধারণ কর, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। এই উভয় ধর্ম্মগ্রন্থে পরস্পরকে একতায় আবদ্ধ হইতে উৎসাহিত করিতেছে, ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সম্মিলিত হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতেছে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, "যো অন্যথা সন্তমাত্মানং অন্যথা প্রতিপদ্যতে কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেনাত্মাপহারিনা"—যে এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকার দেখায়, সেই আত্মাপহারী চোরের দ্বারা কোন্ পাপ করা বাকি রহিল ? কেন এই ভেদ, কেন এত হিংসা দ্বেষ, এই সাম্প্রদায়িক কলহ, হিন্দুদিগের মধ্যে এই জাতিভেদ প্রথা, উচ্চ জাতির নিম্ন জাতির প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ? হিন্দু গীতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ

কর, মুছলমান কোরআনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা কর। হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব যখন এক ঈশ্বরের উপাসনা—"এবং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আছেন, ঋষিগণ তাঁহাকেই নানা নামে বর্ণনা করেন, কোরআনে যখন ঘোষণা করিতেছে—"ইন্নামাল মুমেনুনা এখওআতুন"—একেশ্বর বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই, তখন হিন্দু ও মুছলমানের মিলনের পথে কে অন্তরায় হইতে পারে? (কোরআন যেমন বলিতেছে—"ইন্ হুম্ এল্লা কাল্ আলআমে"—যাহারা এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা পশুর তুল্য। উপনিষদও সেইরূপ বলিতেছে, যাহারা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহারা "পশুরেব স দেবানাং" দেবতাগণের গরু ভেড়া ইত্যাদি পশুর তুল্য।)

বেদ বলিতেছে, "শুষ্মিন্তমোহি শুষ্মিভিবধৈরুগ্রেভিরীয়সে। অপুরুষঘ্নো অপ্রতীত শূর" অর্থাৎ হে পরমেশ্বর তোমার বল অতুলনীয়, তুমি শূর, তোমার সমকক্ষ কেহ নাই, যাহারা পুরুষত্বহীন তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য তুমি উগ্র অস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছ। অপর পক্ষে কোরআন বলিতেছে, "যুদ্ধ করিবার জন্য তোমরা আদিষ্ট হইয়াছ, যদিও এবিষয়ে তোমাদিগের শ্রদ্ধা না থাকিতে পারে এবং ইহাও হইতে পারে, তোমরা যাহাতে অনভিমত প্রকাশ করিতেছ, তাহাই তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য।" ২ : ২১৬ "এবং আল্লাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট পথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ সকল বিষয় শুনিতেছেন, সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন।" ২ : ২৪৪ "এবং তুমি কি কারণ দর্শাইতে পার যে তুমি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিবে না, যখন পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকগণের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা বলিতেছে হে আমার প্রভু, তুমি আমাদিগকে এই নগরী হইতে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, এই নগরীর

লোকসকল অত্যাচারী, সেই জন্য তুমি আমাদিগকে একজন অভিভাবক ও একজন সাহায্যকারী দাও।" ৪ : ৭৫

হিন্দুগণের চির আদরের ধন, পরম শ্রদ্ধার পাত্র, ভক্তিভাজন আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অধর্ম্মকে সংহার করিবার জন্য তাঁহার পরম ভক্ত অর্জ্জুনকে যেমন পুনঃপুনঃ উত্তেজিত করিয়াছেন, সেইরূপ মুছলমানেরও—সমস্ত মানবের বলিলে কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে না—পরম প্রিয় মহানবী মোহাম্মদও তাঁহার সহচর ও অনুবর্ত্তী মানবগণকে সেইভাবে অধর্ম্ম সংহার করিতে উত্তেজিত করিয়াছেন।

হে মহানবী, মহায়নে জয়যাত্রা করিয়া তুমি এই ধরণীবক্ষে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছ, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মানব যদি কর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে শত বাধা অতিক্রম করিয়া সে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবে। যে ত্যাগের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া তুমি তোমার দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলে, সেই ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই ভারতের অধিবাসিবৃন্দ যদি তাঁহাদের দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন করিতে যত্নশীল হন, তাহা হইলে আবার এই ভারতের ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধি পূর্ব্বাবস্থায় নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা তোমার মহান্ হৃদয়ের তিনটি উৎস, ত্রিদিবের ত্রিধারার মত সমস্ত দেশ প্লাবিত করিতে তুমি এই বিশ্বের সমস্ত কলুষ ধৌত করিতে তোমার প্রভুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলে। হে বিশ্বমানবের শিক্ষা গুরু, মহায়নে জয়যাত্রা করিয়া তুমি সমস্ত বিশ্বকে দেখাইয়া গিয়াছ যে ভালবাসায় জগৎ জয় করা কিছুই বিচিত্র নহে, তোমার অনুবর্ত্তিগণও তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অমুছলমানের অন্তর জয় করিয়াছিল। (১) তুমি বলিয়া গিয়াছ তুমি

(১) Sir William Muir তাঁহার The Caliphate নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "মুসলমানগণ যদি সিরীয়াবাসী-

শেষ নবী, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি আবার পাপের কালিমায় এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, আভিজাত্যের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের মোহ, শক্তিমানের অহঙ্কার মানবত্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য পরিম্লান করিয়াছে, কপটতার আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়া অধার্ম্মিক মানবগণ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে, দেশহিতৈষিতার ভিতর দিয়া স্বার্থপরতার পূতিগন্ধ সমস্ত দেশকে কলুষিত করিতেছে, মাৎসর্য্যের চরম সীমায় উপনীত অভিজাতবর্গ শৈলাবাসে অবস্থিতি করিয়া দেশের দুঃখ দরিদ্রতা বৃদ্ধি করিতেছে, তৃষ্ণাতুর পল্লীবাসী আর্ত্তনাদ করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছে। আমরা চক্ষে জল, বক্ষে বেদনা

দিগের সহিত দুর্ব্যবহার করিতেন কিম্বা তাহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া উৎপীড়ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অবস্থা কিছুতেই নিরাপদ হইত না। কিন্তু বিজেতাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার, তাঁহাদিগের ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার রোমকগণের অসহিষ্ণুতা ও অত্যাচারের তুলনায় ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আছে। যখন রোমের বিপুলবাহিনী মহা সমারোহে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল, তখন মুছলমানগণ তাহাদিগের খৃষ্টান প্রতিবাসীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া মিত্ররাজ্যে বাস করিতেছিলেন। সম্রাট্ হেরাক্লিয়াসের অধীনে সিরীয়াবাসী খৃষ্টানগণ যেভাবে বাস করিয়াছিলেন, আরব মুছলমানদিগের অধীনে তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছিলেন, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া খৃষ্টানদিগের খৃষ্টান নরপতি হেরাক্লিয়াসের অধীনে থাকা অপেক্ষা আরবদিগের অধীনে থাকা অধিকতর শান্তিপ্রদ হইয়াছিল। এমেসার অধিবাসিগণ, এমন কি ইহুদী সম্প্রদায়, গ্রীকগণের বিরুদ্ধে তোরণ দ্বার রুদ্ধ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছিল। মুছলমানগণ কোন দেশ জয় করিবার পর যদি সে

লইয়া, হে বিশ্ব নিয়ন্তা, তোমার সমীপে ভিক্ষা করিতেছি, বড় কাতর ভাবে আবেদন করিতেছি যেন মহানবীর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, কোর-আনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের দেশের নেতৃপ্রধানগণ এই সাম্প্রদায়িকতার দুর্ভেদ্য ব্যবধান দূরীভূত করিতে, ভেদনীতির মূলচ্ছেদ করিতে সচেষ্ট হন। হে বিশ্ব নিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্, সেই ব্যক্তিত্বের, সেই কর্ম্মশক্তির, সেই অলৌকিক সাহস শৌর্য্য ও বীরত্বের, সেই আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের, সেই উদারতা ও মহাপ্রাণতার, সেই স্বদেশ প্রীতির কণামাত্র আমাদিগের অন্তরে সঞ্চারিত কর; হে বিশ্বনবী, তুমিত বিরাট পুরুষের মত সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, বিশ্বে এমন

দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা অমুছলমানগণের নিকট হইতে যে জেজিয়া কর আদায় করিতেন, তাহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতেন, কারণ তখন তাঁহাদিগকে তত্রত্য অধিবাসী সকলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে হইত না। একজন নেষ্টোরিয়ান ধর্ম্মযাজক লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর যে সমস্ত আরব মুছলমানের হস্তে আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদিগের প্রভু হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন প্রকারে খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না, অধিকন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম রক্ষার্থ অবহিত হইলেন; তাঁহারা আমাদিগের পুরোহিতগণের প্রতি, ধর্ম্ম-পরায়ণ খৃষ্টানগণের প্রতি বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা আমাদিগের গীর্জ্জা এবং ধার্ম্মিকগণের আবাসস্থলের উন্নতিকল্পে উপ-ঢৌকন প্রদান, এবং অর্থ সাহায্য করিতেন।" খৃষ্টান অধিবাসিবৃন্দ ও তাঁহাদের জেতা আরব মুছলমানগণ পরস্পর কি প্রকার সদ্ভাবে বাস করিতেন, ইহার অপেক্ষা গৌরবজনক কাহিনী আর কি হইতে পারে? উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তগণ দামস্ক নগরীর বৃহৎ গীর্জ্জার একই তোরণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় রত হইতেন।

কোন স্থান নাই, যেখানে তোমার জয়গান নিত্য না ঘোষিত হইতেছে, আমরা তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি, হে মহামানব দেশের স্বার্থে আত্মবিস্মৃত হইয়া তোমার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, হে প্রিয়, হে সুন্দর, আমাদের বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষিত মধুর নরবর, আমরা আজ বড় কাতর ভাবে আবেদন করিতেছি, তোমার মহাপ্রভু মহান্ আল্লাহ্, আমাদের মহাপ্রভু মহান্ আল্লাহ্, বিশ্বের মহাপ্রভু মহান্ আল্লাহ্র নিকট আবেদন করিতেছি আমরা যেন আমাদের জীবনের এই অপরাহ্নে একবার দেখিতে পাই মানবে মানবে এক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমাদের জন্মভূমি এই ভারত ভূমে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সকল ভারতবাসী সচেষ্ট হইয়াছে।

আজ যদি জগতের লোক সেই বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংসার পথে বিচরণ করিতে পারে, সেই পুণ্যকীর্ত্তির চরিত্র গাথা যদি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহা হইলে আইন কানুনের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য হাজার হাজার প্রহরী নিযুক্ত করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে হিংসা দ্বেষ কলহ বিবাদ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়, তাহা হইলে হিংস্রপ্রকৃতি রক্তলোলুপ রাজদ্রোহি-গণের হিংসার হস্ত চিরদিনের মত স্তম্ভিত হয়, তাহাদিগের প্রাণের মধ্যে অনুশোচনা নিশ্চয় জাগ্রত হইয়া উঠে, যে গুপ্ত হত্যার দ্বারা কখনও কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম ও যে উদাহরণ সেই মহামানব এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশবাসিগণ যদি সেই ধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষকে ভালবাসিতে পারে, যদি তাঁহার উদাহরণে আপনার চরিত্রকে গঠিত করিতে পারে, যদি সেই ভাবোচ্ছ্বাসে চালিত হয়, তাঁহারই কমলাঙ্ঘ্রি-তলের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতে পারে, তাহা

হইলে এই ভারতের স্বাধীনতার পথে কে অন্তরায় হইতে পারে ? তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, এই হতভাগ্য দেশে কখনই অশান্তির উদ্ভব হয় না।

হে নরোত্তম, জীবনের পরপারে গিয়াও তুমি অবিনশ্বর পুরুষ প্রধান, তুমি সেই স্বর্গরাজ্যে সদানন্দ মহান আল্লাহ্, এই বিশ্বের পরম প্রতিপালক মহাপ্রভুর সান্নিধ্য সুখভোগ করিতেছ, মহান্ আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা আমরা যেন তোমারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মানব সাধারণকে ভালবাসিতে পারি। কে না বলিবে যেখানে ভাইয়ের বক্ষে ভাই ছুরি মারিতেছে, ভাইয়ের রক্ত ভাই পান করিতেছে, ভাইয়ের ঐশ্বর্য্যে ভাই হিংসা করিতেছে, সেইখানে এছলামের পবিত্র ভাব পরিস্ফুট হয় নাই ? হে মহানবী, এ ত তোমারই শিক্ষা মানব সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি, এই পৃথিবীতে মানবের আগমন কি জন্য ? মানবকে ভালবাসিবার জন্য, মানবের প্রাণে আঘাত দিবার জন্য নহে। মানব যে পথ অবলম্বন করিয়া সেই অদ্বিতীয় অনুপম মহাশক্তিশালী আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় পরম শান্তি লাভ করিতে পারে, ইহজীবনে মানবত্বের মধুর সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়া জগতের লোকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে, তুমি সেই পথ প্রদর্শক। হে বিশ্ব-মানবেব কল্যাণকামী মহাপুরুষ, তোমার ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, তোমার আবির্ভাব জগতের পরম কল্যাণ সাধনের জন্য, পাপের কালিমা বিদূরিত করিয়া পৃথিবীকে পুণ্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য, সেই নিত্য চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, উৎপীড়িত, নিপীড়িত, নির্য্যাতিত ব্যথিত মানবের বেদনার ভার লাঘব করিবার জন্য, ধর্ম্মের নামে অত্যাচার, কুসংস্কার, কুরীতি ও অশান্তি চিরতরে নির্ব্বাপণ করিবার জন্য। হে আল্লাহ্‌র অনুগৃহীত সেবক, তোমার

মত মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া কে মহান্ আল্লাহ্র অনুকম্পা লাভ করিতে পারিয়াছে? বিশ্ব মানবের বন্ধু, সহৃদয়তার দ্বার মুক্ত করিয়া রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, প্রভু ভৃত্য সকলকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মানবে মানবে একসূত্রে আবদ্ধ করিতে কে তোমার মত মহামিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে? তুমি এই পৃথিবীতে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, যে উদাহরণ স্থাপন করিয়াছ, কালের প্রভাব কখনও তাহা বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। তোমার উপর মহান্ আল্লাহ্র মহান্ অনুগ্রহ, তাই তিনি তোমাকে বলিয়াছেন, "আল ইয়াওমা আকমালতো লাকুমোল এছলামা দীনা" ৫ঃ৩ অর্থাৎ হে মোহাম্মদ (দঃ) অদ্য তোমার জন্য তোমার ধর্ম্মকে পূর্ণত্ব প্রদান করিলাম এবং তোমার উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করিলাম এবং এছলাম ধর্ম্মকেই তোমার জন্য মনোনীত করিলাম।

এক সুদূর পল্লীর নিভৃত কোণে আমারা অনাদৃত, উপেক্ষিত, দুই বন্ধু একজন হিন্দু, একজন মুছলমান সাম্প্রদায়িক শত বাধা অতিক্রম করিয়া একই প্রেম সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কে না জানে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য বিশ্বনিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার পরম ভক্ত মোহাম্মদকে (দঃ) কোরআন প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু কোরআন সৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্য যে বিশ্বের প্রত্যেক দেশের লোকই মনে করিতে পারে এই পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তক তাহাদিগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, আর মহানবীর নীতিশিক্ষার এই মাধুর্য্য যে প্রত্যেক মানবই মনে করিতে পারে, তিনি আমার, আমার মোহাম্মদ, আমার শিক্ষাগুরু, আমার আদর্শ। আমরা সেই বিশ্বনিয়ন্তা মহাশক্তিশালী মহাপ্রভুর অনুকম্পা লাভ করিয়া বিশ্ববন্ধু

বিশ্বনবীর বিরাট আদর্শ আমাদের দেশবাসীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তাঁহার নিকট অকপট চিত্তে প্রার্থণা করিতেছি যে, সেই প্রেমিক-প্রধান মহাত্মা মোহাম্মদের (দঃ) আদর্শে আমাদের দেশবাসীর প্রাণে যেন এই অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, যে সব দীন-দুঃখী, আর্ত্ত-বিপন্ন রাজপথের ধূলায় পতিত হইয়া আছে, তাহারাও মানব, তাহারাও সেই বিশ্বস্রষ্টা মহান্ আল্লাহ্র সৃষ্টি ; যেন সাম্যবাদের পবিত্র বীণা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঝঙ্কৃত হয়, যেন মানবে মানবে এক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করে জয় মহান্ আল্লাহ্র জয়, জয় বিশ্বনবী মোহাম্মদের (দঃ) জয়।

হে আর্য্য সন্তানগণ, সতত মনে রাখিবেন—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ্ মামনুস্মরণ্
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।" ৮ ঃ ১৩

ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে ও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) চিন্তন করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

হে এছলামের সাধকগণ, সতত মনে রাখিবেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিবেন—

লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্

আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ উপাসনার যোগ্য নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই রছুল।)

পরিশিষ্ট

পবিত্র কোরআন ও এছলাম সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীগণের অভিমত।

সন ১৩০০ সালের নবম সংখ্যা নব্যভারত পত্রিকায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায় গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, ডি এস সি মহোদয় লিখিয়াছেন "আরবীয় মুছলমানের মাতৃভাষা আরবী, পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ; ইহা বীরের ভাষা, ইহার সর্ব্বত্র এক অপূর্ব্ব তেজে (বৈদ্যুতিক রাগে) পরিপূর্ণ। ইহা শিখিবার যোগ্য বটে। পরাধীন জাতির মধ্যে এরূপ ভাষার চর্চ্চা থাকিলে, স্বাধীনতার বহ্নি কিয়ৎ পরিমাণে উদ্দীপ্ত হইতে পারে, এমন ভরসা করা যায়। ফলতঃ আরব্যভাষা দুর্ব্বল, অলস, কাপুরুষ, বিলাসী, ক্রীতদাসের ভাষা নহে—শাণিত তরবারিধারী বীর্য্যবান্ সুস্থদেহী বীরের ইহা প্রিয় ধন।

আরবী ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য গ্রন্থ "অল কোরআন" অন্য নাম কোরকান বা মছাহাব। ইহা জগতের এক অমূল্য পদার্থ, এক অদ্ভুত অমূল্য গ্রন্থ। ইহা পড়িবার, পড়াইবার, শিখিবার, শিখাইবার গ্রন্থ বটে। আমি নিজে হিন্দু, কিন্তু হিন্দু হইয়াও এই গ্রন্থের শতমুখে প্রশংসা করিতে পারি। এক কথায় বলিতে পারি, কোরআন এক মহামূল্য রত্ন। এই রত্ন যে না দেখিয়াছে, ধর্ম্মজগতে তাহার এখনও সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার হয় নাই। যাহারা কোরআনকে বদমায়েসের কল্পিত উপন্যাস বলে, তাহারা রজক বাহকের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে পারে। ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু বা সাহিত্যপ্রিয় ভদ্রলোকের সহিত

তাহাদের সম্বন্ধ না থাকাই ভাল। কোরআনের সমগ্র অংশ কঠিন ও কঠোর আরব্য ভাষায় লিখিত। ভাবের বেশ তরঙ্গ আছে, ভাষার বেশ উচ্ছ্বাস আছে, পাণ্ডিত্যের ছটা খুব দেখা যায়, ব্যাকরণের বাঁধুনি খুব মজবুত এবং শব্দবিন্যাসের চাতুর্য্য ও অলঙ্কারের সংযোজনা বড়ই সুন্দর, বড়ই কৌতূহলময়। সমস্ত কোরআন সাগরে এক অপূর্ব্ব বীরত্বব্যঞ্জক তেজের লহরী ছুটিতেছে, সেই তেজে মুছলমানজাতি এখনও বাঁচিয়া আছে, অন্যদিকে ধর্ম্মের শান্তিময় ভাবও ধীরে ধীরে অর্দ্ধ লুক্কায়িত হইয়া দেখা দিতেছে, এই দৃশ্য বড়ই মনোহর।”

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন তাঁহার প্রণীত মহামানব মোহাম্মদের (দঃ) জীবন-চরিতের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন “যিনি কোটী কোটী নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাদের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে পৌত্তলিকতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের সিংহাসনের নিম্নে লইয়া আসিয়াছেন, প্রত্যহ পাঁচটি বার নিয়মিতরূপে অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র পূজা বন্দনার বন্ধনে ধনী দরিদ্র, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ যুবককে দৃঢ়-রূপে আবদ্ধ করিয়াছেন, পৃথিবীর নানা বিভাগে সহস্র সহস্র একে-শ্বরের মন্দির গগনমার্গে চূড়া উত্তোলন করিয়া যাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, সহস্র সহস্র ব্রতধারী সাধু, ছুফী ও অলীর স্বর্গীয় জীবন যাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া রহিয়াছে, সেই হজরত মোহাম্মদ কি সামান্য লোক? দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া কে না তাঁহাকে স্বীকার করিবে? আল্লাহ্‌র কৃপা ও দেব-প্রভাবের অভাবে কি জগতে কেহ এরূপ মহাকার্য্য সাধন করিতে পারেন? তিনি একজন অতি সামান্য অবস্থাপন্ন নিরক্ষর লোক হইয়া কেবল দুর্জ্জয় বিশ্বাস ও দৈব-শক্তিতে একেশ্বরের জয় ঘোষণা করিয়া সমুদয় পৃথিবীকে বাঁচাইয়া-

ছেন। ইহাকেই বলে অলৌকিক কার্য্য। এরূপ মহাক্রিয়া পার্থিব বল-কৌশল বিদ্যা-বুদ্ধিতে কখন হয় না।”

ধার্ম্মিকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন “স্বর্গীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত মহাপুরুষ মোহাম্মদ ঈশ্বর বাণীতে পূর্ণ হইয়া ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে আরব রাজ্যকে কম্পিত করিয়া দুর্দ্দান্ত দস্যু-সদৃশ আরবজাতিকে জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মরত্নে ভূষিত ও একমেব দ্বিতীয়ং আল্লাহ্‌র নামে দীক্ষিত করেন। সঙ্কীর্ণ হৃদয় সাম্প্রদায়িকতা-রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবগণ আবদুল্লা-তনয় প্রদর্শিত ধর্ম্মকে অকারণ যেরূপ ঘৃণা ও নিন্দা করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিতেছে, পৃথিবী কখন সে কলঙ্ক বিস্মৃত হইবে না। পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষভাবে এছলাম ধর্ম্ম মানবকুলের অশেষ কল্যাণের ভার লইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নিতান্ত বিকৃত স্বভাব না হইলে একথা অস্বীকার করিতে পারে না, ইতিহাস তাহার অভ্রান্ত সাক্ষী। যখন ঘোর তামসী নিশার অন্ধকারে সমস্ত ইউরোপ আচ্ছন্ন ছিল, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক তথা হইতে প্রায় নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল, যখন অন্য সম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক, সমগ্র খৃষ্ট সমাজও কুসংস্কার পৌত্ত-লিকতা ও মহাপাপের আলয় হইয়াছিল, তখন পৌত্তলিকতা, অগ্নি-পূজা, সূর্য্যপূজা প্রভৃতির মূলোচ্ছেদ করিয়া এছলাম ধর্ম্ম প্রায় সমস্ত আফ্রিকা, আরব, তুরস্ক, পারস্য, তাতার, আফগানিস্থান ও স্পেন রাজ্য পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করে। একমেব দ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নাম খলিফাদিগের রাজ্যের সহিত সমব্যাপী হইয়াছিল। যে জ্ঞান বিজ্ঞান ইউরোপের এত শিরোভূষণ ও গৌরব স্বরূপ হইয়াছে, তাহা কেবল এছলাম ধর্ম্মেরই প্রসাদে যে তথায় পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল, মুছলমান ধর্ম্মের পরম শত্রু ও নিতান্ত বিকৃতহৃদয় ব্যক্তিরাও একথা

অস্বীকার করিতে সাহসী হয় না। ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে ধরিত্রীর ন্যায় ইহা বিপথগামী ইউরোপকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিল। জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য বিধাতার হস্তের ইহা যে কত মহোপযোগী যন্ত্র এখন আমরা তাহা সমগ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম।

বঙ্গের উজ্জ্বল রবি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন" জগতের বক্ষে এছলাম সর্ব্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্রমূলক ধর্ম্ম। মানব জাতির মধ্যে এছলাম পরিপূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অথবা সাম্যবাদের উচ্চ আদর্শ জগতের ভিতর এছলাম যেরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এরূপ আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইবে না। যে মুহূর্ত্তে মানব এছলাম ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিবে সেই মুহূর্ত্তে সে এক পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। মছজেদের পবিত্রতার গণ্ডীর মধ্যে বাদশাহ্ কি ফকির, আমীর কি ভিস্তি, অথবা অতি নিকৃষ্ট শ্রমিকও এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া সেই মহান্ আল্লাহ্‌র উপাসনা করিবে। বর্ণগত বৈষম্য কি পার্থক্য এছলাম জগতে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইবে না। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত মানবকে উদার নীতির একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া এছলাম পার্থিব উন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সে আজ বেশীদিনের কথা নহে মালয় উপত্যকায় এছলামের সৌন্দর্য্য দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে। "হয় কোরআন না হয় তরবারি" এইরূপ ভয় দেখাইয়া নহে, কারণ ঐ সমস্ত দেশ কখনও এছলাম শাসনাধীনে ছিল না, বরং এছলামের সর্ব্বজনীনত্ব ও উদারনীতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহারা এছলামের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে।
(Islamic Review Jany 1933 Translated)

"সঞ্জীবনী"র সুযোগ্য সম্পাদক শাস্ত্রার্থদর্শী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখিয়াছেন ধর্ম্মবৃক্ষে মধুর ফল—প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইতে

চলিল, জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অদম্য উৎসাহের অবতার হজরত মোহাম্মদ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে আলজিরীয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের মুছলমান হৃদয় আজও তাঁহারই নামে নৃত্য করে, তাঁহারই নাম দিবানিশি প্রাণমন খুলিয়া ঘোষণা করে। তুরস্কের প্রত্যেক নগর, আফ্রিকার বিজন প্রান্তর, আরবের মরুভূমি, পারস্যের উদ্যান, আফগান রাজ্যের প্রত্যেক শৈলশৃঙ্গ, ভারতের প্রতি জনপদ, তুর্কীস্থানের বিশাল উপত্যকা হইতে আজও দিবানিশি হজরত মোহাম্মদের জয় ঘোষণা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, হজরত মোহাম্মদ কপটাচারী ছিলেন। এই ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরিয়া যাঁহার কথা কোটী কোটী লোকের অন্নপান হইয়া রহিয়াছে, তিনি কপটাচারী ছিলেন? যাঁহারা তাঁহার অন্তর বাহির সুন্দররূপে অবগত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার অনুরাগী শিষ্য ছিলেন। কপটাচারী হইলে তাঁহার নিকট আত্মীয়গণেরই তাহা বুঝিবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা ছিল। যাদুকরের ইন্দ্রজালে পৃথিবীর দুই দশজন লোক মুগ্ধ হইতে পারে কিন্তু পঞ্চত্রিংশ কোটী ঈশ্বরের সন্তান তাহা ইহ-কাল ও পরকালের একমাত্র সম্বল করিতে পারে না। বঞ্চনা দ্বারা কেহ কখনও কোন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই, প্রবঞ্চকের ধর্ম্ম জলবুদ্বুদের ন্যায় দেখিতে না দেখিতে মিলাইয়া যায়। জগৎও জীবন প্রহেলিকার গভীর মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে গিয়া তিনি আরব-দেশে নবধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। যিনি স্বদেশের অনন্ত দুর্গতি দর্শনে, ব্যথিত হইয়া দগ্ধ হইতেছিলেন, শুভক্ষণে জগতের পরিত্রাতা পরমেশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার নবজীবন দান করিলেন, তাহারই বলে তিনি নব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ধন মান বা গৌরবের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি এছলাম ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই।

রাজ মুকুট তাঁহার নিকট তুচ্ছ ছিল, পৃথিবীর সিংহাসন তিনি পদতলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি তুচ্ছ যশের ভিখারী ছিলেন না, জীবন মৃত্যুর গভীর তত্ত্ব প্রচার করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপ্রাণ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "হিন্দুর স্বধর্ম্ম বিদ্বেষরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বিধাতা মুছলমানকে শাস্তা-রূপে এদেশে পাঠাইয়া ছিলেন।"

সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত এম, এ লিখিয়াছেন "মুছলমান এদেশে আসিয়াছেন বলিয়া হিন্দু অধঃপতিত হন নাই। আর হিন্দুরা অধঃপতিত হইয়াছিলেন বলিয়াই মুছলমানেরা এদেশে আসিতে ও স্থায়িভাবে বসিতে পারিয়াছিলেন।" + + + + + হজরত মোহাম্মদ একাধারে উপদেষ্টা, ঋষি, বিধি ব্যবস্থা প্রণেতা, বিচারক, যুদ্ধবিগ্রহে সেনাপতি এবং দলপতিরূপে রাজ্য শাসন কর্ত্তা। সে সম্বন্ধে জগতে কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।"

"এডুকেশন গেজেট" ২২ বৈশাখ ১৩২৩ সাল—"ব্যবহার-ক্ষেত্রে হিন্দুর এই স্বধর্ম্ম বিদ্বেষের জন্য ভগবান্ তাঁহার অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে স্বধর্ম্ম প্রেমিক জাতিকে অর্থাৎ মুছলমানকে শাস্তা ও শিক্ষকরূপে ভারতে প্রেরণ করেন।"

ডাক্তার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, পণ্ডিত জয়াকর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকগণ এছলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, মুছলমান সমাজের গৌরব খাজা কামালউদ্দিন ছাহেব সেই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় এছলাম ধর্ম্মের কতিপয় মূল নীতি (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও মানবের বিশ্বজনীনত্ব) হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সংযুক্ত করা।

যুগাবতার মহাবীর সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এছলাম সম্বন্ধে

অভিমত "আমার আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশের শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ মণ্ডলীকে সম্মিলিত করতঃ কোরআনের মতবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া জগতে একতামূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইব, কারণ একমাত্র কোরআনই সত্য এবং মানবকে সর্ব্ববিষয়ে সুখ ও শান্তির পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম। (His journal at St Helena edited by general Baron Gourgaud. "Peace of September 1919"))

প্রসিদ্ধ দার্শনিক Carlyle বলিয়াছেন "পবিত্র কোরআন পাঠ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ইহার আভ্যন্তরিক ভাব সম্পদ হৃদয়পটে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, সাহিত্যের কলা ব্যতীত ইহার আর একটি বিশেষত্ব আছে যাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। যদি কোন গ্রন্থ হৃদয়ের ভাব লইয়া প্রকাশিত হয়, তবে তাহা অন্য হৃদয়কেও স্পর্শ না করিয়া পারে না। শব্দবিন্যাসের কৌশল ও অলঙ্কারের সংযোজনা প্রভৃতি পাণ্ডিত্যের ছটা তৎসম্মুখে অতি সামান্য। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার প্রাথমিক বিশেষত্ব অকৃত্রিমতা, অকপটতা, ইহা সত্যের ভাণ্ডার। ইহার সরলতা অকপটতাই আমার নিকট প্রধানতম বিশেষত্ব। পরন্তু কোন গ্রন্থের গুণরাজির মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ, যাহা হইতে সর্ব্ববিধ গুণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ ইহাই সর্ব্বগুণের মূলাধার।" (Translation)

জনপ্রিয় মহামতি Herbert তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন "এছলামের নীতিগাথা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, বিশেষতঃ ইহার কার্য্যকরী শক্তি অত্যাশ্চর্য্য। মানবজীবনে এই সমস্ত নীতি প্রতিপালন করিলে সহজেই সাফল্য লাভ করা যায়।"

বাগ্মীপ্রবর Edmond Burke বলিয়াছেন "মুছলমানের আচার

বিধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিরীটধারী সম্রাট্ হইতে অতি নগণ্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই অবশ্য পালনীয়। এই বিধি-ব্যবস্থা এরূপ গভীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানপূর্ণ প্রণালীতে বিধিবদ্ধ যে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক, বিজ্ঞান ও ব্যবহার নীতি মধ্যে পরিগণিত।"

বিশ্ববিশ্রুত মহাকবি George Bernard Shaw তাঁহার স্বরচিত getting married নামক পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন "এক শতাব্দী মধ্যে সমুদয় পাশ্চাত্য জগত বিশেষতঃ ইংলণ্ড এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এছলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি সম্প্রতি তাহার যে বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা The Light পত্রিকায় ১৯৩৩ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে "আমি হজরত মোহাম্মদের ধর্ম্মকে সর্ব্বদা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশেষ প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহার কারণ এই ধর্ম্মের ভিতর অত্যাশ্চর্য্য জীবনী শক্তি বিদ্যমান। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল মানবের অস্তিত্বের ভিতর দিয়া মানবে মানবে সমতা রক্ষা করিবার অদ্ভুত অন্তর্নিহিত শক্তি এই ধর্ম্মের ভিতর যেমন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এরূপ অন্য কোন ধর্ম্মে দৃষ্ট হয় না, এই জন্য ইহা সকল মানবের চিত্তে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস হজরত মোহাম্মদের মত কোন মানব যদি বর্ত্তমান জগতে মানব মণ্ডলিকে পরিচালিত করিবার জন্য নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই জটিল সমস্যা সমাধান করিয়া মানবমণ্ডলী যাহাতে সুখে শান্তিতে তাহাদের জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, তাহার পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারেন, এরূপ পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারেন যে পন্থা অনুসরণ করিয়া মানবমণ্ডলী তাহাদের জীবনের অত্যাবশ্যক সুখ ও শান্তি উপভোগ করিতে পারে। আমার ভবিষ্যদ্বাণী এই যে হজরত মোহাম্মদের ধর্ম্মের অনু-

প্রেরণায় জাগরিত হইয়া ইউরোপ আজ যাহা গ্রহণ করিবার সূচনা করিয়াছে, কাল তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবে। মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ এছলাম ধর্ম্মকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল এবং তাহারা হজরত মোহাম্মদ এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য শক্তিশালী মানব সম্বন্ধে আমি যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহাকে খৃষ্টের বিরোধী বলিয়া অভিহিত না করিয়া মানবের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।"

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Mr Bosworth Smith তাঁহার Life of Mahammad নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "একটি মহাজাতি, একটি মহা সাম্রাজ্য, একটি মহাধর্ম্ম এই তিনটির একত্র সমাবেশ জগতের ইতিহাসে এই প্রথম. যাহার তুলনা কোথাও নাই, যাহা হজরত মোহাম্মদ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং নিরক্ষর বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিলেন, অথচ এমন এক গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা একাধারে কাব্য, দৈনন্দিন উপাসনা পুস্তক, ব্যবস্থা পত্র ও বিরাট ধর্ম্মশাস্ত্র। অদ্যাপি পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ মানব ইহাকে অলৌকিক সাহিত্য রস, জ্ঞান ও সত্যের ভাণ্ডার বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। এই গ্রন্থই হজরত মোহাম্মদের প্রধান অলৌকিকত্ব এবং তিনি নিজে ইহাকে অলৌকিক স্বর্গীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, ইহা প্রকৃতই অলৌকিক ব্যাপার।"

অধ্যাপক T. W. Arnold তাঁহার Preaching of Islam নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "এছলাম ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যের প্রকৃত তথ্য অবধানের জন্য আমরা ধর্ম্মান্ধগণের উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে অথবা একহস্তে তরবারি ও অন্যহস্তে কোরআন এইরূপ মোছলেম যোদ্ধার

কাল্পনিক মূর্ত্তির বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যের মধ্যেও অনুসন্ধান করিব না, বরং তৎপরিবর্ত্তে আমরা অনুসন্ধান করিব সেই সমস্ত ধর্ম্ম প্রচারক ও বণিকগণের যাঁহারা তাঁহাদের স্বীয় ধর্ম্মমত জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৌজন্য, শিষ্টাচার ও শান্তিপূর্ণ সাধনার মধ্যে। এইরূপ শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচার কার্য্যের অনুজ্ঞা পবিত্র কোরআনের বহুস্থানে পরিলক্ষিত হয় যথা "এবং তাহারা যাহা বলে ধৈর্য্যের সহিত সহ্য কর এবং তাহাদের নিকট হইতে সৌজন্যের সহিত বিদায় গ্রহণ কর। ৭৩ : ১০ যদিও তাহারা তোমার কথায় কর্ণপাত না করে তথাপি তোমার কর্ত্তব্য সরল সত্য কথার প্রচার করা। ১৬ : ৮২ কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তথাপি আমি তোমাকে তাহাদের উপর (বল পূর্ব্বক কার্য্য করাইবার জন্য) অভিভাবক কি প্রহরী স্বরূপ প্রেরণ করি নাই; তোমার কর্ত্তব্য কেবল মাত্র (আমার বাণী) প্রচার করা। ৪২ : ৪৮ কিন্তু যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন, তবে নিশ্চয় পৃথিবীর যাবতীয় মানব তাহাদিগের ঈমান (বিশ্বাস) আনিত। তবুও কি তুমি তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবার জন্য বাধ্য করিবে। ১০ : ৯৯ আমি তোমাকে সমস্ত মনুষ্য জাতির জন্য প্রেরণ করিয়াছি, কেবল মাত্র আমার বাণী ঘোষিত করা এবং তাহাদিগকে সতর্ক করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে নহে। ৩৪ : ২৭ ধর্ম্মে যেন কোন প্রকারে বল প্রয়োগ করা না হয়। ২ : ২৫৬

মোছলেম শাসনাধীনে বিধর্ম্মীগণ এত অধিক সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন যাহার তুলনা ইউরোপের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। মোছলেম শাসনাধীন দেশ সমূহে নানাবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত বহু খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে, একমাত্র তাহাদিগের অস্তিত্বের পরিচয়ই শাশ্বত সাক্ষ্যরূপে প্রমাণিত হয় যে মোছলেম শাসকগণের অধীনে তাহারা যথেষ্ট সুখ-সুবিধা উপভোগ

করিয়া এবং ইহা আরও প্রমাণিত হয় যে তাহারা কখন কখন যে গোঁড়া বা ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিবর্গের হস্তে নিপীড়িত হইয়াছে, সে নিপীড়ন কোন বিশিষ্ট বা স্থানীয় কারণাবলী সম্ভূত কিন্তু কোন স্থায়ী বিধিবদ্ধ নীতি বা অসহনশীলতার জন্য নহে। অতি পরাক্রমশালী মোছলেম শাসকবৃন্দের যে কোন শাসনকর্ত্তা এই সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণকে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে রাজত্ব হইতে দূরীভূত করিতে পারিতেন, যেমন দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া স্প্যানিয়ার্ডগণ মূরীশ মুছলমানদিগকে এবং ইংরাজগণ ইহুদীদিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন।

Dr. Samuel Johnson বলিয়াছেন "যদি ইহা (কোরআন) কাব্য বলিয়া পরিগণিত না হয় এবং ইহা সুনিশ্চিত বলা যাইতে পারে না যে ইহা কাব্যের অন্তর্গত কি অন্তর্গত নহে, কিন্তু ইহা কাব্যের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহা ইতিহাস কি জীবন-চরিত নহে। ইহা পর্ব্বতোপরি সংগৃহীত (খৃষ্টের) উপদেশ বাণী নহে কিম্বা বৌদ্ধ সূত্রের ন্যায় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তর্কশাস্ত্রও নহে, অথবা প্লেটোর জ্ঞানী ও মূর্খের কথোপকথন পূর্ণ ধর্ম্মকথাও নহে। ইহা একজন ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের আহ্বান গীতি, ভাষার লালিত্য মানবের চিত্তবিনোদনকারী, বিশ্বজনীন প্রেমে পরিপূর্ণ অথচ সময়োপ-যোগী, এই আহ্বানগীতি স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে সকল দেশের সকল লোকের সকল সময়ের উপযোগী, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সকলেই গ্রহণ করিতে বাধ্য; এই আহ্বানগীতি রাজার প্রাসাদে, কি দরিদ্রের কুটারে, সমৃদ্ধিশালী জনপদে, কি জনহীন মরুপ্রান্তরে, সমান ভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া প্রথমে কতিপয় নির্দ্ধারিত ব্যক্তির অন্তরে জগৎ জয়ের কামনা প্রদীপ্ত করিয়া তুলে, তাহার পর গঠনমূলক মহা-শক্তি দ্বারা মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করিয়া তাহাদের অন্তরে সত্যের

বিমল আলোক প্রজ্বলিত করিয়া খৃষ্টান ইউরোপের গভীর অন্ধকার ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, যখন খৃষ্টান ধর্ম্মের মূলনীতি রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।"

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Edward Gibbon বলিয়াছেন "হজরত মোহাম্মদের গৃহীত ধর্ম্মমত সকল প্রকার অসামঞ্জস্য এবং সন্দেহ হইতে মুক্ত এবং কোরআন ঈশ্বরের একত্ববাদ সম্বন্ধে জগতের বক্ষে অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সর্ব্বজনপ্রিয় ধর্ম্মমত দার্শনিক পণ্ডিতগণেরও গ্রহণ যোগ্য, এই ধর্ম্মমত আমাদের মনোবৃত্তিকে বিকসিত করিবার পক্ষে অতীব মহান্।"

Chambers Encyclopedea Vol. VI "ধর্ম্মজগতে এছলাম যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে ইহার গ্রন্থকারের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বিকসিত হইয়াছে, এবং তিনি যে অংশ অভিনয় করিয়াছেন, তাহা পরিপূর্ণতায় এবং উজ্জ্বলতায় অতি মহান্। কোরআনের ধর্ম্মমত এবং নীতি কথা আমাদের লক্ষ্যীভূত বিষয়। একটি তুইটি কি তিনটি ছুরার (পরিচ্ছেদের) ভিতর ইহার মহত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু হজরত মোহাম্মদের বিরাট ধর্ম্মগ্রন্থ যেন এক স্বর্ণ সূত্র দ্বারা পরস্পর গ্রথিত। অবিচার, অনৃতবাদ, মাৎসর্য্য, প্রতিহিংসা, অপবাদ, উপহাস, লোভ অমিতব্যয়িতা, ব্যভিচার, অবিশ্বাস, এবং সন্দেহ, বিশেষ রূপে নিন্দিত, এবং ঈশ্বরপরায়ণতার পূর্ণ বিরোধী বলিয়া এই সব নিকৃষ্ট গুণাবলী পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকে ঘৃণা সহকারে পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু উপচিকীর্ষা, দান, সংযম, চিত্তশুদ্ধি, অহিংসা, ত্যাগ, শান্তি, সারল্য, অকৌটিল্য, ধৃতি, আর্জ্জব, সত্যানুরক্তি, এই সমস্ত গুণাবলী মানব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য এই বিরাট ধর্ম্মগ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি মানব-জীবনের উৎকর্ষ সাধনোপযোগী মহত্তত্ত্ব

অর্থাৎ একই ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তির উপর আত্মনির্ভরতা, এই সমস্ত গুণাবলী প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণতার বিরাট স্তম্ভ-স্বরূপ এবং ইহা সত্য বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

Mr John Davenport তাঁহার মোহাম্মদ ও কোরআন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন পবিত্র কোরআন মোছলেম জগতের জাতীয় সংহিতা। ইহা একাধারে সমাজ নীতি, রাজনীতি, বাণিজ্য ও যুদ্ধনীতি, দাওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি, দণ্ডবিধি অথচ ধর্ম্মবিধিপূর্ণ এক বিরাট ব্যবস্থাপক গ্রন্থ। সকল বিষয় ইহার নিয়মাধীন, দৈনন্দিন জীবন যাপন হইতে ধর্ম্মের সমুদয় ক্রিয়া কলাপ, শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পদ লাভ, ব্যক্তিগত অধিকার হইতে সকল সম্প্রদায়ের অধিকার, পাপ, পুণ্য, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ও দণ্ডবিধান প্রভৃতি সকল বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। বহু সম্মানের মধ্যে কোরআন দুইটি উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইবার গর্ব্ব করিতে পারে—তন্মধ্যে একটি, কোর-আনের যে কোন স্থানে আল্লাহ্‌র নামোল্লেখ হইয়াছে, সেই স্থানেই এইরূপ শব্দ ব্যবহার হইয়াছে যে তাহা পাঠ করিলে ভক্তি, ভয় ও শ্রদ্ধায় মস্তক আপনিই অবনত হইয়া পড়ে, যে স্থানে অসার কামনা বাসনা প্রভৃতি মানব প্রকৃতির দুর্ব্বলতা একেবারেই উল্লিখিত হয় নাই, এবং অপরটি হইতেছে সমগ্র কোরআনে পাপ চিন্তা বা কল্পনা, অশ্লীলতা বা অসার গল্পের অবতারণা কুত্রাপি স্থান পায় নাই, যে কলঙ্ক—বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাইবেলের পুরাতন পুস্তকে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে কোরআন এই সকল দোষ-ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত, বিবেককে কিছুমাত্র দংশন করে না, এবং আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিলেও পবিত্র গণ্ডদেশ লজ্জায় রক্তিম আভা ধারণ করে না।

(The Popular Encyclopedea Vol VIII Page 326
"অতি বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় পবিত্র গ্রন্থ কোরআন লিপিবদ্ধ। এই গ্রন্থের রচনা-কৌশল, পদবিন্যাস ও কবিত্বমাধুর্য্য এতই প্রাণ মুগ্ধকর, যে ইহা মানবের অনুকরণ করিবার শক্তির অতীত। ইহার নৈতিক শিক্ষা অতি বিশুদ্ধ, সম্যক্‌রূপে ইহার অনুসরণ করিলে নিঃসন্দেহে পবিত্র ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায়।")

Dean Stanley তাঁহার Eastern Church নামক গ্রন্থের ২৭৯ পৃষ্টায় লিখিয়াছেন "আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, বাইবেল খৃষ্টানদিগের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মুছলমানদিগের উপর কোরআনের প্রভাব তদপেক্ষা অধিক এবং ইহা হৃদয়ে গভীর ভাব অঙ্কিত করিয়াছে।"

German Scholar and Philosopher Emanuel Dutch লিখিয়াছেন "কোরআন এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহারই প্রভাবে আরবজাতি পুরাতন রোম ও গ্রীস সাম্রাজ্য অপেক্ষা বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আর রোমক ও গ্রীস জাতিকে সেইরূপ সাম্রাজ্য স্থাপনে যত সময়ের আবশ্যক হইয়াছিল, আরব জাতিকে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগে নাই। সেমেটিক জাতির মধ্যে ফিনিসীয়গণ বণিক্ বেশে এবং ইহুদীজাতি বন্দীভাবে ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল মাত্র আরব জাতিই কোরআনের পবিত্র প্রভাবে বিজয়ী বেশে সম্রাট্‌রূপে ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কোরআনের প্রভাবেই আবার তাঁহারা এই সমস্ত বিজীত জাতির সহিত একত্রিত হইয়া সমগ্র দেশে দয়ার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলেন। সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞান তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন আরবজাতি কেবল কোরআনের পবিত্র প্রভাবেই

গ্রীস দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনরালোচনা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে দর্শন, চিকিৎসা জ্যোতিষ, এবং সঙ্গীত বিদ্যার প্রচার ‐‐‐ন। বিজ্ঞান যুগের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে কোরআনের প্রভাব যে অলক্ষিত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুখ দুঃখ প্রেম এবং বীরত্ব যাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আজও আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছে, তাহা প্রেরিত মহাপুরুষের প্রচার কালে জীমূতমন্দ্রে বাজিয়া উঠিত। সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে করুণ আহ্বান এবং কঠোর সততাই তাঁহার কেবলমাত্র সম্বল ছিল। ইহাতে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম প্রচারকগণের কেবলমাত্র সমকক্ষ ছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং অলৌকিক মানব প্রেম অপরাপর সমস্ত ধর্ম্ম প্রচারক অপেক্ষা অনেকাংশে উচ্চ ছিল। কোন প্রকার প্রেম সঙ্গীত, পার্থিব আনন্দ, বৈষয়িক গৌরব, জাতীয় বীরত্ব অথবা পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব কাহিনী প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। ঈর্ষা, দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা কোন দিনের জন্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি কেবলমাত্র সনাতন এছলাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উপরিস্থ আকাশ এবং নিম্নস্থ মর্ত্তদেশ বিদীর্ণ করিয়া স্বর্গ ও নরক, জীবন্ত ও মৃত ব্যক্তিগণের নামে শপথ করিয়া তিনি তাহার প্রচার করিয়াছিলেন।

Reverend Margolliouth M. A. লিখিয়াছেন "ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বর্গ ও মর্ত্তের সৃজন পালন ও রক্ষাকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞানময় সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়—এই ঐশী স্বভাব অতি তেজস্বীতার সহিত হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত করিতে পবিত্র কোরআন সর্ব্বোচ্চ প্রশংসনীয় মহাধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বহু তত্ত্বপূর্ণ নীতি কথা গভীর জ্ঞানোপদেশ এবং ওজস্বিনী রাজনীতি

এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহা সম্যক্ প্রকারে আলোচনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিতে পারিলে একটি প্রবল শক্তিশালী জাতি গঠিত হইতে পারে। ভোজবিদ্যা বিশারদের যষ্টি স্পর্শের ন্যায় নিরক্ষর উষ্ট্রপালক পরিব্রাজক দস্যুপ্রকৃতি বেদুইনগণকে বিরাট সাম্রাজ্যের বহুজনপূর্ণ নগরনির্ম্মাতা এবং বহু গ্রন্থপূর্ণ পাঠাগারের স্রষ্টা করিতে পারিয়াছে। তাহাদেরই নির্ম্মিত কোহাট, বাগদাদ, কার্ডোভা এবং দিল্লী নগরীর ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ ও শক্তির প্রভাব ইউরোপের খৃষ্টান নরপতিগণকেও কম্পান্বিত করিয়াছিল। এই পবিত্র কোরআনের অন্তঃনিহিত বিপুল কর্ম্মশক্তি এবং বহু তত্ত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্য যাহা হইতে সমাজ নীতি, ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি মানব জীবনের সমস্ত কার্য্য প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে তাহা এই প্রকারে গৌরবের ও সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এই পবিত্র কোরআনই তাহাদিগের চিরাচরিত কুসংস্কার ও কুপ্রথার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া তাহাদিগকে মানবত্বের মধুর সৌন্দর্য্যে পরিস্ফুট করিয়াছিল। পৌত্তলিকতা রহিত করিয়া এবং তাহার পরিবর্ত্তে মহান্ আল্লাহ্‌র উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃতির এবং ভূত, প্রেত, পিশাচ, দৈত্যাদির অর্চ্চনা, ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি বহুতর কুসংস্কার এবং কদাচার, অগণিত বিবাহ রহিত করিয়া পবিত্র কোরআন আরববাসীর জীবনে মহান্ আল্লাহ্‌র এক মঙ্গল আশীর্ব্বাদ। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আমরা কখনই বিস্মৃত হইতে পারি না যে মধ্য যুগে ইউরোপ আরবের মনীষীগণের লিখিত দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি লাভ করিয়া বিশেষরূপে অনুগৃহীত হইয়াছে।"

Henry Luis তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে লিখিয়াছেন "মুছলমানগণই ইউরোপে বিদ্যা ও দর্শন আনয়ন করিলেন। এই মহৎ

কার্য্যের জন্য ইউরোপ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। গণিতশাস্ত্র ভৈষজ্য রত্নাবলী এবং রসায়ন বিদ্যার জন্যও ইউরোপ তাঁহাদের নিকট উপকার স্বীকার করে। তাঁহাদের জন্য স্পেন হইতে ফ্রান্সের অভ্যন্তর দিয়া খৃষ্ট রাজ্যসমূহে বিদ্যার বিস্তার হইল।

মুছলমানগণ পুরাতন দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং ভ্রমশূন্য করিয়া পৃথিবীর মহা উপকার সাধন করিলেন। বিবিধ বিষয়ের পুরাতন শাস্ত্রসকলের আরবী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া ইউরোপ আবার তাহাদের মূলে উপনীত হইতে পারিল। শারলমেনের সময় বহু আরবী গ্রন্থ ল্যাটিনী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

Major Arthur Glean Leonard তাঁহার এছলাম ও তাহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "এছলামের প্রতি ইউরোপের হীন অকৃতজ্ঞতা এবং ভ্রান্তিভাবের পরিবর্ত্তে সাধারণ কৃতজ্ঞতার ভাব থাকা উচিত। অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন যুগে মানব যখন কলহ-বিবাদ ও মূর্খতায় নিমগ্ন ছিল, তখন আরবদিগের অধীনে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করিয়া মোছলেম সভ্যতার উজ্জ্বল প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল, এবং ইহা ইউরোপের শেষ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত করিতে দেয় নাই। আরববাসীদিগের উচ্চ শিক্ষা, সভ্যতা, মানসিক ও সামাজিক উৎকর্ষ এবং তাহাদিগের উচ্চ শিক্ষার প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হইলে ইউরোপ অদ্যাপিও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিত। মনুষ্য জাতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাদের বিজয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু বিজেতার উপর সদ্ব্যবহার ও উদারতা তাঁহারা যে প্রকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক।

Historians History of the World Vol VIII Page 271 "মধ্যযুগে আরবেরাই সভ্যতার একমাত্র প্রতীক ছিলেন। উত্তর হইতে অসভ্য জাতিসমূহের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত ইউরোপকে তাঁহারাই বর্ব্বরতার হস্ত হইতে রক্ষা করেন।"

বিখ্যাত ঐতিহাসিক Mr. G, C, Wells লিখিয়াছেন "আরবদের ভিতর দিয়াই বর্ত্তমান জগত তাহার আলো ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, ল্যাটিন জাতির ভিতর দিয়া নহে।"

ইংলণ্ডে Church Congress of England নামক মহাসভার অধিবেশনে প্রথিত যশা Reverend Cannon Issac Taylor তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন "জগতের বহুদেশ ব্যাপিয়া এছলাম ধর্ম্ম মিশনারী ধর্ম্মরূপে খৃষ্টান ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। পৌত্তলিকতা পরিহারপূর্ব্বক এছলাম ধর্ম্মের লোকের সংখ্যা কেবল যে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত লোকসংখ্যা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিকতর তাহা নহে, পরন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে এছলাম ধর্ম্মের প্রতিযোগিতায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, এবং এছলাম ধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। এমন কোন নূতন স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করা ত দূরের কথা, যে স্থানসমূহে পূর্ব্বে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, তাহাও ক্রমশঃ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এছলাম ধর্ম্ম মরক্কো হইতে জাভা এবং জাঞ্জিবার হইতে সুদূর চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং সম্প্রতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া এছলাম ধর্ম্ম সুদীর্ঘ পাদ-বিক্ষেপে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা প্রভৃতি সকলগুলি মহাদেশই অধিকার করিতে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। কঙ্গো ও

জামবেশীতে এছলাম ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিগ্রো অধ্যুসিত রাজ্যসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী উগাণ্ডা দেশও সম্প্রতি এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিমূল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এছলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিতেছে। কোটী কোটী ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও অধিক মুছলমান। (এই বিবরণীতে নবদীক্ষিতগণের সংখ্যা বাদ দিয়া কেবলমাত্র যাহারা বংশ-পরম্পরায় মুছলমান, প্রধানতঃ তাঁহাদের সংখ্যাই প্রদত্ত হইল।)

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

কতিপয় সংবাদপত্রের অভিমত

ADVANCE—Sunday, April 15, 1934.

In these days of Hindu-Muslim conflict the book under review is pre-eminently a book of the hour inasmuch as the joint authors, one of whom is a Hindu, have brought out in its pages the beauty and essence of Islam which, according to them is a religion of peace, truth and love and therefore a religion for all people on earth—a universal religion which seeks to bind humanity in a common bond of brotherhood. God is one and Mahomed is His prophet, not for one chosen people but for the whole world. He is a "Visvanabi" and his religion is a natural religion for mankind.

Islam means peace and not strife and war. It offers the hand of friendship to all, even to those who oppose it. The true followers of the "Visvanabi" must be peaceful ; those alone who only do lip service to Islam seek strife where there is none. For Islam does never preach strife. The association of the Sword with the 'Quoran' is not warranted by the texts of the Quoranic injunction. This the authors have tried to prove by quotations in Bengali from the Quoran and in doing so have shown the universal aspect of Islam ; the friendly attitude of Islam to other religions ; the Islamic system of administration, which is based on justice, equity and love between

the ruler and the ruled ; the sweet relation between master and servant ; the Islamic code of ethics for every-day conduct of life ; the place of women in Islam ; and, the Islamic system of worship.

The authors have drawn profusely upon the Geeta and shown by apt quotations from it side by side with those from the Quoran that there is no conflict between the religion of the Quoran and the religion of the Geeta. Hence there can be no quarrel between Hindus and Muslims on the plane of religion. This means they can stand on the bedrock of eternal peace if they properly understand each other's religion and outlook on life. This book will show the way how to do it and open the eyes of many. All Hindus and Muslims should read it and they will feel that much of their religious misunder-standing is baseless and an unnecessary evil.

The book contains an appreciative introduction from the pen of Sir P. C. Ray.

FORWARD—Monday, June 25, 19‿4.

The authors have tried to show by extensively quoting from the Quran and the Gita that there is no difference in the essential and main principles of Hindu and Mahomedan religions. Islam preaches the doctrine of love and universal brotherhood. It enjoins the cult of service to man without the distinction of caste and creed.

There is an universal appeal in Islam and it makes no distinction between man and man. It preaches oneness of God. These are no new gospel to Hinduism. The same gospels of love and service, oneness and universality of God are preached through the religious books of the Hindus, their Vedas and "Upanishads." The authors have tried and have been able to establish a synthesis in the two religions. The book is unique of its kind and in these day of communal distemper the publication of books of this nature will find the sister communities to closer ties and lead to a solution of the communal question from a new light. The efforts of authors are really praiseworthy. The style is clear, simple and beautiful.

THE MUSSALMAN—Friday, July 13, 1934.

The very title of the book shows that it is a publication relating to Islam and its Holy Prophet. In the book efforts have been made—made successfully, we must say—to remove certain misconceptions regarding Prophet Muhammad (peace to be upon him) and the religion revealed through him. Islam has been portrayed in its true colour and has been shown to be the most natural religion. It is to be noted that one of the authors of the book is a Hindu and the fact that he is convinced that the Holy Quran is the word of God and that Islam is meant not for any particular class or community but for

the whole mankind goes to show that he has studied the Islamic scriptures thoroughly, of course so far as it was possible for him, and then has formed such an opinion. It is not possible to dwell, in the course of this short review, on the various phases of Islam discussed in the book and the injunctions thereof adherence to which makes the followers of Islam lead practical, ideal life. Those who do not know it or know it imperfectly will do well to go through this excellent work and have a correct idea of the great religion. Its perusal by Indians belonging to all classes and communities is calculated to bring about better relationship between Mussalmans on the one hand and Hindus and other communities on the other. The authors have done a great service to the cause of Hindu-Muslim unity.

আনন্দবাজার ঃ—বৃহস্পতিবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৪০ সন।

হজরত মোহাম্মদের জীবনধর্ম্ম এবং ইস্লামের উদারতা ও বিশ্বপ্রেম এই পুস্তকে বিশেষ যত্নের সহিত আলোচিত হইয়াছে। যে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ও ধর্ম্মান্ধতার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রায়শঃই অধর্ম্ম ও অজ্ঞানতা হইতে উদ্ভূত। দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার হয়, তবে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে। হিন্দু এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের তত্ত্বকথার সহিত ইস্লামীয় নীতিবাক্যের তুলনা দ্বারা বইটি অধিকতর মনোরম হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি সকলকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

মোসলেম (সাপ্তাহিক) সোমবার, ১২ই চৈত্র, ১৩৪০ সাল।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমেই স্বনামখ্যাত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একটি মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া গ্রন্থকার-যুগলের এই মহান্ শুভ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। যাঁহারা হজরত রসুলোল্লার (সঃ) প্রবর্ত্তিত স্বর্গীয় ইস্‌লাম ধর্ম্মের শিক্ষা, সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্মনীতি অবগত হইতে চাহেন,— যাঁহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিশ্বমানবতা, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানব হিতৈষণার মূলতত্ত্ব অবগত হইতে অভিলাষী এবং যাঁহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মের শিক্ষা ও সুনীতির সারমর্ম্ম জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত, তাঁহারা একবার এই গ্রন্থখানি পাঠ করুন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সত্যই বলিয়াছেন, "ইস্‌লাম যে শান্তির ধর্ম্ম—লাঠীর কি হিংসার ধর্ম্ম নয়, আর মহামানব মোহাম্মদ যে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর্ত্তেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই পুস্তকে যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা সে সমস্ত বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে।" পুস্তকের ভাব, ভাষা, ছাপা, কাগজ ও বাইণ্ডিং—সবই সুন্দর ও সুরুচি-সম্মত। এই মনোরম পুস্তকখানি বর্ত্তমান যুগের হিন্দু মোসলমানের ঘরে ঘরে শোভা পাওয়া বাঞ্ছনীয়।